যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা।

"সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সূরিভিঃ ॥"

অপরঞ্চ

"গীতঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং যন্ত্রগাত্রবিভাগতঃ।
যন্ত্রং স্যাৎ বেণুবীণাদি গাত্রন্তু মুখজং মতং ॥"

পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রকে দৃশ্য ও শ্রাব্যভেদে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে দৃশ্যকে সামান্যতঃ নৃত্য এবং শ্রাব্যকে গীত বলিয়া পরিগণনা করেন। গীত আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা ;—যান্ত্রিক ও গাত্রিক অথবা কাণ্ঠিক। এই নিমিত্ত কেহ কেহ সঙ্গীতকে একেবারেই তিনভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে যন্ত্র, কণ্ঠ এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সঙ্গীতসাধনের এই ত্রিবিধ উপায় নির্দ্ধারিত আছে। যন্ত্রদ্বারা বাদ্য বা যন্ত্রসঙ্গীত, কণ্ঠদ্বারা গান বা কণ্ঠসঙ্গীত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গদ্বারা নৃত্যক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে গানই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, সুতরাং বহু আয়াস ও সময়সাধ্য। বাদ্যক্রিয়া যত্ন ও অভ্যাস করিলে অপেক্ষাকৃত স্বল্পতম আয়াসে আয়ত্ত হয়, আর তালবোধ থাকিলে বোধ হয়, বুদ্ধিমানেরা কিঞ্চিৎ উপদিষ্ট হইলেই নৃত্যের সারমর্ম্ম অল্পক্লেশে উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু বাদ্যসাধনই আমাদিগের এ পুস্তকের উদ্দেশ্য, সুতরাং অন্যান্য বিষয়ের বিচারণা পরিত্যাগ করিয়া তাহারই

বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করা যাইবে। আমাদের দেশে বাদ্য বা যন্ত্র-সঙ্গীতশিক্ষোপযোগী বিবিধ যন্ত্র আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে সেতারনামক যন্ত্রে যেমন সহজে ও স্বল্পায়াসে এ বিদ্যা শিক্ষিত হয়, এমন আর কিছু-তেই হয় না। ইহার সারিকা অর্থাৎ পর্দাগুলি যথোচিত বিন্যস্ত থাকাতে ইহা প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে স্বরাদি, শুদ্ধ স্বরাদি কেন, রাগাদি বাজাইবারও নিতান্ত উপযোগী, অতএব যাঁহারা প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সেতার যন্ত্রদ্বারাই অভ্যাস করা উচিত; তাহাতে কতক অভ্যাস হইলে সঙ্গীতে কতক অধিকার হয়। পরে অন্যান্য যন্ত্রে বা কণ্ঠে শিক্ষা ফলবতী হইতে পারে। অতএব আমরা সেতারশিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করি-লাম। বস্তুতঃ সেতারের অবয়বাদি অবগত হইলে জানা যায় যে, ইহা অপেক্ষা সহজ ও সম্পুর্ণ যন্ত্র এ দেশে প্রায় নাই। সেতারের অবয়বাদি বিশেষরূপে জানিতে পারিলে যন্ত্রবন্ধনের ও রাগাদি বাজাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া অগ্রে তাহারই বর্ণন করা যাইতেছে।

অবয়ব।

আমাদের দেশে সেতার যন্ত্রের বহুল প্রচার, সুতরাং ইহার আকার প্রায় সকলেই জানেন, তজ্জন্য সমুদয় অবয়বের বর্ণনা না করিয়া শুদ্ধ যেগুলি বাদ্যক্রিয়ার বিশেষ উপযোগী, তাহাই বলা বিধেয়। এদেশ-প্রচলিত অধিকাংশ সেতার যন্ত্রেরই আকার তিন হস্তপরিমিত, কিন্তু তদপেক্ষা বৃহদাকারেরও ব্যবহার হইয়া থাকে। সেতারের খোল বা ধ্বনিকোষ, তবলী বা ধ্বনিপট্টক, দাণ্ডা বা দণ্ড, পটরি বা অঙ্গুলি-পট্টক, কাণ বা কীলক, তার বা তন্ত্র, পশ্বি বা শালায়নী, সওয়ারি বা তন্ত্রাসন, মানকা বা মানিকা, পর্দা বা সারিকা, তাঁত বা তান্তবসূত্র এবং আড়ি বা সেতু এই গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এতদ্ভিন্ন অন্য যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই অলঙ্কারমাত্র।

সেতার যন্ত্র, খোল ও দাণ্ডা এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। খোল অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত, অলাবু (লাউ) দ্বারা নির্ম্মিত, সুতরাং প্রায়ই

গোলাকার। খোলের উপরে নিবদ্ধ চক্রাকার কাষ্ঠফলককে তব্‌লী বলে; এই তব্‌লীর গোড়ায় যে অস্থি বা অন্য কোন ঘনপদার্থের এক খণ্ড আবদ্ধ থাকে, তাহার নাম পস্থি, ঐ পস্থিতে তার সকল সংযোজিত থাকে। পূর্ব্বোক্ত তব্‌লীর মধ্যস্থলে অস্থিনির্ম্মিত যে চতুষ্কোণ পদার্থ থাকে, তাহাকে সওয়ারি বলে; ইহার এক পার্শ্বে সারি সারি কয়েকটী খাঁজ আছে, তাহার উপর দিয়া তারগুলি গিয়া পস্থিতে আবদ্ধ হয়। তারের স্বর কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ বা নিম্ন করিবার নিমিত্ত পস্থির সন্নিকটে সওয়ারির নিম্নে হস্তিদন্ত প্রভৃতি ঘন পদার্থনির্ম্মিত গোল বা অন্য আকারের যে পদার্থ থাকে, তাহাকে মান্‌কা বলে। মান্‌কা তব্‌লীর উপরে থাকে; ইহার ভিতর দিয়া নায়কী তার যায়, কেহ কেহ অপরাপর তারেও মান্‌কা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই তারের স্বর অল্প পরিমাণে চড়া বা নরম করিতে হইলে ইহাকে নিম্নে বা ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত করিতে হয়। তব্‌লীতে এই কয়েকটীমাত্র থাকে। খোল ও তব্‌লীর সহিত যষ্টির ন্যায় যে এক দীর্ঘ, স্বল্প পরিসর ও শূন্যগর্ভ কাষ্ঠখণ্ড সংযোজিত থাকে, তাহার নাম দাণ্ডা; উহার পশ্চাদ্ভাগ প্রায়ই গোল এবং সম্মুখভাগ সমতল; এই সমতল ভাগকে সারিকাস্থান অথবা পট্‌রি বলে। ঐ পট্‌রির উপরে ধাতুনির্ম্মিত যে সকল পলতোলা রেখা সারি সারি বসান থাকে, তাহাদিগের প্রত্যেকের নাম পর্দ্দা, ইহাদের সংখ্যা কোন যন্ত্রে ষোল, কোন যন্ত্রে সতের; সতেরর অধিক প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। এই পর্দ্দাগুলির বিন্যাস ইচ্ছামত হইতে পারে না; স্বরগ্রাম ও তৎপ্রসূতি দ্বাবিংশতি শ্রুতির অনুযায়ী করিয়া ইহাদিগকে বসাইতে হয়, সুতরাং ঐ পর্দ্দাগুলি পরস্পর সমব্যবধানেও থাকে না। উক্ত পর্দ্দাগুলির অব্যবহিত উপরেই যে দুই অস্থিফলক সমান্তরালভাবে বসান থাকে, তাহাদিগের উভয়কেই আড়ি বলে, অস্থিভিন্ন অন্য কোন কঠিন পদার্থেরও আড়ি হইতে পারে। ঐ আড়ির প্রথমখানি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, অপরখানি কেবল তারগুলি সংযত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদিগের পরেই কাণ। কাণের সংখ্যা পাঁচ,—কোন কোন সেতারে ইহার অধিক ও দেখা

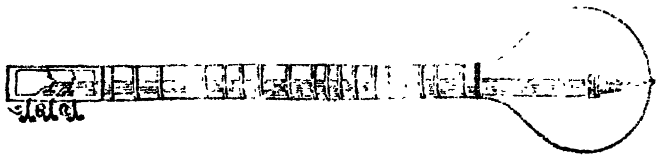
যায়। তন্মধ্যে দুইটী উপরে আর তিনটী বা ততোধিক পার্শ্বে সংলগ্ন থাকে; এগুলি অস্থির বা অন্য কোন কঠিন পদার্থেরও হইতে পারে। আর দাণ্ডার পশ্চাৎ ভাগে যে, এক একটী সূত্রগুচ্ছ দ্বারা প্রত্যেক সারিকা আবদ্ধ থাকে, তন্তুনির্ম্মিত বলিয়া তাহাদিগকে তান্তবসূত্র বলা যায়। কিন্তু সামান্য সূতা বা রেসমের দ্বারাও সারিকাবন্ধন হইতে পারে। শক্ত হইবে সুতরাং অনেক দিন যাইবে বলিয়া তান্তব-সূত্রই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক সারিকা ইচ্ছামত নড়ান যাইতে পারে, যে সকল সেতারের পর্দ্দা উচ্চ নীচ করিয়া নড়ান যায়, সে সকল সেতারের নাম সচলঠাট সেতার। এইরূপ পর্দ্দাচালন পদ্ধতি কেবল স্বরকে কোমল এবং তীব্র করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে সেতারের অবয়ব একরূপ বলা হইল। ইহার উপর তার চড়াইলেই সেতার সম্পূর্ণ অবয়ব ধারণ করে।

সেতারের পূর্ব্বতন সংস্কৃত নাম ত্রিতন্ত্রী। তিনটী তন্ত্রবিশিষ্ট যে যন্ত্র, তাহাকেই সংস্কৃতভাষায় ত্রিতন্ত্রী বলে। বস্তুতও পূর্ব্বে ত্রিতন্ত্রীতে তিনটী করিয়া তার আবদ্ধ থাকিত, যেহেতু এখনও পশ্চিমদেশীয় কোন কোন সেতারে তিনটী তার সংলগ্ন থাকা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা অতি বিরল। যাহা হউক, যবন রাজাদিগের রাজত্বকালে সঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ উহাদিগের নিকট বিশেষ আদৃত হওয়াতে কেহ কেহ বলেন, আমাদিগের সংস্কৃত নামের ঐক্য রাখিয়া আমীর খস্রু এই ত্রিতন্ত্রীর "সেতার" আখ্যা প্রদান করেন। পারসিক ভাষায় "সে" শব্দের অর্থ তিন এবং "তার" শব্দের অর্থ তন্ত্র। যদিও এই যন্ত্রের সংস্কৃতানুযায়ী নাম ত্রিতন্ত্রী এবং পারসিক নাম সেতার এতদুভয় শব্দেরই অর্থগত ঐক্য আছে বটে, কিন্তু কার্য্যগত কোন ঐক্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ এক্ষণে ইহাতে সাধারণতঃ পাঁচটী তার যোজিত থাকে, এবং যন্ত্র বড় হইলে উক্ত পাঁচটী ব্যতীত আরও তিন চারিটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তার আবদ্ধ থাকা দেখিতে পাওয়া যায়, এই শেষোক্ত তারগুলির নাম চিকারী বা পার্শ্বতন্ত্রিকা। সংস্কৃতসঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তারা যে নানাবিধ বীণার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

তন্মধ্যে ত্রিতন্ত্রীও অন্যতর বীণাজাতির মধ্যে পরিগণিত। তদনুসারে ইহার নাম ত্রিতন্ত্রী বীণা, আর এতদ্দেশে কচুয়া সেতার নামে চেপ্টা রকম একপ্রকার সেতারের ব্যবহার আছে, তাহার সংস্কৃত নাম কচ্ছপী বীণা। যাহাই হউক, ত্রিতন্ত্রী বীণা এবং কচ্ছপী বীণা এতদুভয়ই সর্ব্বসাধারণতঃ সেতার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আমাদিগের বর্ণ্যমান সেতারে পাঁচটী তার আবদ্ধ থাকিবে, উক্ত পাঁচটী তারের মধ্যে তিনটী পিত্তলের, অপর দুইটী পাকা লৌহনির্ম্মিত। সামান্যতঃ পিত্তলের তারগুলিকে কাঁচা, আর লৌহের দুটীকে পাকা তার বলে। ইহাদের মধ্যে চারিটী লৌহের হইলেও হানি নাই, কিন্তু একটী পিত্তলের অথবা অন্য কোন কাঁচা ধাতুর হওয়া আবশ্যক। কোন্ তারটী কোন্ স্বরে বাঁধা থাকে, শিক্ষার্থীদিগের সহজে বোধগম্য হইবার জন্য নিম্নভাগে একটী সেতারের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল। ঐ সেতারের উপরিস্থিত তারজড়িত পাঁচটী কাণে এক, দুই করিয়া চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

সেতার যন্ত্র।



(২) এবং (৩) চিহ্নবিশিষ্ট তারদ্বয়কে স্থর করিয়া বাঁধা প্রসিদ্ধ, এই দুইটী তার প্রায়ই পিত্তলের হইয়া থাকে, এবং ঐ দুইটী তার সমস্বরে বাঁধার ব্যবহারহেতু উহাদের নাম জুড়ী, তাহার পর (১) চিহ্নবিশিষ্ট তারটীকে ঐ আবদ্ধ জুড়ীর মধ্যম করিয়া বাঁধা কর্ত্তব্য; এই তারটী পাকালৌহ ব্যতীত অপর কোন কাঁচা ধাতুর হইতে পারে না, এটীর নাম নায়কী অর্থাৎ প্রধান তার। চারিচিহ্নবিশিষ্ট তারটীও লৌহনির্ম্মিত, সমস্বরে আবদ্ধ উক্ত জুড়ীর অবলম্বনে এটী সচরাচর পঞ্চম করিয়া বাঁধা যায়, কিন্তু রাগবিশেষে ইচ্ছাধীন গান্ধার, মধ্যম ইত্যাদিও করা যাইতে পারে, ফলতঃ এ তারটী পঞ্চম বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কথিত

হইল, পাঁচটী তারের মধ্যে চারিটী লৌহের হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু একটী পিত্তলের অথবা অন্য কোন কাঁচা ধাতুর হওয়া উচিত, সেটী ঐ পাঁচচিহ্নবিশিষ্ট তার, ঐটীর নাম ষড়্জ। উহা, পূর্ব্বোক্ত আবদ্ধ জুড়ীর নিম্ন সপ্তকের ষড়্জ বা স্বর করিয়া বাঁধিতে হয়। এই তারটী পিত্তল অথবা অন্য কোন কাঁচা ধাতুর না হইলে নিম্নের ষড়্জ ভাল শোনায় না। কিন্তু "ছেড়" ভালরূপে বাজাইবার জন্য কেহ কেহ পঞ্চম তারকে চতুর্থ তারের স্থানে এবং চতুর্থকে পঞ্চমের স্থানে বসাইয়া থাকেন, কিন্তু সে স্থলেও উক্ত তারদ্বয় যে যে ধাতুর নির্ম্মিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহার অথবা উহাদের নামের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। কথিত হইয়াছে, কোন কোন সেতারবিশেষে পাঁচটীর অতিরিক্ত কাণও থাকে, ঐ কাণগুলি দাণ্ডার পার্শ্বে পার্শ্বে যোজিত থাকে এবং ঐ কাণগুলিতে প্রায়ই পাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তার আবদ্ধ করা ব্যবহার আছে। এই চিকারীগুলি বাদক ইচ্ছাক্রমে বাঁধিয়া লন, তবে তাহার মধ্যে কথা এই, যখন ঐ চিকারীর কাণ যে পর্দ্দার পার্শ্বে যোজিত হয়, তখন ঐ পর্দ্দার অনুরূপ স্বর করিয়া বাঁধাই রীতি।

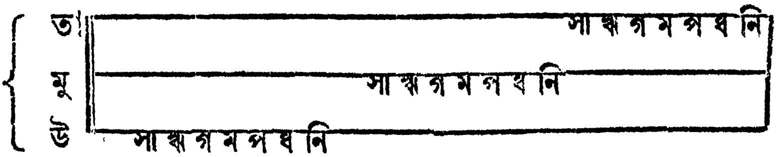
ধারণ।

সেতার যন্ত্র রীতিমত ধরিতে গেলে, খোলের পশ্চাদ্ভাগ ধারকের সম্মুখ দিকে থাকিবে, দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ সহকারে তব্‌লীর পার্শ্বদিক্ চাপিয়া বাম হস্তে দাণ্ডাটীকে আল্গোছে হেলাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। বাম হস্তের তর্জ্জনী প্রথম তারের উপর টিপিয়া মধ্যমাঙ্গুলী পটরির উপর কুঞ্চিতভাবে আল্গোছে রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী দাণ্ডার পশ্চাদ্ভাগে ঠেস রাখিবে। বাম হস্ত এমনি আল্গোছে থাকিবে, যেন ইচ্ছামত ইহাকে দাণ্ডার নিম্নে ও ঊর্দ্ধে অতি সহজে নামাইতে ও উঠাইতে পারা যায়। কেহ কেহ খোলের উপর হাঁটু দিয়া বাজান, কিন্তু ও প্রণালীতে বড় সেতারে রাগাদি ভালরূপে বাজান আমাদিগের মতে কিছু কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়।

ষড়্জাদি সপ্তস্বর।

স্নিগ্ধ অথচ রঞ্জনগুণবিশিষ্ট ধ্বনিবিশেষের নাম স্বর। স্বরই সঙ্গীতের মূল। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সাতটী শুদ্ধস্বর। ইহাদের প্রত্যেককে এক একটী ধাতু বলে। সচরাচর কথোপকথনে প্রত্যেক স্বরের সাঙ্কেতিক নাম সা, ঋ, গ, ম, প, ধ ও নি মাত্র ব্যবহার করা যায়। কথিত সা, ঋ, গ, ম, প, ধ ও নি একত্র করিলে গ্রাম বা সপ্তক সংজ্ঞা হয়। সপ্তক অসংখ্য, কিন্তু মনুষ্যকণ্ঠে উদারা, মুদারা এবং তারা এই তিনটী মাত্র সপ্তক উত্তমরূপে সংসাধিত হইয়া থাকে। গ্রাম বা সপ্তক লিখিবার প্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বরলিপি-প্রকরণ।



উপরি লিখিত তিনটী সরল রেখার মধ্যে সকলের নিম্ন রেখাটীতে যে সাতটী স্বর লেখা আছে, ঐ কয়েকটী স্বর উদারা সপ্তকের, উদারা সপ্তক জ্ঞাপন জন্য ঐ রেখার আদিতে (উ) লেখা আছে। ঐ সরল রেখা তিনটীর মধ্যস্থিত রেখাটীতে মুদারা সপ্তকের স্বর কয়েকটী লেখা হইল, সেই জন্য উহার পূর্ব্বে (মু) দেওয়া আছে। আর সকলের উপরের রেখাটীতে তারা সপ্তকেরই সাতটী স্বর লেখা হেতু ঐ রেখার আদিভাগে (তা) নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাচীনকালে একমাত্র সরল রেখাতেই গ্রামত্রয় লিখিবার রীতি বিধিবদ্ধ ছিল। তদপেক্ষা অতি সহজে বোধগম্য হইবার জন্য উল্লিখিত প্রণালীতে পৃথক্ তিন রেখায় তিনটী গ্রাম লিখিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত করা যায়, কিন্তু ইহাতে নিরর্থক অনেক স্থান আবদ্ধ হয় বলিয়া আমরাও অতঃপর সেই প্রাচীন নিয়মানুমত এক রেখাতেই ত্রিসপ্তক লিপিবদ্ধ করিব। ঐ সপ্তকত্রয়ের পার্থক্যজ্ঞাপনার্থ উদারা সপ্তকের স্বরসমূহের নিম্নে এক একটী বিন্দু দেওয়া যাইবে,

মুদারা সপ্তকের স্বর যেমন তেমনি থাকিবে এবং তারা সপ্তকের স্বরের উপরিভাগে এক একটী বিন্দু যোগ করা যাইবে। যথা;—

সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ ঋঁ গঁ মঁ পঁ ধঁ নিঁ

এই প্রণালীতে শুদ্ধ ত্রিসপ্তক কেন, অনন্ত সপ্তক এক রেখাতে লেখা যাইতে পারিবে। কেবল মুদারার নিম্ন ও উচ্চ সপ্তকের সংখ্যানুসারে স্বরসমূহের নিম্নে ও উচ্চে বিন্দু দিলেই হইবে। যথা;—সা, সাঁ; এই দুইটী সার মধ্যে প্রথমটীদ্বারা উদারার নিম্ন সপ্তক এবং দ্বিতীয়টীদ্বারা তারার উচ্চ সপ্তক জানা যাইতেছে।

সেতার যন্ত্রে সচরাচর পূর্ণ উদারা মুদারা, এবং তারা সপ্তকের অর্দ্ধ অর্থাৎ সা, ঋ, গ ও ম পর্য্যন্ত এই আড়াই সপ্তকের অধিক প্রায় থাকে না। নিম্ন অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তির হস্তস্থিত সেতারের একাদি অঙ্কবিশিষ্ট সতেরখানি পর্দ্দার বিবরণ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সেতার যন্ত্রে ঐ সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক কি নিয়মে বিন্যস্ত থাকে ও সংসাধিত হয়, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে।



প্রথমে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে মিজ্‌রাপ পরিয়া সেতারটী বাম হস্তে যথানিয়মে ধরিতে হয়। তদনন্তর মিজ্‌রাপ দিয়া দুই চিহ্ন বিশিষ্ট জুড়ীর কাঁচা তার ছাড়িয়া আঘাত করিলে উদারার ষড়্জ হইবে, বাম হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা ঐ কাঁচা তার দ্বিতীয় পর্দ্দায় চাপিয়া ঐরূপ আঘাত করিলে উদারার ঋষভ হইবে, বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা ঐ তার তৃতীয় পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলে উদারার গান্ধার হইবে, নায়কী তার ছাড়িয়া আঘাত করিলে উদারার মধ্যম হইবে, নায়কী তার তর্জ্জনীদ্বারা দ্বিতীয় পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলে উদারার পঞ্চম হইবে, নায়কী তার মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা তৃতীয় পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলে উদারার ধৈবত হইবে এবং ঐ তার মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা পঞ্চম পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলে উদারার নিষাদ হইবে। এই প্রণালীতে প্রথমে উদারা সপ্তকের স্বরগ্রাম স্থির হয়। পরে মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা নায়কী তার ষষ্ঠ পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলে মুদারার ষড়্জ হইবে। ঐ নিয়মে সপ্তম পর্দ্দায় ঋষভ, অষ্টম পর্দ্দায় গান্ধার, নবম পর্দ্দায় মধ্যম, একাদশ পর্দ্দায় পঞ্চম, দ্বাদশ পর্দ্দায় ধৈবত, এবং ত্রয়োদশ পর্দ্দায় নিষাদ সম্পন্ন হয়। এই সাতটী স্বরকে মুদারা সপ্তকের স্বর কহে। সচরাচর গান বা বাদ্য আরম্ভসময়ে এই মুদারা সপ্তকই অবলম্বনীয়, ইহার বিশেষ কারণ সঙ্গীতসারে সপ্তকপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। নায়কী তার মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা চতুর্দ্দশ পর্দ্দাতে চাপিয়া দক্ষিণ হস্তের মিজ্‌রাপযুক্ত তর্জ্জনীর আঘাত করিলে তারাগ্রামের ষড়্জ হইবে, পঞ্চদশ পর্দ্দায় তারার ঋষভ, ষোড়শ পর্দ্দাতে তারার গান্ধার, এবং সপ্তদশ পর্দ্দাতে তারার মধ্যম সম্পন্ন হয়। এই নিয়মে আড়াই সপ্তক সেতারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দক্ষিণ হস্তের আঘাতগুলি পর্দ্দা সকলের শেষে যে খালি স্থান আছে, সেইখানকার তারে হওয়া উচিত, তাহা না হইলে শব্দ উত্তমরূপে প্রকাশ পাইবে না। প্রথম, চতুর্থ এবং দশম এই তিনখানি পর্দ্দার স্বর প্রকৃত স্বর নহে। প্রথমখানির নাম উদারার কড়িমধ্যম, স্বাভাবিক মধ্যম হইতে এই স্বর কিঞ্চিৎ চড়া অর্থাৎ উচ্চ। যাবনিক ভাষায় কড়িশব্দে উচ্চতাকে বুঝায়। চতুর্থ পর্দ্দার স্বরের

নাম উদারার কোমল নিষাদ, অর্থাৎ ইহা স্বাভাবিক নিষাদ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন। দশম পর্দ্দার স্বরটীর নাম মুদারার কড়িমধ্যম।

কোন তীব্র স্বরকে স্বরলিপিবদ্ধ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত রেখাতে লিখিত প্রকৃত স্বরের মস্তকে এইরূপ (৮) পতাকা চিহ্ন দেওয়া যাইবে। যে স্বরের মস্তকে এইরূপ চিহ্ন থাকিবে, তাহাকে তীব্র স্বর বলিয়া জানা কর্ত্তব্য. পতাকা চিহ্নই তীব্রতাজ্ঞাপক চিহ্ন, কিন্তু যদ্যপি ঐ পতাকা চিহ্নটী আবার এইরূপ (৮) বিন্দুযুক্ত হয়, তবে তাহা অতিতীব্রতাজ্ঞাপক বলিয়া জানিতে হইবে। যে প্রকৃত স্বরের উপর এইরূপ (^) ত্রিকোণ চিহ্ন থাকিবে, সেটীকে কোমল স্বর বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যদ্যপি আবার ঐ ত্রিকোণ চিহ্নটী এইরূপ (^) বিন্দুযুক্ত হয়, তবে তাহাকে অতিকোমলতাজ্ঞাপক বলিয়া জানিতে হইবে।

সতেরখানি পর্দ্দাবিশিষ্ট সেতার যন্ত্রে উক্ত তীব্র এবং কোমল স্বর সহিত সার্দ্ধ দ্বিসপ্তকসন্নিবিষ্ট পূর্ণ উদারা এবং মুদারা সপ্তকের স্বর কয়েকটী ও তারা গ্রামের সা, ঋ, গ ও ম এই চারিটী স্বর মাত্র যে প্রকারে বিন্যস্ত থাকে, অবিকল সেইরূপ স্বরলিপি নিম্নে লিখিত হইতেছে।

				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
সা̣	ঋ̣	গ̣	ম̣	ম̣	প̣	ধ̣	নি̣	নি̣	সা	ঋ	গ	ম	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম

উদারা সপ্তকের সা, ঋ ও গ এই তিনটী স্বর পূর্ব্ব-কথিত নিয়মে কাঁচা তারে সাধন জন্য উহাদের মস্তকে কোন সংখ্যা অঙ্কিত হয় নাই। কথিত হইয়াছে নায়কী তার ছাড়িয়া আঘাত করিলে উদারার মধ্যম হইবে, সেই জন্য উদারার মধ্যমের উপর একাদি সংখ্যার প্রয়োজন করে না; প্রথম পর্দ্দা উদারার তীব্র মধ্যম হইতে আরম্ভ হইয়া সেতারে নাকি সংখ্যাতে সতেরখানি পর্দ্দা হইয়া থাকে, সেই জন্য ঐ কড়িমধ্যম হইতে একাদিক্রমে সতের পর্য্যন্ত সংখ্যা প্রত্যেক স্বরের মস্তকে লিখিত হইল। বস্তুতঃ স্বরলিপি মাত্রেই যে, প্রত্যেক স্বর একাদি সংখ্যাবিশিষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে এমন নহে, কেবল সেতার যন্ত্রের পর্দ্দা

কয়েকখানির স্বরলিপির সহিত সম্বন্ধ, প্রথম পাঠার্থীদিগকে সহজে বুঝাইবার জন্য উপরি লিখিত স্বরগুলি একাদি সংখ্যাযোগে লিখিত হইয়াছে।

ষড়্জাদি সপ্ত স্বরের ঊর্দ্ধগতির নাম অনুলোম, যেমন সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, ও নি। সপ্ত স্বরের অধোগতির নাম বিলোম, যেমন নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা। গায়কেরা সচরাচর প্রথমোক্ত গতিকে আরোহী এবং শেষোক্তটীকে অবরোহী বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সা, ঋ, গ ও ম ইত্যাদি সাতটী স্বরকে সাতটী ধাতু এবং ক-আদি বর্ণ উচ্চারণকালকে মাত্রা বলে। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে মাত্রা পাঁচ প্রকার, যথা; হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, অর্দ্ধ এবং অণু। সহজে একটী মাত্র লঘু বর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময়ের আবশ্যক, তাহাকে একমাত্র অথবা হ্রস্বমাত্র কাল বলা যায়; তাহার চিহ্ন এইরূপ (।) এক একটী দণ্ড; উদাহরণ যথা;—সা ঋ ইত্যাদি। দুইটী লঘু বর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে যে সময়ের প্রয়োজন, সেই সময়ের নাম দ্বিমাত্র বা দীর্ঘমাত্র কাল; তাহার চিহ্ন এইরূপ (।।) দুইটী দণ্ড, উদাহরণ যথা;— সা ঋ ইত্যাদি। তিনটী লঘুবর্ণ উচ্চারণের যে সময়, তাহাকে ত্রিমাত্র অথবা প্লুতমাত্র কাল কহে, তাহার চিহ্ন এইরূপ (।।।) তিনটী দণ্ড, উদাহরণ যথা;—সা ঋ ইত্যাদি। তিন মাত্রার অতিরিক্ত মাত্রা হইলেও তাহাকে প্লুত মাত্রা বলা যায়। তিন মাত্রার অতিরিক্ত যত মাত্রা হইবে, সেই মাত্রার সংখ্যানুসারে উপরি উক্ত দণ্ড চিহ্ন কয়েকটীরও সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইবে। মনে কর যেন কোন স্থানে ছয়মাত্র কালের প্রয়োজন আছে, সে স্থলে সেই ছয়টী মাত্রা লিখিবার জন্য ছয়টী দণ্ড চিহ্ন লিখিতে হইবে, উদাহরণ যথা;—সা ঋ ইত্যাদি। গানাদিতে প্লুত মাত্রারই অধিক প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। এক মাত্রার অর্দ্ধেকটুকু সময়ের নাম ব্যঞ্জন বা অর্দ্ধমাত্র কাল, অথবা দুইটী অর্দ্ধ মাত্রা উচ্চারণে একমাত্র কাল সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ (৺) অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নই অর্দ্ধমাত্রাকালজ্ঞাপক চিহ্ন; উদাহরণ যথা;—

সাঁ ঋাঁ ইত্যাদি। এই চিহ্নটী এক দুই ইত্যাদি মাত্রার সহিত একত্র লিখিবার সময় দণ্ড চিহ্নের পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিবে, যেমন সাঁ—ঋাঁ ইত্যাদি। গীতে কখন কখন অণুমাত্রা অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রার অর্দ্ধমাত্রা ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, দুইটী অণুমাত্রাতে একটী অর্দ্ধমাত্রা এবং চারিটী অণুমাত্রাতে একটী পূর্ণমাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অণু-মাত্রার এইরূপ (×) ডমরু চিহ্ন, এই চিহ্নটীও অর্দ্ধমাত্রার অনুরূপভাবে লিখিত হইবে। যথা ;—সাঁ ঋাঁ, সাঁ ঋাঁ ইত্যাদি। প্রাচীন পণ্ডিতেরা উক্ত পাঁচপ্রকার মাত্রাদ্বারাই সঙ্গীতক্রিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় উক্ত পঞ্চবিধ মাত্রাদ্বারা কখনই স্বর বা স্বর-সমূহের বিশেষ বিশেষ স্থিতিকাল সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না, অতএব এ স্থলে আরও কয়েকটী মাত্রাজ্ঞাপক চিহ্ন প্রকটিত করা গেল। স্বর এক মাত্রার দুই তৃতীয়াংশ কাল স্থায়ী হইলে এইরূপ (↑) বাণ চিহ্ন, তৃতীয়াংশ কাল স্থায়ী হইলে এইরূপ (⋔) ত্রিশূল চিহ্ন, এবং অষ্টমাংশ কাল স্থায়ী হইলে এইরূপ (০) যব চিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে; এই সকল মাত্রা চিহ্নও স্বরের উপরে উপরে থাকিবে। যথা ;—সাঁ ঋাঁ গাঁ ইত্যাদি। বোধ করি পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার এবং এই ত্রিবিধ মাত্রার যোগেই স্বরলিপি অপেক্ষাকৃত বিশদ হইতে পারিবে। কথিত ধাতু এবং মাত্রা এতদুভয়ে মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইলে তাহাকে প্রকৃত গীত বলা যায়।

গীত দুইপ্রকার, গাত্রজ এবং যন্ত্রজ। যে গীত মনুষ্যকণ্ঠে সুস্পষ্টরূপে উৎপাদিত হইয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করে, তাহার নাম কণ্ঠগীত, আর যে গীত বীণা অথবা সেতারাদি যন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়, তাহার নাম যন্ত্রগীত।

কথিত হইয়াছে কালজ্ঞাপক মাত্রাচিহ্ন প্রত্যেক স্বরের উপরে উপরে দেওয়া থাকিবে, কিন্তু তালবিশেষের অনুরোধে এমনও হয় যে, দুইটী তিনটী অথবা তদতিরিক্ত স্বরের উপর কোন মাত্রাচিহ্নই নাই, মাত্রাচিহ্নটী সর্ব্বশেষের স্বরটীর উপর দেওয়া আছে, সেখানে একমাত্রা কালের মধ্যে সর্ব্বশেষ স্বরটীর সহিত পূর্ব্ব স্বরগুলি সমভাবে প্রকাশিত

হইবে। এবং সেই কয়েক স্বর এইরূপ (⌐¬) একটী ভগ্ন বন্ধনীদ্বারা পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে। যেমন সা ঋ গ, এইরূপ ঘটনা প্রায় গতের পাদান্তেই হইয়া থাকে। যেখানে কোন স্বরের উপর মাত্রাচিহ্ন আছে, অথচ ঐ স্বরের পর একটী অথবা তদতিরিক্ত স্বরের উপর কোন মাত্রা-চিহ্ন নাই, সে স্থলে পূর্ব্ব স্বরের উপরিস্থিত নির্দ্দিষ্ট মাত্রাকালের মধ্যে সমুদয় নির্মাত্রে পর স্বরগুলি সমভাবে প্রকাশিত হইবে, এবং নির্মাত্র স্বরগুলি মাত্রাবিশিষ্ট স্বরের সহিত একটী বন্ধনীদ্বারা পরস্পর সংযত থাকিবে, যেমন সা ঋ গ ইত্যাদি। ছন্দের অনুরোধে কখন কখন এমনও হয় যে, মাত্রাচিহ্ন কোন স্বরের উপরে না থাকিয়া স্বরহীন খালি স্থানেও থাকে, সে স্থলে সেই মাত্রার অর্দ্ধ সময় বিশ্রাম এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধ সময়ের মধ্যে পরবর্ত্তী স্বর বা স্বরসমূহ প্রকাশ করিতে হইবে। যথা;—সা সা ঋ ইত্যাদি।

অঙ্গুলীর নিয়ম।

সেতারবাদন আরম্ভ এবং স্বরের অধোগতির সময় বামহস্তের তর্জ্জনী এবং স্বরের ঊর্দ্ধগতির সময় মধ্যম অঙ্গুলীর ব্যবহার হইয়া থাকে।

সেতারের বোল ও আঘাতের নিয়ম।

যে সকল স্বরের নীচে (আ) চিহ্ন থাকিবে, সেই সেই স্বরে আঘাত হইবে, যেমন সা ঋ ইত্যাদি।
আ আ

সেতারবাদকেরা ডা, রা, ডি, রি, ডে, রে ইত্যাদি নানারূপ কাল্পনিক

বোল ব্যবহার করেন। ডা, রা, ডি, রি, ডে, রে ইত্যাদি বোলগুলি স্বরের নীচে নীচে লিখিত হইয়া থাকে (১) যেমন সা ঋ গ ম প ধ
ডা রা ডি রি ডে রে
ইত্যাদি।

যে স্বরের নীচে ডা দেওয়া থাকিবে, সেখানকার আঘাত কোলের দিকে হওয়া উচিত, আর যে সকল স্বরের নীচে রা দেওয়া থাকিবে, সে সকল স্বরের আঘাত তাহার উল্‌টা দিকে অর্থাৎ ডার বিপরীত ভাবে হইবে। এইরূপ উল্‌টা আঘাত অর্থাৎ রার আঘাতের সময় নায়কী তারের সহিত জুড়ীর তারের ঝঙ্কার লাগা কর্ত্তব্য। ডা, ডে অথবা ডি এই তিনটী শব্দই এক কার্য্য প্রতিপাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ, রা, রে অথবা রি এই তিনটী শব্দও সমান ফলদায়ক।

প্রথম শিক্ষার্থী সেতারীদিগকে সহজে বুঝাইবার এবং গত বাজাই-বার জন্য ডা, রা, ডা, রা, ডে, রে, ডে, রে, ডি, রি, ডি, রি, ডাএরে, ডাএরে প্রভৃতি কতকগুলি কাল্পনিক বোল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা না হইলে প্রথম সাধন অথবা গত শিক্ষা করা কঠিন। এই সকল বোল, লিখিত মাত্রানুযায়িক লঘু এবং গুরুরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাগ লিপিবদ্ধের সময় ডা, রা ইত্যাদি বোল লিখিত হয় না; সেখানে কেবল আঘাতের স্থানে (আ) লেখা যাইবে। যেহেতু রাগ বাজাইবার সময় বাদক আপন ইচ্ছানুসারে যেস্থানে কোলের দিকে আঘাত ভাল বোধ করিবেন, সেস্থলে তাহাই দিবেন, এবং যেস্থানে তদ্বিপরীত রা উত্তম বিবেচনা করেন, সেখানে তাহাই দিতে পারিবেন। রাগ বাজাইবার আঘাত কতক অংশে বাদকের সুবিধার উপর নির্ভর করে।

(১) ডা, রা, ডি, রি, ডে, রে ইত্যাদি বোল প্রথম সেতার সাধন এবং গতে ব্যবহার হয়, অপরঞ্চ রাগাদির আলাপে কেবল স্বরের নীচে নীচে (আ) মাত্র লিখিত হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গীতসারের গতপ্রকরণে এবং রাগপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

অনুলোম ও বিলোম সাধন।

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

প্রথমে মুদারা গ্রামের স্বর সাতটী অনুলোম গতিতে এক মাত্রানুসারে ধীরে ধীরে এক একটী করিয়া স্পষ্টরূপে পুনঃ পুনঃ সাধন করা উচিত। তদনন্তর ঐ সাতটী স্বর বিলোমভাবে সাধিতে হইবে। এই রূপে পৃথগ্‌ভাবে অনুলোম ও বিলোম সাধন করিতে করিতে হস্তের জড়তা কিয়ৎপরিমাণে অপগত হইলে একেবারে অনুলোম ও বিলোম সাধন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর অনুলোম এবং বিলোমসাধনের উদাহরণ যে যেরূপ প্রদর্শিত হইবে, তৎসমুদয়ই মাত্রানুযায়িক পৃথক্ রূপে প্রথমে অনুলোম, পরে বিলোম, তৎপরে অনুলোম এবং বিলোম উভয়মিশ্রণে সাধনরীতি অবলম্বিত হইবে। প্রথম উদাহরণের স্বরগুলি যতটুকু কাল অবলম্বন করিয়া সাধনা করিবে, পরে দ্বিমাত্রানুসারে যে সাধনগুলি লিখিত আছে, সেইগুলি উপরোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল অবলম্বন করিয়া যথানিয়মে সাধন করিতে হইবে (১)।

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

(১) অধ্যাপক গোস্বামী মহাশয় বলেন, এক একমাত্র কাল গ্রহণজন্য যুবা মনুষ্যের স্বাভাবিক নাড়ীর এক একটী আঘাত গৃহীত হইবে, তদনুসারেই মাত্রাকাল স্থির করা কর্ত্তব্য। শিক্ষাকালে যদি কোন শিক্ষক উপস্থিত থাকেন, স্বাভাবিক নাড়ীর গতির সহিত মাত্রাগ্রহণকাল করতালদ্বারা দর্শাইয়া দিবেন, এবং পাদাঙ্গুলীর মৃদু আঘাতদ্বারা ছাত্রদিগকে বাদনকালে যথানির্দ্দিষ্ট মাত্রানুযায়িক কাল স্থির রাখিতে আদেশ করিবেন। আর যত দিন স্বরের নাম ও স্বরের সারিকাগুলি বিশেষরূপে বোধ না হয়, সে দিন পর্য্যন্ত সেই সঙ্গে স্বরগুলি মৃদুভাবে উচ্চারণ করিতে বিধি দিবেন। বাদনকালে পাদাঙ্গুলীর মৃদু আঘাতদ্বারা মাত্রা নির্দ্দিষ্ট রাখা সকল সময়েই প্রয়োজনীয়। মাত্রার বিবরণ সঙ্গীতসারে দ্রষ্টব্য।

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ — সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ — সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ — সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

স্বরসমূহের মধ্যে মধ্যে সমমাত্রা ব্যবধানে যে, এক একটী লম্বমান সরল রেখা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহাদিগকে বিভাজক রেখা বলে। প্রত্যেক পদের মধ্যে মধ্যে এক একটী, পদবিশেষের শেষে দুইটী করিয়া বিভাজক রেখা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, আর এইরূপ (ঃ) পদ্ম চিহ্ন দ্বারা কোন গতাদির সম্পূর্ণতা বুঝাইবে।

অনুলোম সাধন।

সা ঋ গ ঋ গ ম গ ম প ম প ধ প ধ নি ধ নি সাঁ
ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা

বিলোম সাধন।

সাঁ নি ধ নি ধ প ধ প ম প ম গ ম গ ঋ গ
ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা ডা

অনুলোম সাধন।

সা ঋ গ ম ঋ গ ম প গ ম প ধ ম প ধ নি প ধ নি সাঁ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

বিলোম সাধন।

সাঁ নি ধ প নি ধ প ম ধ প ম গ প ম গ ঋ ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম সাধন

সা ঋ গ ম প ঋ গ ম প ধ গ ম প ধ নি ম প ধ নি সাঁ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

বিলোম সাধন।

সাঁ নি ধ প ম নি ধ প ম গ ধ প ম গ ঋ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম সাধন।

সা ঋ সা সা ঋ গ ঋ সা সা ঋ গ ম গ ঋ সা সা ঋ গ ম প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

সা ঋ গ ম প ধ প ম গ ঋ সা সা ঋ গ ম প ধ নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

বিলোম সাধন।

সাঁ নি সাঁ সাঁ নি ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম প ধ নি সাঁ
ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

সাঁ নি ধ প ম গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম গ ঋ গ ম প ধ নি সাঁ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম ও বিলোম সাধন।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম ও বিলোম সাধন।

সা ঋ গ ম প ধ নি সা নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ   র্সা নি ধ প ম গ
ডা রা ডা রা ডা রা   ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি   নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা   ডা রা ডা রা ডা রা ডা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি র্সা   র্সা নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা   ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম ও বিলোম সাধন।

সা ঋ গ ম প ধ নি র্সা নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

অনুলোম ও বিলোম সাধন।

সা ঋ গ ম প ধ নি র্সা নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

অনুলোম ও বিলোম সাধন।

× ×
সা ঋ গ ম প ধ নি র্সা নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

অনুলোম ও বিলোম সাধন।

সা ঋ গ ম প ধ নি সা র্সা নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম ও বিলোম সাধন।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম সাধন।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

বিলোম সাধন।

সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম সাধন।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

বিলোম সাধন।

সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সা সা নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সা সা নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সা সা নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সা সা নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম। বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সা সা নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অনুলোম সাধন।

সা সা ঋ ঋ গ গ ম ম প প ধ ধ নি নি সা সা
ডা র ডা র ডা র ডা র ডা র ডা র ডা র ডা র

বিলোম সাধন।

নি নি ধ ধ প প ম ম গ গ ঋ ঋ সা সা
ডা র ডা র ডা র ডা র ডা র ডা র ডা র

অনুলোম ও বিলোম সাধন।

সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সাঁ	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা
ডা	র	ডা	র	ডা	ডা	র	ডা	র	ডা	ডা	র	ডা	র	ডা

অনুলোম ও বিলোম সাধন।

						×		×						
সাঁ	ঋঁ	গঁ	মঁ	পঁ	ধঁ	নি	সাঁ	নি	ধঁ	পঁ	মঁ	গঁ	ঋঁ	সাঁ
ডা	র	ডা	র	ডা	ডা	র	ডা	র	ডা	ডা	র	ডা	র	ডা

অনুলোম সাধন।

										৩০	০			
সাঁ	সা	ঋঁ	ঋ	গঁ	মঁ	ম	পঁ	প	ধঁ	নি	নি	সাঁ	সা	সাঁ
ডা	র্	ডা	র্	ডা	ডা	র্	ডা	র্	ডা	ডা	র্	ডা	র্	ডা

বিলোম সাধন।

		৩০	০											
সাঁ	সা	নি	নি	ধঁ	পঁ	প	মঁ	ম	গঁ	ঋঁ	ঋ	সাঁ	সা	সাঁ
ডা	র্	ডা	র্	ডা	ডা	র	ডা	র্	ডা	ডা	র্	ডা	র্	ডা

যে সকল সাধন পূর্ব্বে সাধিত হইল, সে সমুদয়গুলি মুদারার, অর্থাৎ মধ্য সপ্তকের। এক্ষণে যথানিয়মে উদারা সপ্তক সাধন কর্ত্তব্য। মুদারা সপ্তকে যে সাতটী স্বর নির্দ্দিষ্ট আছে, উদারা সপ্তকেও সেই সাত স্বর ভিন্ন অপর আর কিছুই নাই, কেবল স্থানগত ভেদজন্য স্বরের নিম্নতা ও উচ্চতা নিবন্ধন পরস্পরকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, বাস্তবিক উভয়ে পৃথক্ নহে। এবং তারা সপ্তকেও ঐরূপ জানিবে। বস্তুতঃ সাতটী স্বরের অধিক প্রকৃত স্বর কখনই হয় না (১)। সাত স্বরের অধিক আটটী করিতে গেলে পূর্ব্ব সপ্তকের ষড়্জের সহিত মিলিয়া যায়, এতদ্বিষয়ক অনেক প্রমাণ ইংরাজী ধ্বনিবিৎ পণ্ডিতেরাও প্রদর্শন

(১) ইহার অন্যান্য বিবরণ সঙ্গীতসারে দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এক সেকেণ্ড অথবা ১⅓ মাত্রাকালমধ্যে ৩২ বার ভাইব্রেসন্ (Vibration.) অর্থাৎ কম্পন বা অনুরণন ব্যতীত একটী স্বর অর্থাৎ সঙ্গীতধ্বনি নিষ্পন্ন হয় না। স্বরগ্রাম বা সপ্তকের প্রসূতির স্বরূপ বাইশটী শ্রুতি পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃত-সঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তারা বলেন যে, ষড়্জে চারিটী, ঋষভে তিনটী, গান্ধারে দুইটী, মধ্যমে চারিটী, পঞ্চমে চারিটী, ধৈবতে তিনটী ও নিষাদে দুইটী শ্রুতি পাওয়া যায়। ষড়্জ হইতে আরম্ভ করিয়া নিষাদ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী স্বরের নাম উল্লেখ করা গেল, ঐ কয়েকটী স্বরেই দ্বাবিংশতিশ্রুতিসম্ভূত একটী পূর্ণ স্বরগ্রাম হয়। নিষাদের অব্যবহিত পরেই যে ষড়্জ, ঐ ষড়্জটী পূর্ব্ব ষড়্জের সপ্তকৈকমাত্র উচ্চ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যদ্যপি এস্থলে বিবেচনা করা যায় যে, ১⅓ মাত্রাকালমধ্যে অন্যূন বত্রিশবার অনুরণনে একটী স্বর সম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে সপ্তকান্তরের ষড়্জে যাইতে গেলে সেই নির্দ্দিষ্ট মাত্রাকালমধ্যে তদ্দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুঃষষ্টিবার অনুরণনের অবশ্যই প্রয়োজন হইবে (১)। প্রত্যেক উচ্চ সপ্তকে যদ্যপি দ্বিগুণ করিয়া অনুরণন বৃদ্ধি হইয়া যায়, তাহা হইলে কোন ষড়্জ তাহার সপ্তকৈক উচ্চ বা নিম্নের ষড়্জের অর্দ্ধ বা দ্বিগুণ অনুরণনজনিত সমস্বর বলিয়া অনুভূত হইবে, তদ্ভিন্ন তাহার শ্রুতিসংখ্যা বা নামভেদ কিছুই প্রতিপন্ন হইবে না।

এস্থলে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করিতে পারেন যে, উদারা সপ্তক না সাধাইয়া মধ্য সপ্তক সর্ব্বাগ্রে সাধনের তাৎপর্য্য কি ? উদারা সপ্তকে না কি পিত্তলের তারের প্রয়োজন হয়, আরম্ভিদিগের পক্ষে প্রথমেই

---

(১) পণ্ডিতেরা নাড়ীর এক এক আঘাতের সহিত এক এক মাত্রাকাল স্থির করেন, ইহার বিশেষ প্রমাণ সঙ্গীতসারে লিখিত আছে। এক মিনিটকালের মধ্যে যুবা পুরুষের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি অন্যূন অশীতিবার হইয়া থাকে এবং উক্ত এক মিনিটকাল ষষ্টি সেকেণ্ড দ্বারা সাব্যস্ত হয় ; এস্থলে বিবেচ্য এই যে, অশীতি মাত্রা এবং ষষ্টি সেকেণ্ড, এই উভয়ই সমকালসাপেক্ষ, কিন্তু প্রত্যেক সেকেণ্ডকালে কত টুকু মাত্রা আবশ্যক করে, তাহা দেখিতে গেলে অশীতি মাত্রাকে ষষ্টি সেকেণ্ডদ্বারা ভাগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার ফল অর্থাৎ প্রত্যেক সেকেণ্ডের প্রতি ১⅓ মাত্রা আবশ্যক করিবে।

কাঁচাতারে অঙ্গুলী সঞ্চালনা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য বলিয়া বোধ হওয়াতে প্রথমেই মুদারা সপ্তক দেওয়া হইয়াছে। মুদারা সপ্তক সাধনে হস্তের কিঞ্চিৎ জড়তা ভাঙ্গিলে পর উদারা সপ্তক সাধন করা কর্ত্তব্য।

উদারা সপ্তকসাধন।

অনুলোম। বিলোম।

সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা	সা	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদিগের হস্তের জড়তা-অপগমের জন্য উদারা সপ্তকেও পূর্ব্ব-সাধিত মুদারা সপ্তকের কতকগুলি সাধনা যথানিয়মে ছাত্রদিগকে পুনরভ্যাস করাইবেন।

কথিত হইয়াছে যে, সপ্ত স্বর কোমল বা তীব্রভাবে বিকৃত হয়। স্বর সাতটী বিকৃত হইলে প্রত্যেক স্বরগ্রামে সংখ্যায় দ্বাদশটী করিয়া হইয়া থাকে (১)। যথা :—

বিকৃত স্বরগ্রাম।

অনুলোম।

সা	ঋ	ঋ	গ	গ	ম	ম	প	ধ	ধ	নি	নি
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

বিলোম।

নি	নি	ধ	ধ	প	ম	ম	গ	গ	ঋ	ঋ	সা
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

(১) ততঃ সপ্ত স্বরাঃ শুদ্ধা বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী। ইতি সঙ্গীতদর্পণং।

অপি চ এ স্থলে একটী অচল ঠাটের সেতার আনাইয়া এই বিকৃত স্বরের বিষয়টী বিশেষরূপে ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য।

বিকৃত স্বরগ্রামে ছাত্রেরা দেখিবেন যে, মধ্যম স্বর কোমলভাবে বিকৃত না হইয়া তীব্রভাবে বিকৃত হইয়াছে, সেইজন্য উহার মস্তকে পতাকা-চিহ্নও দেওয়া আছে। তাহার কারণ, কোমল মধ্যম বলিয়া কোন একটী স্বর আমাদিগের দেশে প্রচলিত নাই। আমাদের দেশাচারানুসারে মধ্যম তীব্রভাবেই বিকৃত হইয়া থাকে, ফলতঃ পঞ্চমকে কোমল করিলেও যে ফল, মধ্যমকে তীব্র করিলেও সেই ফল দর্শে। তবে কোমল পঞ্চম বলিয়া ব্যবহার করা আমাদের রীতি নাই, কিন্তু ইউরোপে কোমল পঞ্চম বলিয়া ব্যবহার করার প্রথা আছে; যাহাই হউক, তাহাতে কার্য্যগত কোন বিশেষ হানি নাই। অন্যান্য সুরের পক্ষেও এইরূপ (১)। ঋষভাদি অপর ছয়টী সুরের আশ্রয়, অর্থাৎ গ্রামস্থান বলিয়া ষড়্জ কোমল বা তীব্রভাবে বিকৃত হয় না, ঐ সর্ব্বপ্রধান সুর ষড়্জ সর্ব্বদাই প্রকৃতিস্থ থাকে।

পিত্তলের দ্বিতীয় তারে প্রকারান্তর স্বরগ্রামসাধন।

যে সকল স্বর পূর্ব্বে পাকা অর্থাৎ নায়কী তারে সাধিত হইয়াছে, সেই সকল স্বর যদি কাঁচা তারে সাধিতে হয়, তাহা হইলে তৎসমুদায় স্বরলিপিবদ্ধ করিবার সময় তাহাদিগের মস্তকোপরি এইরূপ [□] চতুষ্কোণ চিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দুই চিহ্ন বিশিষ্ট কাঁচা তার ছাড়িয়া আঘাত করিলে উদারার ষড়্জ হইবে, ঐ তার বাম হস্তের তর্জনীদ্বারা দ্বিতীয় পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলে উদারার ঋষভ, তৃতীয় পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলে উদারার গান্ধার হইবে। নায়কী তার ছাড়িয়া আঘাত করিলে উদারার মধ্যম হয়, কিন্তু দ্বিতীয় তার চতুর্থ পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলেও ঐ মধ্যম

(১) অর্থাৎ যে কোন সুরকে কোমল করা যাউক না কেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব সুরকে তীব্র করিলেও সমান ফল দর্শে। শিক্ষক এই স্থলে এইটী সেতারে দেখাইয়া সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

হইবে। নায়কী তার দ্বিতীয় পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলে যে পঞ্চম হয়, দ্বিতীয় তার ষষ্ঠ পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলেও সেই পঞ্চম প্রদর্শিত হইবে। নায়কী তার তৃতীয় পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলে উদারার ধৈবত হয়, দ্বিতীয় তার সপ্তম পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলেও উদারার ধৈবত হইবে। নায়কী তার পঞ্চম পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলে উদারার নিষাদ হয়, দ্বিতীয় তার অষ্টম পর্দ্দায় চাপিয়া আঘাত করিলেও উদারার নিষাদ হইবে। এইরূপে দ্বিতীয় তারের দ্বারা নবম পর্দ্দায় মুদারার ষড়্জ, একাদশ পর্দ্দায় ঋষভ, দ্বাদশ পর্দ্দায় গান্ধার, ত্রয়োদশ পর্দ্দায় মধ্যম, (১) চতুর্দ্দশ পর্দ্দায় পঞ্চম, পঞ্চদশ পর্দ্দায় ধৈবত এবং ষোড়শ পর্দ্দায় নিষাদ স্বর সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রথম, পঞ্চম ও দশম এই তিনখানি পর্দ্দায় কাঁচা তার চাপিয়া আঘাত করিলে ক্রমান্বয়ে উদারার কোমল ঋষব, উদারার কড়ি মধ্যম ও মুদারার কোমল ঋষভ সম্পন্ন হয়। এই নিয়মে কাঁচা তারে মুদারাগ্রাম সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হইয়া থাকে; কিন্তু উক্ত নিয়মে যে সমুদায় স্বর সাধিত হয়, শ্রুতিবিভাগানুসারে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে সমুদায়গুলি ঠিক প্রকৃত স্বর হয় না, কোন কোনটী প্রায়ই কিছু কিছু তীব্রভাব ধারণ করে। বাহুল্যভয়ে বা তত বিশেষ প্রয়োজন বোধ না হওয়াতে এস্থলে তাহার বিচার উপেক্ষিত হইল।

সেতার যন্ত্রে সচরাচর যে ষোল বা সতরখানি পর্দ্দা থাকে, তদ্দারা পূর্ণ উদারা, মুদারা ও তারার অর্দ্ধ, এই সার্দ্ধ-দ্বিসপ্তক স্বর প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু শুদ্ধ কাঁচা তারে স্বরসাধন করিতে হইলে উদারা ও মুদারা এই দুই সপ্তকের অধিক স্বর পাওয়া যায় না। যে সেতারে সতরখানি পর্দ্দা আবদ্ধ থাকে, তাহাতে বড় অধিক তারার ষড়্জ পর্য্যন্ত মাত্র পাওয়া যাইতে পারে। এস্থলে কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, শুদ্ধ কাঁচা তারসাধনে যদি সার্দ্ধ-দ্বিসপ্তক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নায়কী তার পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্ররূপে কাঁচা তারে আবার

(১) এই পর্দ্দাখানি কিঞ্চিৎ কোমল করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

স্বরগ্রাম সাধনের কারণ কি? তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পাকা লৌহ-নির্ম্মিত নায়কী তারের ধ্বনি অপেক্ষা পিত্তল-নির্ম্মিত কাঁচা তারের ধ্বনি কিঞ্চিৎ মৃদু ও শ্রবণমধুর হয়। বাদ্যের অলঙ্কারের জন্য সময়ে সময়ে ধ্বনির মৃদুতা ও উগ্রতার প্রয়োজন হইয়া থাকে। নায়কী তার সম্বন্ধীয় আঘাতগুলি কিঞ্চিৎ উগ্রস্বর (১) প্রকাশক এবং কাঁচা তারের আঘাতনিচয় কিঞ্চিৎ মৃদু (২) স্বরপ্রকাশক হয়; এই নিমিত্তই পুনরায় কাঁচা তারে রীতিপূর্ব্বক স্বরগ্রাম সাধাইবার প্রয়োজন হইল (৩)।

পিত্তলতারে মৃদুস্বরসাধন।

অনুলোম।								বিলোম।							
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	র্সা	র্সা	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

অনুলোম।								বিলোম।							
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	র্সা	র্সা	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

যদ্যপি নায়কী তারে মৃদুস্বরের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যে স্বর হইতে যে স্বর পর্য্যন্ত ঐরূপ কার্য্যের প্রয়োজন হইবে, সেই পূর্ব্বস্বর হইতে পর স্বর পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্বরের মস্তকে এইরূপ (···) বিন্দুরেখা চিহ্ন থাকিবে, যেমন:—সা ঋ গ ম প ধ নি র্সা (ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা)। নায়কী তারে এইরূপ মৃদু ধ্বনি প্রকাশ করা কেবল মৃদু আঘাতদ্বারা সম্পাদিত

(১) Loud

(২) Soft

(৩) ছাত্রদের সংস্কার দৃঢ় করণজন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্বরগ্রাম এবং সমুদয় সাধনাগুলির আনুপূর্ব্বিক স্বরলিপি করাণ শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

হইয়া থাকে। "গৎ" বাদনসময়ে যদ্যপি উগ্র এবং মৃদু না করিয়া সমুদয় আঘাত সমভাবে দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিতান্ত শ্রুতি-কঠোর এবং নিরলঙ্কৃত বোধ হইবে। বস্তুতঃ এইরূপ কার্য্য কেবল গৎ বা গীতাদির বিশেষ অলঙ্কার জন্য।

ইতি স্বরসাধনপ্রকরণ সমাপ্ত।

তালাদির নিয়ম।

অখণ্ড কালকে এক, দ্বি, ত্রি ইত্যাদি মাত্রা সংখ্যানুসারে ছন্দোগত করিয়া বিভাগ করার নাম তাল। ঐ সকল মাত্রার সংখ্যাবিশেষে, লঘু গুরু ভেদে এবং ছন্দ ও সমাদির বিভিন্নতানুসারে তালবিশেষের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাল দিবার সময় আঘাত এবং বিরাম (যাহাকে সচরাচর ফাঁক বলে) এই দুইটীরই প্রয়োজন সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়। উভয় কর মৃদুবল-সহকারে সংযত করিলে যে আঘাত হয়, তাহাকে সচরাচর তাল কহে; আর উভয় কর সংযত না করিয়া শুদ্ধ মাত্র উত্থান করিলে ফাঁক প্রতিপন্ন হইবে। আঘাতের এইরূপ (১) এক অঙ্কচিহ্ন এবং ফাঁকের অর্থাৎ যে স্থানে আঘাত না হইবে, তাহার এইরূপ (০) বিন্দুচিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। এই উভয়বিধ চিহ্নই মাত্রা-চিহ্নদণ্ডের উপরে উপরে থাকিবে, যেমন :—$\overset{১}{\text{সা}}\ \overset{০}{\text{স্ম}}$ ইত্যাদি। বস্তুতঃ তালটী ছন্দোব্যতীত আর কিছুই নহে। ছন্দঃপ্রভৃতি গ্রন্থে শ্লোকাদির যেমন চারিটী পাদ বা ভাগ থাকে, তালেরও সেইরূপ চারিটী পাদ বা ভাগ আছে। যথা:—সম, বিষম, অতীত এবং অনাগত। অনাগত শব্দটী সচরাচর অনাঘাত বলিয়াও ব্যবহৃত হয়। এই চারি ভাগ হইতেই শাস্ত্রকারেরা তালগ্রহণ বিধিবদ্ধ করেন (*)। গীতাদির সম-

* সমাতীতানাগতাশ্চ বিষমশ্চ গ্রহা মতাঃ। চত্বারঃ কথিতাস্তালে সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা বিচক্ষণৈঃ ॥

কালে যদি তালগ্রহণ করা যায়, তাহার নাম সমগ্রহ; যদ্যপি পূর্ব্বে গীত আরম্ভ করিয়া পশ্চাৎ তালগ্রহণ করা হয়, তাহার নাম অতীত গ্রহ; যদ্যপি তালগ্রহণের পর গীতাদির আরম্ভ হয়, তাহাকে অনাগত গ্রহ কহে; আর অতীত এবং অনাগত এতদুভয়ের মধ্যকালে তালগ্রহণের নাম বিষম গ্রহ। বস্তুতঃ এই চারিপ্রকার গ্রহের মধ্যে সমগ্রহই সর্ব্বপ্রসিদ্ধ, সমের এইরূপ (+) পতঙ্গ চিহ্ন। এই চিহ্নটীও মাত্রাচিহ্নের উপরিভাগে থাকিবে।

ফাঁক স্থান হইতেও তালগ্রহণের ব্যবহার আমাদের দেশীয় রীত্যনুসারে দেখিতে পাওয়া যায়; তালে যথানির্দ্দিষ্ট লয় (*) স্থির রাখা অতি কর্ত্তব্য।

লয়প্রবৃত্তির নিয়মকে যতি কহে (†) অর্থাৎ প্রবৃত্তিসূচক

গীতাদিসমকালস্তু সমপাণিঃ সমগ্রহঃ। গীতাদৌ বিহিতে পশ্চাত্তালবৃত্তির্বিধীয়তে। অতীতাখ্যো গ্রহো জ্ঞেয়ঃ সোঽবপাণিরিতি স্মৃতঃ॥ পূর্ব্বং তালপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পশ্চাদ্গীতাদিরুচ্যতে। অনাগতঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স এব পরিপাণিকঃ॥ আদ্যন্তয়োরনিয়মো বিষমগ্রহশব্দভাক্। ইতি দর্পণং। তালে গীতগতে সাম্যকারী তস্য গ্রহাশয়ঃ। অনাগত-সমাতীতাঃ ক্রমাদেষাং তু লক্ষণং॥ গীতারম্ভে মুদা পূর্ব্বং সমুচ্চার্য্যাক্ষরদ্বয়ং। তালস্য ন্যসনাদ্ব্যক্তস্তদৈবানাগতো গ্রহঃ॥ গীতোচ্চারণকালে তু যদা তালস্য সংগতিঃ। তদা সম ইতি প্রোক্তঃ সমকালসমুদ্ভবাৎ॥ তালস্তদাতীত ইতি গ্রহঃ প্রোক্তঃ পুরাতনৈঃ। ইতি সঙ্গীতসারঃ। তথা অন্যান্যসঙ্গীতগ্রন্থেঽপি।

* কালের অবিচ্ছেদগতির নাম লয়। সঙ্গীতের সময় সামান্যতঃ অবলম্বিত লয়টী স্থির রাখা সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের পক্ষে অতি কর্ত্তব্য, অর্থাৎ প্রথমে যে পরিমাণ লয় আশ্রয় করিয়া গীতাদির আরম্ভ হইবে, সেই অবলম্বিত লয় অনুসারে তাহারই দ্রুত অর্থাৎ "দুন্" তাহারই অণুদ্রুত অর্থাৎ "চৌদুন্" তাহারই গুরু অর্থাৎ "ঠা" তাহারই ভগ্ন অর্থাৎ "আড়ি" যথাযোগ্য স্থানে ইচ্ছাধীন প্রয়োগ বিধেয়, পরন্তু প্রথম অবলম্বিত লয় উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত দ্রুততা বা ভগ্নতানুসারে গতিকৌশল প্রদর্শনকে সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় সঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তারা যার পর নাই দোষ বলিয়া স্বীকার করেন। গানাদির সময় যথাবলম্বিত স্বরগ্রাম পরিত্যাগ করা যতদূর দূষ্য, অবলম্বিত লয় উল্লঙ্ঘন করাও তদপেক্ষা স্বল্প দোষাবহ নহে, অতএব এতদুভয়ের প্রতি সঙ্গীতকুতূহলী মাত্রেরই সমভাবে বিশেষ মনোযোগ রাখা প্রয়োজনীয়।

† লয়প্রবৃত্তিনিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে। ইতি রাগবিবোধঃ।

নিয়মানুযায়িক ছন্দোগত যে বিশ্রামবিশেষের দ্বারা কোন তালবিশেষের লয়ের সহিত অন্য তালবিশেষের লয়ের যে বিভেদ দেখা যায়, তাহার নাম যতি। যতিচিহ্ন এইরূপ, (৺) ইহাও দণ্ডচিহ্নের উপর উপর থাকে, যেমন :—সা ঋ ইত্যাদি। যেখানে তালবিশেষের একটী পূর্ণমঞ্চ অর্থাৎ "আওর্দা" বা "ফেরা" পরিসমাপ্তি হয়, তাহাকে মান বা বিশ্রামস্থান বলে। প্রত্যেক মঞ্চ মাত্রানুযায়িক বিরামান্তে এক একটী বিভাজক রেখাদ্বারা ভাগ করা কর্ত্তব্য; যেমন :—সা ঋ গ ম |। প্রাচীন সংস্কৃত রীতিতে প্রায়ই সমস্থান হইতে তালটী গৃহীত হইয়া ফাঁকস্থানে বিরামান্তে একটী পূর্ণমঞ্চ সমাপন করে। পুনর্ব্বার সমস্থানে তালের পুনর্গ্রহণ হইয়া থাকে, সংস্কৃতমতানুযায়ী দ্রুত ত্রিতালী তাল যথা :— সা ঋ গ ম |। পরন্তু এক্ষণকার প্রচলিত মতে সেটী অবিকল হয় না, আধুনিক গায়কেরা তালটী সমস্থান হইতে গ্রহণকরণানন্তর যথাযোগ্য ফাঁক অর্থাৎ শূন্যস্থানে বিরাম না করিয়া পুনর্ব্বার সমে সমাপন করেন, যেমন :—সা ঋ গ ম সা |। কথিত উদাহরণটী দ্রুত-ত্রিতালী বা কাওয়ালীর (*) আধুনিক নিয়মানুযায়িক একটী পূর্ণমঞ্চ প্রতিপন্ন করিতেছে। বস্তুতঃ দ্রুত-ত্রিতালী চারি মাত্রায় সম্পন্ন হয়। চলিত মতে দ্রুত-ত্রিতালী সম হইতে গ্রহণানন্তর ফাঁকে বিশ্রাম না করিয়া পুনর্ব্বার সমস্থানে বিরাম করিতে গেলে শাস্ত্র এবং যুক্তি এতদুভয়তই দুষ্য হইয়া পড়ে। যেহেতু প্রথম মাত্রাতে দ্রুত-ত্রিতালীর সম হইয়া চতুর্থ মাত্রা ফাঁক স্থানে তালের বিরাম হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু চতুর্থ মাত্রাতে বিরাম না করিয়া পুনর্ব্বার প্রথম মাত্রা সমস্থানে আসিলে দ্রুত-ত্রিতালী পাঁচটী মাত্রার তাল হইয়া পড়ে। চারিমাত্রাবিশিষ্ট

(*) কাবালজাতীয় গায়কেরা সর্ব্বদা এই তাল ব্যবহার করে বলিয়া ইহার অপর একটী নাম কাওয়ালী।

তালকে পাঁচমাত্রাবিশিষ্ট করা নিতান্ত অযৌক্তিক। যদ্যপি কেহ এমন সন্দেহ করেন যে, চারিমাত্রাবিশিষ্ট দ্রুত-ত্রিতালী তাল, পাঁচমাত্রা-বিশিষ্ট হইলে সঙ্গতে বেতালা হয় না কেন? তাহার সদুত্তর এই যে, আমাদের দেশে তালবিরামে মধ্য মধ্য ভাগ করার রীতি নাই, যে স্থান হইতে তালগ্রহণ হইয়াছে, সেই গ্রহণস্থানে প্রতিগ্রহণে প্রতিবার "হা" দেওয়া ব্যবহার আছে, অবিচ্ছেদে সঙ্গত হওয়া জন্য মধ্যে মধ্যে সেই বিরামকাল যে দূষ্য, সহসা তাহা বোধ হয় না। পরন্তু গানাদির অবসানে সেই সমে আসিয়া যেমন "হা" দিবেন, তখন সমস্থানে বিরামজন্য তালানুযায়িক নির্দ্দিষ্ট মাত্রা অপেক্ষা একটী মাত্রা অধিক হইবে। যেমন দুই সপ্তাহে চতুর্দ্দশ দিবস মাত্র, অর্থাৎ এক রবিবার হইতে গণনা আরম্ভ করিয়া পর সপ্তাহের শনিবার পর্য্যন্ত গণনাবসান হইলে চতুর্দ্দশ দিবস পূর্ণ হয়, কিন্তু যদ্যপি পূর্ব্ব সপ্তাহের রবিবার হইতে গণনারম্ভ করিয়া পর সপ্তাহের শনিবারে গণনা শেষ না করিয়া তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম গ্রহণদিবস রবিবার পর্য্যন্ত লইয়া গণনা সমাপ্ত করা যায়, তাহাতে দুই সপ্তাহে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ দিবস মধ্যে তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবস গ্রহণজন্য অপেক্ষাকৃত কি একদিন অধিক হইবে না? পরন্তু ক্রমান্বয়ে সপ্তাহ সপ্তাহ গণনা করিলে ঐ দোষ অনুভব হওয়া দুষ্কর। পাঠক বিবেচনা করিবেন, কোন তালবিশেষের সমস্থান হইতে আরম্ভ করণানন্তর যথাযোগ্য স্থানে বিরাম না করিয়া পুনর্গ্রহণস্থানে বিরাম করাও তদনুরূপ কি না? যাবতীয় তালসম্বন্ধে যে, এইরূপ ব্যবহারানুযায়িক বিশ্রামবৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, তাহা কদাচ নহে, এমন অনেক তাল আছে, যাহা সংস্কৃতানুযায়িক তাল-বিশ্রামস্থলে ব্যবহারানুগত বিরামও হইয়া থাকে। পরন্তু এস্থলে সে সকল কথার বিশেষ প্রয়োজন করে না।

সেতারের গতে প্রায় তিন চারিটী তালের সাধারণতঃ অধিক প্রয়োজন দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে দ্রুত-ত্রিতালী, মধ্যমান এবং মন্থর ত্রিতালীর গতই অধিক, এতদ্ব্যতীত একতালা, কদাচিৎ সওয়ারি বা পঞ্চমসওয়ারি এবং অন্যান্য তালেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। গতাদিতে যেমন ডা রা,

ডি দি ইত্যাদি কতকগুলি কাল্পনিক বোলের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তেমনি তাল সম্বন্ধেও সঙ্গতি করিবার সময় ধাধিন্, ধিন্, তেটে, কেটে, থুনা, গে প্রভৃতি বহুবিধ বোলেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। পরন্তু এই সমস্ত বোল বর্ণানুযায়িক মাত্রানুসারে ব্যবহৃত না হইয়া তালগত মাত্রানুসারে প্রতিপন্ন হয়।

দ্রুত-ত্রিতালী।

দ্রুত-ত্রিতালী চারিটী লঘু মাত্রার তাল। যথা —

ধাধিন্না, ধাধিন্না, তিতিন্না, নাধিন্না।

মধ্যমান।

মধ্যমান চারিটী দীর্ঘ অথবা আটটী লঘু মাত্রার তাল। যথা :—

ধিন্না ধিন্না, ধিন্না ধিন্নী, ধিন্না তিন্নী, তিন্না ধিন্নী।

কথিত অষ্টমাত্রা বিশিষ্ট মধ্যমান তাল চারিমাত্রা-বিশিষ্ট দ্রুত-ত্রিতালী অপেক্ষা দ্বিগুণ গুরুভাবে ব্যবহার্য্য।

শ্লথ-ত্রিতালী।

শ্লথ-ত্রিতালী চারিটী প্লুত অথবা ষোলটী লঘু মাত্রার তাল। যথা —

ধা ধিন্না, ত্রেকে ধা, ধিন্না, থুন্, থুন্না তেটী থেতা, গেদা ঘিনি।

এই তালটী এইরূপে ব্যবহার হয়, শ্লথ-ত্রিতালী, কাওয়ালী অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং মধ্যমান অপেক্ষা দ্বিগুণ গুরু।

একতালা।

একতালা তিনটী দীর্ঘ অথবা ছয়টী লঘু মাত্রার তাল। যথা :—

+	০	২	০	৩	০
ধিনি	ধাগ্,	থুনা	কেটে,	ধাগ্	থুনা।

চৌতাল।

চৌতাল দুইটী দীর্ঘ ও দুইটী লঘু মাত্রার তাল। যথা :—

+	০	২	০	৩	০
ধাগে	দিন্তা	কত্তাগি	দিন্তা	তেটিকতা	গদিগিনি।

সুরফাক্তা।

সুরফাক্তা দুইটী দীর্ঘ ও একটী লঘু মাত্রার তাল। যথা :—

+	০	২	৩	০
ধাধিন্	নাগ্দিং	দিনিনাক	গদ্দী	ঘিনিনাক্।

ঝাঁপতাল।

ঝাঁপতাল দুইটী দীর্ঘ ও দুইটী প্লুত মাত্রার তাল। যথা :—

+	২	০	৩	৪	০
ধাগে	ধাগে	দিন্	তাকে	ধাগে	দিন্।

ধামার।

ধামার সাত মাত্রার তাল। যথা :—

+	০	০	২	০	৩	৩	০
কেধে	টে	ধেটে	ধা	গদি	নে	দেনে	তা।

আড়া চৌতাল।

আড়া চৌতাল একটী লঘু ও তিনটী দীর্ঘ মাত্রার তাল। যথা :—

ধিনি ধাধা ধেনা তেটে তাধি নাধি ধিনা।

পঞ্চম সওয়ারী।

পঞ্চম সওয়ারী পঞ্চদশ মাত্রার তাল। যথা —

ধিনাক্ ধিনাক্ তাক ধেনা কেটে থুনা কৎ থুনা

কেটেতাক্ থুনা কেটে তাগ নেধা কেটেতাক্।

যখন উপরোক্ত বোলযোগে গীতাদির সহিত সঙ্গতি করা যায়, তখন ঐ সকল বোলের উচ্চারণ কিঞ্চিৎকাল-সাপেক্ষ; তজ্জন্য পাঁচ পাঁচটী হ্রস্ব অক্ষর উচ্চারণের কাল অর্থাৎ ক, খ, গ, ঘ, ঙ, এই পাঁচটী বর্ণের উচ্চারণকাল একমাত্রাকাল বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ইহা সঙ্গীতশাস্ত্র-সিদ্ধ*।

স্বরনিবন্ধনী-প্রকরণ।

ডারা ডারা ইত্যাদি বোলযোগে যথানির্দ্দিষ্ট মাত্রানুযায়িক তালে এবং স্বরবর্ণবিভূষিত শ্রুতি-মনোহর রাগে সংবদ্ধ হইয়া নানাচ্ছন্দে সেতারাদি যন্ত্রে যাহা বাদিত হয়, সংস্কৃতসঙ্গীত-গ্রন্থকারেরা তাহাকে স্বরনিবন্ধনী কহেন। সচরাচর গায়কেরা স্বরনিবন্ধনীকে "গৎ" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ গৎ আবার যদি এস্রারে বাদিত হয়, তাহা হইলে উহাকে "লেহারা" বলে, "লেহারা" এবং "গৎ" এই দুইটীই

* পঞ্চ হ্রস্বাক্ষরোচ্চারকালো মাত্রাভিধীয়তে। ইতি সর্ব্বসঙ্গীতশাস্ত্রং।

পারস্য শব্দ। সামান্যতঃ স্বরনিবন্ধনী মাত্রেই প্রায় দুইটী করিয়া পাদ বা ভাগ থাকে। প্রথমটীর নাম আস্থায়ী এবং পরেরটীর নাম অন্তরা। আস্থায়ী এবং অন্তরা ব্যতীত বাদকেরা সমস্থান ও রাগ স্থির রাখিয়া স্বীয় স্বীয় ইচ্ছামত আরও অতিরিক্ত পাদবিশেষদ্বারা গতের বিস্তার করিতে পারেন; স্বরনিবন্ধনীর অতিরিক্ত ঐরূপ পাদনিচয়কে পারস্য-ভাষায় "উপজ" কহে, সংস্কৃতভাষায় উহার নাম ক্ষুদ্রতানিকা। প্রত্যেক ক্ষুদ্রতানিকার অন্তে পূর্ব্ব সমস্থান স্থির রাখিয়া প্রথম পাদ আস্থায়ী প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

সঙ্গীত-গুরু ভরতাচার্য্য বলেন, সড়্‌জাদি সপ্ত স্বর মণ্ডিত, শ্রুতি, গমক এবং মূর্চ্ছনাদি*বিভূষিত লোকচিত্তহারী যে ধ্বনিবিশেষ তাহার নাম রাগ। কথিত আছে, পৃথিবীর সৃষ্টিকালে ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজা-রঞ্জনজন্য ছয়টী ঋতুর অনুসারী করিয়া আদি ছয়টী মাত্র রাগ প্রথমে প্রচার করেন। যথা :—শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, মেঘ, ভৈরব এবং নট-নারায়ণ। অনন্তর ছত্রিশটী রাগিণী ঐ ছয়টী রাগের ভার্য্যারূপে ক্রমে কল্পিত হয়। ঐ ছয় রাগ এবং ছত্রিশটী রাগিণী, ইহাদিগের পরস্পর মিশ্রণে আবার বহুতর উপরাগ এবং উপরাগিণীর ক্রমশঃ সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। উক্ত রাগ রাগিণী সকল শুদ্ধ, সালঙ্ক এবং সংকীর্ণ এই তিন জাতিতে বিভক্ত। যে সকল রাগ অন্য রাগের সংস্রবে না জন্মিয়া স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের নাম শুদ্ধজাতি, কথিত আদি ছয়টী রাগ ব্যতীত শুদ্ধজাতীয় রাগ আর নাই (১)। দুইটী রাগের মিশ্রণে যে সকল রাগ জন্মে, তাহারা সালঙ্ক জাতীয়; আর বহুতর রাগসংযোগে যে সকল রাগ জন্মিয়া থাকে, তাহাদিগকে সংকীর্ণ জাতীয় রাগ বলে। সচরাচর সংকীর্ণ জাতীয় রাগের ভাগই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিন জাতীয় রাগের প্রত্যেকেই আবার ওড়ব,

* গমক এবং মূর্চ্ছনার বিষয় পরে জ্ঞাতব্য।

(১) গায়কেরা আদি ছয়টী রাগ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে নানারূপ তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। ইহার মীমাংসা সঙ্গীতসার এবং আদি ছয় রাগ বিষয়ক প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য। অপরঞ্চ কোহলিয়ের মতে রাগ অথবা রাগিণী এতদুভয় শব্দই রাগশব্দবাচ্য।

খাড়ব এবং সম্পূর্ণ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। যে সকল রাগ পাঁচ স্বরে গঠিত অর্থাৎ পাঁচটী স্বরে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহারা ওড়ব (১) শ্রেণীভুক্ত। যে রাগগুলি ছয় স্বর বিশিষ্ট তাহারা খাড়ব (২) শ্রেণীয়, আর যে রাগসমূহ সাত স্বর বিশিষ্ট, সেগুলিকে সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত রাগ কহে (৩)। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সপ্তস্বরের মধ্যে যে স্বরটী যে রাগে বহুলভাবে প্রযুক্ত হয়, সেই স্বরকেই সেই রাগের বাদী বা অংশ অথবা রাজা এবং হিন্দী ভাষায় জান বলে। বাদীর সহযোগী যে স্বর তাহাকে সম্বাদী বা মন্ত্রী বলা যায়। রাগবিশেষে যে স্বরবিশেষ সংযোজিত হইলে রাগ ভ্রষ্ট হয়, তাহার নাম বিবাদী অথবা বৈরী। বাদী, সম্বাদী এবং বিবাদী ব্যতীত অবশিষ্ট যে স্বরগুলি রাগমধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম অনুবাদী বা ভৃত্য। যে সকল রাগ সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত বিকৃত স্বর ব্যতীত তাহাদের বিবাদী স্বর কখনই সম্ভবে না। যেহেতু সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত রাগসমূহে তদুপযোগী সাত স্বরেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে।

(১) পাঁচটী মাত্র স্বরে যে স্বর-গ্রামবিশেষ পূর্ণ হয়, তাহাকে ইংরাজী মতে "পেন্টাটনিক স্কেল্" (Pentaconic scale.) কহে।

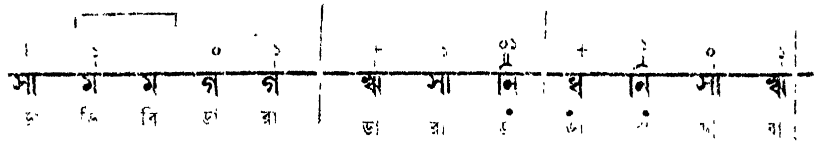
(২) ছয়টী স্বর মাত্রে যে স্বরগ্রামবিশেষ পূর্ণ হয়, তাহাকে ইংরাজী সঙ্গীত-গ্রন্থে "হেক্সাটনিক স্কেল" (Hexatonic scale.) কহে।

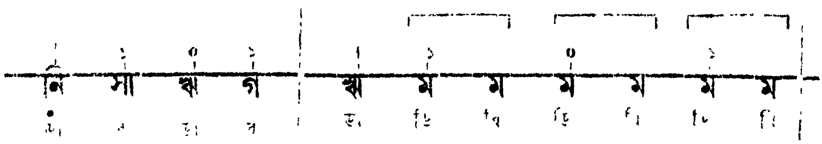
(৩) সাতটী স্বরে যে একটী পূর্ণ প্রকৃত স্বরগ্রাম স্থির হয়, ইংরাজী ভাষায় তাহাকে "ডায়াটনিক স্কেল্" (Diatonic scale.) বলে। অপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাইশ শ্রুতি যোগে যে গ্রাম-বিশেষ নিষ্পন্ন হয়, ঐরূপ গ্রামবিশেষকে ইংরাজী সঙ্গীত-বেত্তারা "এন্‌হারমনিক্ স্কেল্" (Enharmonic scale.) বলেন। অধুনাতন ইউরোপীয়েরা এন্‌হারমনিক্ স্কেল্-পদ্ধতি ব্যবহার করেন না. প্রাচীন গ্রীক্ প্রভৃতি জাতির মধ্যেই ইউরোপখণ্ডে উহার বিশেষ প্রচলন ছিল; পরন্তু এখন পর্য্যন্তও উক্ত প্রকার গ্রাম-প্রণালী ভারতবর্ষে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরব্য, পারস্য, চীনপ্রভৃতি আসিয়াস্থ দেশনিচয়েও উহার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। দ্বাদশটী বিকৃত স্বরে যে স্বরগ্রাম বিশেষ নিষ্পন্ন হয়, তাহার ইংরাজী নাম "ক্রোমেটিক স্কেল্" (Chromatic scale.)।

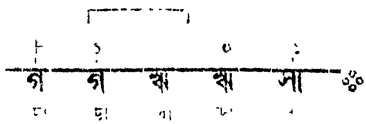
(১)

লুম—সম্পূর্ণ।

দ্রুত-ত্রিতালী।



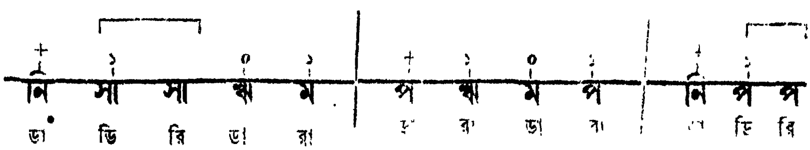


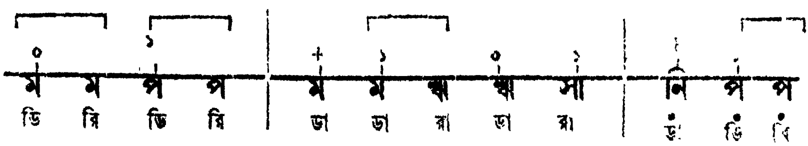


(২)

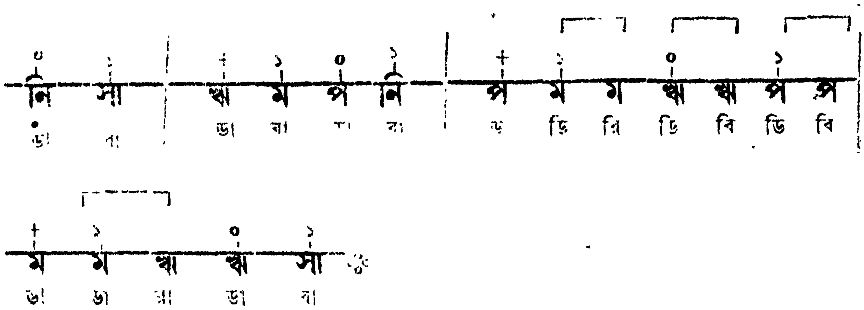
বৃন্দাবনীসারঙ্গ—ওড়ব (১)।

দ্রুত-ত্রিতালী।





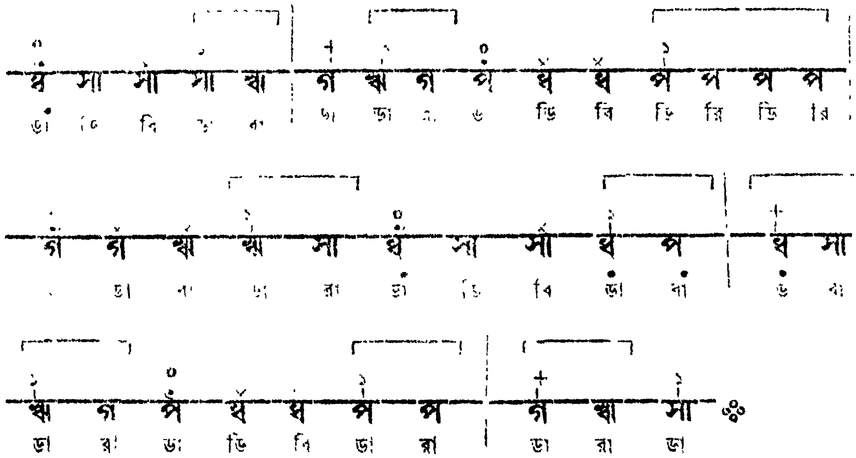
(১) গান্ধার এবং ধৈবত সারঙ্গের বিবাদী স্বর; কিন্তু উত্থাপনের সময় ধৈবত কৌশল ক্রমে দিতে পারিলে রাগ নষ্ট হয় না।



(৩)

বিভাস—খাড়ব (১) ।

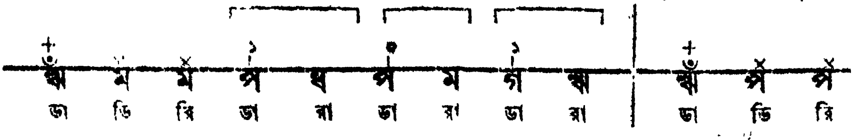
দ্রুত ত্রিতালী ।



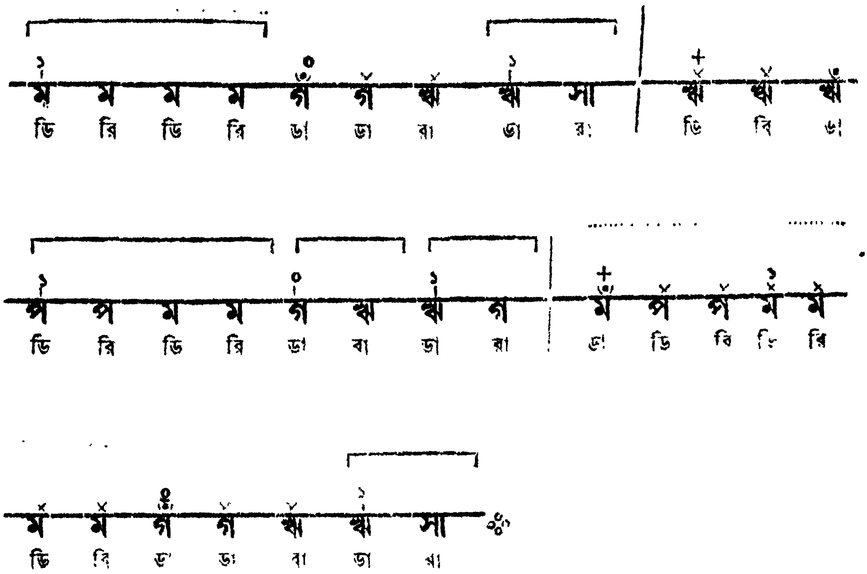
(৪)

দেশ—সম্পূর্ণ ।

দ্রুত-ত্রিতালী ।



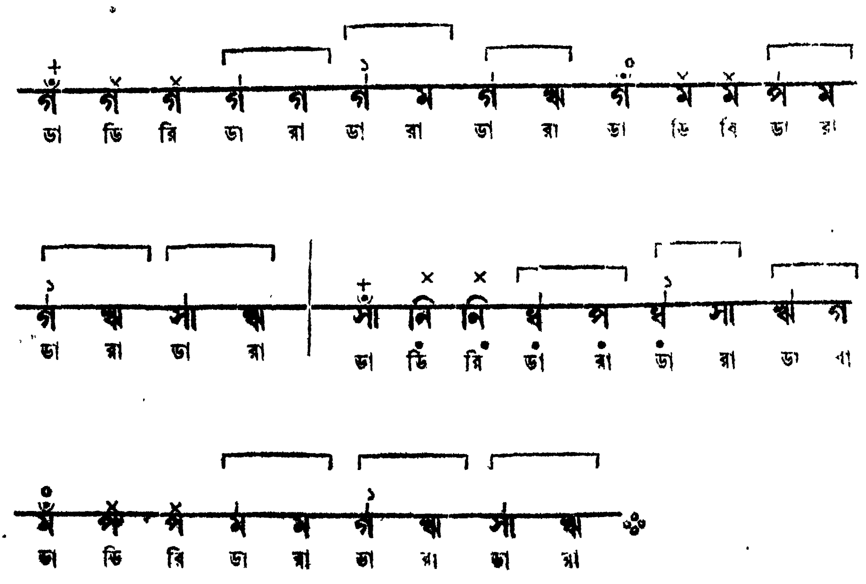
(১) বিভাসের মধ্যম স্বর বিবাদী ।



(৫)

দেবকিরী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।



(৬)

গৌড়সারঙ্গ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

নি সা ঋ গ গ ম ম গ ম ঋ গ গ ঋ গ
ডা রা ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা রা

ঋ সা নি সা | সা প প ম প গ ম গ ম
ডা রা ডা রা | ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা

ঋ গ গ ঋ গ ঋ সা নি সা ॐ
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা

(৭)

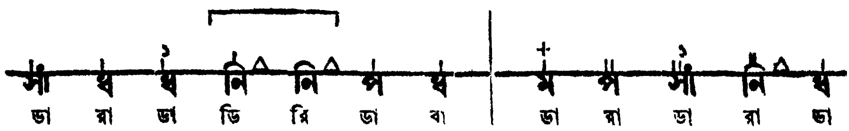
খাম্বাবতী বা খাম্বাজী—সম্পূর্ণ।

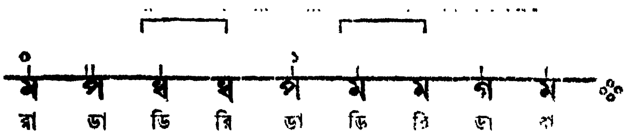
শ্লথ-ত্রিতালী।

(নি)

সা ঋ গ ম গ ম ঋ গ ম প গ ম ধ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

প | ধ ধ ধ নি সা সা সা ধ নি সা সা
রা | ডা ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি



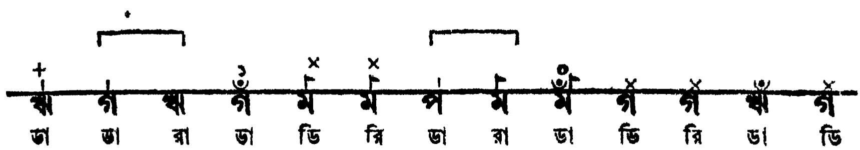


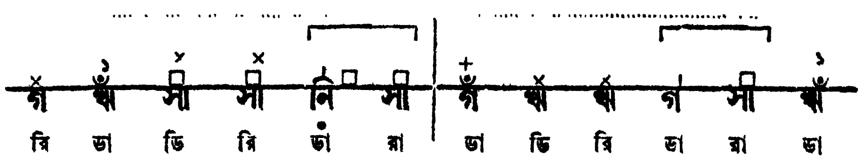
(৮)

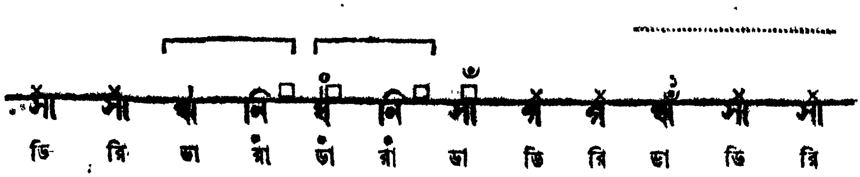
ইমন্—সম্পূর্ণ।

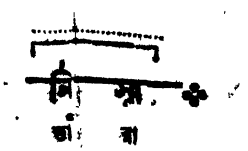
মধ্যমান।

(ম)







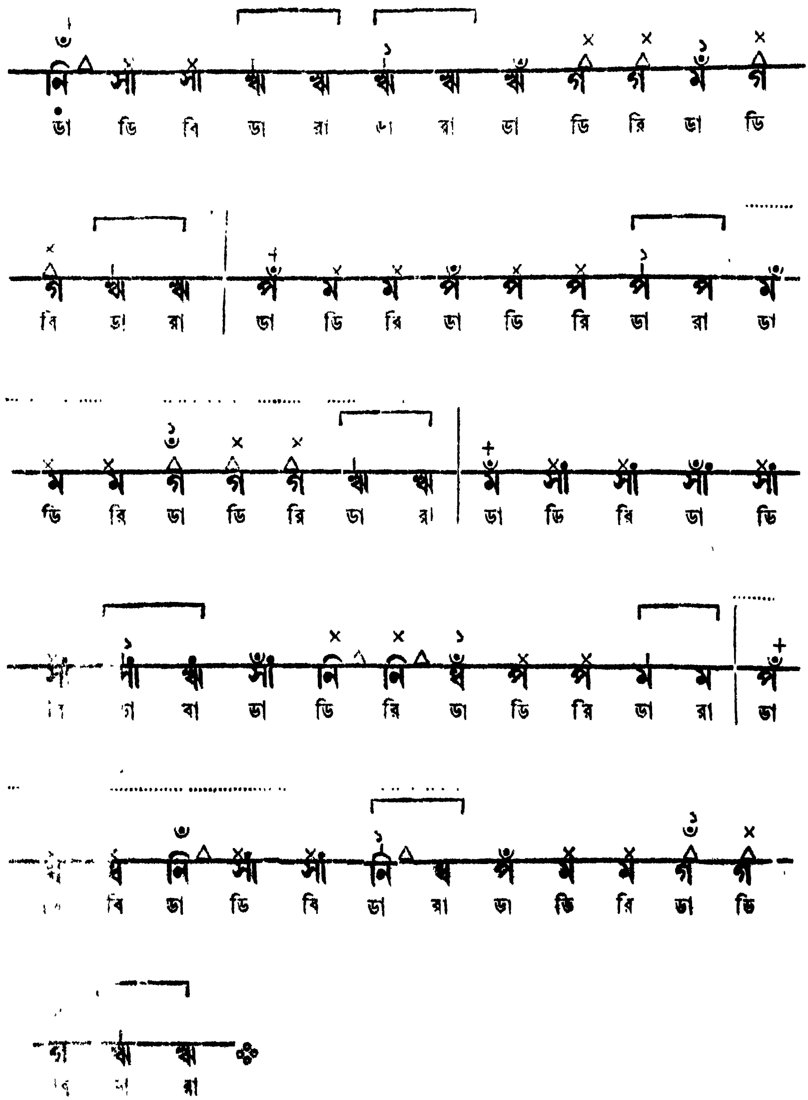


(৯)

সিন্ধু—সম্পূর্ণ।

একতালা।

(গা নি)



(১০)

ঝিঝিটী—সম্পূর্ণ।

একতালা।

(নি)

গা গা গা গ ম গা ঋ সা সা সা নি ধ ধ
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডি রি ডা ডা ডি রি

প প | ধ সা সা সা ঋ সা ঋ গ ম গ
ডা রা | ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা ডা রা

ঋ সা | সা সা সা নি ধ প ম ম গ গ
ডা রা | ডি রি ডা ডা রা ডা রা ডা ডি রি

গ ঋ ঋ সা সা ৪
ডা ডি রি ডা রা

(১১)

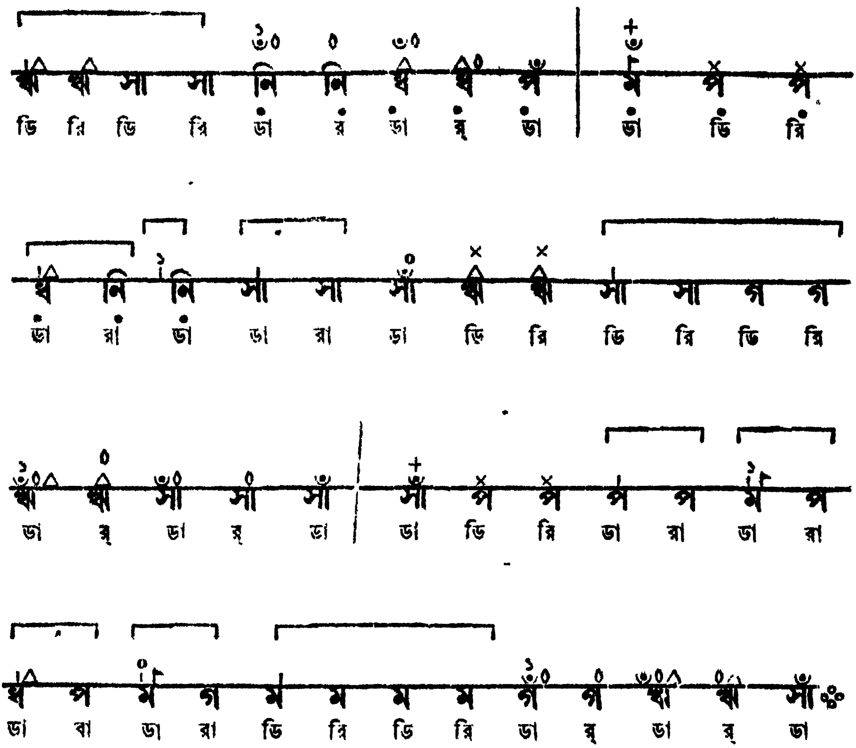
পূরবীগৌরী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ঋ ধ*)

নি সা সা ঋ গ ঋ সা সা নি সা সা
ডা ডি রি ডা রা ডা ডা রা ডা ডি রি

* যে রাগে যে কোন স্বর প্রকৃত ও বিকৃতভাবে ব্যবহৃত হইলে সে সকল রাগের বিকৃত স্বর গতের শিরোভাগে ব্যবহার করা যাইবে না।

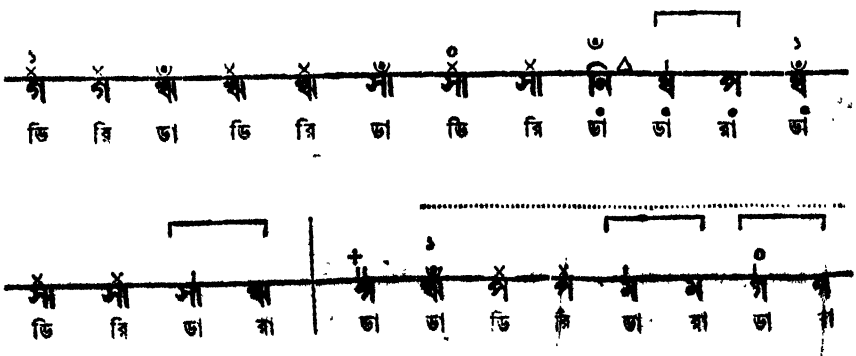


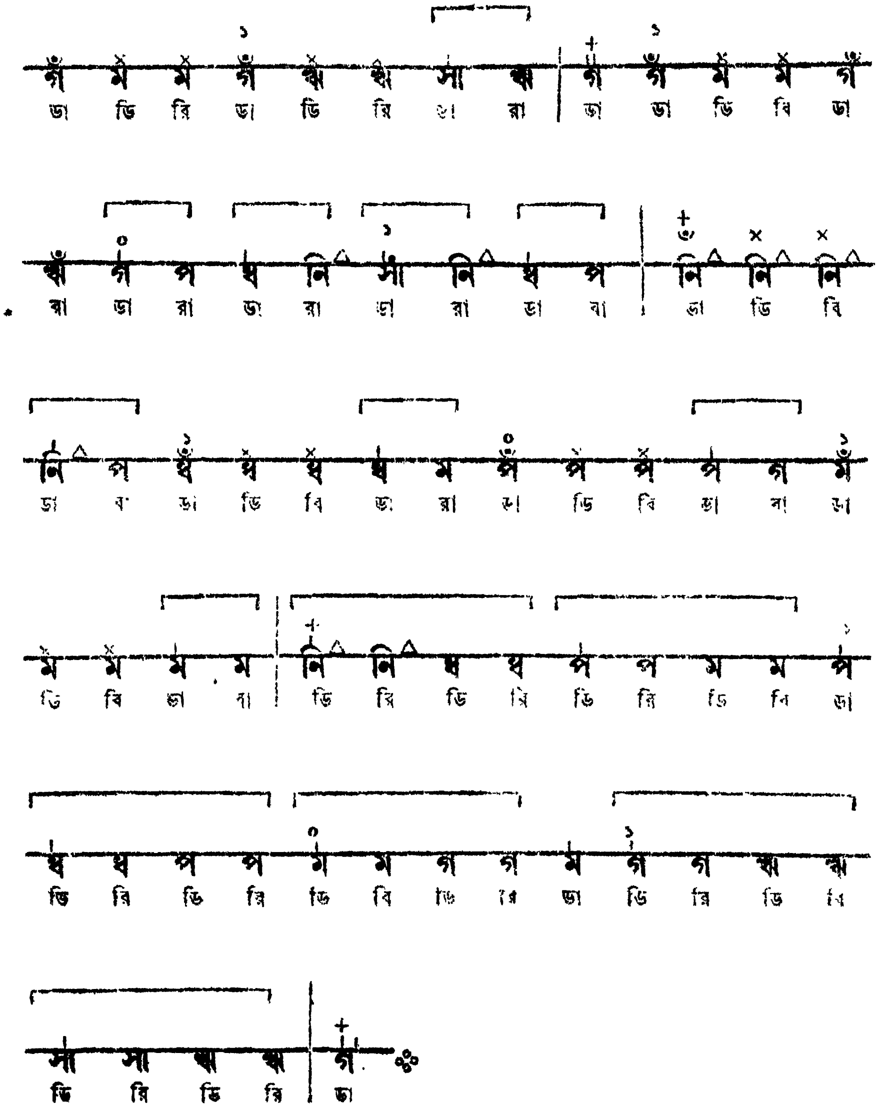
(১২)

ঝিঝিটী—সম্পূর্ণ।

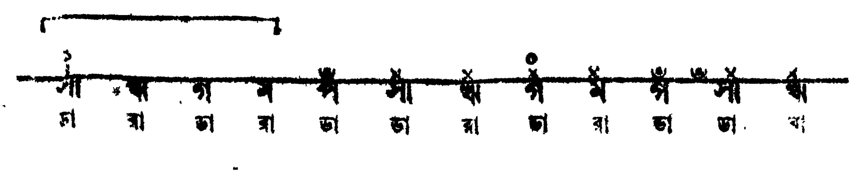
মধ্যমান।

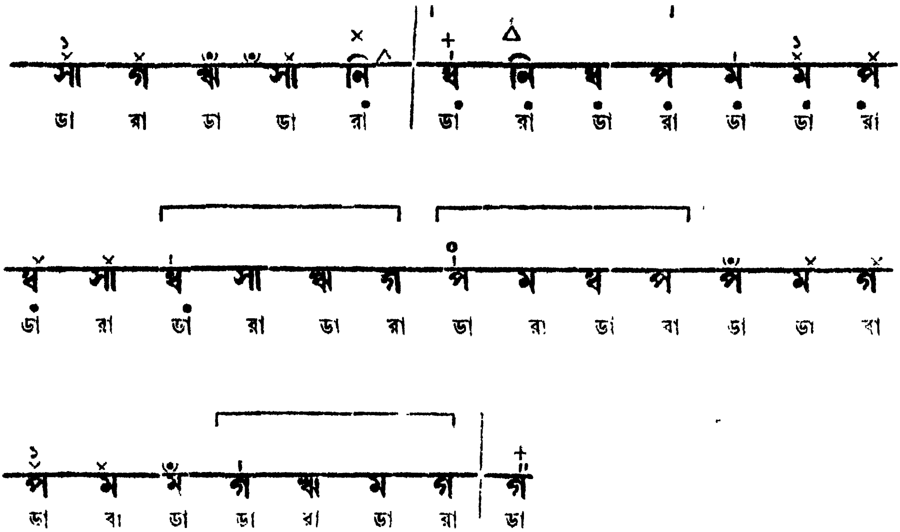
(নি)





বিস্তার।





স্পর্শ।

যাহার পরে আরও আবশ্যক মত সারিকা থাকে, এমন যে কোন সারিকা হউক না কেন, সেই খানি বাম হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা চাপিয়া তারে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর আঘাত দিয়াই বাম হস্তের তর্জ্জনী সারিকা হইতে না তুলিয়া সেই আঘাতের অনুরণন থাকিতে থাকিতে মধ্যম অঙ্গুলীর দ্বারা তাহার পরের সারিকা স্পর্শ করিতে হয়, সেই স্পর্শ করার নাম স্পর্শ। স্পর্শটী এমনরূপে করিতে হইবে, যাহাতে সেই স্পৃষ্ট সারিকাসম্ভূত স্বরের সূক্ষ্ম ধ্বনিটী অনায়াসে শোনা যায়, স্পর্শ জ্ঞাপন জন্য এইরূপ (৶) তুলক চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। যে স্বরের মস্তকে এইরূপ তুলক চিহ্ন থাকে, গতে সেই ধাতুর নিম্নে প্রায়ই এই রূপ (এ) চিহ্ন থাকিবে (১)।

(১) রাগাদির আলাপের সময়ে ডা এ রা, ডারা ইত্যাদি কাল্পনিক বোলের নাম বিশেষ আবশ্যক করে না, সেই জন্য ঐ স্থলে স্পৃষ্ট সারিকাসম্ভূত স্বরের নীচে (এ) এই চিহ্নের পরিবর্ত্তে একটী মাত্র শূন্য দেওয়া থাকিবে।

অনুলোম সাধন।

সা ঋ ঋ গ গ ম ম প প ধ ধ নি নি সা
ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ

বিলোম সাধন।

নি সা ধ নি প ধ ম প গ ম ঋ গ সা ঋ
ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ

অনুলোম সাধন।

সা ঋ সা ঋ গ ঋ ঋ গ ঋ গ ম গ
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

গ ম গ ম প ম ম প ম প ধ প
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

প ধ প ধ নি ধ ধ নি ধ নি সা নি
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

বিলোম সাধন।

নি সা নি সা নি ধ ধ নি ধ নি ধ প
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

প ধ প ধ প ম ম গ ম গ ম গ
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

গ ম গ ম গ ঋ ঋ গ ঋ গ ঋ সা
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

অনুলোম সাধন।

সা ঋ ঋ গ ধ সা ঋ গ গ ম নি ঋ
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

গ ম ম প সা গ ম প প ধ ঋ ম
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

প ধ ধ নি গ প ধ নি নি সা প সা
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

বিলোম সাধন।

নি সা ধ নি প সা ধ নি প ধ গ প
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

প ধ ম প ঋ ম ম প গ ম সা গ
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

গ ম ঋ গ নি ঋ ঋ গ সা ঋ ধ সা
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

অনুলোম সাধন।

প ধ সা ঋ প ধ সা ঋ ধ নি ঋ গ
ডা রা ডা রা ডা এ ডা এ ডা রা ডা রা

ধ নি ঋ গ নি সা গ ম নি সা গ ম
ডা এ ডা এ ডা রা ডা রা ডা এ ডা এ

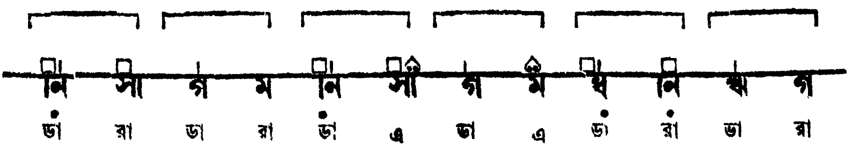
সা ঋ ম প সা ঋ ম প ঋ গ প ধ
ডা রা ডা রা ডা এ ডা এ ডা রা ডা রা

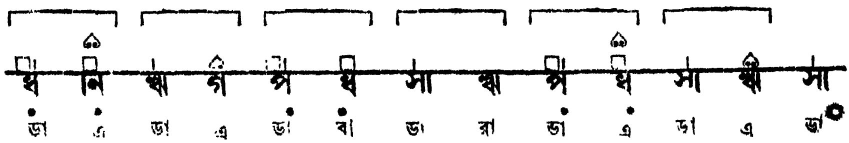
ঋ গ প ধ গ প ধ সা গ প ধ সা সা
ডা এ ডা এ ডা রা ডা রা ডা এ ডা এ ডা

বিলোম সাধন।

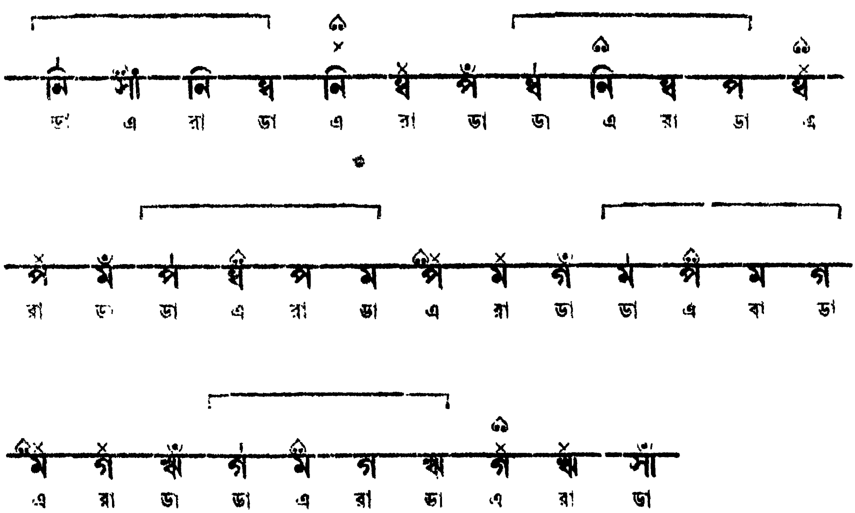
গ প ধ সা গ প ধ সা ঋ গ প ধ
ডা রা ডা রা ডা এ ডা এ ডা রা ডা রা

ঋ প প ধ সা ঋ ম প সা ঋ ম প
ডা এ ডা এ ডা রা ডা রা ডা এ ডা এ





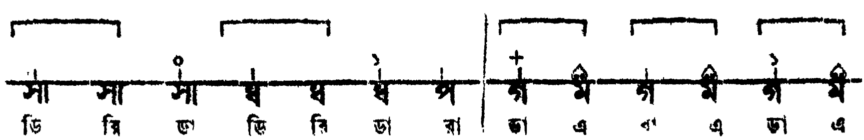
মিশ্র সাধন।



(১৩)

ছায়ানট—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।



ঋ ঋ ঋ গ ঋ ঋ গ প | গ ম ঋ গ
ডি রি ডা এ ডি রি ডা রা | ডা এ রা এ

সা সা সা সা ঋ সা সা ধ প | ধ ঋ সা
ডা ডি রি ডা এ ডি রি ডা রা | ডা রা ডা

সা সা সা ঋ সা সা ঋ প | গ ম
ডি রি ডা এ ডি রি ডা রা | ডা এ

ঋ গ সা ঃ
রা এ ডা

(১৪)

খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

(নি)

মধ্যমান।

ম প সা ধ নি ধ ম প ধ ধ প ম গ |
ডা রা ডা রা এ ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা |

সা গ ম প ধ নি সা নি ঋ ঋ সা সা
ডা ডা রা ডা রা ডা এ ডা ডি রি ডি রি

সা সা ধ নি ধ প ধ প ধ ঃ
ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা

(১৫)

শুক্ল বেলাবলী (সুখল বেলাওল)—সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

ঋ গ গ ম প ধ প ধ ম প গ ম
ডা ডি রি ডা ডা রা ডা এ ডা এ ডা এ

ঋ গ সা গ গ গ ম প গ ম ঋ সা
ডা এ ডা ডি রি ডা রা ডা ডা এ রা ডা

সা সা সা গ ম প প ধ নি সা নি ধ
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

প ধ প ম গ ঋ প ঋ সা ॰
রা ডা রা ডা রা ডা এ রা ডা

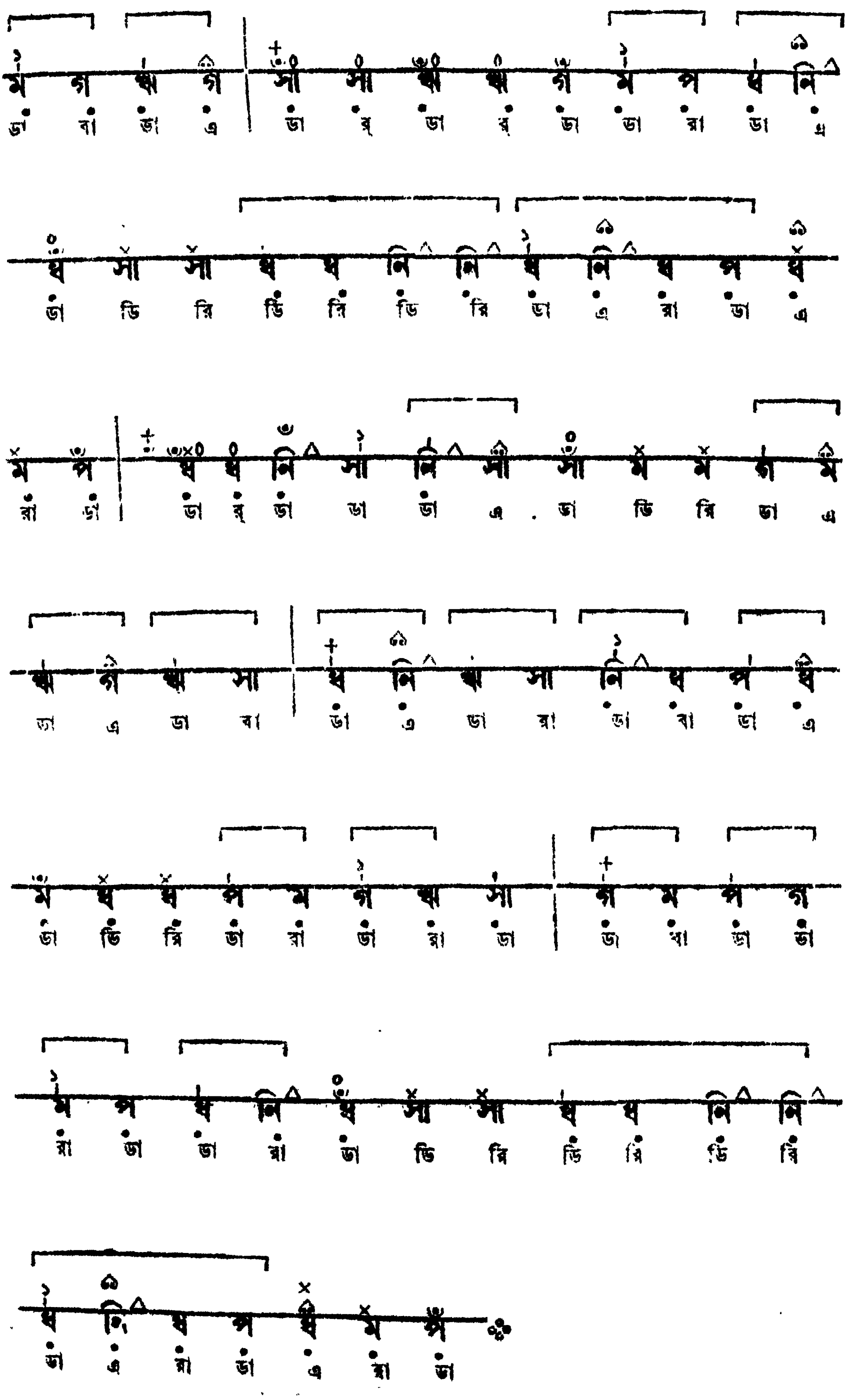
(১৬)

খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)

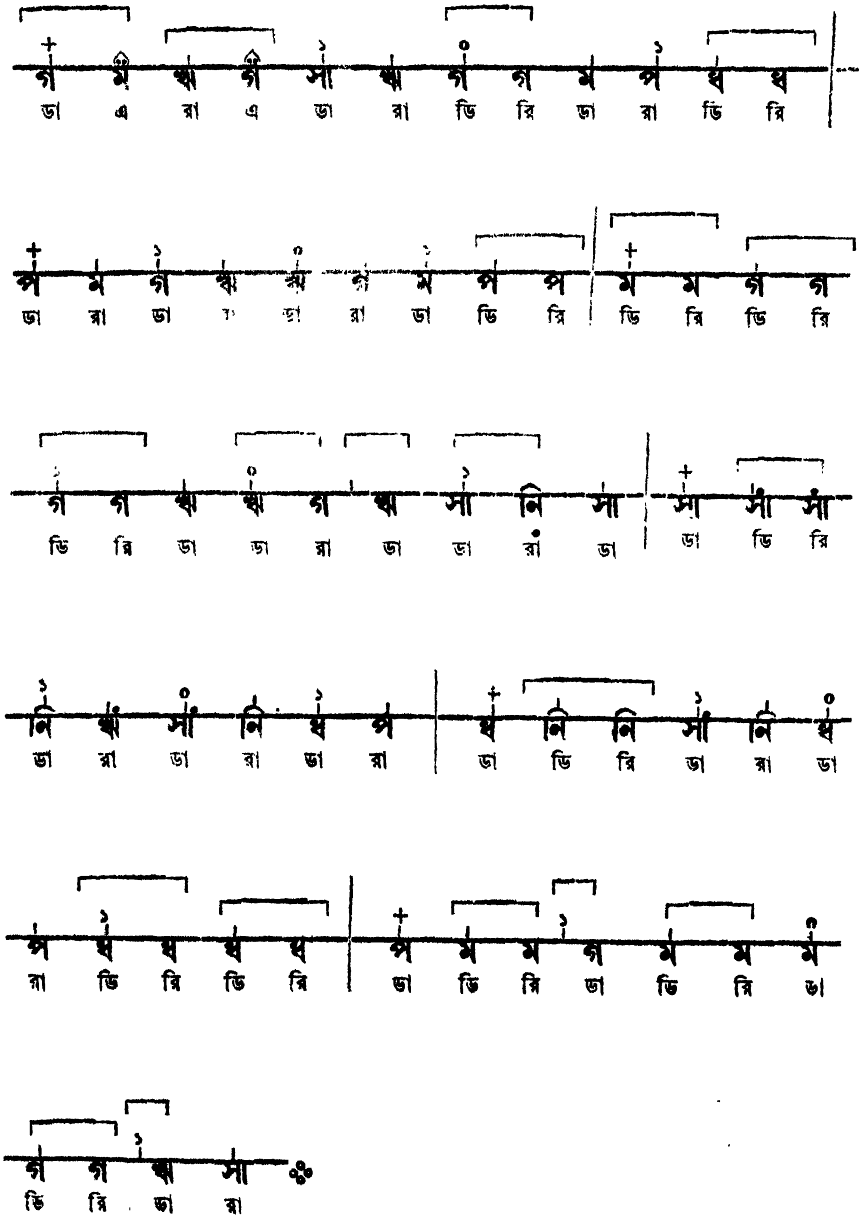
ধ নি ধ সা নি ধ প ধ ধ নি নি ধ প
ডা এ ডা এ ডা রা ডা এ ডা ডি রি ডা রা



(১৭)

দেওঝিঝিটী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

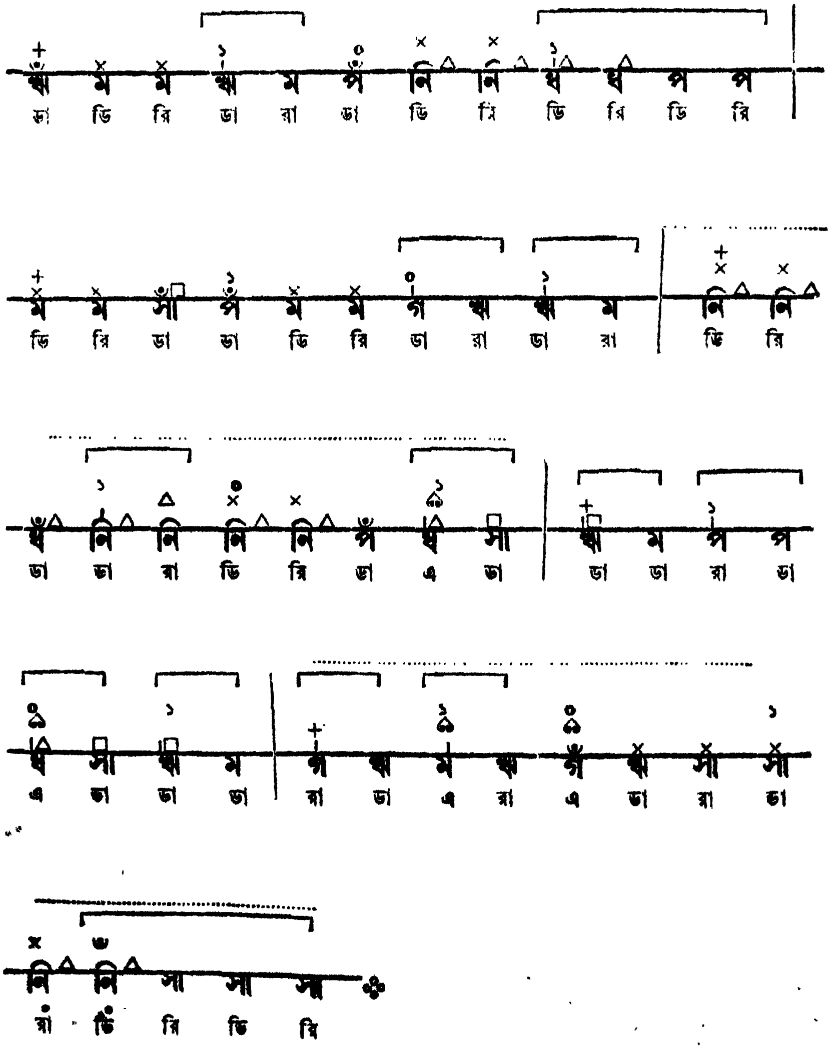


(১৮)

অরুণ মল্লার—সম্পূর্ণ।

দ্রুত-ত্রিতালী।

(স্থায়ী)

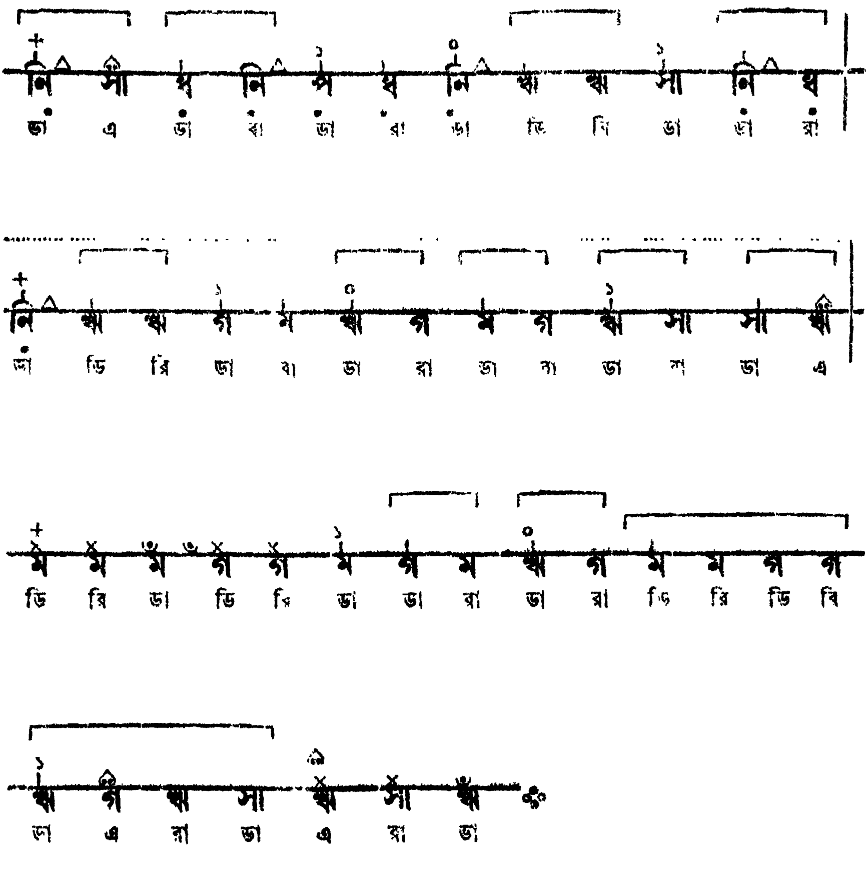


(১৯)

সোহিনী খাম্বাজ—সম্পূর্ণ*।

মধ্যমান।

(নি)

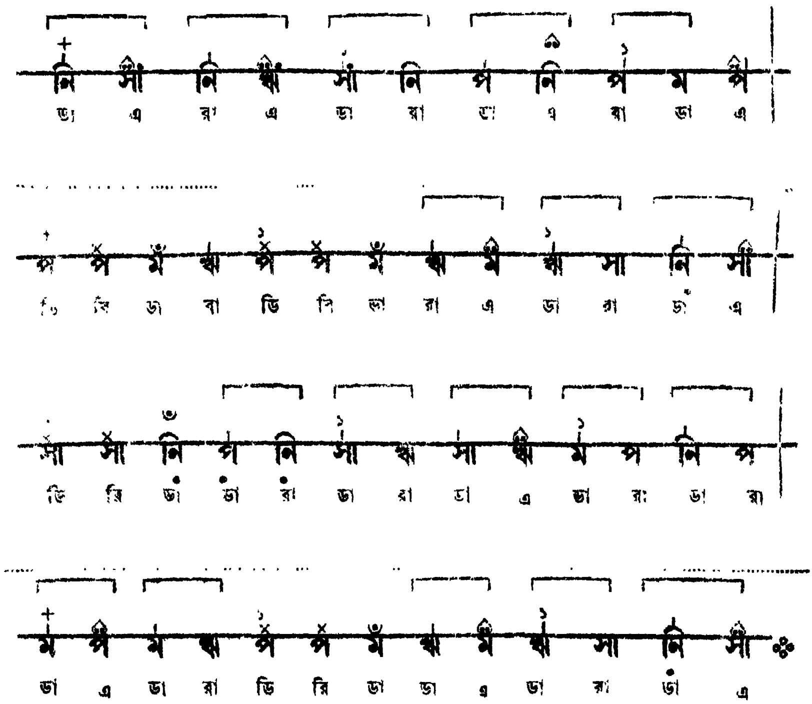


* এই গৎটীতে সোহিনীর ভাগ অতি অল্প থাকা প্রযুক্ত সোহিনীর কোমল ঋষভের বিশেষ প্রয়োজন হইল না। কেবল খাম্বাজের উপযোগী কোমল নিষাদই ব্যবহৃত হইল। কিন্তু সময়ে সময়ে বিবেচনাপূর্ব্বক কোমল ঋষভ ব্যবহার করিতে পারিলেও অযৌক্তিক হইবে না।

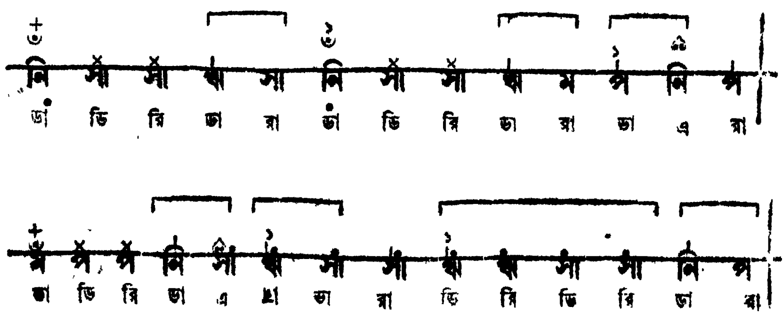
(২০)

বৃন্দাবনী—সারঙ্গ। ওড়ব

একতালা।



বিস্তার।



+					১			১					
প	র্সা	র্সা	নি	নি	প	ম	ঋ	প	প	ম	ম	ঋ	সা
ডা	ডি	রি	ডি	রি	ডা	রা	ডা	ডি	রি	ডি	রি	ডা	রা

কৃন্তন।

যাহার পরে আরও সারিকা পাওয়া যাইতে পারে, এমন একখানি সারিকা বাম হস্তের তর্জ্জনীর টীপযোগে ধারণপূর্ব্বক পরের সারিকা মধ্যম-অঙ্গুলীর শেষ ভাগ দ্বারা চাপিয়া ঐ চাপিত তার কাটিয়া লওয়াকে কৃন্তন বলে। যে সারিকায় চাপিত তারে কৃন্তন সম্পন্ন হয়, সেই সারিকার স্বর প্রকাশ না হইয়া তর্জ্জনীর টীপযোগে ধৃত সারিকারই স্বর বিশেষরূপে ব্যক্ত হইবে। যে স্বরে কৃন্তন সম্পন্ন হইবে, ঐ স্বরের মস্তকে '—' এইরূপ একটী ক্ষুদ্র রেখা চিহ্ন, এবং পূর্ব্ব স্বরটীর নীচে কেবলমাত্র একটী 'এ' চিহ্ন দেওয়া থাকিবে। অপিচ যেখানে কেবল কৃন্তনের প্রয়োজন হয়, সেখানে তর্জ্জনী চাপিত সারিকার স্বরে অথবা যে স্বর মধ্যম অঙ্গুলীর দ্বারা কাটিয়া লওয়া যায়, এই উভয় স্বরের কোনটীতেই আঘাত হইবে না, শুদ্ধ কাটিয়া লইতে যে স্বরটুকু-মাত্র ব্যক্ত হইবে, তাহাই উদ্দেশ্য। যেখানে খোলা তারে তর্জ্জনী কিম্বা মধ্যম-অঙ্গুলীর দ্বারা কৃন্তন করা যায়, সেই স্থলে কোন সারিকার আবশ্যক করে না।

যদ্যপি যথামাত্রানুযায়িক আঘাতানন্তর উপরোক্ত নিয়মে কোন পর্দ্দায় তার কাটিয়া লওয়া যায়, তবে ঐ রূপ তারকর্ত্তনকে আঘাত কৃন্তন কহে। আঘাত কৃন্তন স্থলে যে সারিকার তার কাটিতে হইবে, সেই স্বরের নিম্নে আঘাতের চিহ্ন ডা, রা, ইত্যাদি বোলের বর্ণ এবং মস্তকে কথিত রেখা চিহ্ন দেওয়া থাকিবে; এবং পূর্ব্বস্বরের নিম্নে 'এ' চিহ্ন থাকিবে *।

* যে আঘাত কৃন্তন স্থলে কৃন্তন সমুদ্ভূত পূর্ব্ব পর্দ্দার স্বর এত স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হইবে যে, তাহা কর্ণে ধারণা করা অতি কষ্টসাধ্য, সে স্থলে সেই স্বর পৃথক্ করিয়া লিখিত হইবে না।

কৃন্তন-সাধন।

অনুলোম।

ঋ সা গ ঋ ম গ প ম ধ প নি ধ সা নি
এ এ এ এ এ এ এ

বিলোম।

সা নি নি ধ ধ প প ম ম গ গ ঋ ঋ সা
এ এ এ এ এ এ এ

আঘাত-কৃন্তন।

অনুলোম।

ঋ সা গ ঋ ম গ প ম ধ প নি ধ সা নি
ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ

বিলোম।

সা নি নি ধ ধ প প ম ম গ গ ঋ ঋ সা
ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ

কৃন্তন সাধন।

অনুলোম।

ঋ সা গ ঋ ম গ প ম ধ প নি ধ সা নি ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

বিলোম।

ঋ	সা	সা	নি	নি	ধ	ধ	প	প	ম	ম	গ	গ	ঋ	ঋ	সা
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

অনুলোম।

ঋ	সা	সা	গ	ঋ	গ	ম	গ	ঋ	ঋ	ম	গ	ম	প
ডা	এ	রা	ডা	এ	রা	ডা	ডা	এ	রা	ডা	এ	রা	ডা

ম	গ	গ	প	ম	প	ধ	প	ম	ম	ধ	প	ধ	নি
ডা	এ	রা	ডা	এ	রা	ডা	ডা	এ	রা	ডা	এ	রা	ডা

ধ	প	প	নি	ধ	নি	সাঁ
ডা	এ	রা	ডা	এ	রা	ডা

বিলোম।

সাঁ	নি	ধ	নি	ধ	ধ	প	নি	ধ	প	ধ	প	প	ম
ডা	এ	রা	ডা	এ	রা	ডা	ডা	এ	রা	ডা	এ	রা	ডা

ধ	প	ম	প	ম	ম	গ	প	ম	গ	ম	গ	গ	ঋ
ডা	এ	রা	ডা	এ	রা	ডা	ডা	এ	রা	ডা	এ	রা	ডা

ম	গ	ঋ	গ	ঋ	ঋ	সা
ডা	এ	রা	ডা	এ	রা	ডা

(২১)

খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)

প সা সা নি সা সা নি নি ধ প ধ | ম
ডা ডি রি ডা রা ডা এ রা এ ডা রা | ডা

প প ধ ধ প প ম ম গ গ | সা ম ম
ডি রি ডা রা এ ডা এ রা এ ডা | ডা ডি রি

গ ম প ধ গ ম | প সা সা নি নি সা সা
ডা রা ডা রা ডা রা | ডা ডি রি ডি রি ডি রি

সা নি নি নি ধ প ধ ঃ
ডা এ রা ডা এ রা ডা

(২২)

ঝিঁঝিটী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)

ম গ গ ঋ সা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সা নি সা |
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডাঁ রা |

ঋ সা সা নি ধ নি সা নি নি ধ প | গ
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা এ ডা | ডা

ম ম প ধ নি সা ধ নি | সা ঋ ঋ গ গ
ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা | ডা ডি রি ডি রি

ম ম ম গ গ গ ঋ ঋ সা ॐ
ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা

(২৩)

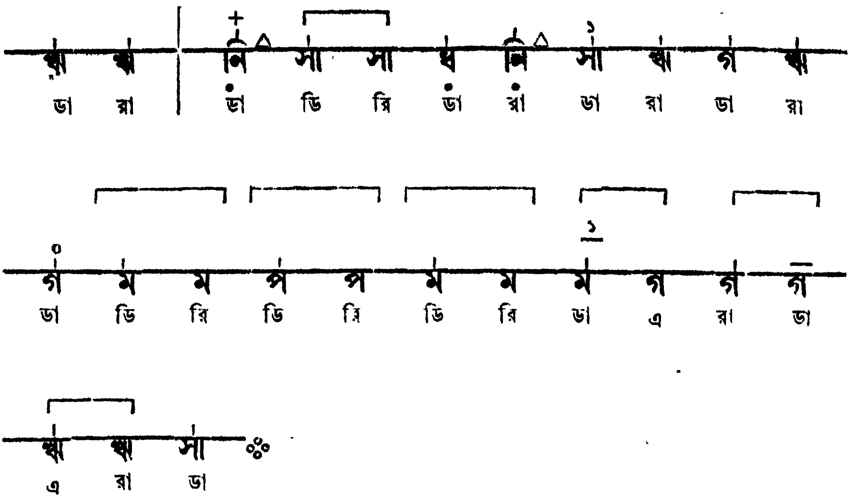
পাহাড়ী ঝিঝিটী—সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

(নি)

গ ঋ ঋ ম গ ম ম ম ম গ গ গ
ডা এ রা ডা এ রা ডি রি ডা এ ডি রি

ঋ ঋ সা ঋ গ গ ম গ গ ঋ ঋ ঋ
ডা এ রা ডা ডি রি ডা এ রা এ ডি রি

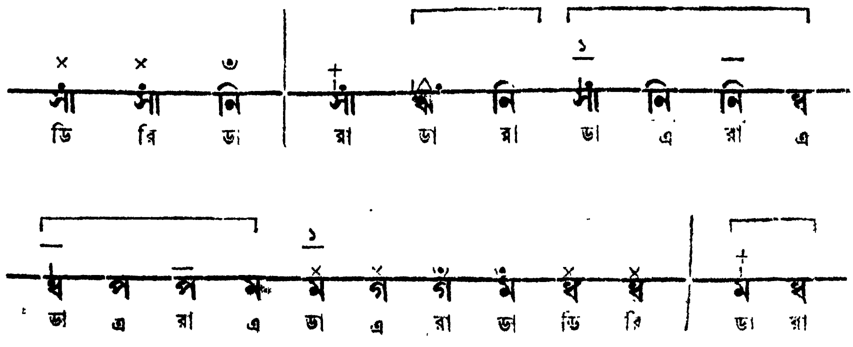


(২৪)

সোহিনী-বাহার—সম্পূর্ণ *।

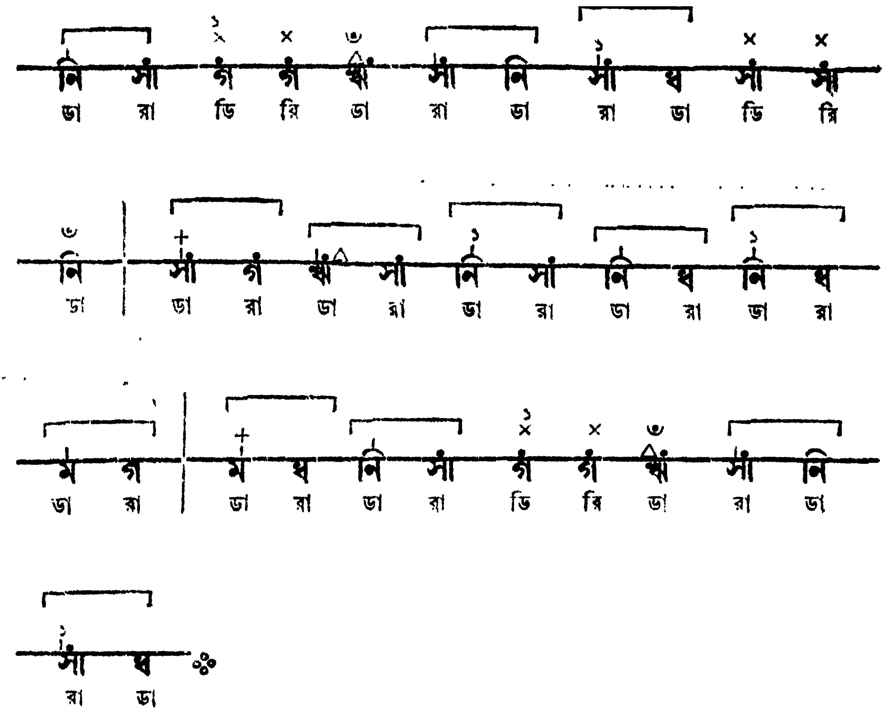
একতালা।

(ঋ)



---

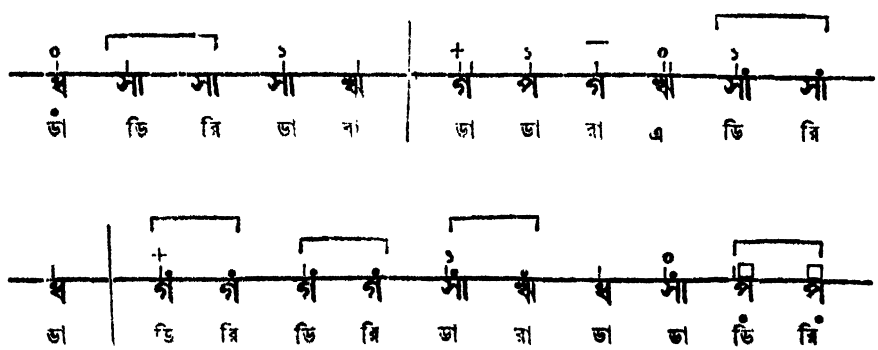
* এই গৎটীতে সোহিনীর ভাগ বেশী থাকা প্রযুক্ত তদুপযোগী কোমল ঋষভের ব্যবহার অধিক হইল। রাগে কিঞ্চিৎ প্রবেশ হইলে ছাত্রেরা বাহারের কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদ যথা যথ স্থানে ব্যবহার করিতে পারিবেন।



(২৫)

ভূপালী—খাড়ব *।

মধ্যমান।



* ইহার মধ্যম স্বর বিবাদী।

ঋ ঋ সা সা | সা সা ধ প গ প প

ডিঁ রিঁ ডি রি | ডি রি ডা ডা রা ডি রি

গ সা ঋ | গ গ প গ গ ঋ ॰°॰

ডা ডা রা | ডি রি ডা রা ডা এ

(২৬)

বৃন্দাবনী-সারঙ্গ—ওড়ব।

একতালা।

আস্থায়ী।

ম প প নি নি প ম প প প ম ম

ডা ডি রি ডা ডা এ রা ডা ডি রি ডি রি

ম ঋ নি প ঋ | ম ঋ সা সা সা

ডা এ ডাঁ ডাঁ রা | ডা এ ডা ডি রি

নি নি সা সা নি নি প সা ঋ ঋ ম ||

ডিঁ রিঁ ডি রি ডিঁ রিঁ ডাঁ ডা রা ডা এ ||

অন্তরা।

নি সাঁ নি সাঁ ঋ ঋ ঋ ঋ নি সাঁ সাঁ

ডা ডি রি ডা ডি রি ডি রি ডা ডা ডা

নি	প	ম	প	প	প	|	নি	প	ম	প	ঋ
এ	রা	ডা	ডি	রি	ডা	|	এ	রা	ডা	এ	ডা

ম	ম	প	ম	ঋ	নি	নি	প	প	|	সা	ঋ
ডি	রি	ডা	রা	ডা	ডি	রি	ডি	রি	|	ডা	রা

ঋ	ঋ	ম	সা	ঋ	সা	সা	নি	নি	প	প	ম	ম
ডি	রি	ডা	রা	ডা	ডি	রি	ডি	রি	ডি	রি	ডি	রি

ঋ	ঋ	সা	সা	ঃ
ডি	রি	ডি	রি	

(২৭)

ঝিঝিট-খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

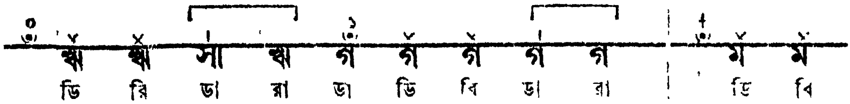
(নি)

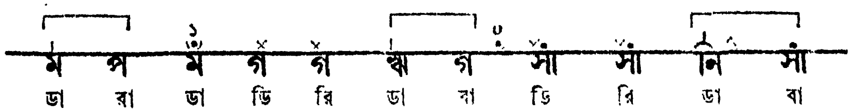
আস্থায়ী।

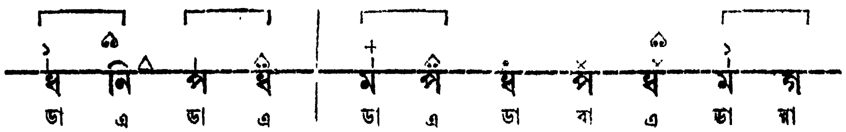
সা	গ	ঋ	ঋ	গ	ম	প	ম	ম	প	|	ধ	নি
ডা	ডা	এ	রা	ডা	ডা	ডা	এ	রা	ডা	|	ডা	এ

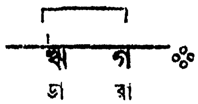
ধ	প	ম	গ	ঋ	গ	||
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	

অন্তরা।









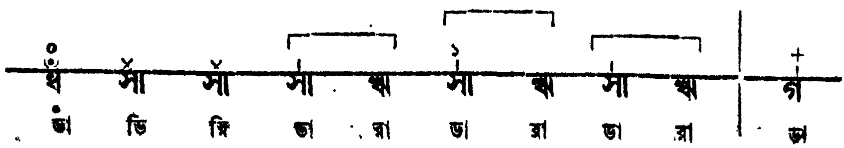
(২৮)

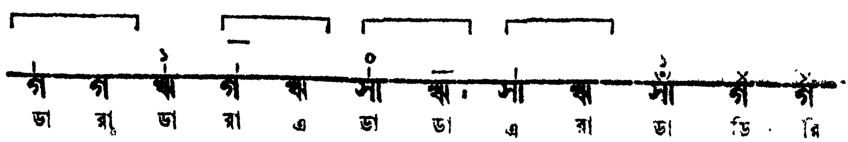
ইমন—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ম)

আস্থায়ী।





ঋ গ | সা গ গ ঋ গ ম ম ম গ গ গ
ডা রা | ডা ডি রি ডা রা ডি রি ডা এ রা ডা

ঋ ঋ সা ||
এ রা ডা

অন্তরা ;

ঋ সা সা ঋ গ ঋ গ গ গ গ | ম
ডা এ রা ডা ডা এ ডি রি ডা রা | ডা

প প গ গ ম ম ম গ গ গ ঋ ঋ
ডি রি ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা এ রা

গ প ম ম ধ প ম প গ ম গ ম |
ডা ডা এ রা ডা এ রা ডা ডা রা ডা রা

ঋ গ গ ঋ গ ম ম ম গ গ গ ঋ
ডা ডি রি ডা রা ডি রি ডা এ রা ডা এ

ঋ সা
রা ডা

(২৯)

খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)

সা নি সা ধ নি নি নি নি ধ প ম প
ডা রা ডা ডা এ ডি রি ডা এ রা রা রা

নি ধ ধ প ম ম গ গ | সা সা সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা | ডা ডা র

গ ম ম প প নি ধ ধ প ম গ
ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

গ ম প প ঃ
ডা রা ডা রা

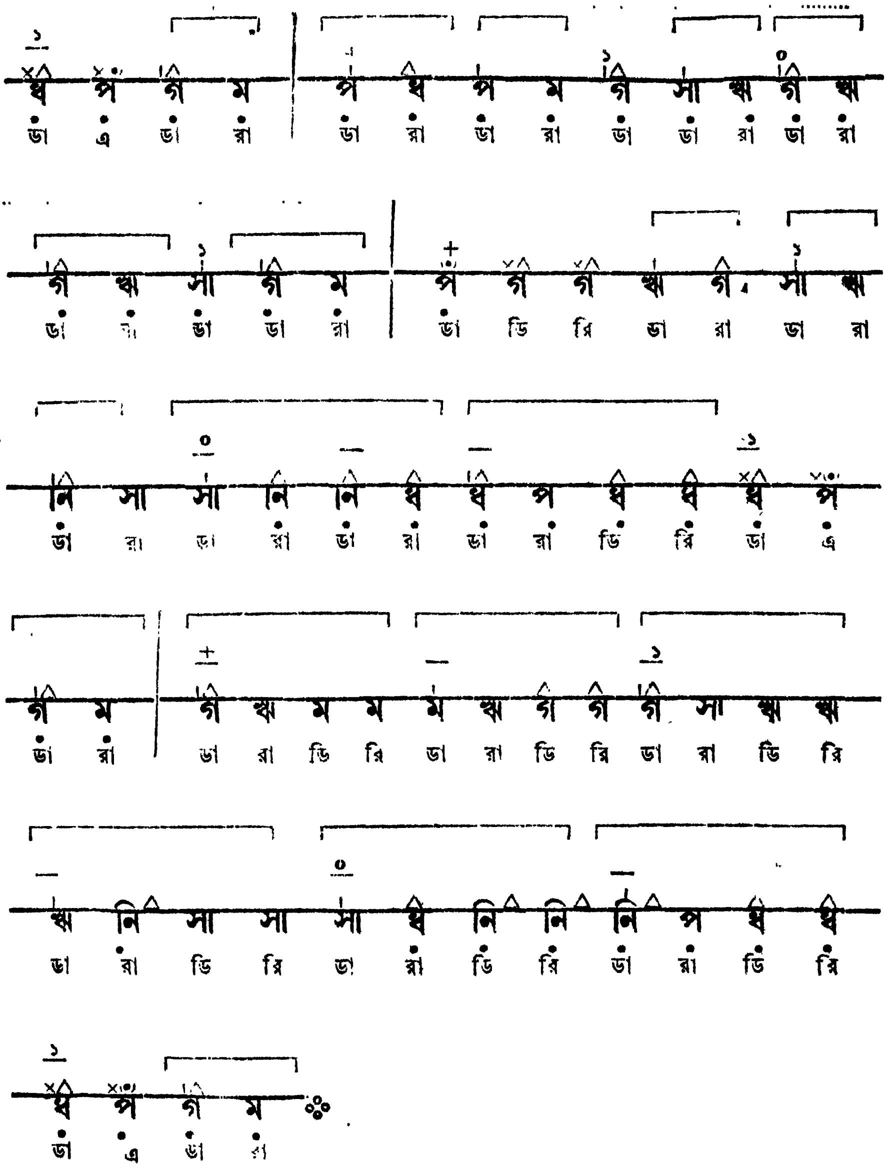
(৩০)

সিন্ধুভৈরবী—সম্পূর্ণ।

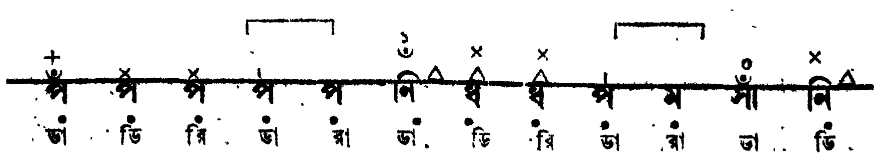
মধ্যমান।

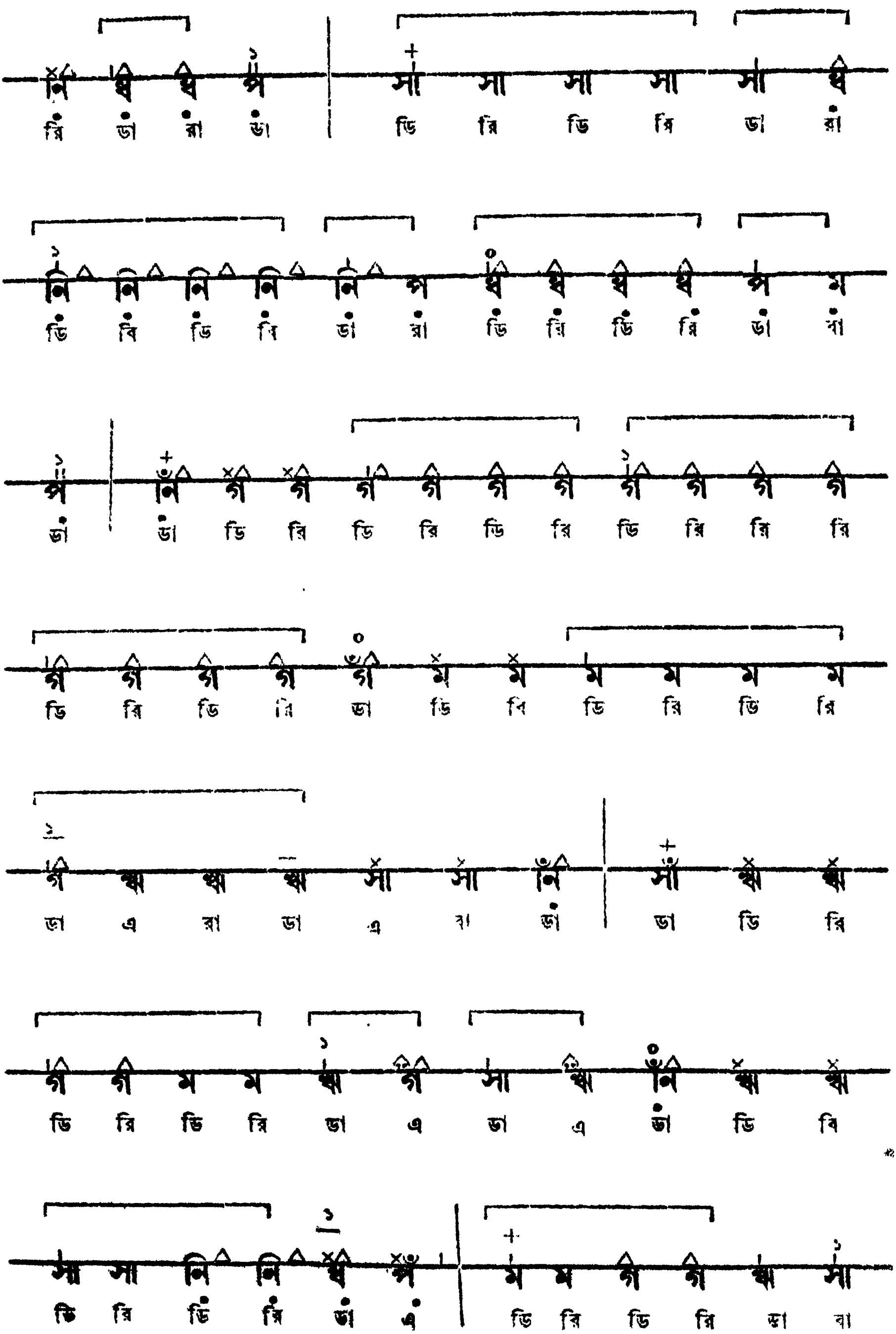
(গ ধ নি)

প প প প ধ ম প প নি নি নি ধ ধ ধ
ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডি রি


ধ প গ ম | প ধ প ম গ সা ঋ গ ঋ
ডা এ ডা রা | ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা
গ ঋ সা গ ম | প গ গ ঋ গ সা ঋ
ডা রা ডা ডা রা | ডা ডি রি ডা রা ডা রা
নি সা সা নি নি ধ ধ প ধ ধ ধ প
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি ডা এ
গ ম | গ ঋ ম ম ম ঋ গ গ গ সা ঋ ঋ
ডা রা | ডা রা ডি রি ডা রা ডি রি ডা রা ডি রি
ঋ নি সা সা সা ধ নি নি নি প ধ ধ
ডা রা ডি রি ডা রা ডি রি ডা রা ডি রি
ধ প গ ম
ডা এ ডা রা

বিস্তার।


প প প প প নি ধ ধ প ম সা নি
ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা ডি


রি ডা রা ডা | ডি রি ডি রি ডা রা
ডি রি ডি রি ডা রা ডি রি ডি রি ডা রা
ডা | ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি রি রি
ডি রি ডি রি ডা ডি রি ডি রি ডি রি
ডা এ রা ডা এ রা ডা | ডা ডি রি
ডি রি ডি রি ডা এ ডা এ ডা ডি রি
ডি রি ডি রি ডা এ | ডি রি ডি রি ডা রা

ঋ ঋ সা সা নি ধ সা সা নি নি ধ ঔঁ

ডি রি ডি রি ডা রা ডি রি ডি রি ডা

পূর্ব্বে স্পর্শ ও কৃন্তনের বিধি পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ করা গিয়াছে, এক্ষণে ঐ উভয় ক্রিয়া মিশ্রণ করিয়া কিরূপে সাধিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট বুঝান যাইতেছে। গৎ কিম্বা রাগাদির আলাপে উক্ত ক্রিয়া প্রায় সর্ব্বদাই হইয়া থাকে।

স্পর্শ-কৃন্তন।

পূর্ব্ব-কথিত রীত্যনুসারে তর্জ্জনী চাপিত কোন স্বরে আঘাতানন্তর মধ্যম অঙ্গুলী দ্বারা পরের সারিকা স্পর্শ করিয়া সেই স্পৃষ্ট সারিকার স্বর ঐ মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা কাটিয়া লওয়াকে স্পর্শ-কৃন্তন বলে। যে স্বরে স্পর্শ-কৃন্তন হইবে তাহার উপর এইরূপ "A" চিহ্ন দেওয়া হইবে। স্পর্শ-কৃন্তন-স্থলে স্পর্শের একটী সূক্ষ্ম স্বর এবং কর্ত্তন জন্য পূর্ব্ব-সারিকার আর একটী স্বর শ্রুত হইবে।

স্পর্শকৃন্তন-সাধন।

অনুলোম।

সা ঋ ঋ গ গ ম ম প প ধ ধ নি নি সা

ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ

বিলোম।

নি সা ধ নি প ধ ম প গ ম ঋ গ সা ঋ

ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ

অনুলোম।

সা ঋ সা ঋ গ গ ম ঋ গ ঋ গ ম
ডা এ রা ডা এ রা ডা, ডা এ রা ডা এ

ম প গ ম গ ম প প ধ ম প ম প
রা ডা, ডা এ রা ডা এ রা ডা, ডা এ রা ডা

ধ ধ নি প ধ প ধ নি নি সা
এ রা ডা, ডা এ রা ডা এ রা ডা

বিলোম।

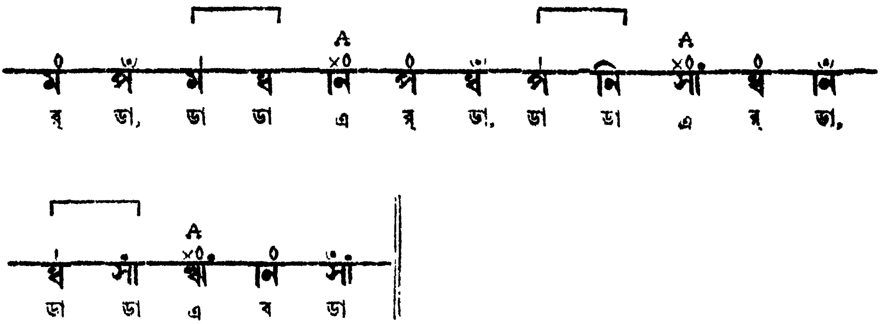
নি সা ধ ধ নি প প ধ নি প প ধ
ডা এ রা ডা এ রা ডা, ডা এ রা ডা এ

ম ম প ধ ম ম প গ গ ম প গ গ
রা ডা, ডা এ রা ডা এ রা ডা, ডা এ রা ডা

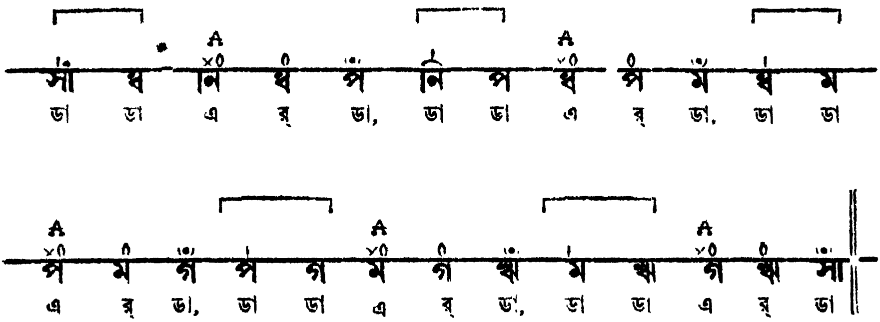
ম ঋ ঋ গ ম ঋ ঋ গ সা সা
এ রা ডা, ডা এ রা ডা এ রা ডা

অনুলোম।

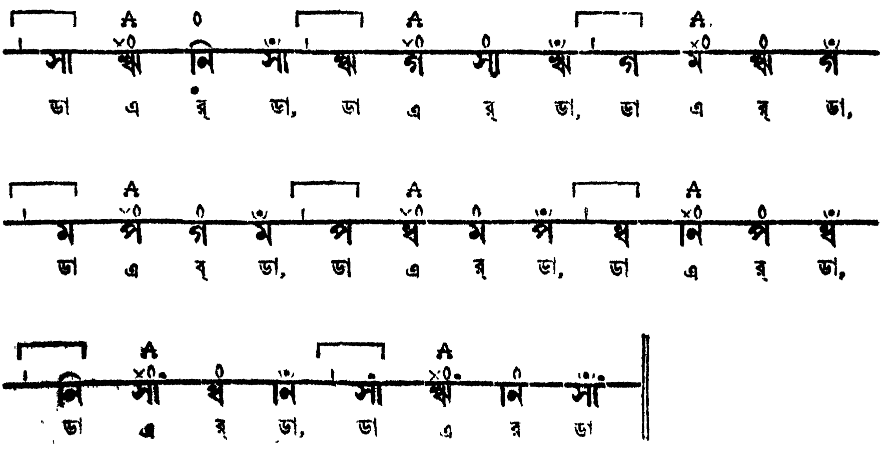
সা গ ম ঋ গ ঋ ম প গ ম গ প ধ
ডা ডা এ র ডা, ডা ডা এ র ডা, ডা ডা এ


ম প ম ধ নি প ধ প নি সা ধ নি
র্ ডা, ডা ডা এ র্ ডা, ডা ডা এ র্ ডা,
ধ সা ঋ নি সা
ডা ডা এ র ডা

বিলোম।


সা ধ নি ধ প নি প ধ প ম ধ ম
ডা ডা এ র্ ডা, ডা ডা এ র্ ডা, ডা ডা
প ম গ প গ ম গ ঋ ম ঋ গ ঋ সা
এ র্ ডা, ডা ডা এ র্ ডা, ডা ডা এ র্ ডা

অনুলোম।


সা ঋ নি সা ঋ গ সা ঋ গ ম ঋ গ
ডা এ র্ ডা, ডা এ র্ ডা, ডা এ র্ ডা,
ম প গ ম প ধ ম প ধ নি প ধ
ডা এ র্ ডা, ডা এ র্ ডা, ডা এ র্ ডা,
নি সা ধ নি সা ঋ নি সা
ডা এ র্ ডা, ডা এ র ডা

বিলোম।

সা	ঋ	নি	সা	নি	সা	ধ	নি	ধ	নি	প	ধ
ডা	এ	র্	ডা,	ডা	এ	র্	ডা,	ডা	এ	র	ডা,

প	ধ	ম	প	ম	প	গ	ম	গ	ম	ঋ	গ
ডা	এ	র্	ডা,	ডা	এ	র	ডা,	ডা	এ	র্	ডা,

ঋ	গ	সা	ঋ	সা	ঋ	নি	সা
ডা	এ	র	ডা,	ডা	এ	র্	ডা

(৩১)

সিন্ধু-ভৈরবী—সম্পূর্ণ।

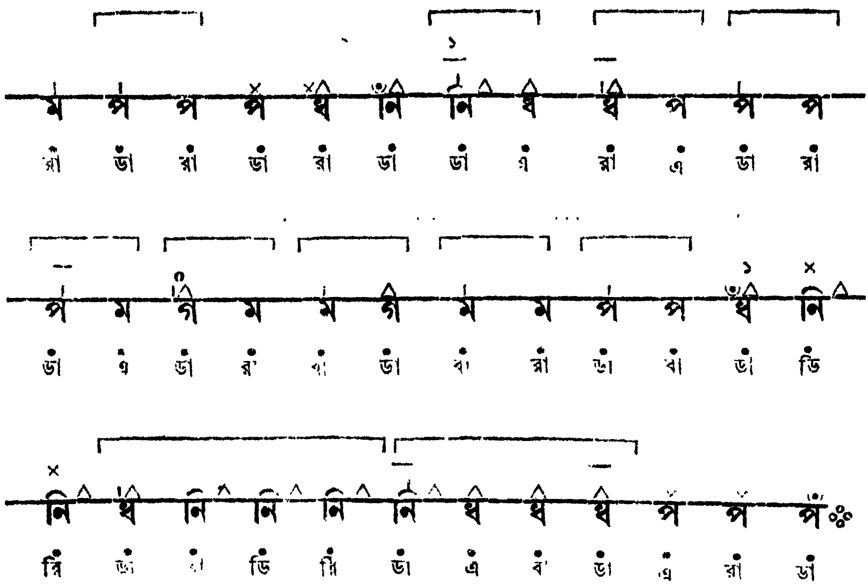
শ্লথ-ত্রিতালী।

(ঋ গ ধ নি)

ঋ	সা	গ	ঋ	ঋ	ঋ	ঋ	গ	ম	গ	ঋ
ডা	এ	রা	এ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	ডা	এ

ঋ	সা	সা	সা	সা	ঋ	সা	নি	নি	নি	ধ	প
রা	এ	ডা	রা	ডা	এ	ডা	এ	রা	ডা	এ	রা

প	ধ	নি	নি	ধ	ধ	প	প	প	প	ম	প
ডা	রা	ডা	ডা	এ	রা	এ	ডা	রা	ডা	এ	ডা

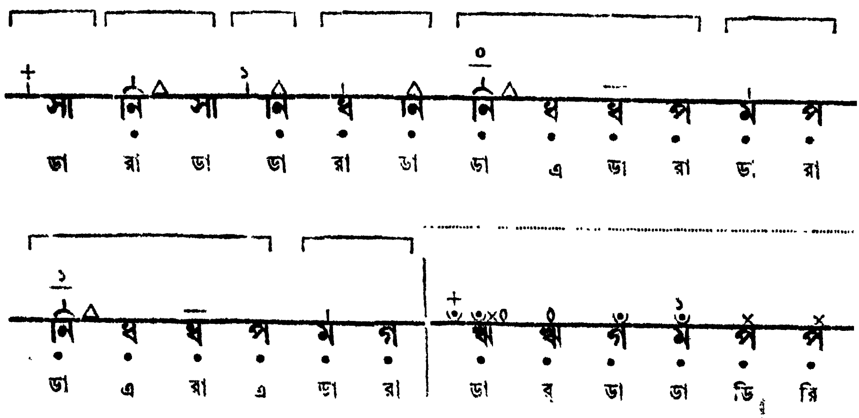


(৩২)

খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)



ধ ধ নি নি ধ নি প প ধ ম গ ম
ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা ডা

প প ম প ॰॰॰
ডি রি ডা রা

(৩৩)

মিশ্র বারোঁয়া—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

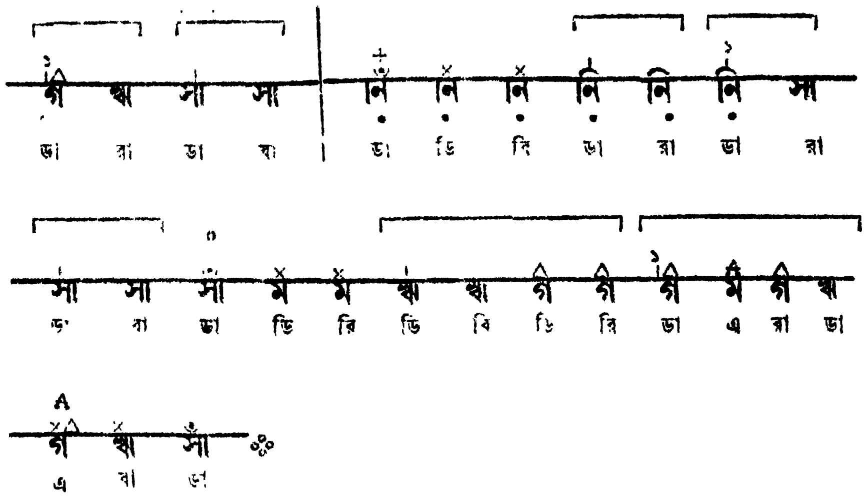
(গ)

প নি নি সা নি সা সা ঋ ঋ ঋ গ ঋ
ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডি রি ডা রা

সা নি সা সা | ম গ গ ম ঋ গ ঋ
ডা রা ডা রা | ডা ডি রি ডা রা ডা ডি

ঋ গ সা ঋ সা সা ঋ নি সা নি সা সা |
রি ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা

সা ম ম ম ম ম ম ম ম প প ম ম
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

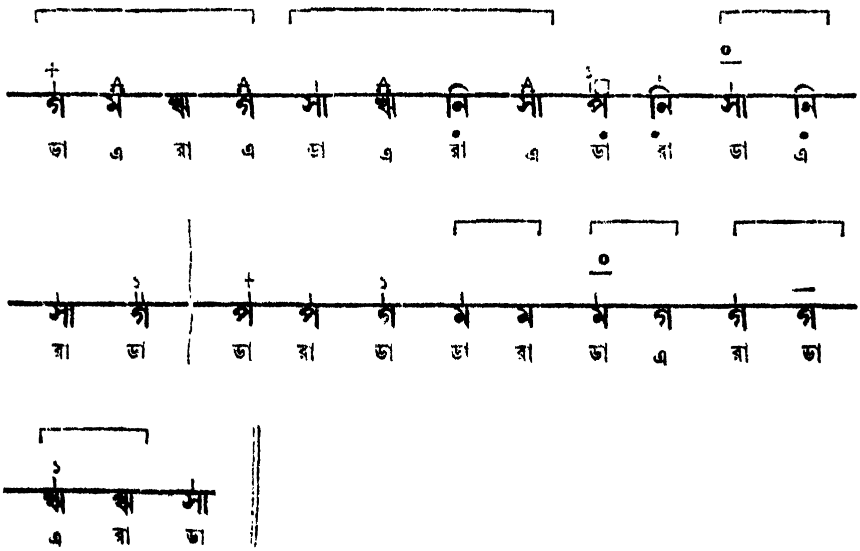


(৩৪)

মিশ্র-বেহাগ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

আস্থায়ী।



অন্তরা।

সাঁ গঁ গঁ ম প নি প নি সাঁ গঁ সাঁ সাঁ
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডি রি

নি নি সা সা নি সাঁ নি নি ধঁ পঁ পঁ
ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা

গঁ ম ম প নি সাঁ নি সাঁ নি প পঁ
ডা ডি রি ডা রা ডা ডা এ ডা রা ডা

ম ম গ গ ম ম গ ম গ গ ঋ
ডি রি ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা এ

সাঁ সাঁ ৹
রা ডা

(৩৫)

পুরবী—সম্পূর্ণ।

একতালা।

(ঋ ম)

আস্থায়ী।

সাঁ ঋ ঋ সা গ ঋ সা গ গ প ম
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

ধ প | সা সা সা নি সা ধ নি প ধ
ডা রা | ডি রি ডা ডা এ রা এ ডা এ

প গ ম ম গ ম ঋ গ সা ঋ নি
রা ডা ডি রি ডা এ রা এ ডা এ রা।

অন্তরা।

গ গ গ প ম ধ প সা সা সা সা সা
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা ডি রি ডা রা

ঋ সা | ঋ ঋ ঋ নি সা ধ নি প ধ
ডা রা | ডি রি ডা ডা এ রা এ ডা এ

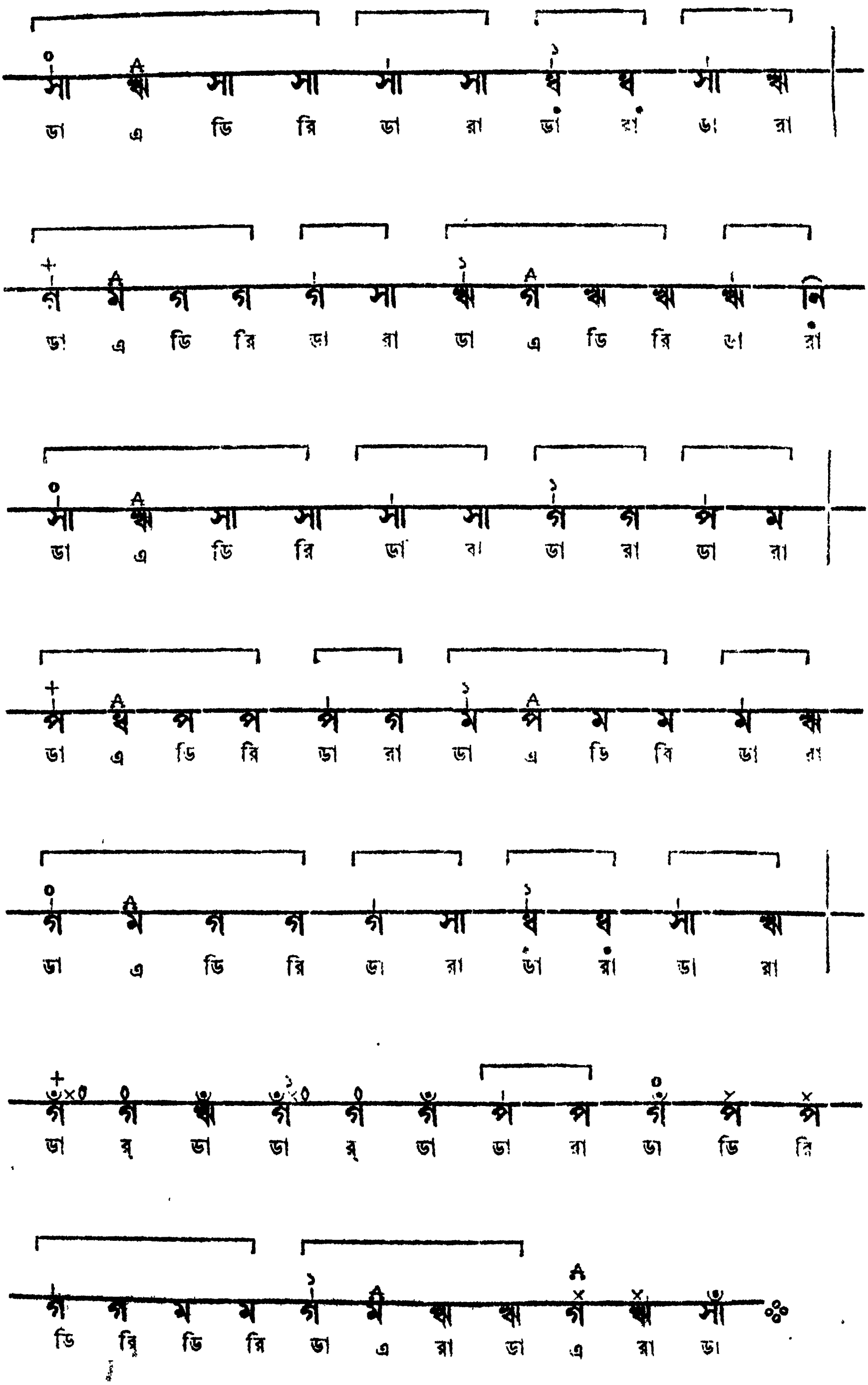
প গ ম ম গ ম ঋ গ সা ঋ নি ৪৪
রা ডা ডি রি ডা এ রা এ ডা এ রা

(৩৬)

ইম্নি—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

গ ম গ গ গ সা ঋ গ ঋ ঋ ঋ নি
ডা এ ডি রি ডা রা ডা এ ডি রি ডা রা

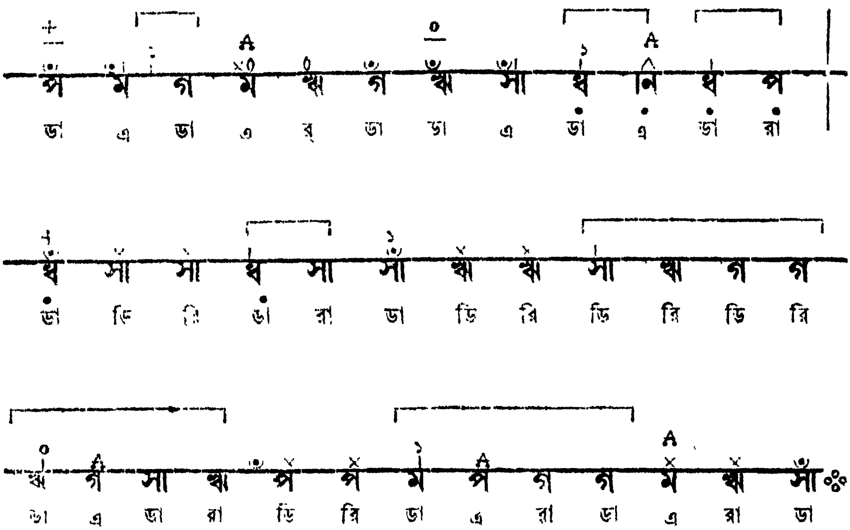

সা ঋ সা সা সা সা ধ ধ সা ঋ
ডা এ ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা
গ ম গ গ গ সা ঋ গ ঋ ঋ ঋ নি
ডা এ ডি রি ডা রা ডা এ ডি রি ডা রা
সা ঋ সা সা সা সা গ গ প ম
ডা এ ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা
প ধ প প প গ ম প ম ম ম ঋ
ডা এ ডি রি ডা রা ডা এ ডি রি ডা রা
গ ম গ গ গ সা ধ ধ সা ঋ
ডা এ ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা
গ গ ঋ গ গ গ প প গ প প
ডা র্ ডা ডা র্ ডা ডা রা ডা ডি রি
গ গ ম ম গ ম ঋ ঋ গ ঋ সা
ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা

(৩৭)

ঝিঝিট—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

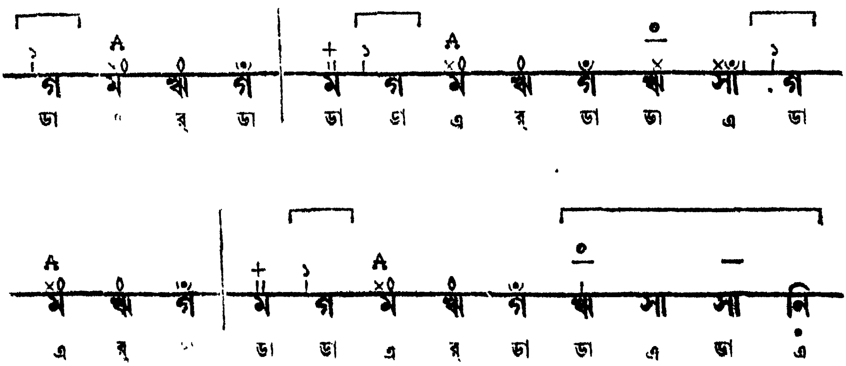
(নি)

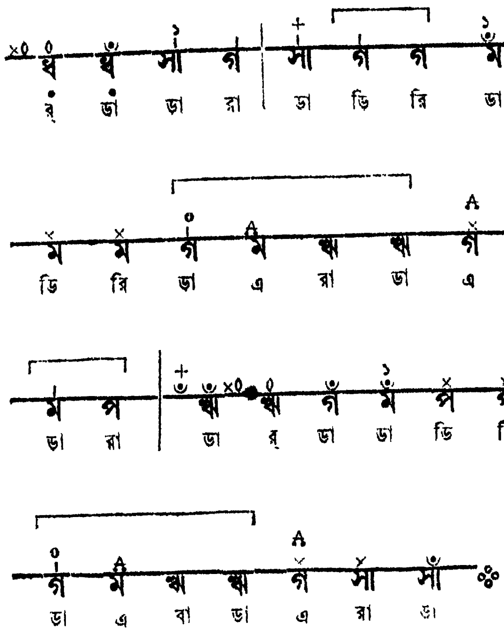


(৩৮)

লুম-ঝিঝিট—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।



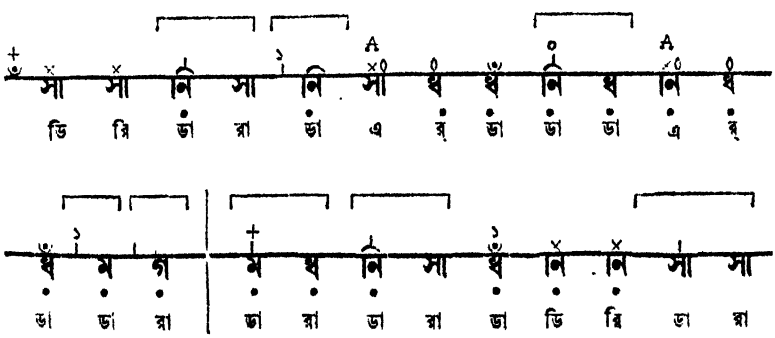


(৩৯)

সোহিনী—খাড়ব *।

মধ্যমান।

(ঋ)*



* ইহার পঞ্চম বিবাদী।

সা গ গ সা সা ঋ ঋ সা ঋ নি নি সা
ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা এ

ধ ধ | ম ম ম ম গ ম ধ নি ধ ম গ
রা ডা | ডা এ ডা র ডা ডা রা ডা রা ডা রা

ম ম ম ম গ ম ঋ ঋ গ ঋ সা
ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা

(৪০)

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

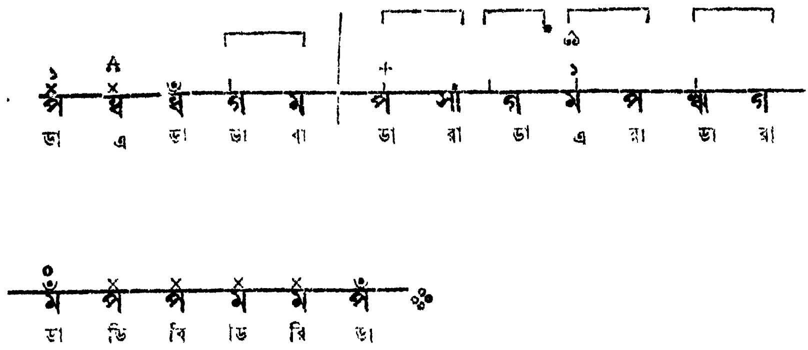
মধ্যমান।

(নি)

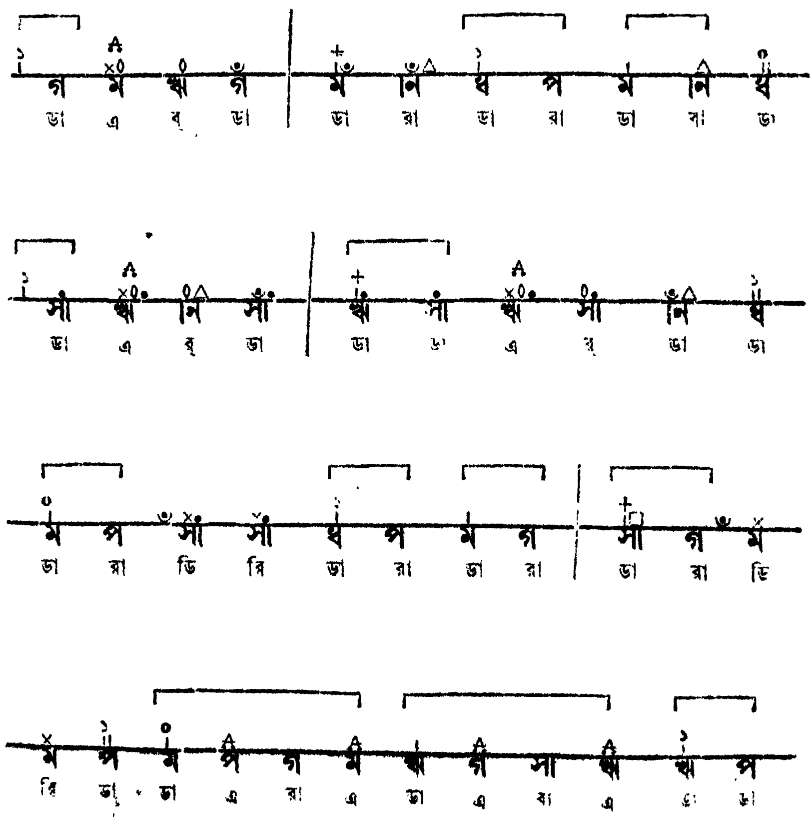
গ ম ঋ গ | ম প ম গ গ ঋ গ ম
ডা এ র্ ডা | ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা

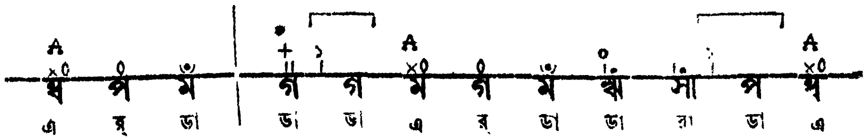
প প ম ম প গ ম ঋ গ | ম প
ডি রি ডি রি ডা ডা এ র্ ডা | ডা রা

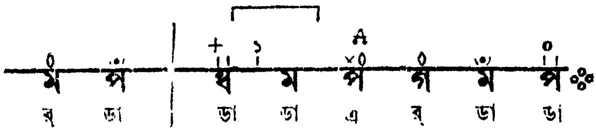
ম গ ঋ সা নি সা সা সা সা সা ধ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডি রি ডা রা



বিস্তার।







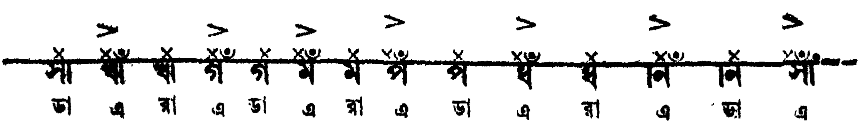
বিক্ষেপ এবং প্রক্ষেপ।

কোন একটী স্বরে আঘাত করিয়াই সেই স্বর হইতে এক, দুই বা ততোঽধিক স্বর ব্যবধানে বামহস্তের অঙ্গুলীর ঘর্ষণযোগে অবিচ্ছেদে ঊর্দ্ধগতিতে যাওয়ার নাম বিক্ষেপ; বিক্ষেপের এইরূপ " > " কোণ চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে, বিক্ষেপযোগে যে স্বরে যাইতে হইবে, তাহার মস্তকে ঐ চিহ্ন থাকিবে। উক্ত নিয়মে অধোগতিতে যাওয়ার নাম প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপস্থলে ঐ কোণ চিহ্ন এইরূপ " < " বিপরীতভাবে ব্যবহৃত হইবে। বিক্ষেপ-প্রক্ষেপ-স্থলে দুইটী মাত্র স্বর প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে প্রথমটী আঘাতে দ্বিতীয়টী অঙ্গুলীর ঘর্ষণে উৎপন্ন হয়। মধ্যের স্বরগুলি অপ্রকাশ থাকে।

বিক্ষেপ এবং প্রক্ষেপ।

বিক্ষেপ সাধন।

অনুলোম।



বিলোম।

	<		<		<		<		<		<		<
সা	নি	নি	ধ	ধ	প	প	ম	ম	গ	গ	ঋ	ঋ	সা
ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ

মিশ্রসাধন।

অনুলোম।

	>		<		>		<		>		<
সা	গ	গ	সা	ঋ	ম	ম	ঋ	গ	প	প	গ
ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

	>		<		>		<		>		<
ম	ধ	ধ	ম	প	নি	নি	প	ধ	সা	সা	ধ
ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

বিলোম।

	>		<		>		<		>		<
ধ	সা	সা	ধ	প	নি	নি	প	ম	ধ	ধ	ম
ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

	>		<		>		<		>		<
গ	প	প	গ	ঋ	ম	ম	ঋ	সা	গ	গ	সা
ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

অনুলোম।

	<		>		<		>		<		>
সা	প	প	সা	ঋ	ধ	ধ	ঋ	গ	নি	নি	গ
ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

ম সা সা ম প ঋ ঋ প ধ গ গ ধ
ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ রা এ

নি ম ম নি সা প প সা
ডা এ রা এ ডা এ রা এ

বিলোম।

সা প গ সা নি গ গ নি ধ ঋ ঋ ধ
ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ রা এ

প সা সা প ম নি নি ধ গ ধ ধ গ
ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা এ রা এ

ঋ প প ঋ সা ম ম সা
ডা এ রা এ ডা এ রা এ

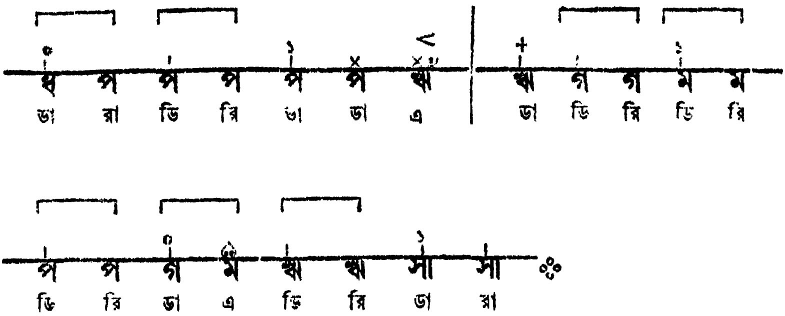
(৪১)

ছায়ানট— সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

সা ধ প ঋ গ ম প গ ম ঋ ঋ
ডা এ ডা ডা রা ডা রা ডা এ ডি রি

সা সা | ধ প ঋ ঋ সা ম গ প ম
ডা রা | ডা রা এ ডা রা ডা রা ডা রা

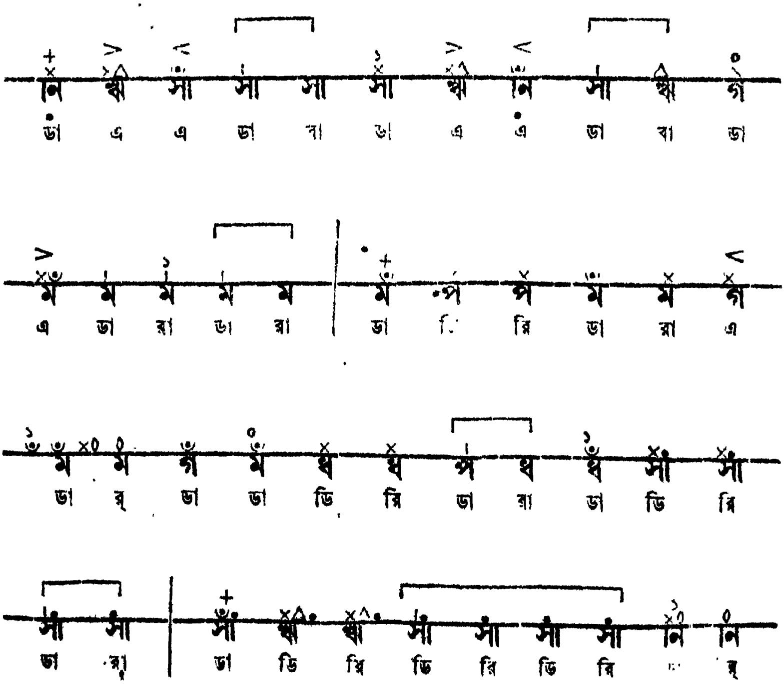


(৪২)

ললিত—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ঋ)



ধ	ধ	প	প	ধ	ধ	প	প	ম	ম	গ	গ
ডা	র্	ডা	ডা	ডি	রি	ডি	রি	ডি	রি	ডা	র্

ঋ	ঋ	সা ॰৹॰
ডা	র	ডা

(৪৩)

ভূপালী—খাড়ব।

শ্লথ-ত্রিতালী।

সা	গ	ঋ	ঋ	সা	ঋ	ধ	সা	ঋ	গ	প	ঋ
ডা	এ	ডি	রি	ডা	রা	ডা	র	ডা	রা	ডা	এ

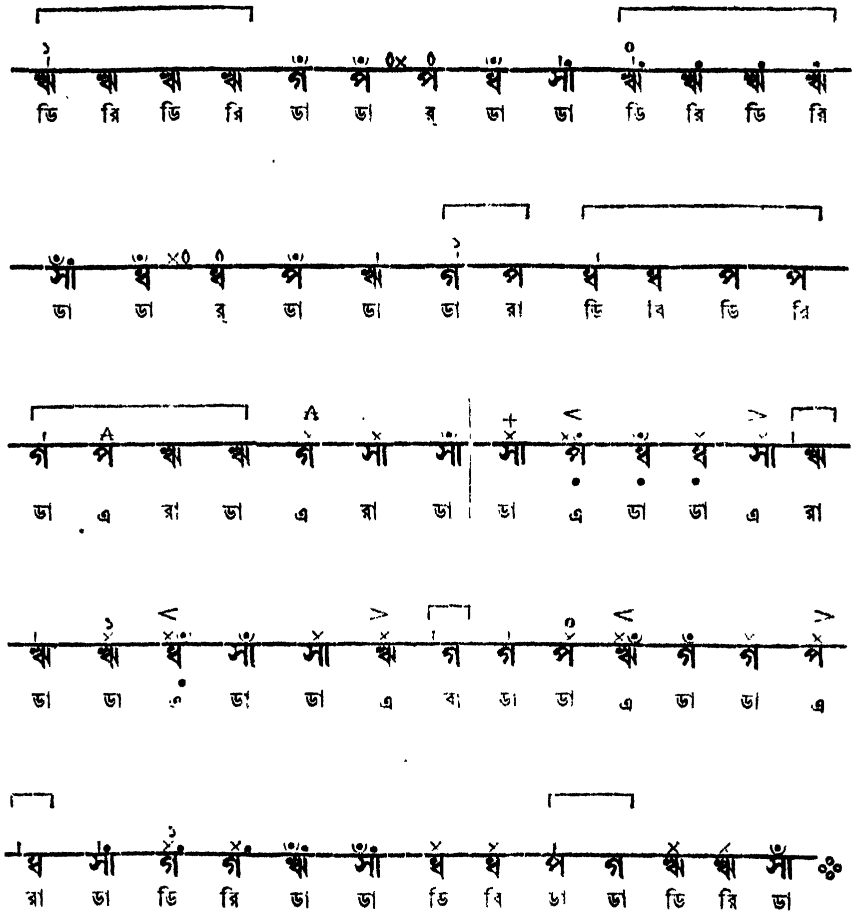
ঋ	গ	গ	প	প	ধ	ধ	সা	সা	সা	গ |	গ	গ
ডা	ডি	রি	ডি	রি	ডা	রা	ডা	রা	ডা	এ |	ডি	রি

ঋ	সা	ঋ	প	প	ধ	সা	প	প	ধ	প	গ	গ
ডা	রা	ডা	এ	ডা	রা	ডা	এ	রা	ডা	রা	ডি	রি

প	প	গ	গ	ঋ	ঋ	সা ॰৹॰
ডি	রি	ডা	রা	ডা	রা	ডা

বিস্তার।

সা	গ	গ	গ	গ	গ	প	প	প	প
ডা	এ	ডা	রা	ডা	রা	ডি	রি	ডি	রি

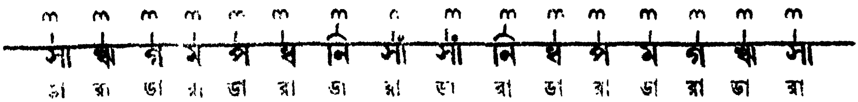


গমক।

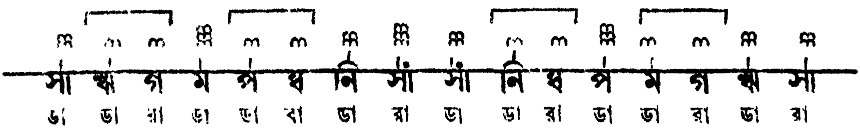
স্বরকম্পনের নাম গমক, কোন স্বরকে কম্পিত করিতে হইলে তারে আঘাত দিয়াই সেই তার সারিকার উপর মৃদুভাবে ঘর্ষণ করিতে হয়। গমকের এই প্রকার "m" গজকুম্ভাকৃতি চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে, কম্পনের সংখ্যানুসারে এই চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে, অর্থাৎ যতবার কম্পনের আবশ্যক, ততগুলি উক্ত চিহ্ন কম্পনীয় স্বরের উপরে স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

গমক-সাধন।

অনুলোম ও বিলোম।



অনুলোম ও বিলোম।

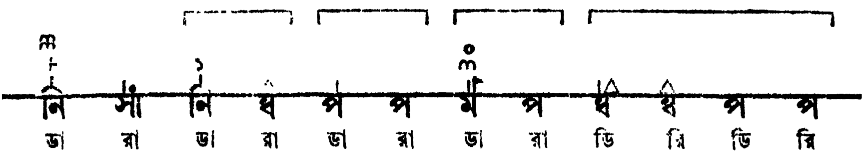


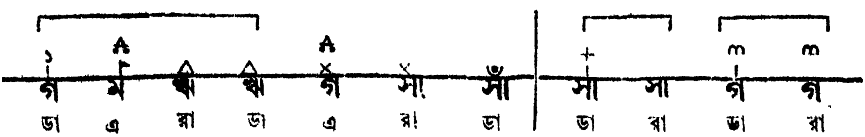
(৪৪)

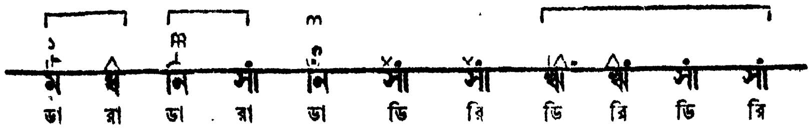
পরজ—সম্পূর্ণ।

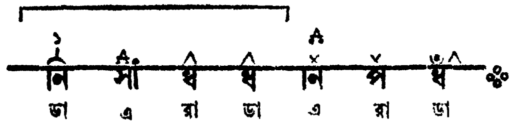
মধ্যমান।

(ঋ ম ধ)







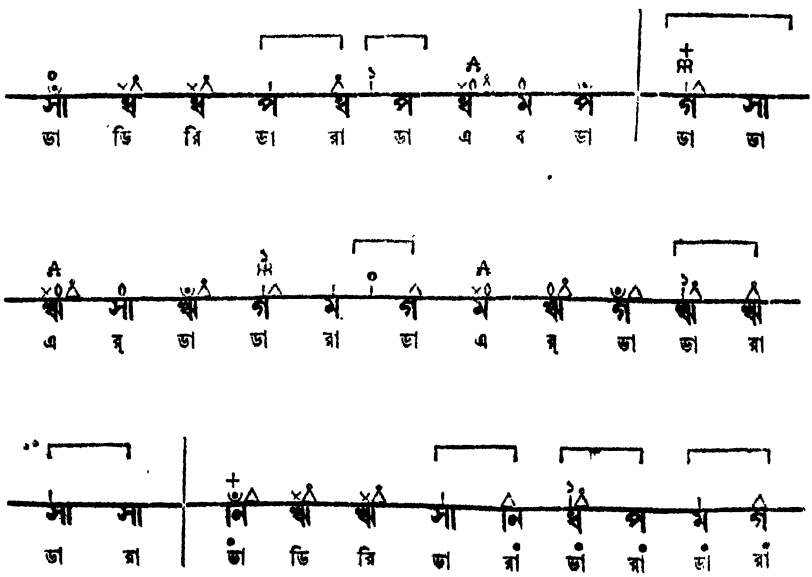


(৪৫)

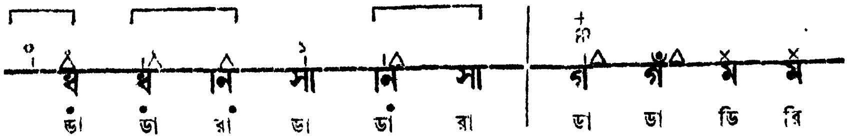
ভৈরবী*—সম্পূর্ণ।

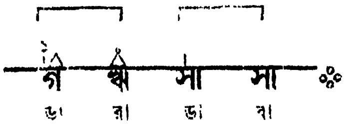
মধ্যমান।

(ঋ গ ধ নি)



* ওস্তাদ্‌জী লছমীপ্রসাদ হইতে প্রাপ্ত।



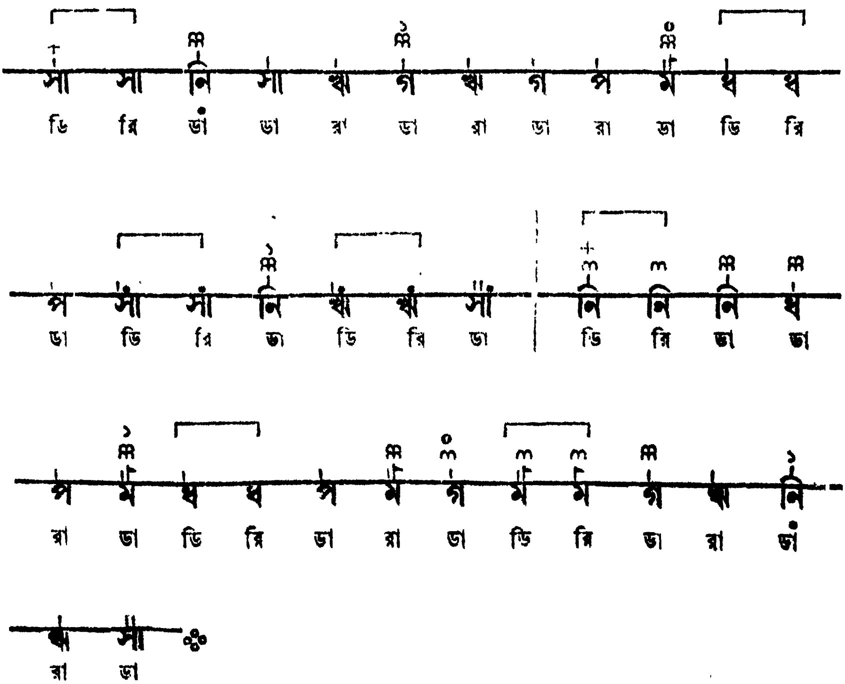


(৪৬)

ইমন্‌—সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

(ম)

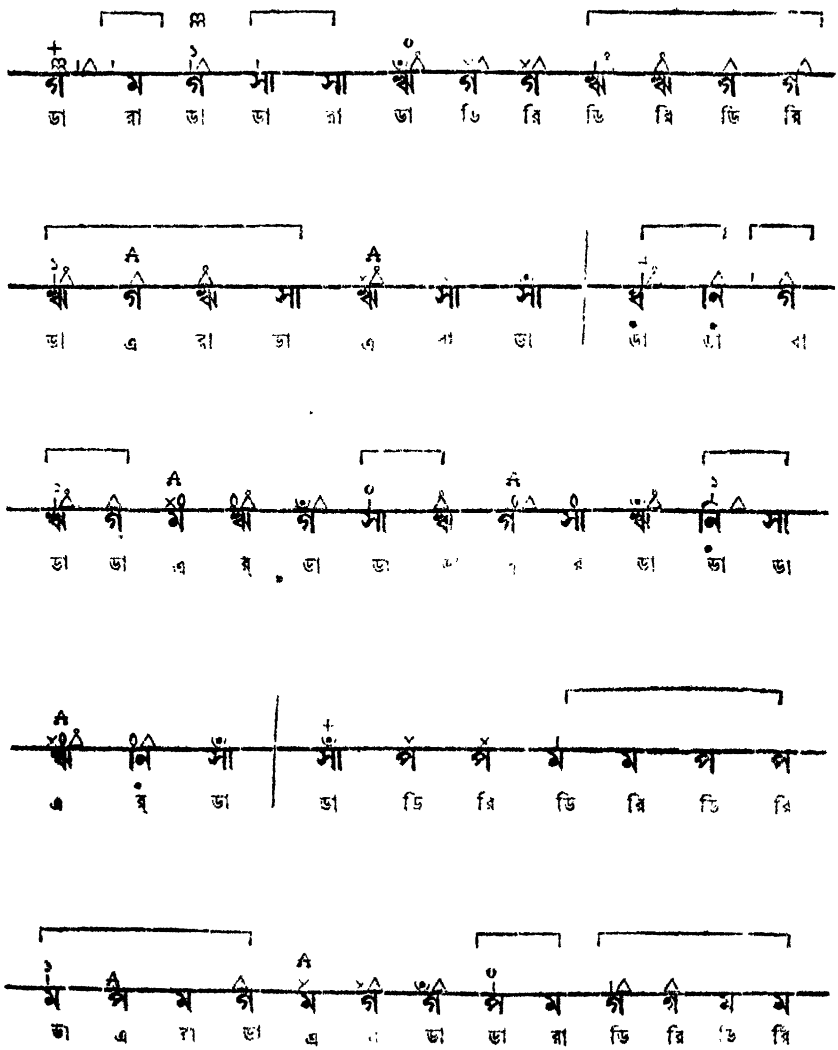


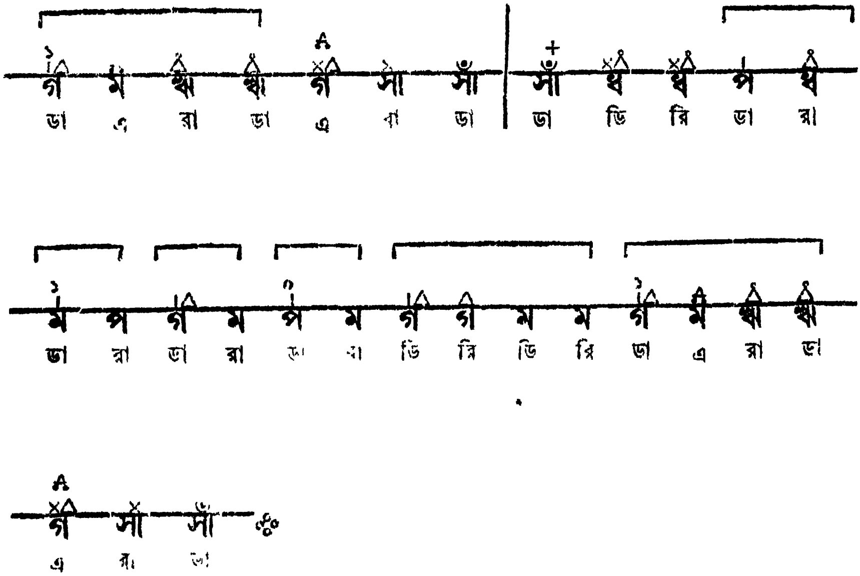
(৪৭)

ভৈরবী—সম্পূর্ণ।

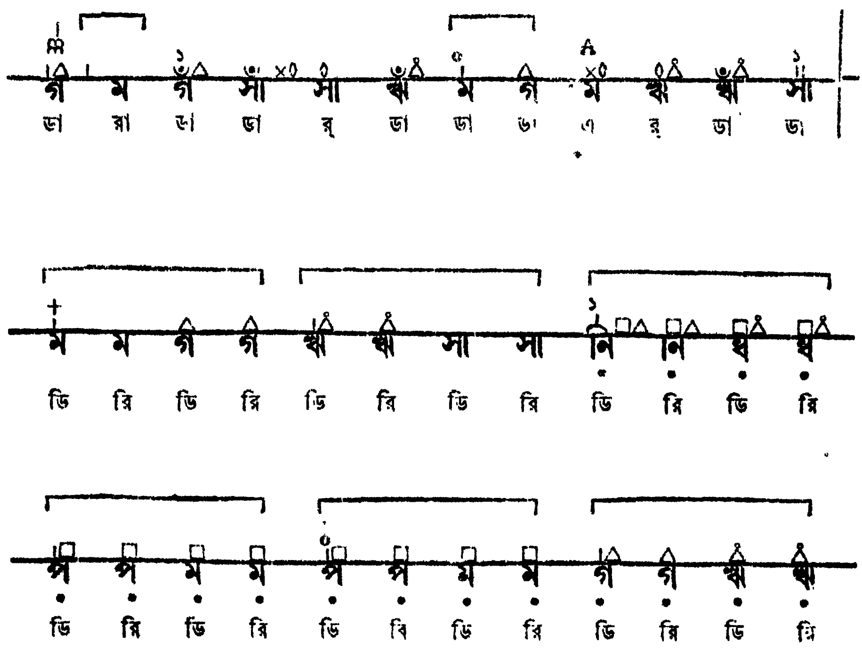
মধ্যমান।

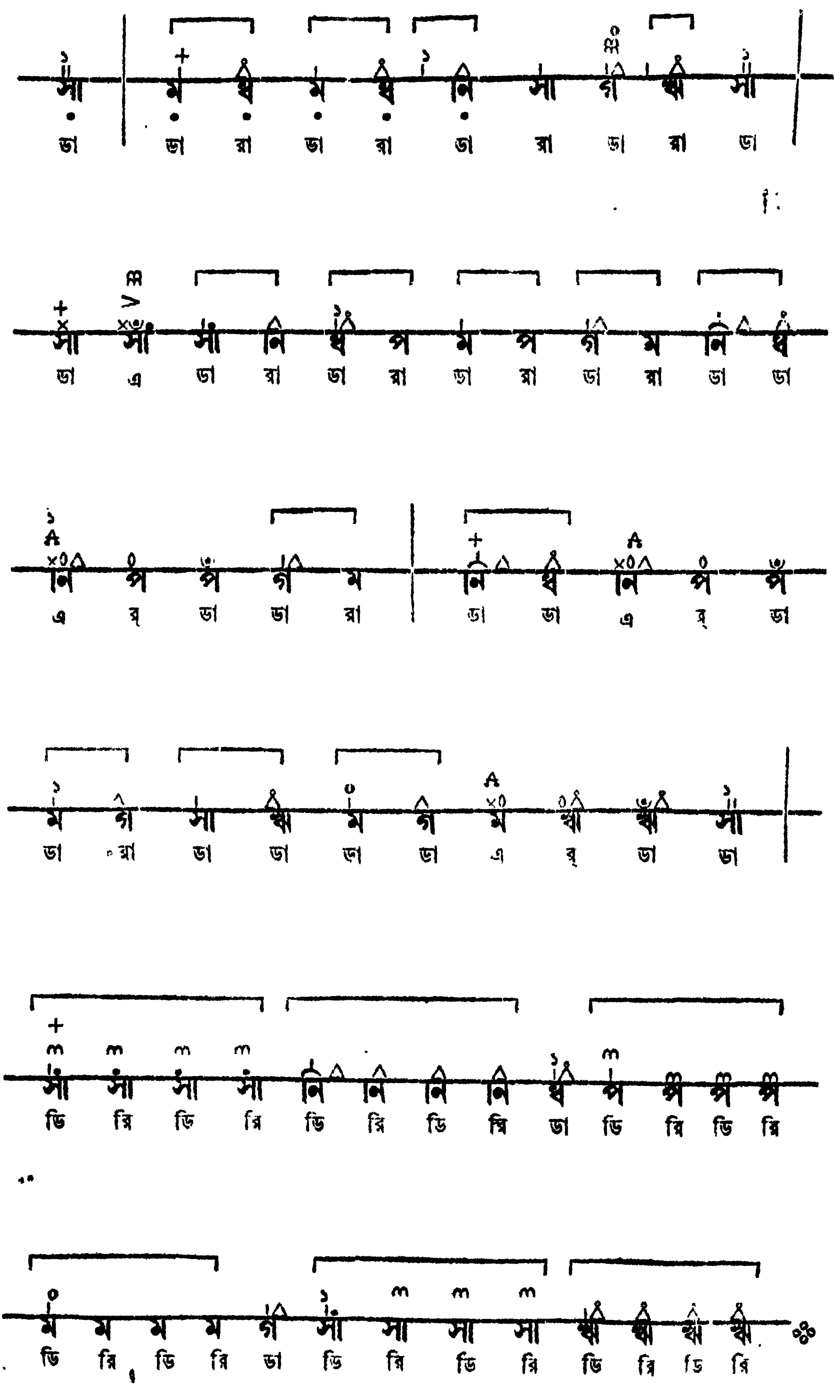
(ঋ গ ধ নি)





বিস্তার।




ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা
ডা এ ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডা
এ র্ ডা ডা রা ডা ডা এ র্ ডা
ডা রা ডা ডা ডা ডা এ র্ ডা ডা
ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডা ডি রি ডি রি
ডি রি ডি রি ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি

ঘর্ষণ বা আশ।

কোন সারিকায় তার চাপিয়া আঘাতানন্তর সেই আঘাতজনিত অণুরণন থাকিতে থাকিতে বামহস্তের অঙ্গুলীর ঘর্ষণযোগে এক বা ততোঽধিক স্বরে ক্রমান্বয়ে যাওয়ার নাম ঘর্ষণ বা আশ। আশযোগে যে স্বর হইতে যে স্বর পর্য্যন্ত যাইতে হইবে, তন্মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক স্বরের সূক্ষ্ম অণুরণন প্রকাশ পাইবে। বিক্ষেপ এবং প্রক্ষেপের ন্যায় আশেরও অনুলোম ও বিলোম হইয়া থাকে, বিশেষের মধ্যে বিক্ষেপ প্রক্ষেপের স্থলে মধ্যবর্ত্তী স্বরগুলি অপ্রকাশ থাকে, ইহার স্বরগুলি প্রকাশ পায়। আশের এইরূপ "———" সরল রেখা চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে, এই চিহ্নটী আশযুক্ত স্বরগুলির নিম্নে থাকিবে এবং যে সকল স্বর আশযোগে প্রকাশ পাইবে, তাহার নীচে এক একটী শূন্য দেওয়া যাইবে।

আশ-সাধন।

অনুলোম।

সা ঋ ঋ গ গ ম ম প প ধ ধ নি নি সা
ডা ০ রা ০ ডা ০ রা ০ ডা রা ০ ডা ০

বিলোম।

সা নি নি ধ ধ প প ম ম গ গ ঋ ঋ সা
ডা ০ রা ০ ডা ০ রা ০ ডা ০ রা ০ ডা ০

অনুলোম।

সা ঋ গ ঋ গ ম গ ম প ম প ধ প ধ নি ধ নি সা
ডা ০ ০ রা ০ ০ ডা ০ ০ রা ০ ০ ডা ০ ০ রা ০ ০

বিলোম।

সা নি ধ নি ধ প ধ প ম প ম গ ম গ ঋ গ ঋ সা

ডা ০ ০ রা ০ ০ ডা ০ ০ রা ০ ০ ডা ০ ০ রা ০ ০

অনুলোম।

সা ঋ গ ঋ গ ম গ ম প ম প ধ প ধ নি ধ নি সা

ডা এ ০ ডা এ ০ ডা এ ০ ডা এ ০ ডা এ ০ ডা এ ০

বিলোম।

সা নি ধ নি ধ প ধ প ম প ম গ ম গ ঋ গ ঋ সা

ডা এ ০ ডা এ ০ ডা এ ০ ডা এ ০ ডা এ ০ ডা এ ০

অনুলোম।

সা ঋ গ ম প ম গ ঋ ঋ গ ম প ধ প ম গ

ডা ০ ০ ০ এ এ ০ ০ ডা ০ ০ ০ এ এ ০ ০

গ ম প ধ নি ধ প ম ম প ধ নি সা নি ধ প

ডা ০ ০ ০ এ এ ০ ০ ডা ০ ০ ০ এ এ ০ ০

বিলোম।

সা নি ধ প নি ধ প ম নি ধ প ম ধ প ম গ

ডা ০ ০ ০ এ এ ০ ০ ডা ০ ০ ০ এ এ ০ ০

ধ্ প ম গ প ম গ ঋ প ম গ ঋ ম গ ঋ সা
ডা ০ ০ ০ এ এ ০ ০ ডা ০ ০ ০ এ এ ০ ০

অনুলোম ও বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা
ডা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ডা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

(৪৮)

সিন্ধুভৈরবী—সম্পূর্ণ।

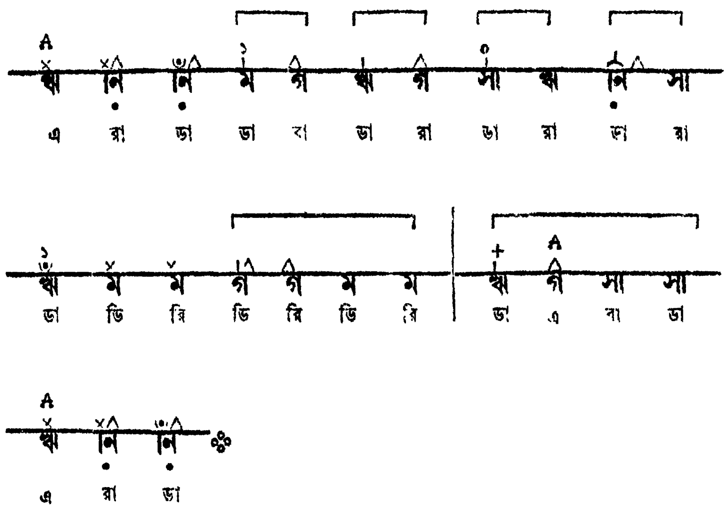
মধ্যমান।

(গ ধ নি)

ঋ সা ঋ নি নি ধ প প প ধ ম প
ডা ডা এ র্ ডা ডা ডি রি ডা রা ডা রা

নি সা | ঋ সা ঋ গ ঋ গ সা ঋ
ডা রা ডা ডা এ ০ ডা রা ডা রা

নি সা ঋ ম ম গ গ ম ম | ঋ গ সা সা
ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা

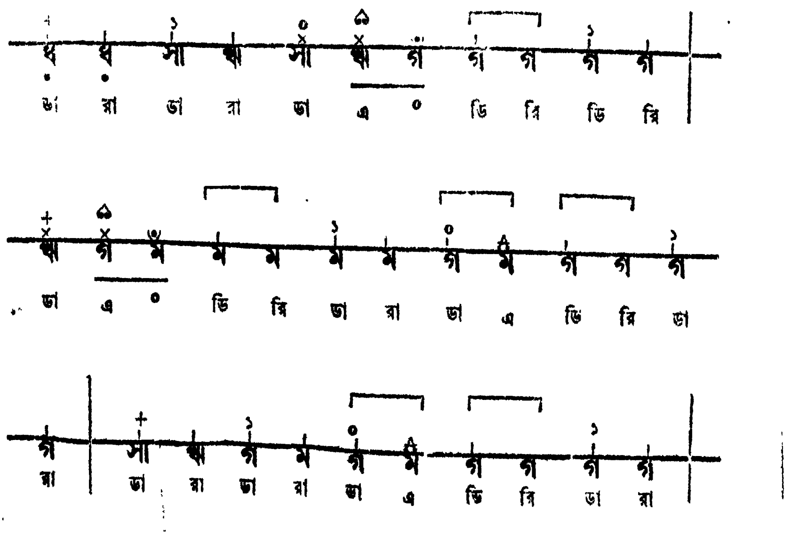


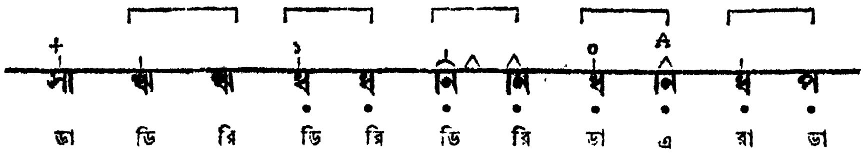
(৪৯)

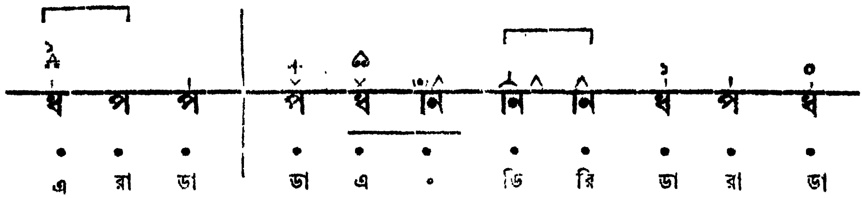
ঝিঝিট—সম্পূর্ণ।

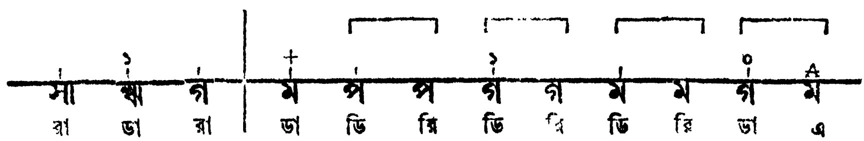
মধ্যমান।

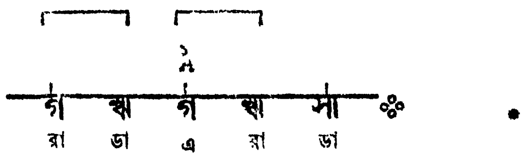
(নি)











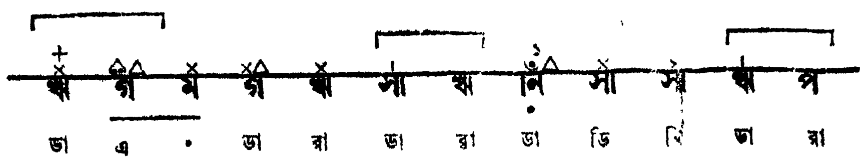
(৫০)

সিন্ধু—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(গ নি)

আস্থায়ী।



ম প ম প ম গ ঋ সা ঋ | সা ম ম
ডা ডা রা ডা রা ড়া রা ডা রা | ডা ড়ি রি

গ ঋ সা নি ধ . প ম প ধ নি ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

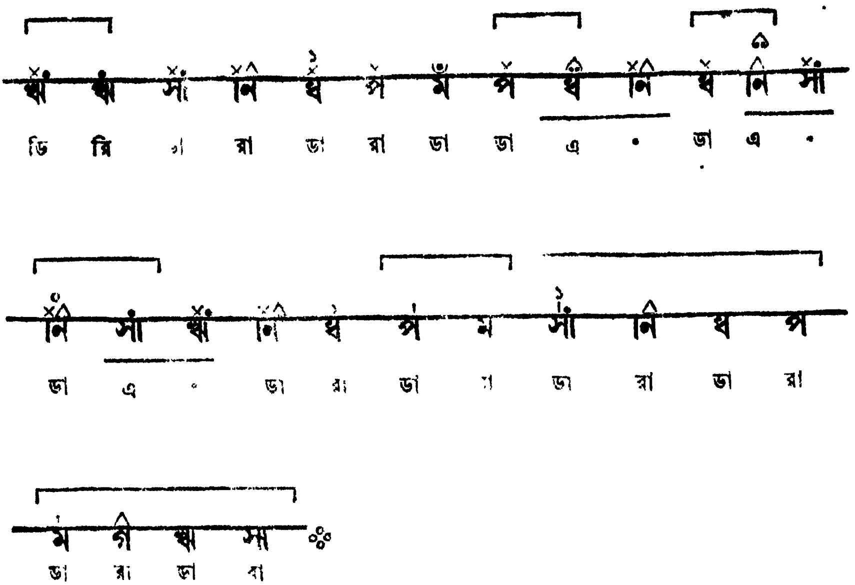
ম গ ঋ সা নি সা
ডা রা ডা রা ডা রা

অন্তরা।

প ম প ধ নি সা নি ঋ ঋ সা নি ধ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা ড়ি রি ডা রা ডা

প ম প ধ নি ধ প ম গ ঋ ঋ গ ম
রা ডা ডা এ • ডা রা ডা রা ডা ডা এ •

গ ম প ম ম ম | প ধ ধ নি সা নি
ডা এ • ডা ড়ি রি | ডা ড়ি রি ডা রা ডা
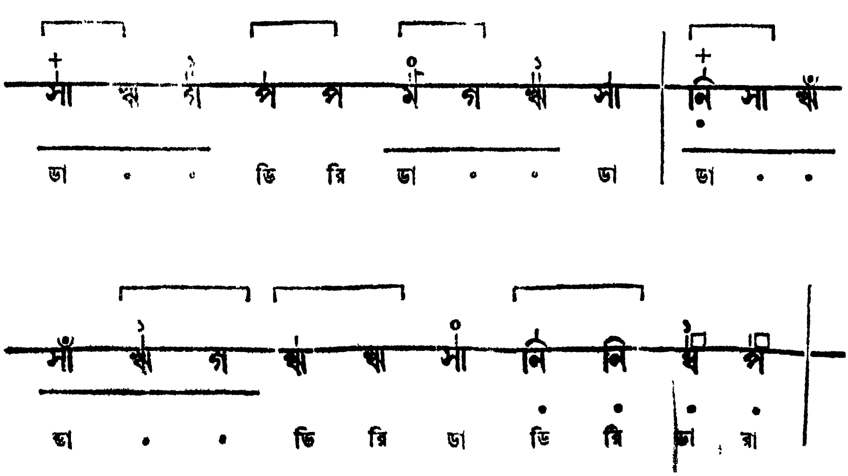


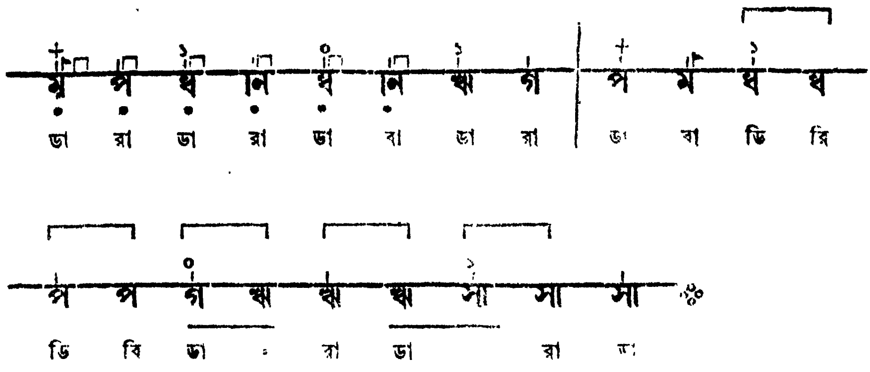
(৫১)

ইমন্—সম্পূর্ণ।

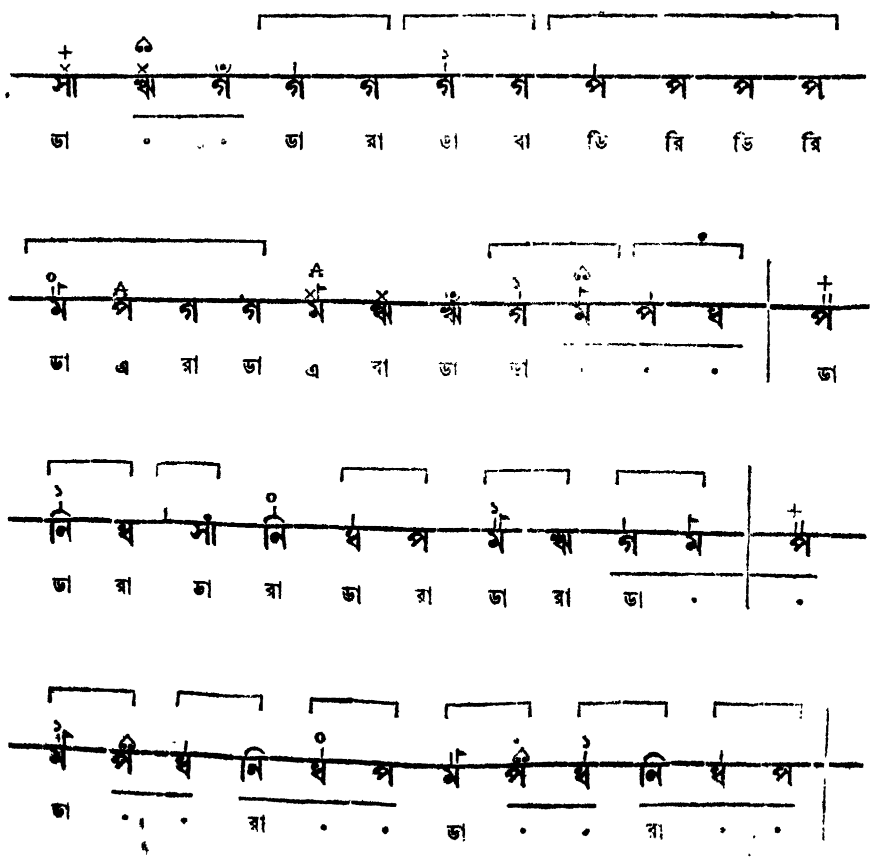
মধ্যমান।

(ম)





বিস্তার।



ম প ধ নি র্সা নি ধ প ম ঋ গ গ গ গ

ডা · · · · · · · ডা · ডি রি ডি রি

ঋ গ সা সা ঋ নি সা ৩০

ডা ও রা ডা এ রা ডা

মূর্চ্ছনা।

বাম হস্তের তর্জ্জনী বা মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা যে কোন সারিকায় তার আকর্ষণ করিয়া অনুলোম বা বিলোম গতিতে পরের বা পূর্ব্ববর্ত্তী এক, দুই বা ততোঽধিক স্বর অবিচ্ছেদে প্রকাশ করার নাম মূর্চ্ছনা। মূর্চ্ছনা রাগাদির প্রধান অলঙ্কার স্বরূপ এবং ইহা দ্বারা রাগাদির যথেষ্ট বিস্তার ও শোভাবৃদ্ধি হয়। অনুলোমে আঘাতানন্তর আকর্ষণ, এবং বিলোমে অগ্রে আকর্ষণ পরে আঘাত হইবে, এই নিয়মটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মূর্চ্ছনাস্থলে যে স্বর হইতে মূর্চ্ছনা আরম্ভ হয়, তাহার নিম্নে আঘাতের চিহ্ন এবং মূর্চ্ছনাযোগে প্রকাশিত স্বর বা স্বরসমূহের নিম্নে শূন্য ব্যবহার করা যাইবে। যেখানে কোন নিম্ন স্বরের সারিকায় তার আকৃষ্ট হইয়া পর স্বর আঘাতে প্রকাশ পাইবে, তথায় আহত স্বরের নীচে আঘাতের চিহ্ন দেওয়া যাইবে। মূর্চ্ছনার এইরূপ "~~~~~~" তরঙ্গিত রেখা চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে, এই চিহ্নটীও মূর্চ্ছিত স্বরের নিম্নে থাকিবে।

মূর্চ্ছনা-সাধন।

অনুলোম।

সা ঋ ঋ গ গ ম ম প প ধ ধ নি নি র্সা

ডা · রা · ডা · রা · ডা · রা · ডা ·

বিলোম।

নি সাঁ নি ধ নি ধ প ধ প ম প ম

রা ॰ ডা ॰ রা ॰ ডা ॰

গ ম গ ঋ গ ঋ সা ঋ সা

রা ॰ ডা ॰ রা ॰

অনুলোম।

সা ঋ গ ঋ গ ম গ ম প ম প ধ প ধ নি ধ নি সাঁ

ডা ॰ ॰ রা ॰ ॰ ডা ॰ ॰ রা ॰ ॰ ডা ॰ ॰ রা ॰ ॰

বিলোম।

ধ সাঁ নি ধ প নি ধ প ম ধ প ম

ডা ॰ ॰ রা ॰ ॰ ডা ॰ ॰

গ প ম গ ঋ ম গ ঋ সা গ ঋ সা

রা ॰ ॰ ডা ॰ ॰ রা ॰ ॰

অনুলোম।

সা ঋ ঋ ঋ ঋ গ গ গ গ ম ম ম ম প

ডা ॰ ডি রি ডা ॰ ডি রি ডা ॰ ডি রি ডা ॰

প প প ধ ধ ধ ধ নি নি নি নি র্সা র্সা র্সা

ড়ি রি ড়া ০ ড়ি রি ড়া ০ ড়ি রি ড়া ০ ড়ি রি

বিলোম।

নি র্সা নি ধ ধ ধ নি ধ প প প ধ প ম ম

ড়া ০ ড়ি রি ড়া ০ ড়ি রি ড়া ০ ড়ি রি

ম প ম গ গ গ ম গ ঋ ঋ ঋ গ ঋ সা সা

ড়া ০ ড়ি রি ড়া ০ ড়ি রি ড়া ০ ড়ি রি

অনুলোম।

* ঋ সা ঋ গ ঋ গ ম গ ম প

ড়া ০ ০ রা ০ ০ । ০ ০ রা

ম প ধ প ধ নি ধ নি র্সা নি র্সা

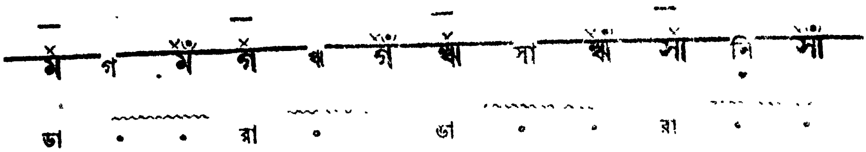
০ ০ ড়া ০ ০ রা ০ ০ ড়া ০ ০

বিলোম।

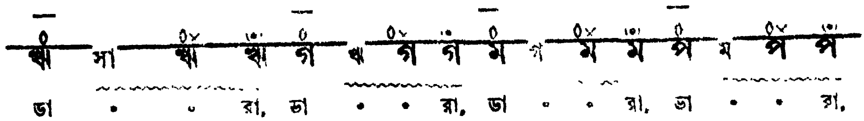
র্সা নি র্সা নি ধ নি ধ প ধ প ম প

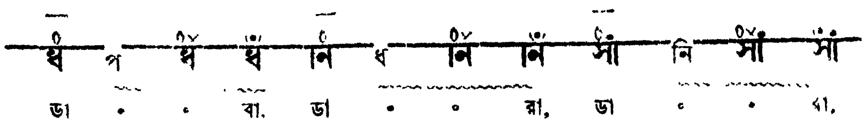
ড়া ০ ০ রা ০ ০ ড়া ০ ০ রা ০ ০

* ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত স্বরগুলির মাত্রাকাল এত অল্প যে, তাহা সূক্ষ্মরূপে লিখিতে গেলে গ্রন্থ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। সেই জন্য উল্লিখিত স্বরগুলির পৃথক্ মাত্রাকাল না লিখিয়া পূর্ব্ব স্বরের মাত্রাকালমধ্যে তাহা "প্রকাশ্য" করা গেল এবং পূর্ব্ব নিয়মানুসারে সমাংশ বোধ হইবার আশঙ্কায় বন্ধনী ভুক্তও করা গেল না। শিক্ষকগণ সূক্ষ্ম কালটী বুঝাইয়া দিবেন।

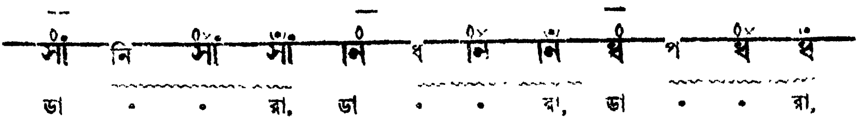


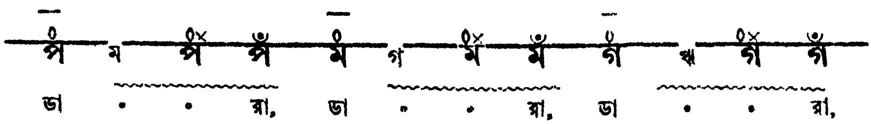
অনুলোম।

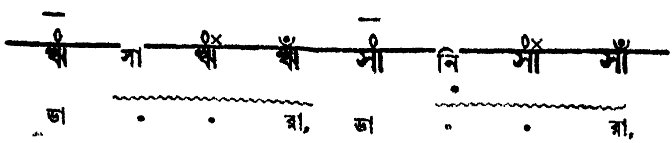




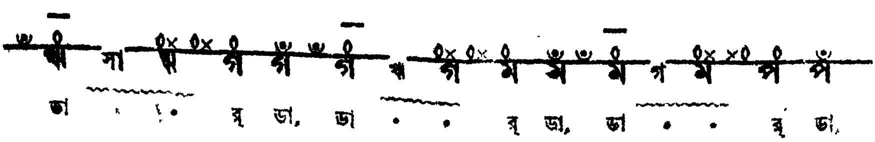
বিলোম।







অনুলোম।



পা ম পা ধা ধা ধা প ধা না না না ধ না সা সা

ডা ০ ০ র্ ডা, ডা ০ ০ র্ ডা, ডা ০ ০ র্ ডা,

বিলোম।

সা নি সা ধা ধা না ধ না পা পা ধা প ধা মা মা

ডা ০ ০ র্ ডা, ডা ০ ০ র্ ডা, ডা ০ ০ র্ ডা,

পা ম পা গা গা মা গ মা ঋা ঋা গা ঋ গা সা সা

ডা ০ র্ ডা, ডা ০ ০ র্ ডা, ডা ০ ০ র্ ডা,

অনুলোম।

ঋা সা ঋা ঋা গা ঋ গা গা মা মা গ মা মা পা

ডা ০ ০ রা ডা ০ ০ রা ডা, ডা ০ ০ রা ডা

ম পা পা ধা ধা প ধা ধা না ধ নি নি সা

০ ০ রা ডা, ডা ০ ০ রা ডা ০ ০ রা ডা,

বিলোম।

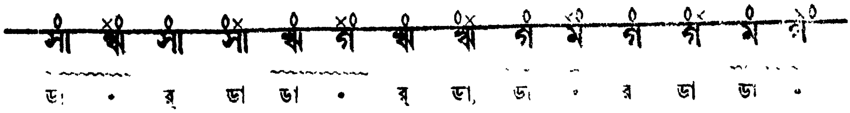
সা নি সা সা না ধ নি নি পা ধা প ধা ধা পা

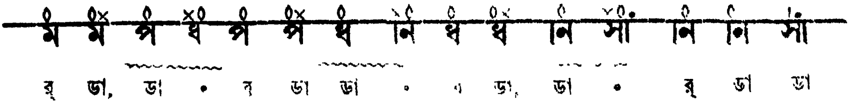
ডা ০ ০ রা ডা ০ ০ রা ডা, ডা ০ ০ রা ডা

ম পা পা গা মা গ মা মা গা ঋ গা গা সা

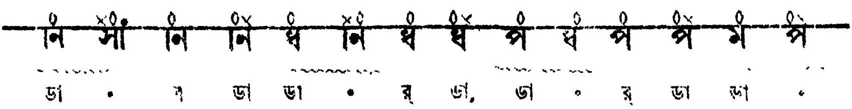
০ ০ রা ডা, ডা ০ ০ রা ডা ০ ০ রা ডা,

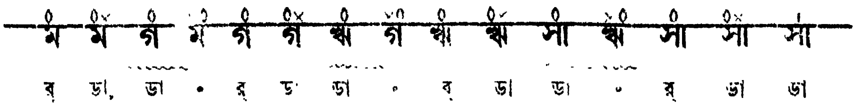
অনুলোম।



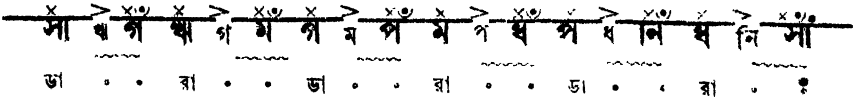


বিলোম।

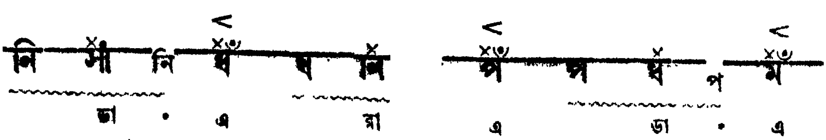




অনুলোম।



বিলোম।



ম প ম গ গ ম গ ঋ ঋ গ ঋ সা

রা ০ এ ডা ০ এ রা ০ এ

অনুলোম।

সা গ ম ম ম প প নি সা সা নি সা

ডা ০ ০ র্ ডা রা ডা ০ ০ র্ ডা রা

বিলোম।

প নি সা সা নি প সা গ ম ম ঋ সা

ডা ০ ০ র্ ডা রা ডা ০ ০ র্ ডা রা

বিকৃত-সাধন অনুলোম।

সা ঋ ঋ গ গ ম ম প প ধ ধ নি নি সা

ডা ০ রা ০ ডা ০ রা ০ ডা ০ রা ০ ডা ০

বিলোম।

নি সা নি ধ নি ধ প ধ প ম প ম গ ম গ ঋ গ ঋ সা ঋ সা

রা ০ ডা ০ রা ০ ডা ০ রা ০ ডা ০ রা ০

অনুলোম।

সা ঋ গ ঋ গ র্ম গ র্ম প র্ম প ধ প ধ নি ধ নি র্সা

ডা • • রা • • ডা • • রা • • ডা • • রা • •

বিলোম।

ধ র্সা নি ধ প নি ধ প র্ম ধ প র্ম

ডা • • রা • • ডা • •

গ প র্ম গ ঋ র্ম গ ঋ সা গ ঋ সা

রা • • ডা • • রা • •

(৭২)

পিলু—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(গী—ৎ)

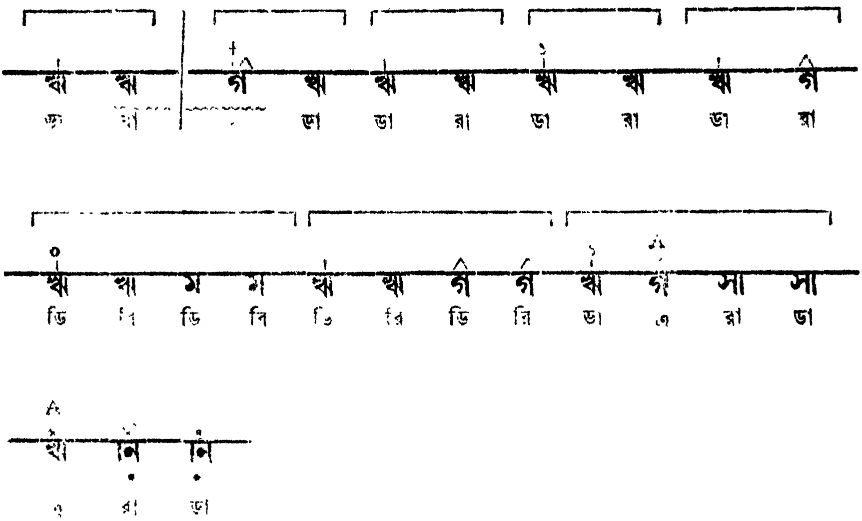
আস্থায়ী।

র্সা ঋ সা নি সা নি নি নি র্সা র্সা ঋ ঋ

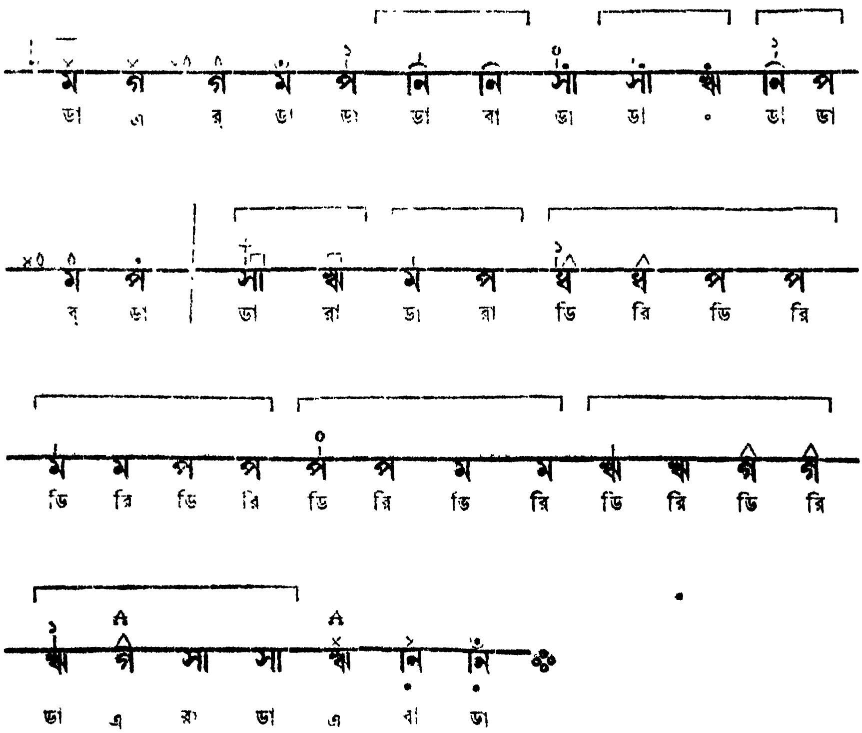
ডা এ রা ডা এ রা ডা ডা ডি রি ডা রা

নি ঋ র্সা নি ঋ র্সা র্সা নি র্সা র্সা

ডা এ রা ডা এ রা ডা ডা ডি র



অন্তরা।

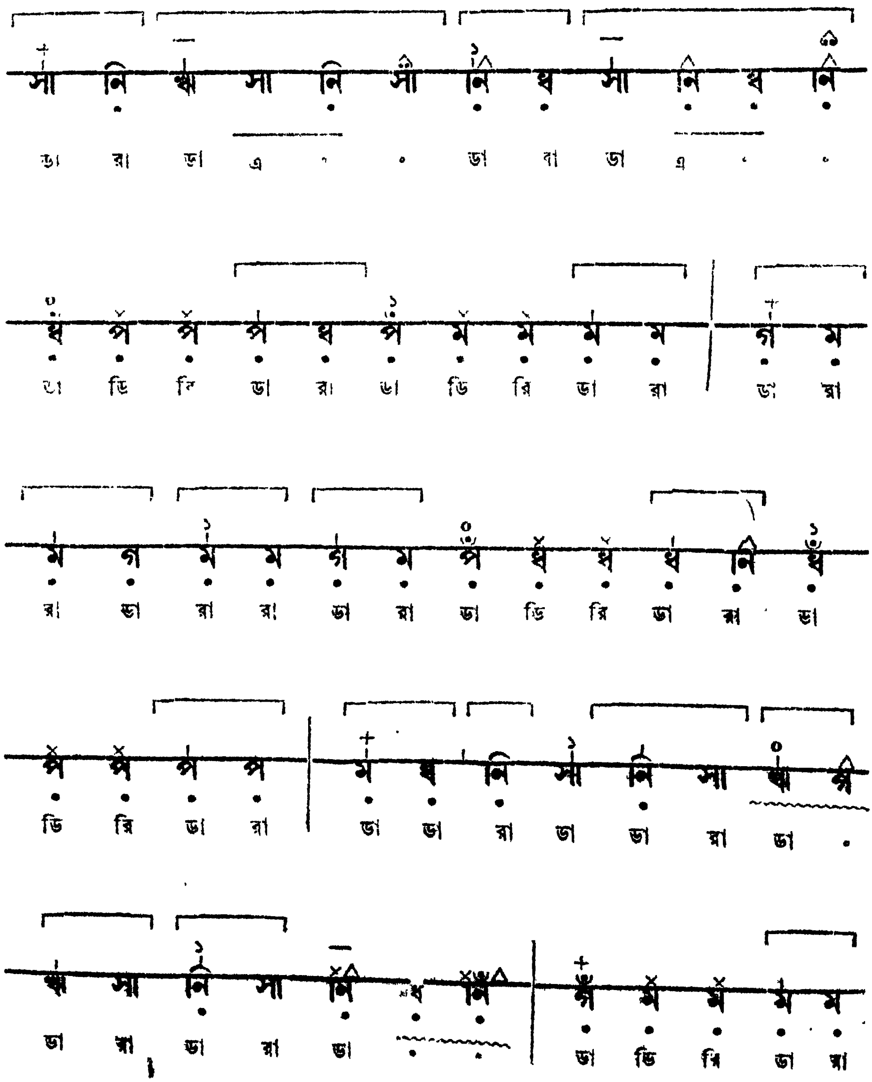


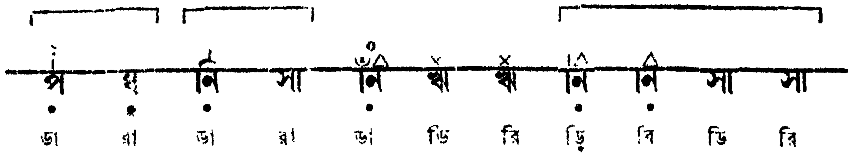
(৫৩)

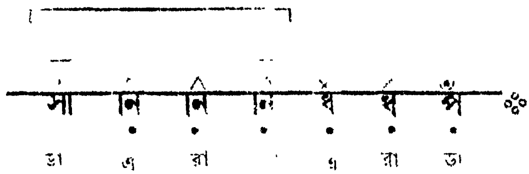
জংলা-খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(গ নি)



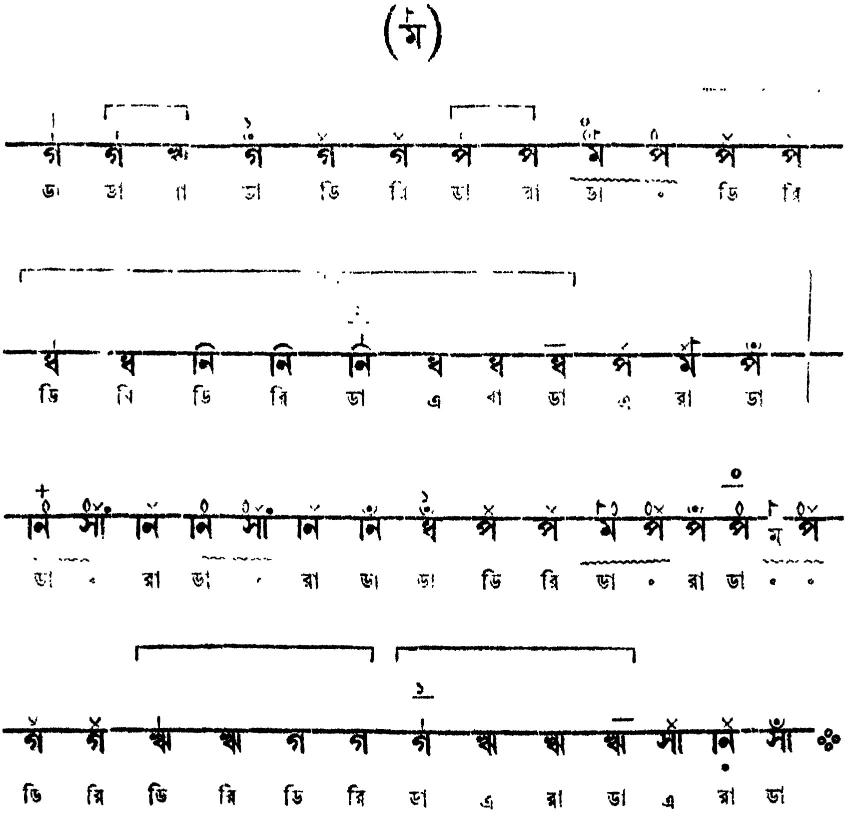




(৫৪)

ইমন্‌—সম্পূর্ণ।

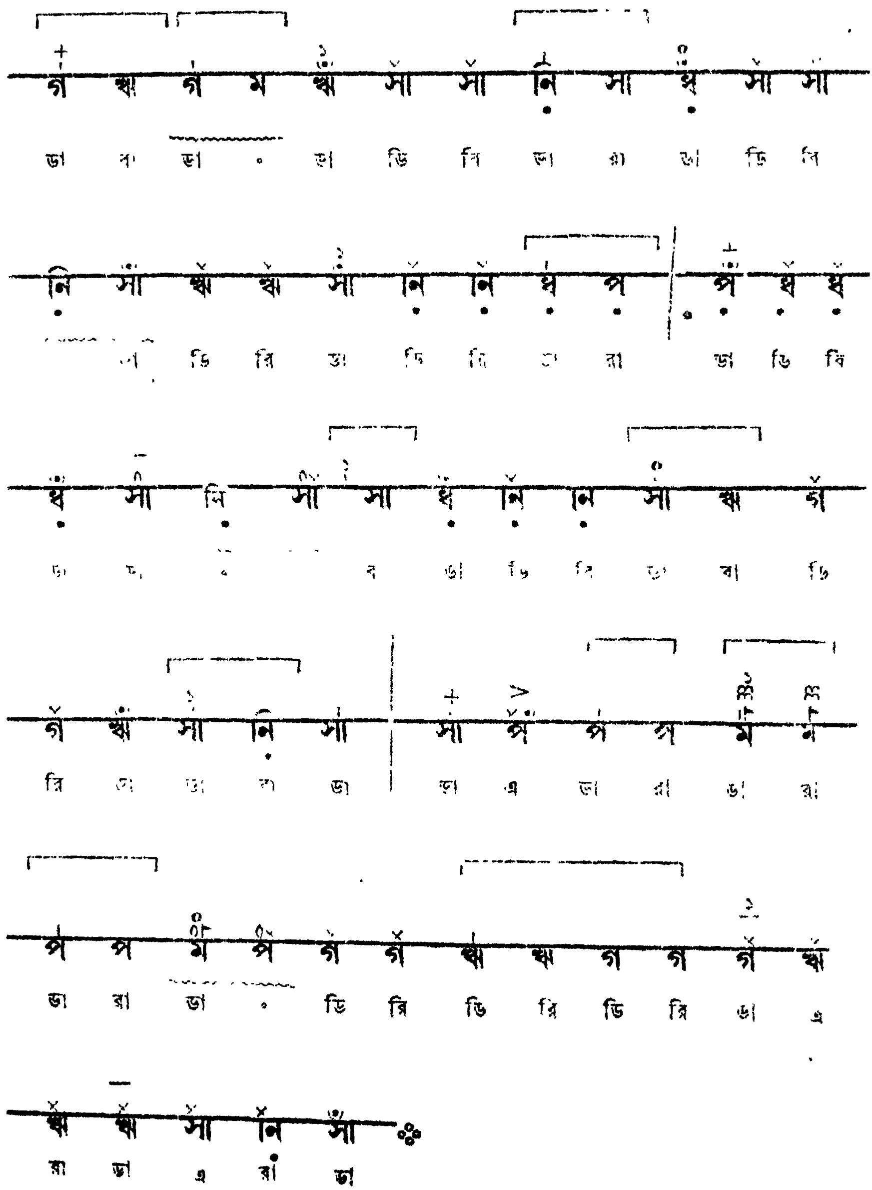
মধ্যমান।



(৫৫)

বেলাবলী—সম্পূর্ণ।

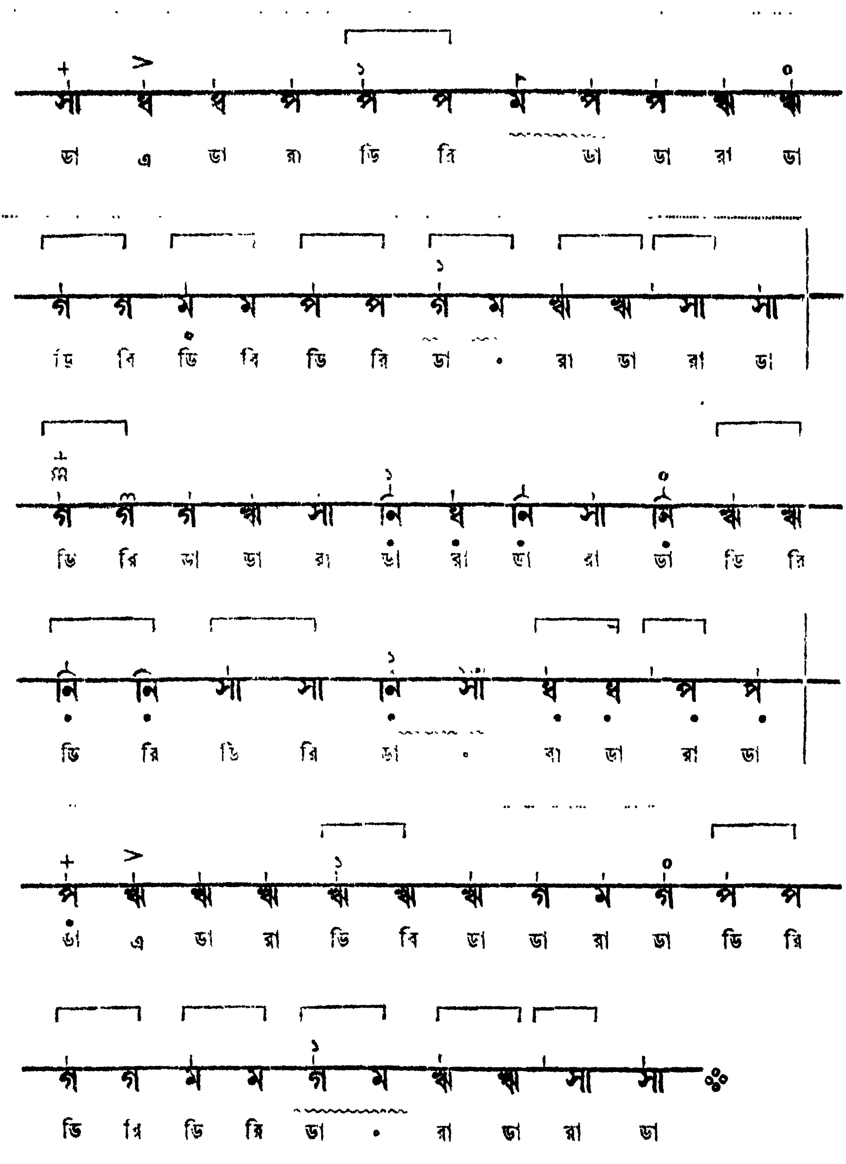
মধ্যমান।



(৫৬)

ছায়ানট *—সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।



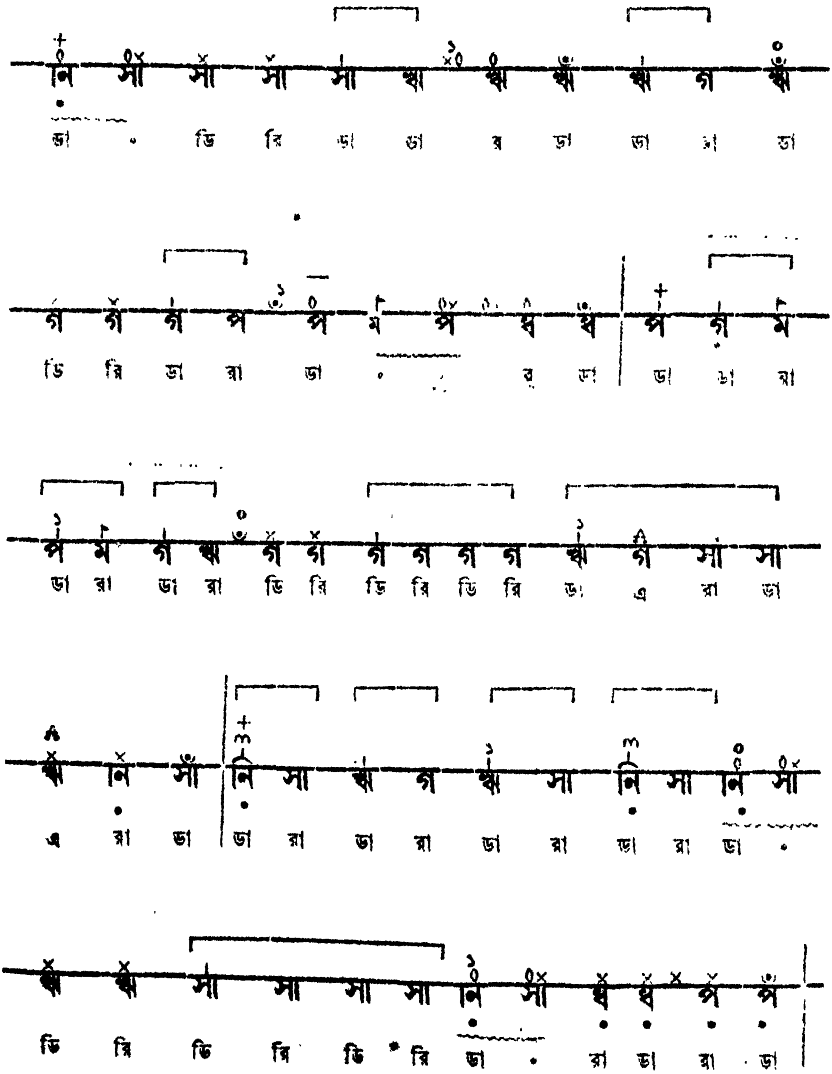
* ওস্তাদ্‌জী লছমীপ্রসাদ হইতে প্রাপ্ত।

(৫৭)

ইমন্—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ম)



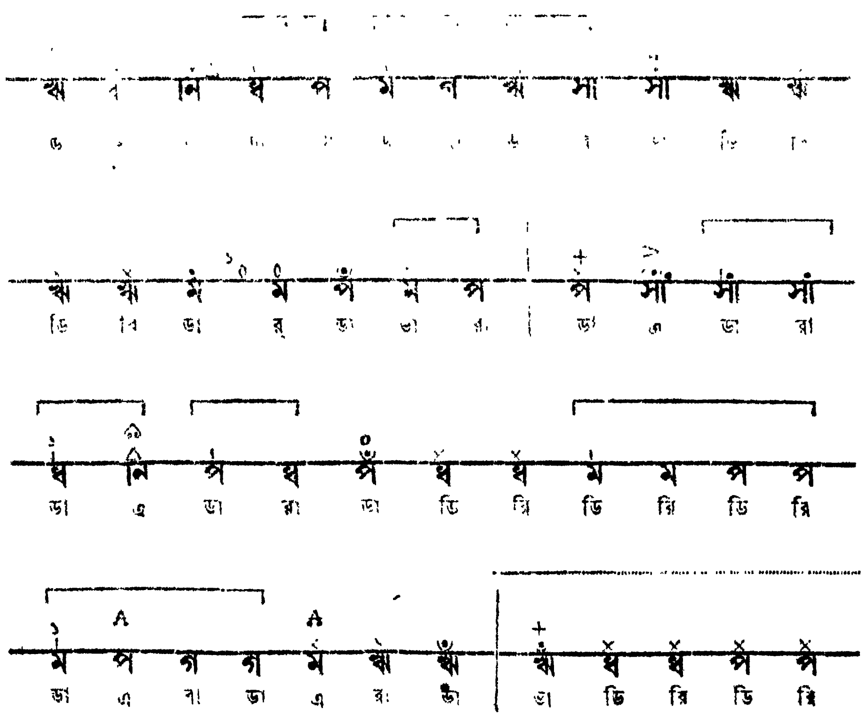


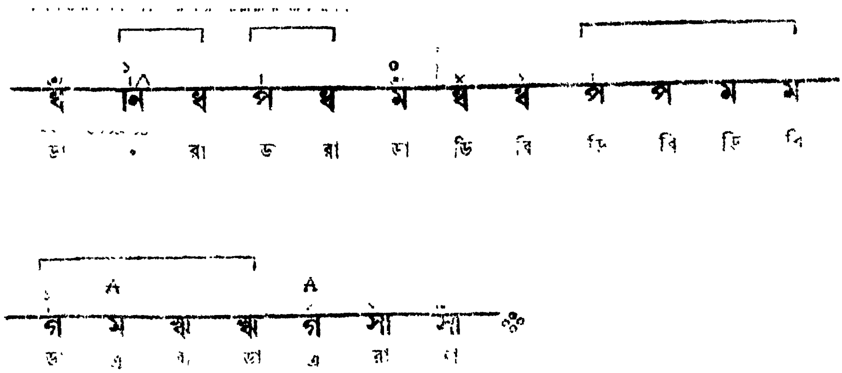
(৫৮)

দেশ—সম্পূর্ণ।

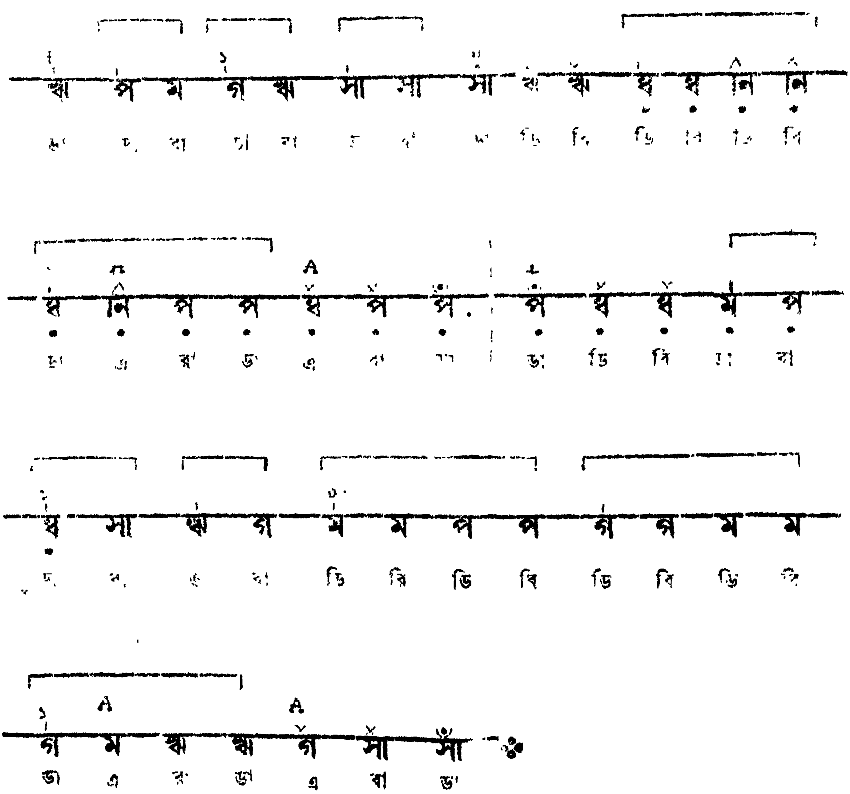
মধ্যমান।

(নি)





বিস্তার।

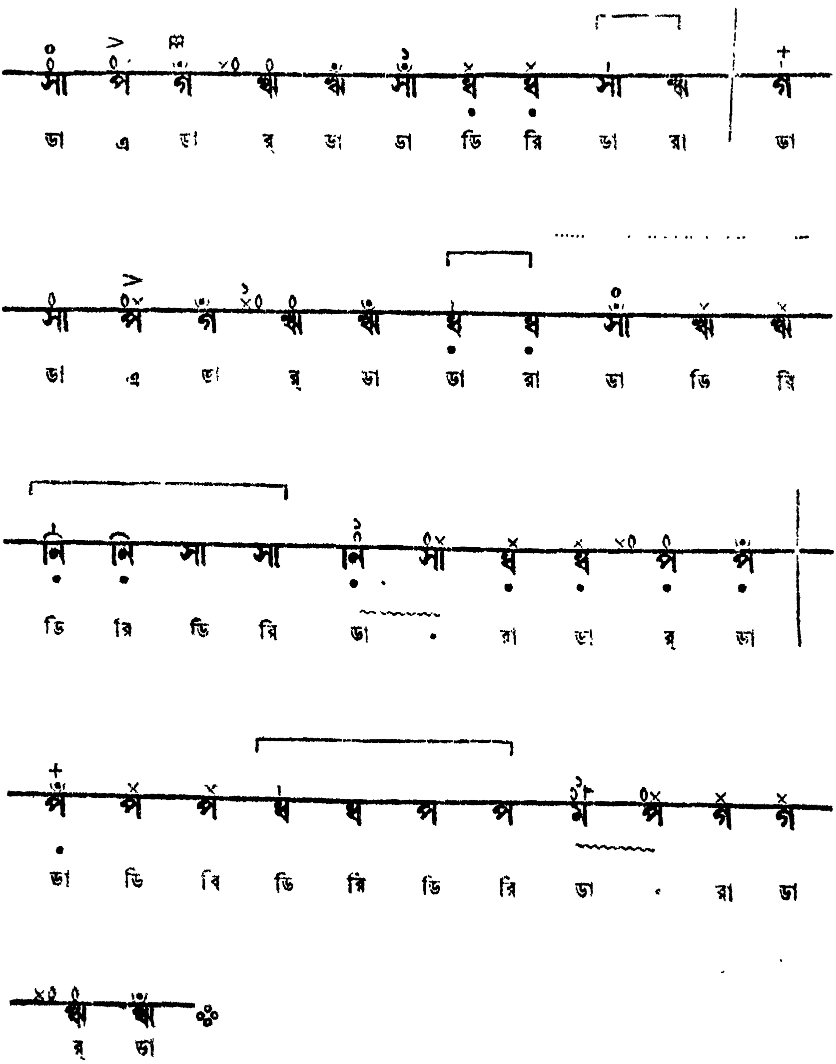


(১৯)

ইমন্ ভূপালী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ম)

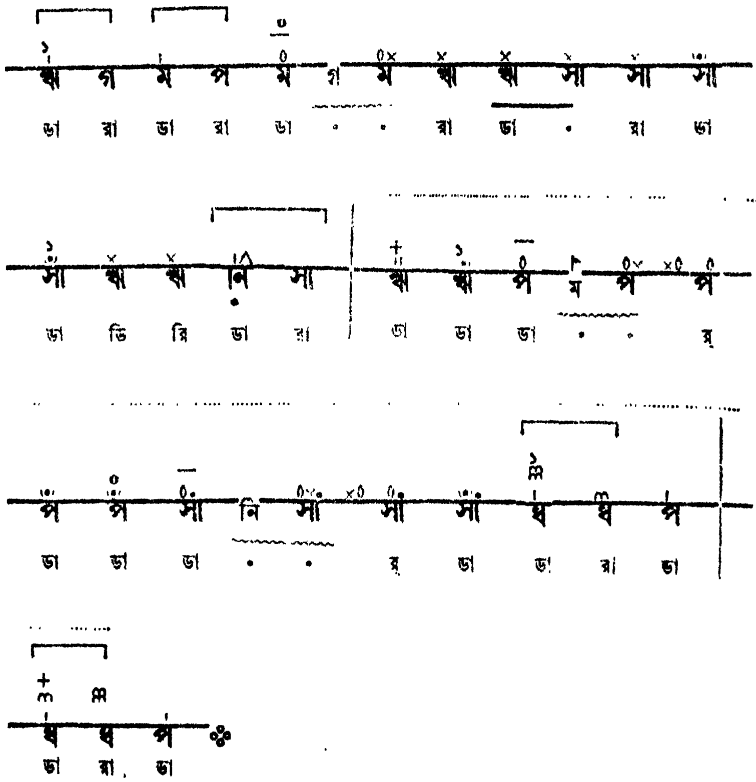


(৬০)

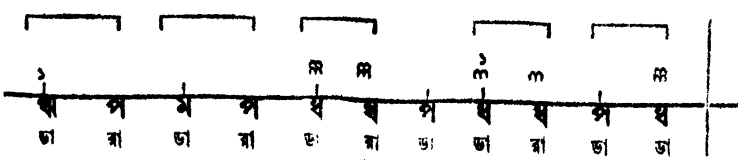
কামোদ—সম্পূর্ণ।

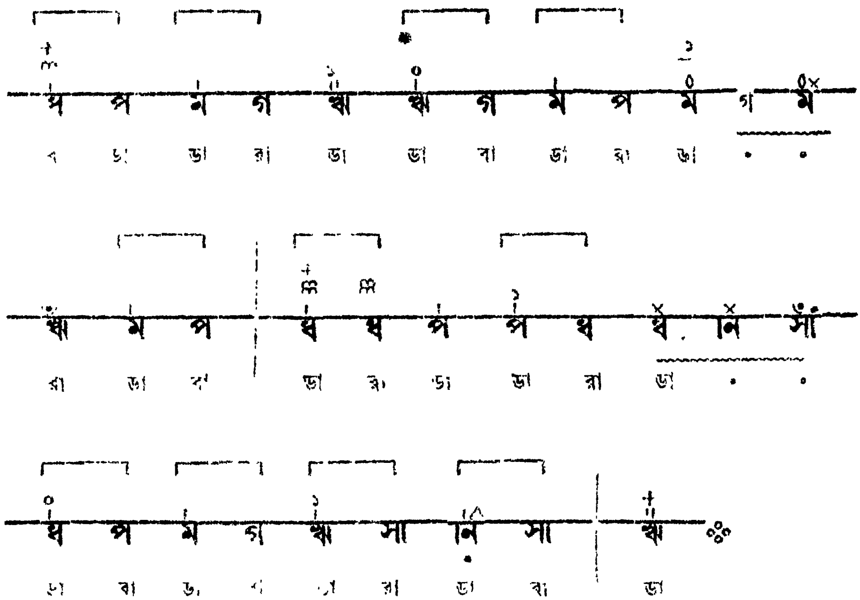
মধ্যমান।

(নি)



বিস্তার।
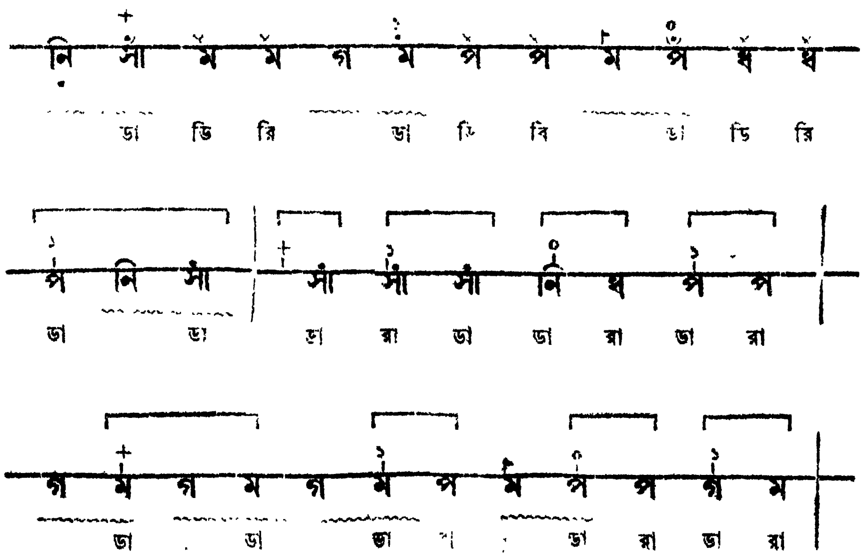


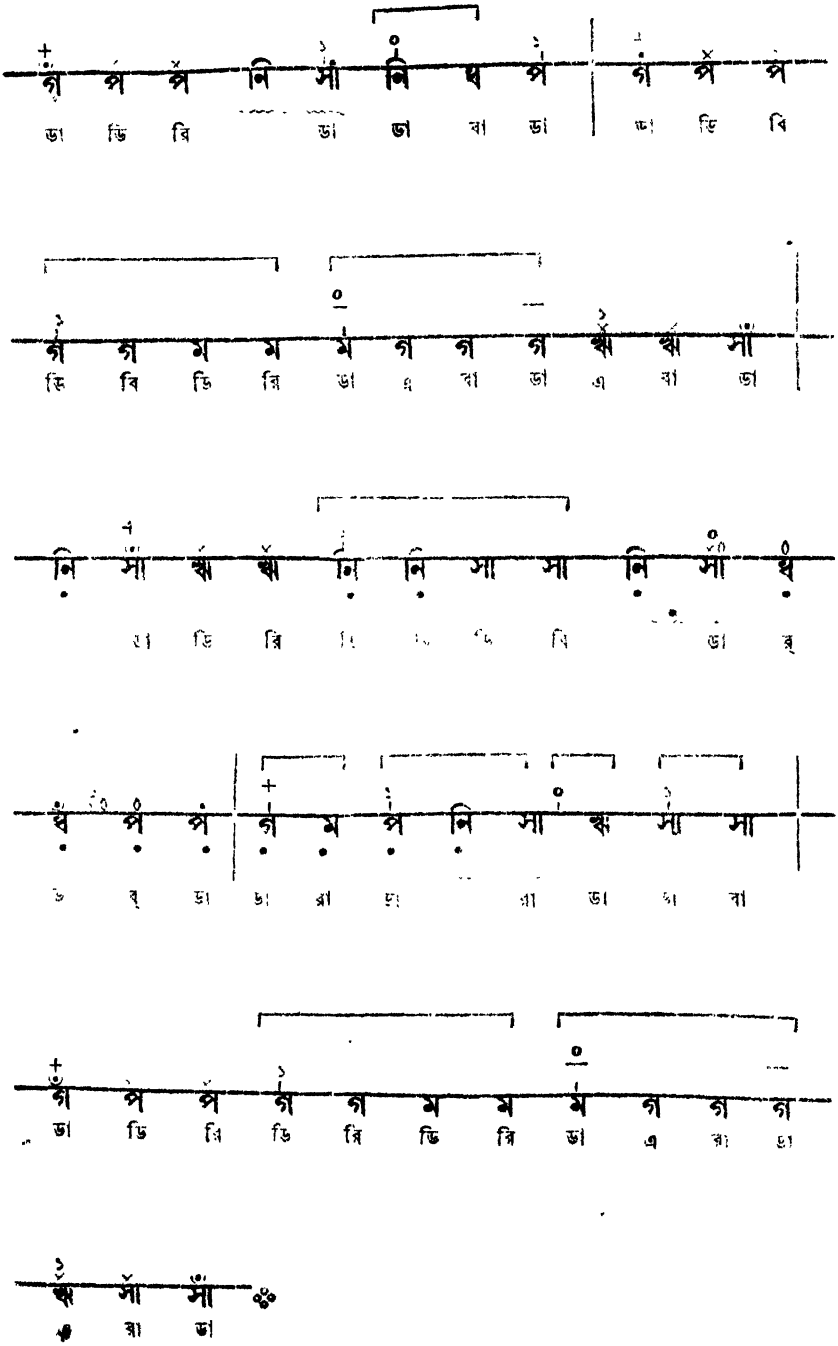


(৬১)

কেদারা—সম্পূর্ণ।

দ্রুত-ত্রিতালী।



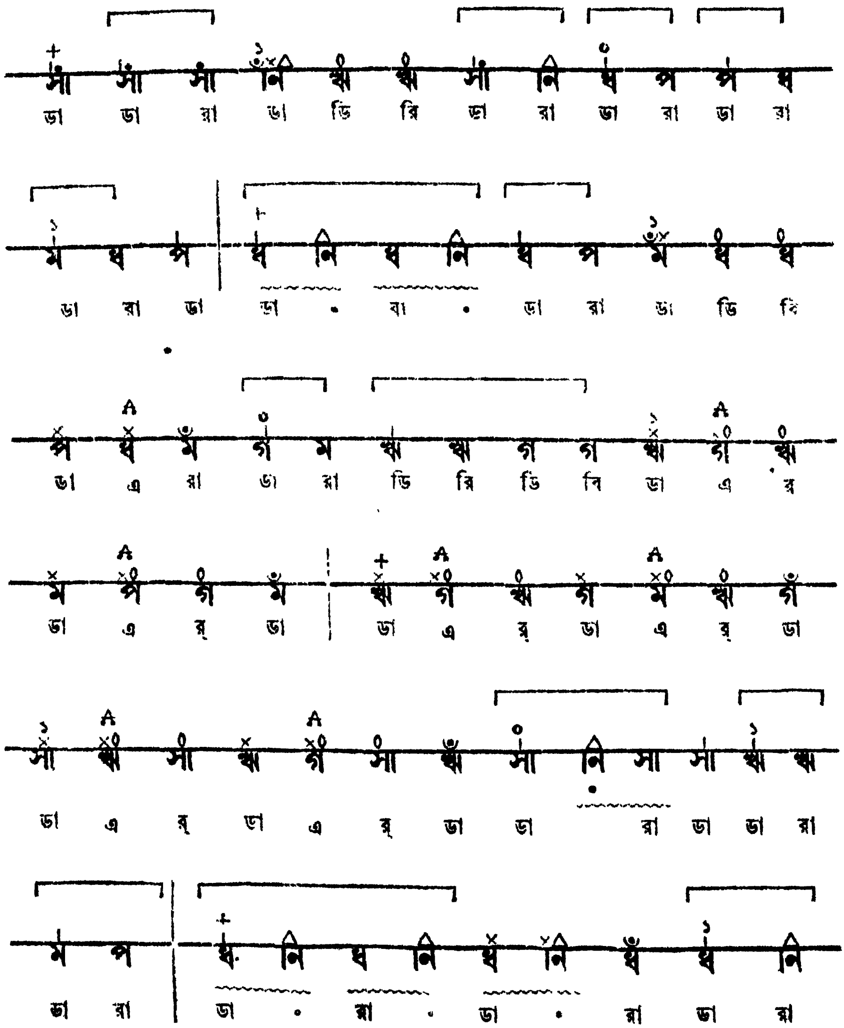


(৬২)

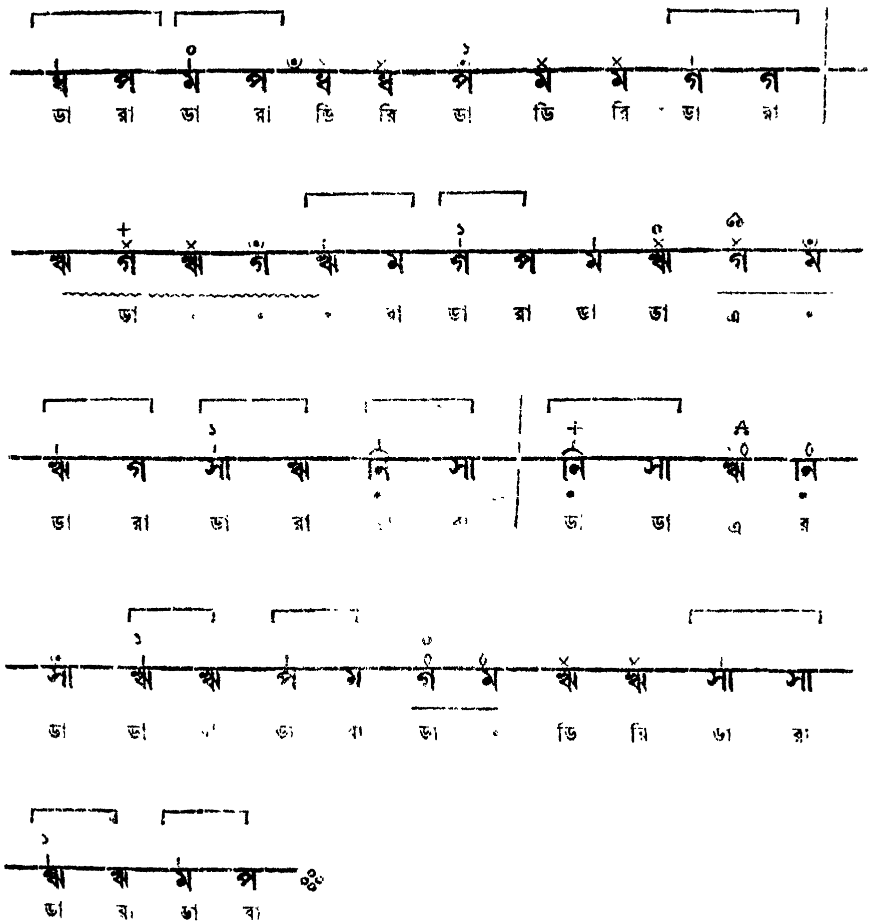
দেশ মল্লার*—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)



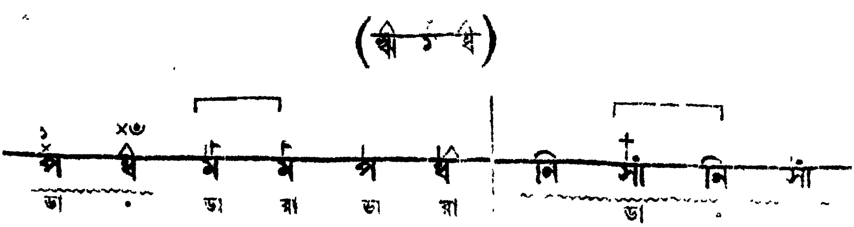
* মাধব বাবুর কোন ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

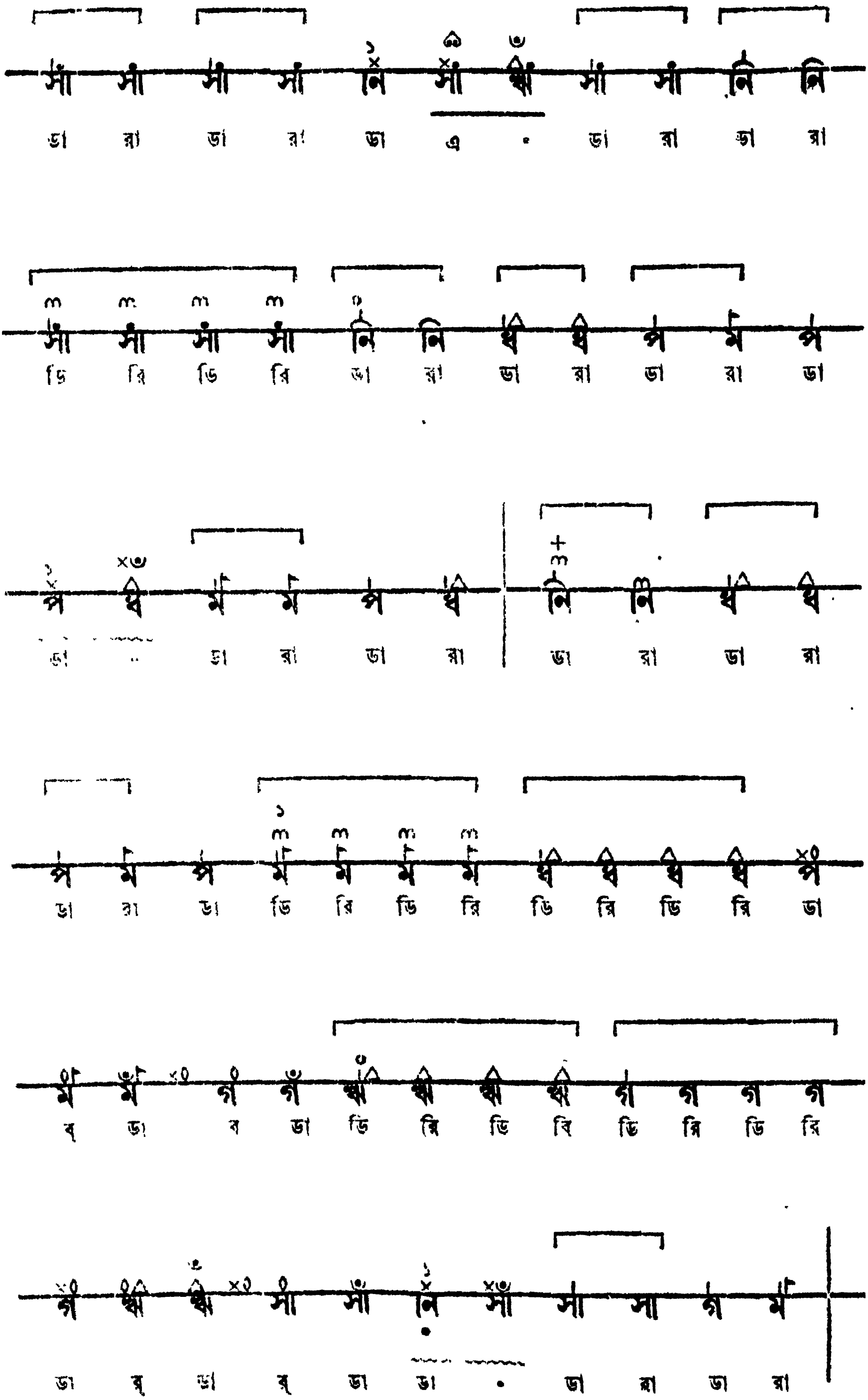


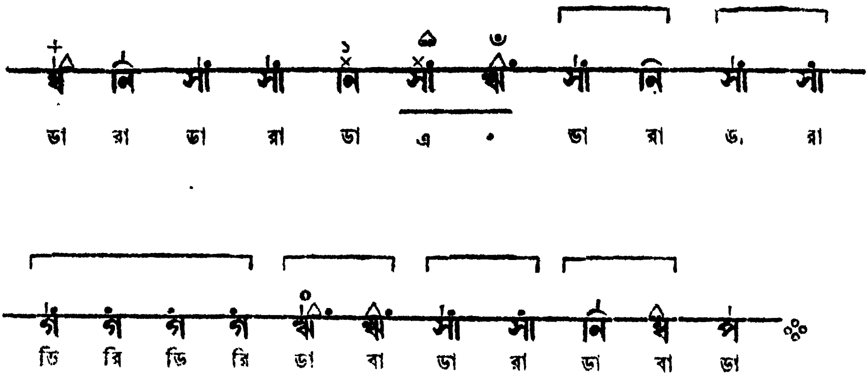
(৬৩)

পরজ—সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।



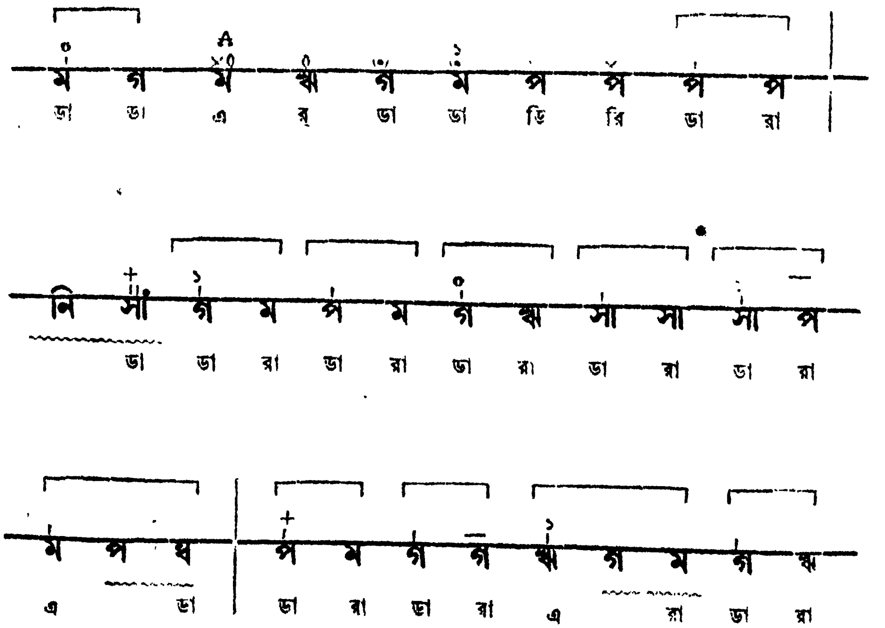

সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ নি সাঁ ঋঁ সাঁ সাঁ নি নি
ডা রা ডা রা ডা এ ॰ ডা রা ডা রা
সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ নি নি ধ ধ প ম প
ডি রি ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা
প ধ ম ম প ধ নি নি ধ ধ
ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা
প ম প ম ম ম ম ধ ধ ধ ধ প
ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডা
ম ম গ গ ঋ ঋ ঋ ঋ গ গ গ গ
ব্ ডা ব ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি
গ ঋ ঋ সা সা নি সা সা সা গ ম
ডা ব্ ডা ব্ ডা ডা ॰ ডা রা ডা রা



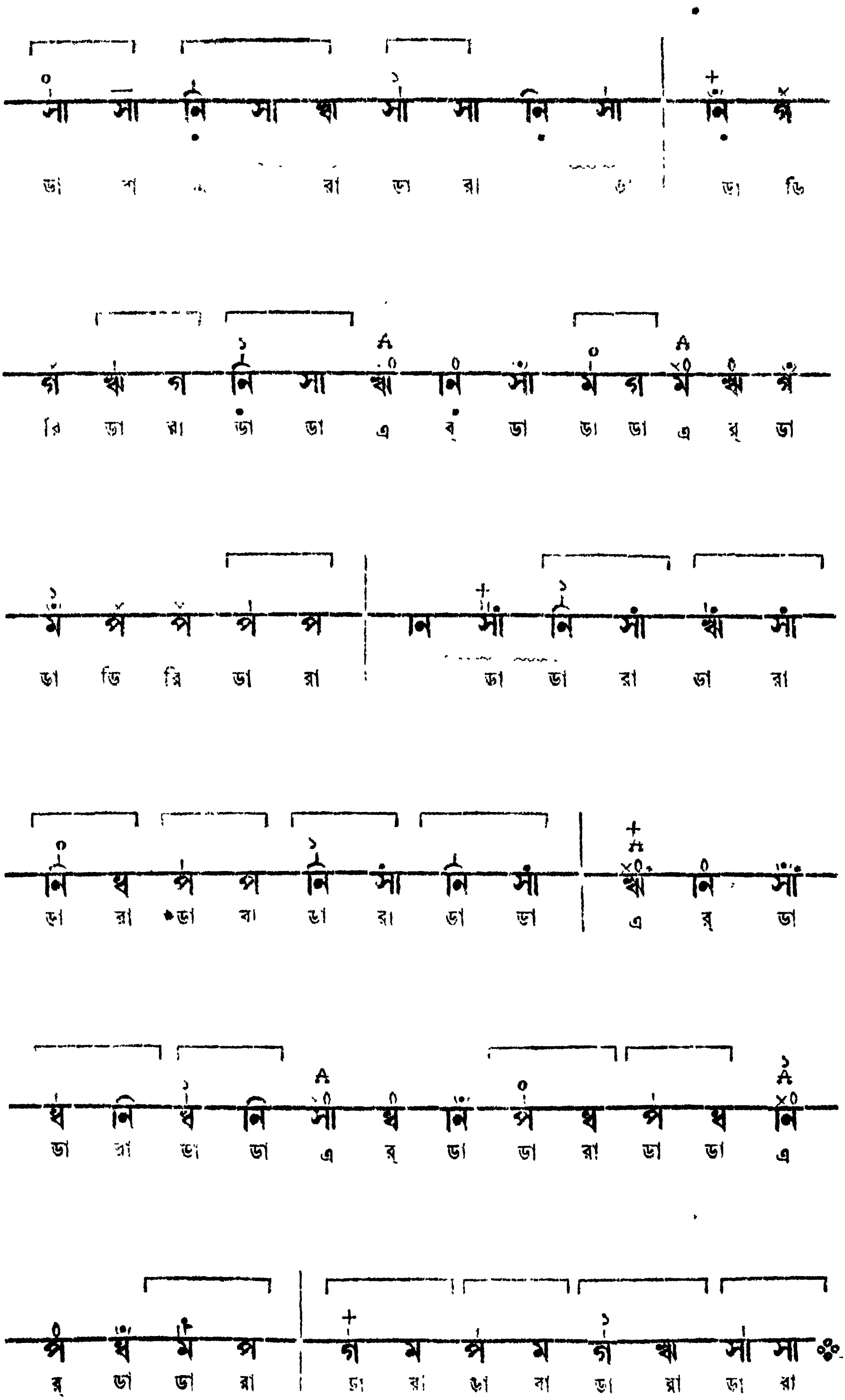
(৬৪)

বেহাগ*—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।



* ওস্তাদজী লছমীপ্রসাদ হইতে প্রাপ্ত।

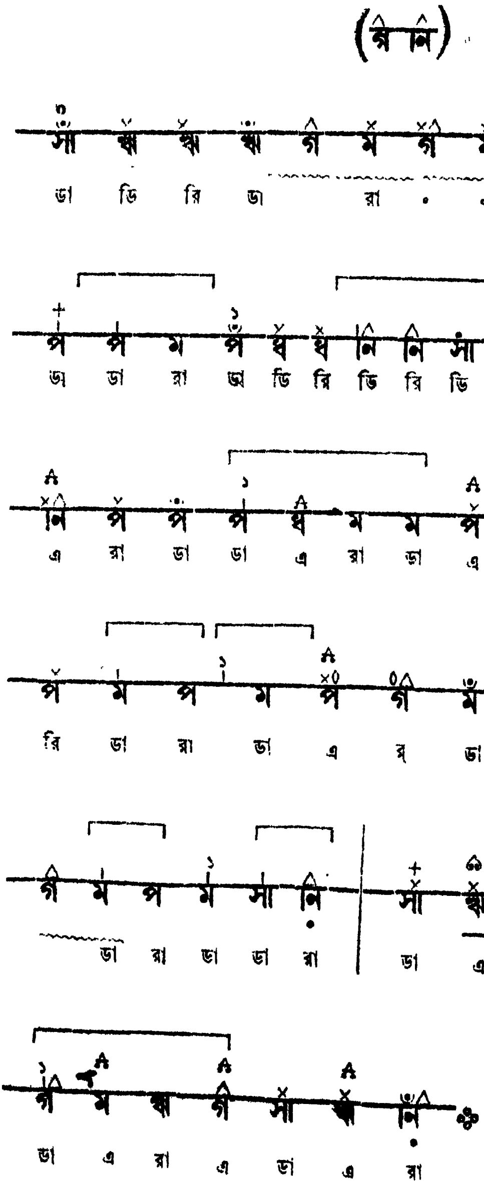


সা সা নি সা ঋ সা সা নি সা নি ঋ
গ ঋ গ নি সা ঋ নি সা ম গ ম ঋ গ
ড়ি ড়া রা ডা ডা এ র্ ডা ডা ডা এ র্ ডা
ম প প প প নি সা নি সা ঋ সা
ডা ডি রি ডা রা ডা ডা রা ডা রা
নি ধ প প নি সা নি সা ঋ নি সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডা এ র্ ডা
ধ নি ধ নি সা ধ নি প ধ প ধ নি
ডা রা ডা ডা এ র্ ডা ডা রা ডা ডা এ
প ধ ম প গ ম প ম গ ঋ সা সা
র্ ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

(৬৫)

কাফি-সিন্ধু—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

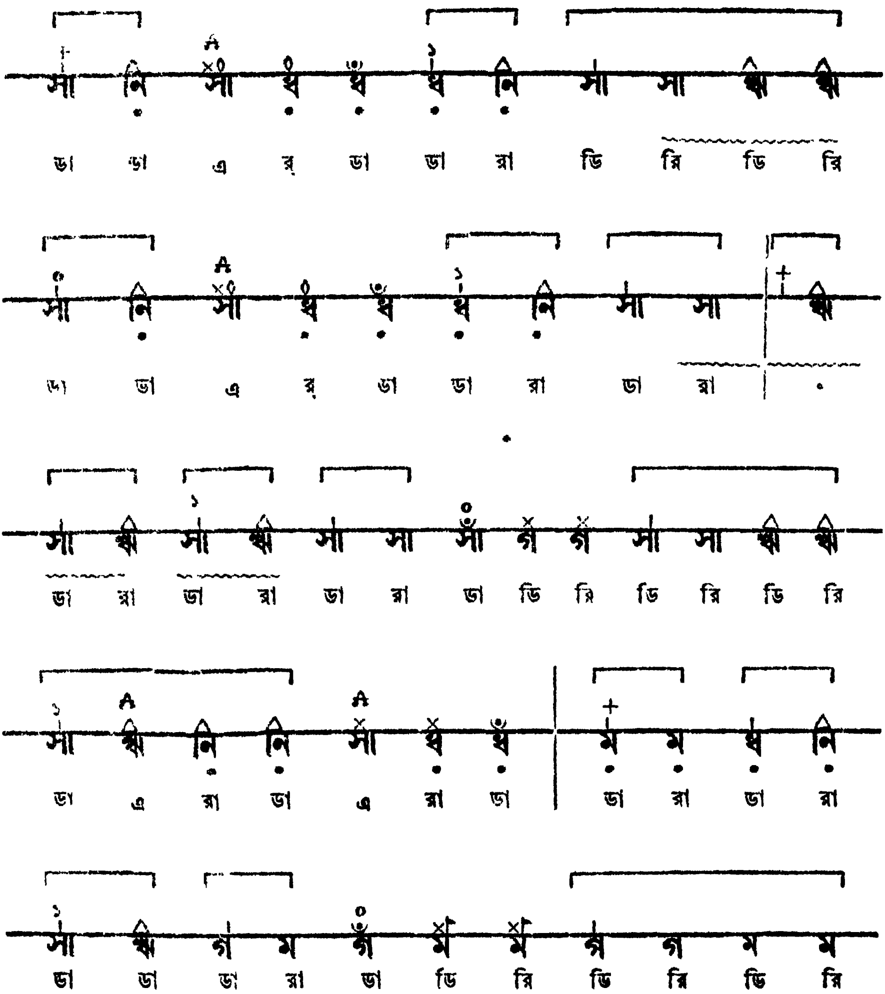


(৬৬)

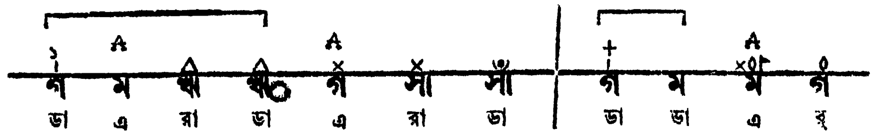
কালাংড়া—সম্পূর্ণ।

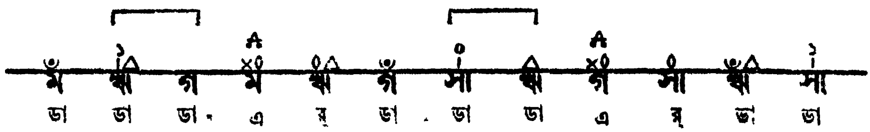
মধ্যমান।

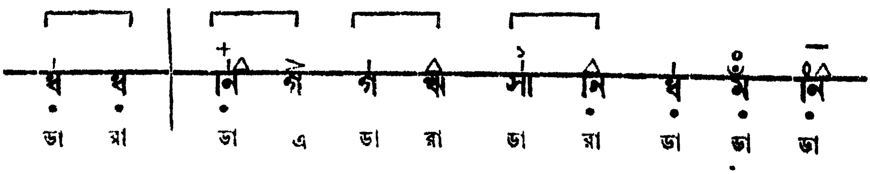
(ঋ ম নি) *

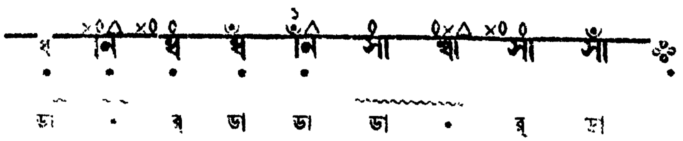


* মধ্যম গ্রামে বিন্যস্ত বলিয়া গৎটীতে এই এই বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হইল। প্রকৃত ঠাট ঋ, ধ।





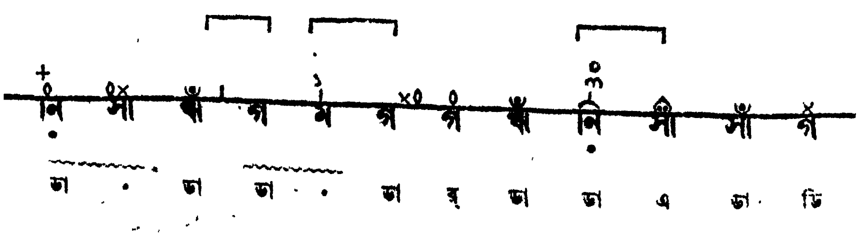


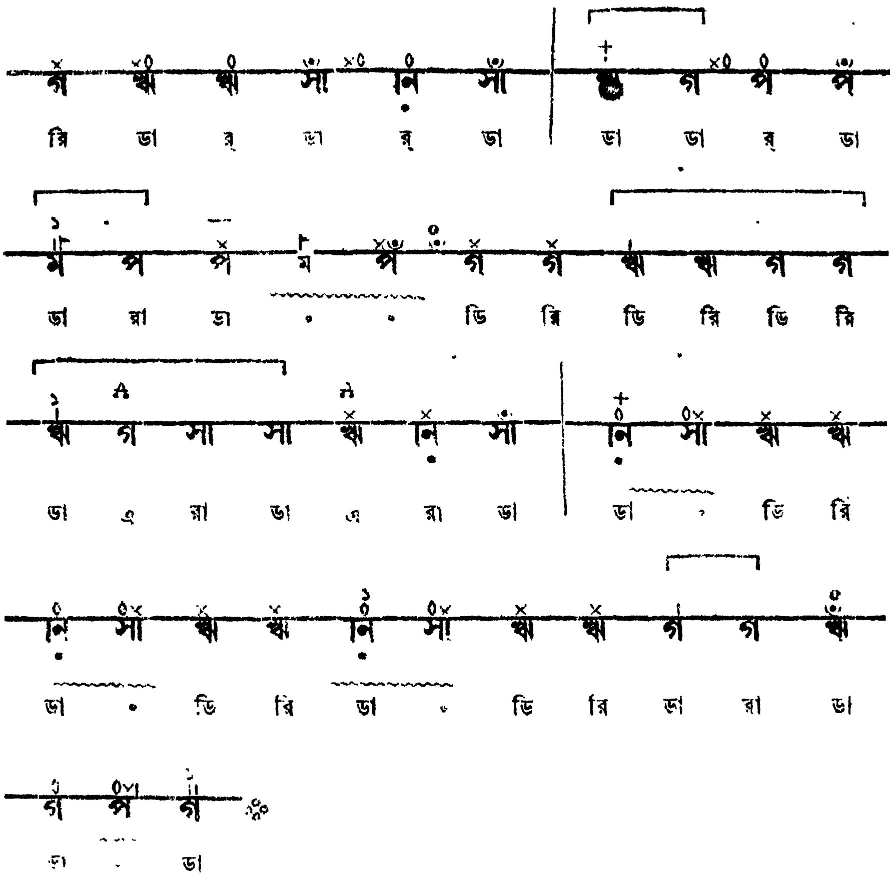


(৬৭)

ইমন্-কল্যাণ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।





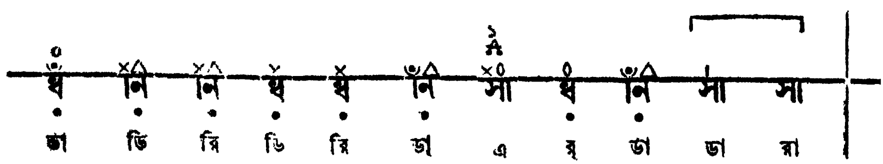
(৬৮)

খাম্বাজ*—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)

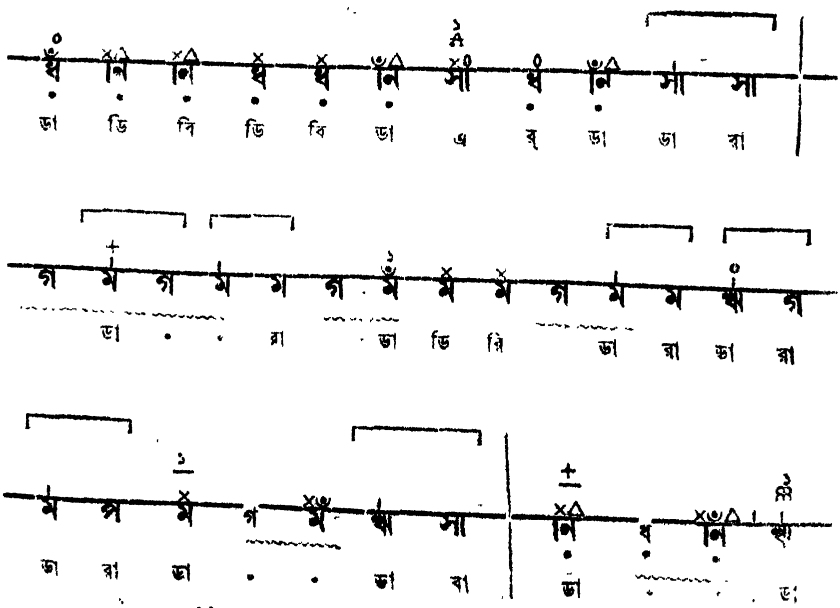
আস্থায়ী।

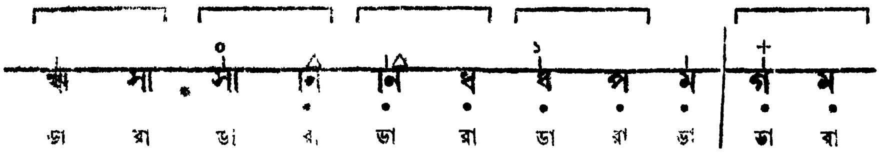


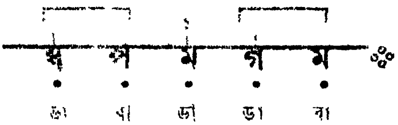
* নিধুবাবু হইতে প্রাপ্ত।



অন্তরা।





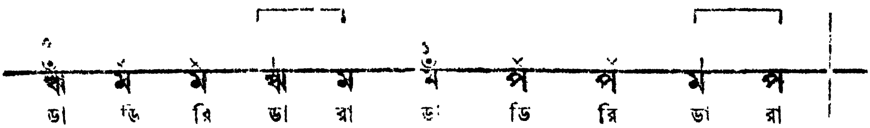


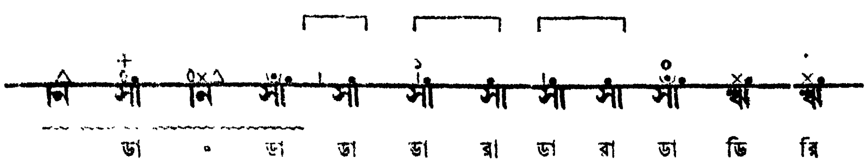
(৬৯)

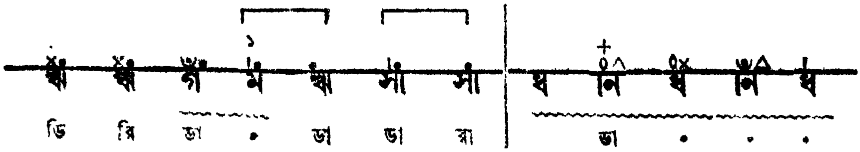
সুরট—সম্পূর্ণ।

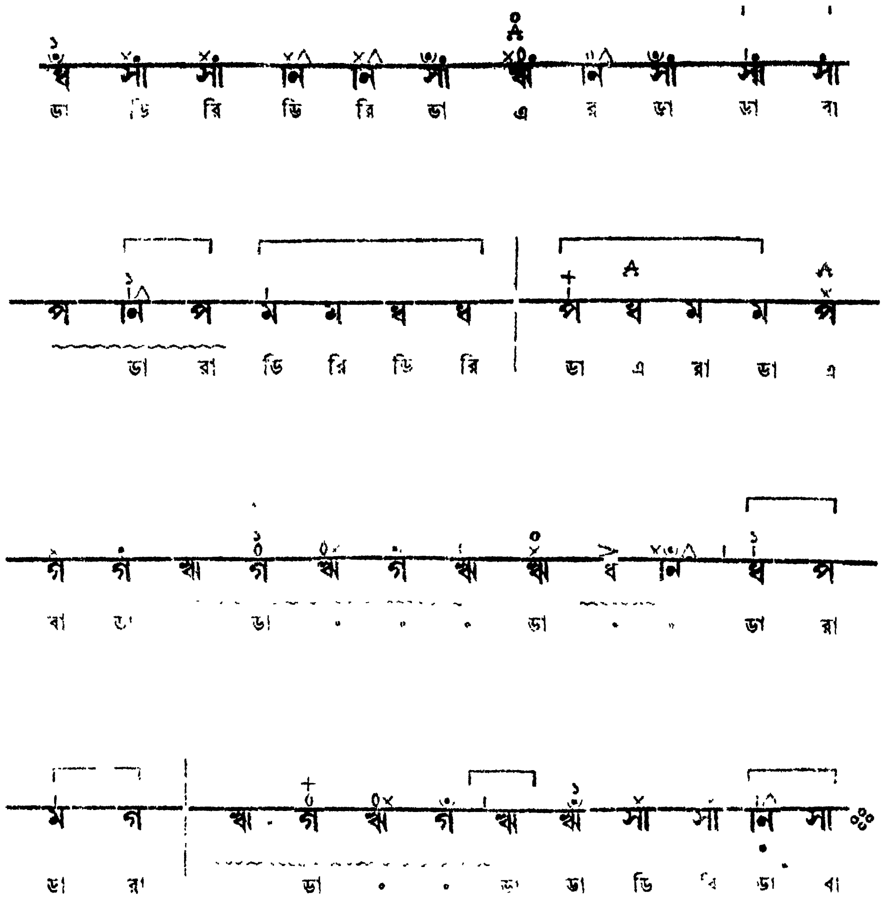
মধ্যমান।

(নি)





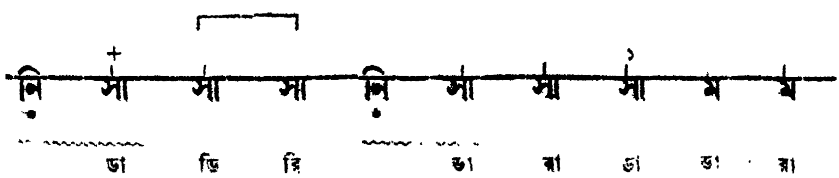


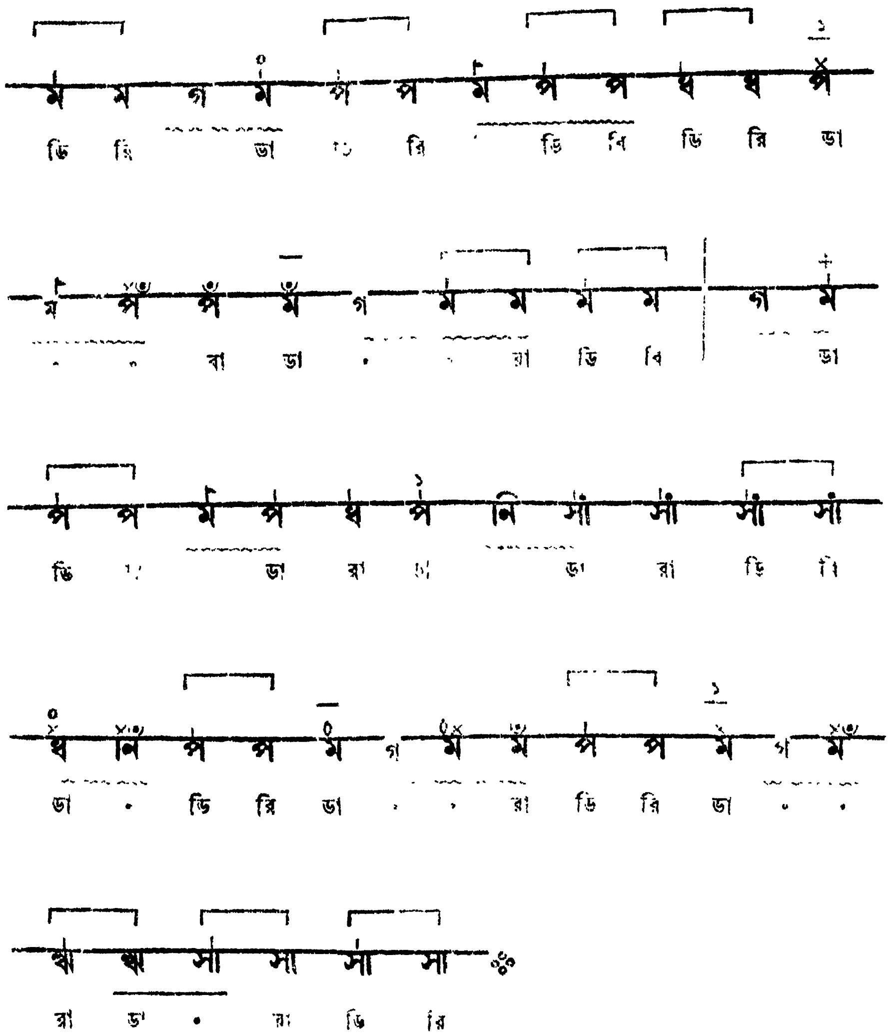


(৭০)

কেদারা—সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

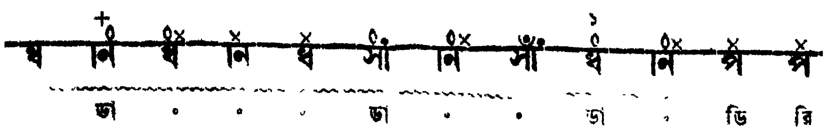


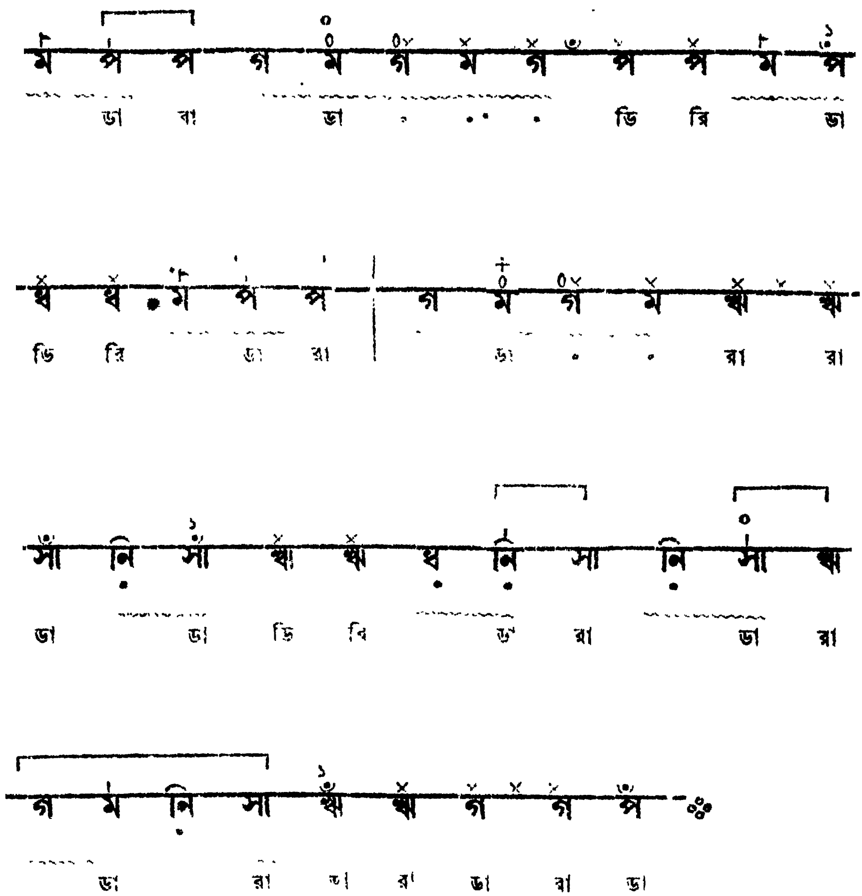


(৭১)

হাম্বির—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

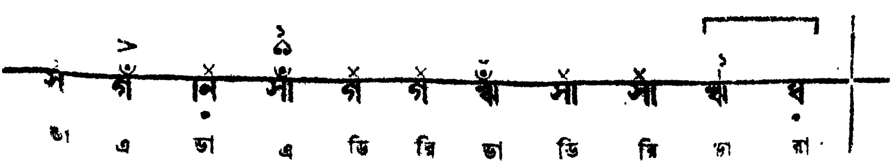


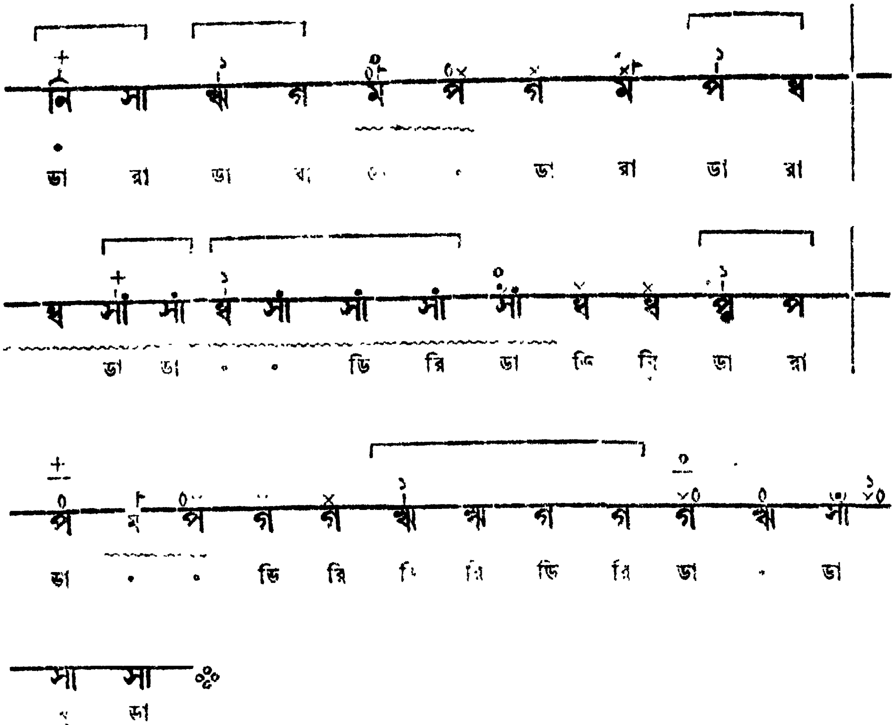


(৭২)

ইমন্-কল্যাণ—সম্পূর্ণ।

দ্রুতত্রিতালী।



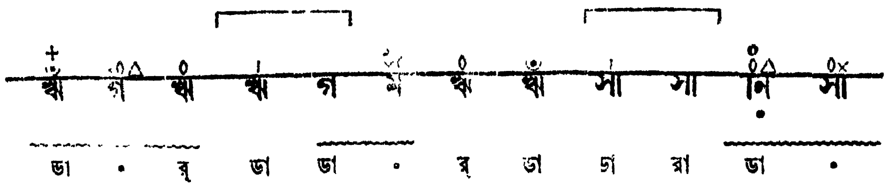


(৭৩)

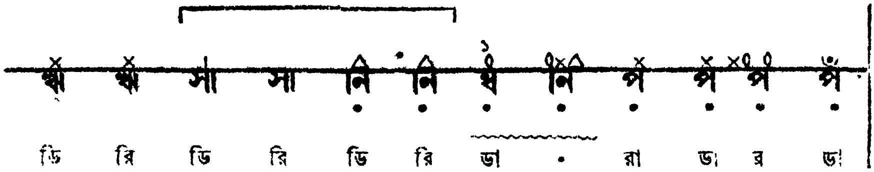
জয়জয়ন্তী*—সম্পূর্ণ।
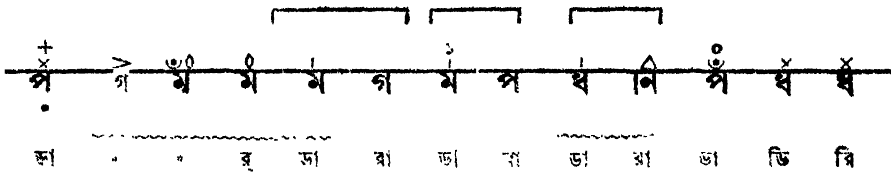
মধ্যমান।

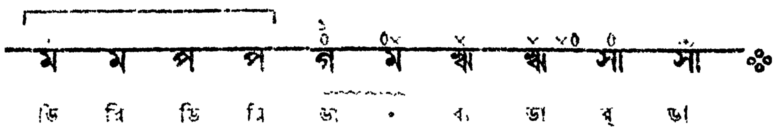
(নি)



* কোন কোন রাগে কোন স্বরের প্রকৃত এবং বিকৃতাবস্থা উভয়ই প্রয়োজন হয়। রাগে কিঞ্চিৎ প্রবেশ না হইলে তাহাদিগের প্রয়োগ স্থির করিতে শিক্ষার্থীরা সমর্থ হইবেন না। জয়জয়ন্তী রাগে উভয় গান্ধারের প্রয়োজন, এই জন্য ঠাট লিখিবার স্থলে কোন গান্ধার দেওয়া হইল না। যে খানে যে গান্ধার লাগিবে শিক্ষার্থীরা গতের মধ্যে দেখিতে পাইবেন। অন্যান্য গৎ সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবেন।





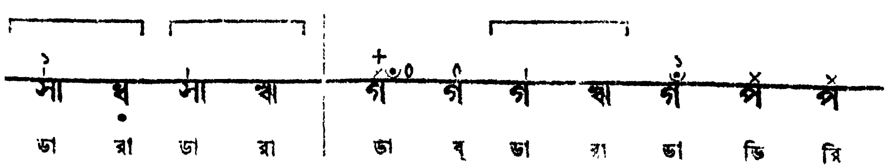


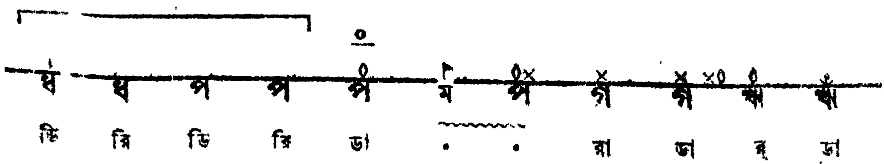
(৭৪)

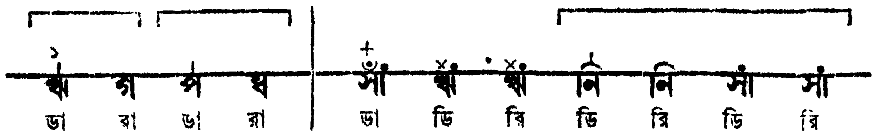
ইমন্‌-ভূপালী—সম্পূর্ণ।

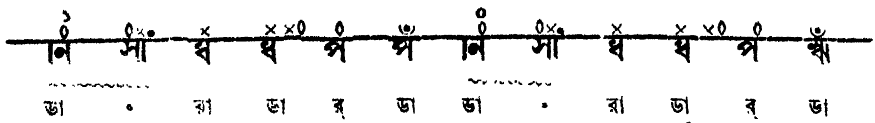
মধ্যমান।

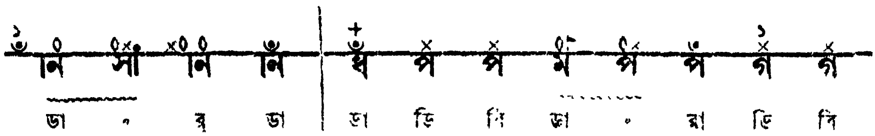
(ম)

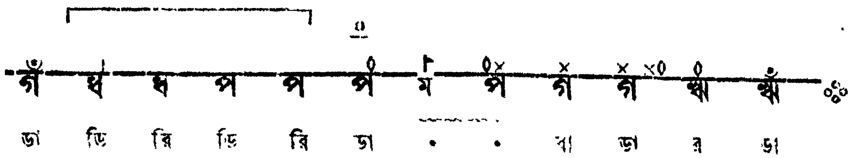










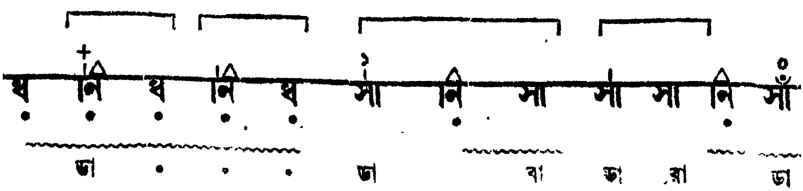


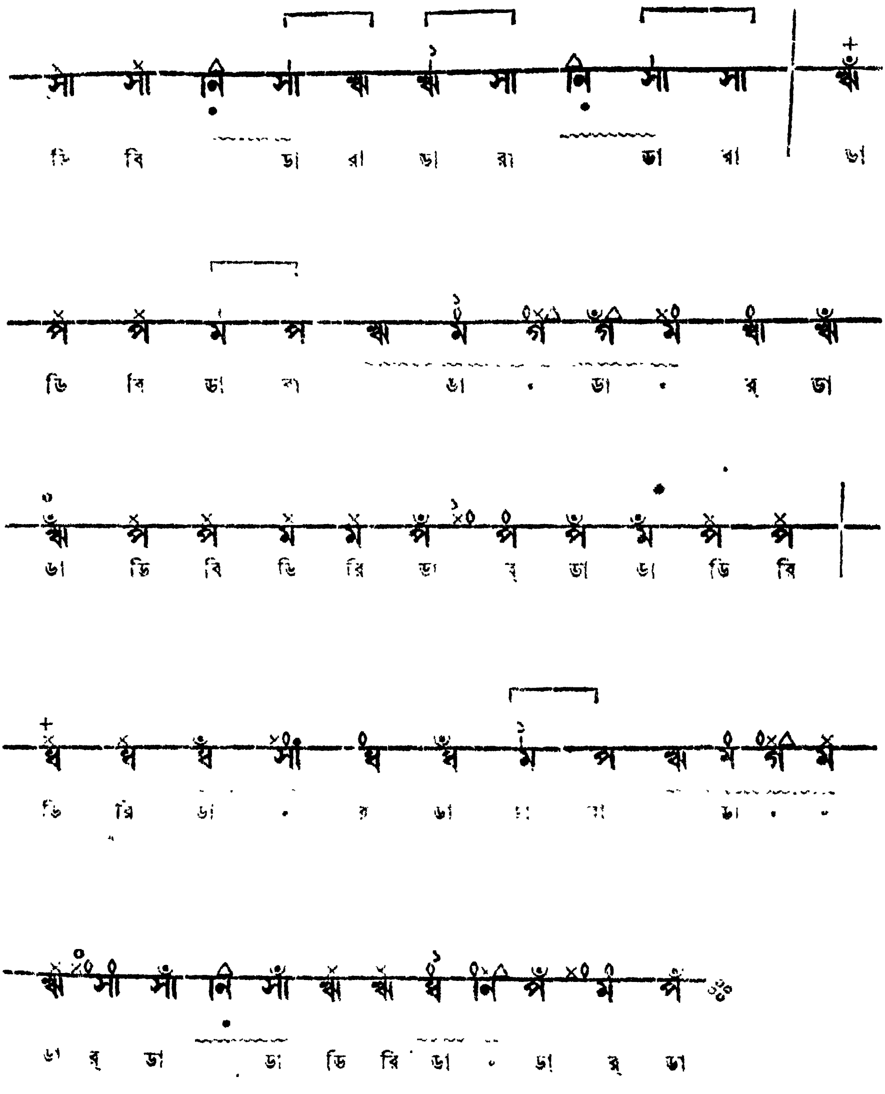
(৭৫)

মিঞার মল্লার।

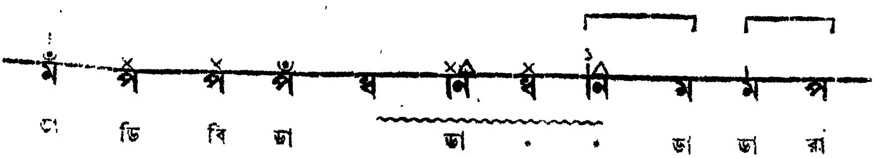
মধ্যমান।

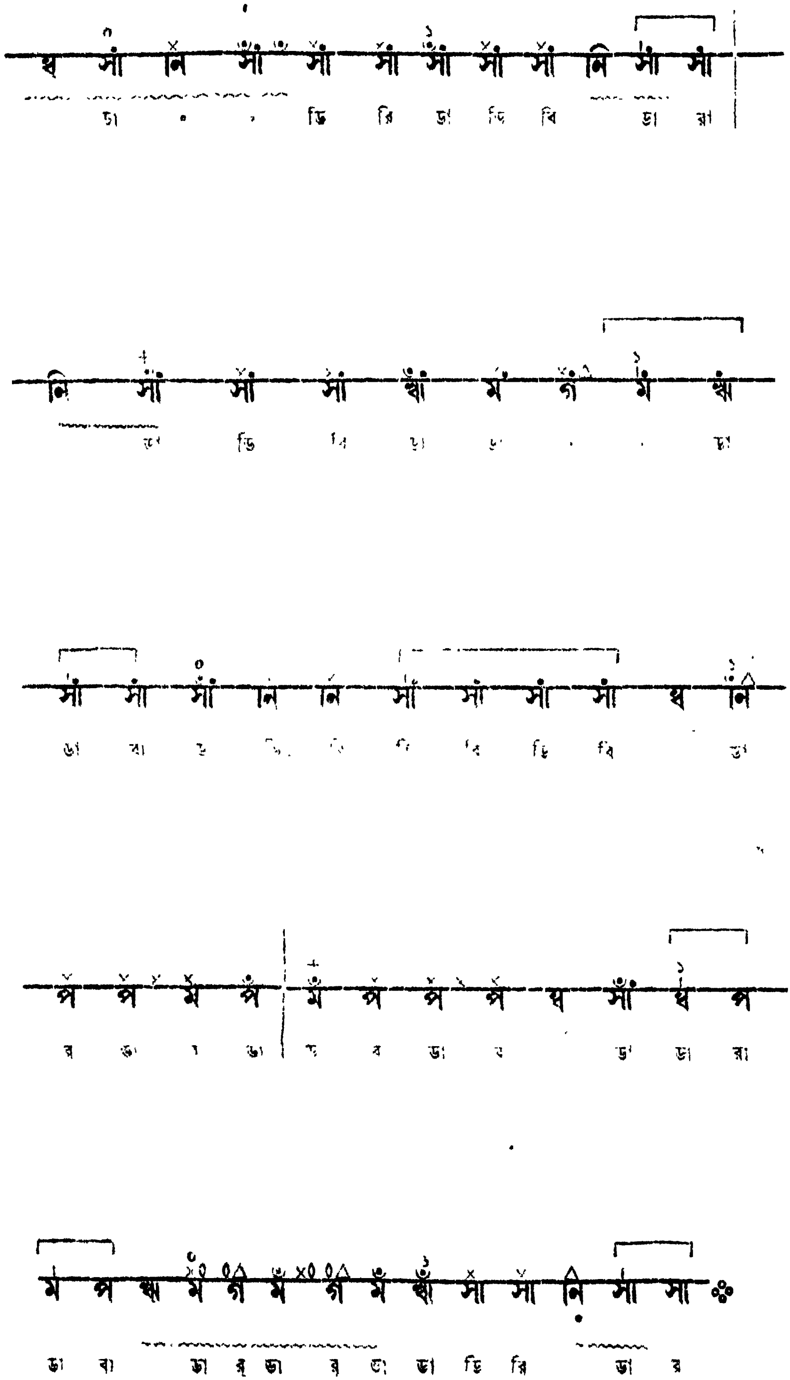
(গ নি)





বিস্তার।





নিপুণ বাদকগণ বাদনকালে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম তারে আঘাত দিয়া নানাপ্রকার স্বরকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক গতাদির মধুরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই প্রকার স্বরকৌশল প্রদর্শন করিতে হইলে তৃতীয় তারটী দ্বিতীয় তারের সমস্বরে না বাঁধিয়া উদারার নিম্ন সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধিতে হয়; সুতরাং সেই তার হইতে প্রথম সারিকায় কোমল ধৈবত, দ্বিতীয় সারিকায় ধৈবত ও তৃতীয় সারিকায় নিষাদ সম্পন্ন হয়। চতুর্থ প্রভৃতি অপরাপর সারিকায়ও শ্রুতি-বিভাগানুযায়িক অন্যান্য স্বরও উৎপন্ন হইতে পারিবে; এবং স্বরলিপি-বদ্ধ করিবার সময় ঐ সকল স্বরের নিম্নে এক একটী ক্ষুদ্রাক্ষরে "তৃ" দেওয়া যাইবে। চতুর্থ তারোৎপন্ন স্বর লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাহার নিম্নে একটী ক্ষুদ্র "চ" লিখিত হইবে। কখন কখন পাঁচ চিহ্নবিশিষ্ট তারে সারিকাযোগে উদারার নিম্ন সপ্তকের ঋষভাদি স্বরও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। স্বরলিপির মধ্যগত এই সকল স্বরের নিম্নে সপ্তক জ্ঞাপক শূন্য চিহ্নযোগে একটী ক্ষুদ্র "প" দেওয়া থাকিবে।

শ্রেষ্ঠালঙ্কার বা ছেড়।

গতাদি বাদনকালে যে কোন তারে যে কোন স্বর প্রকাশ করিয়া নায়কী ও আহত তার ভিন্ন অন্যান্য তারে বিভিন্নরূপে মাত্রানুযায়ী আঘাত করত যে বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করা যায়, তাহার নাম ছেড়। বস্তুতঃ ছেড় স্বর সংযোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আলাপে ছেড়ের বহুবিধ কৌশল প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যে সকল গতের মধ্যে মধ্যে ছেড় দেওয়া যায়, তাহাদিগকে ছেড়সংযুক্ত গত বলে। ছেড় লিখিবার রীতি এই, গতাদির স্বরলিপির নিম্নে একটী অতিরিক্ত রেখা টানিয়া তাহাতে ছেড়ের স্বরগুলি মাত্রাদি প্রয়োজনীয় চিহ্নসহ লিখিত হইবে। ছেড়যুক্ত স্বরনিবন্ধনীর সহিত সঙ্গতের বোল লিখিবার প্রয়োজন হইলে ঐ অতিরিক্ত রেখার নিম্নে সঙ্গত রেখায় লেখা উচিত।

ছেড় সাধন।

অনুলোম।

সাঁ ঋঁ গঁ মঁ পঁ ধঁ নঁ সাঁ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

অতিরিক্ত রেখা পঁ পঁ পঁ পঁ পঁ পঁ পঁ পঁ
রা রা রা রা রা রা রা রা

অনুলোম।

সা ঋ গ ম
ডা রা ডা রা

অতিরিক্ত রেখা প প প প প প প প
রা রা রা রা রা রা রা রা

প ধ নি সাঁ
ডা রা ডা রা

অতিরিক্ত রেখা প প প প প প প প
রা রা রা রা রা রা রা রা

অনুলোম।

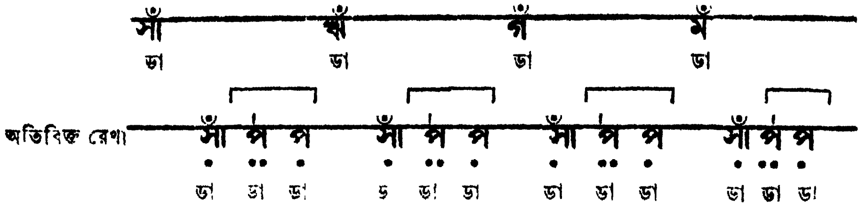
সাঁ ঋঁ গঁ মঁ
ডা রা ডা রা

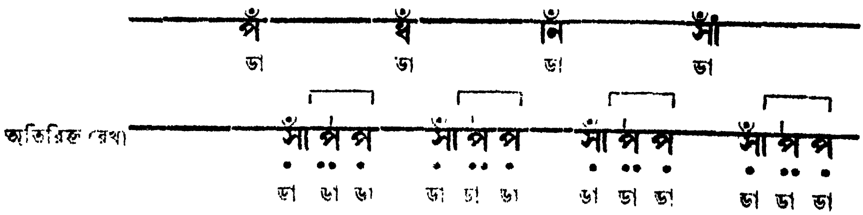
অতিরিক্ত রেখা পঁ প প পঁ প প পঁ প প পঁ প প
রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা

পঁ ধঁ নঁ সাঁ
ডা রা ডা রা

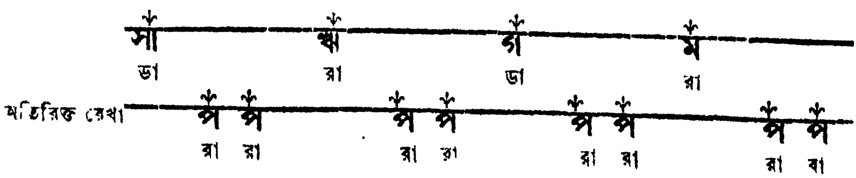
অতিরিক্ত রেখা পঁ প প পঁ প প পঁ প প পঁ প প
রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা

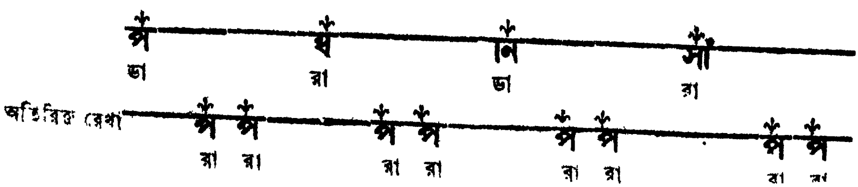
অনুলোম।



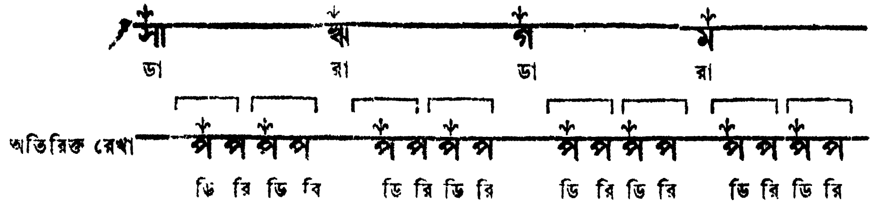


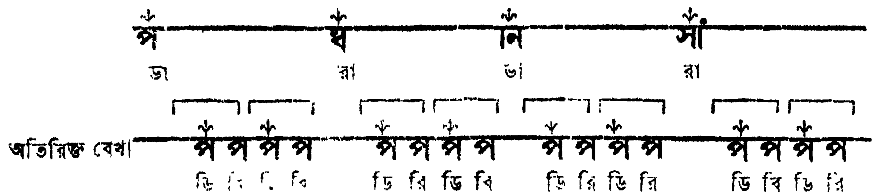
অনুলোম।



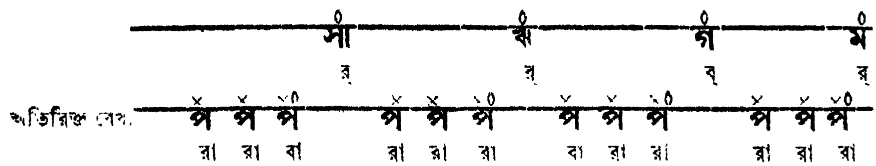


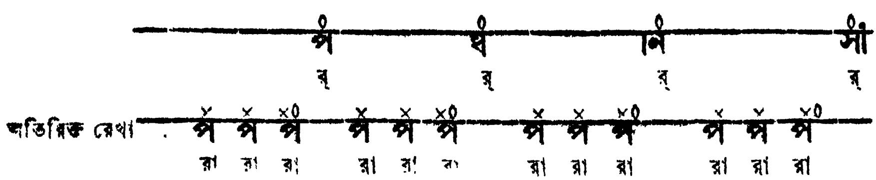
অনুলোম।


সা ঋ গ ম
ডা রা ডা রা
অতিরিক্ত রেখা
ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি


প ধ নি সা
ডা রা ডা রা
অতিরিক্ত রেখা

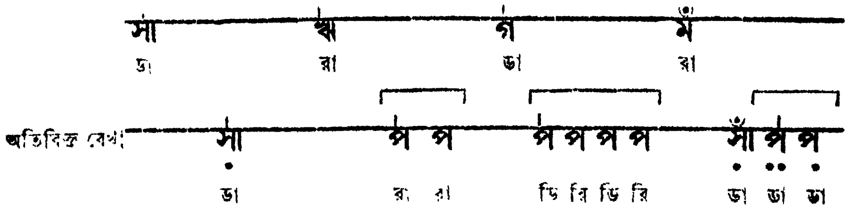
অনুলোম।

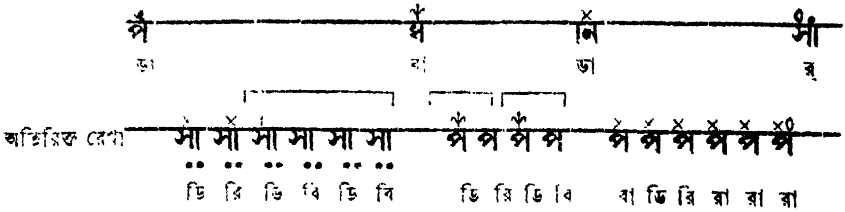

সা ঋ গ ম
র্ র্ র্ র্
অতিরিক্ত রেখা


প ধ নি সা
র্ র্ র্ র্
অতিরিক্ত রেখা

মিশ্র সাধন।

অনুলোম।

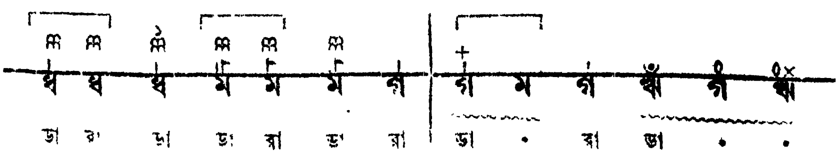


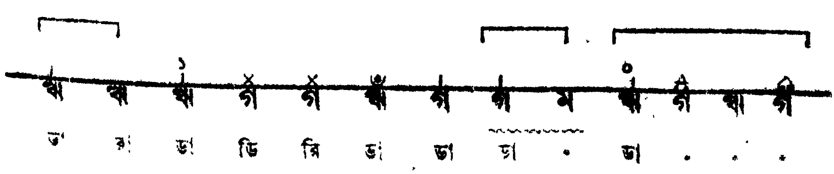


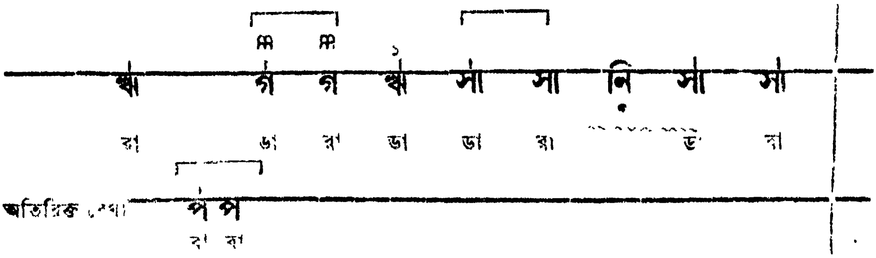
(৭৬)

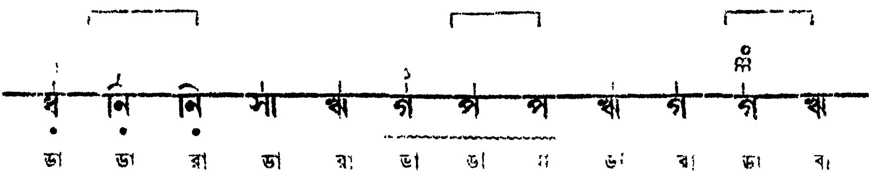
ইমন্ কল্যাণ—সম্পূর্ণ।

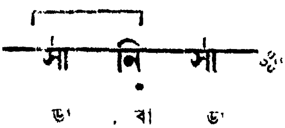
শ্লথ-ত্রিতালী।









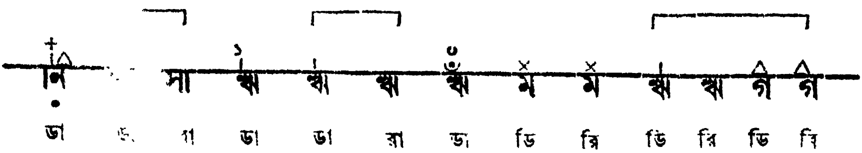


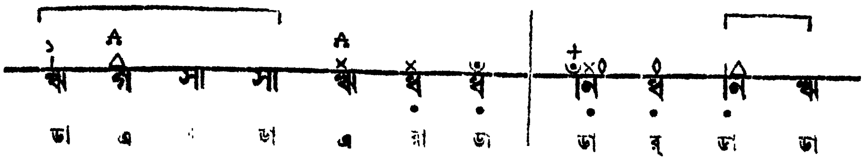
(৭৭)

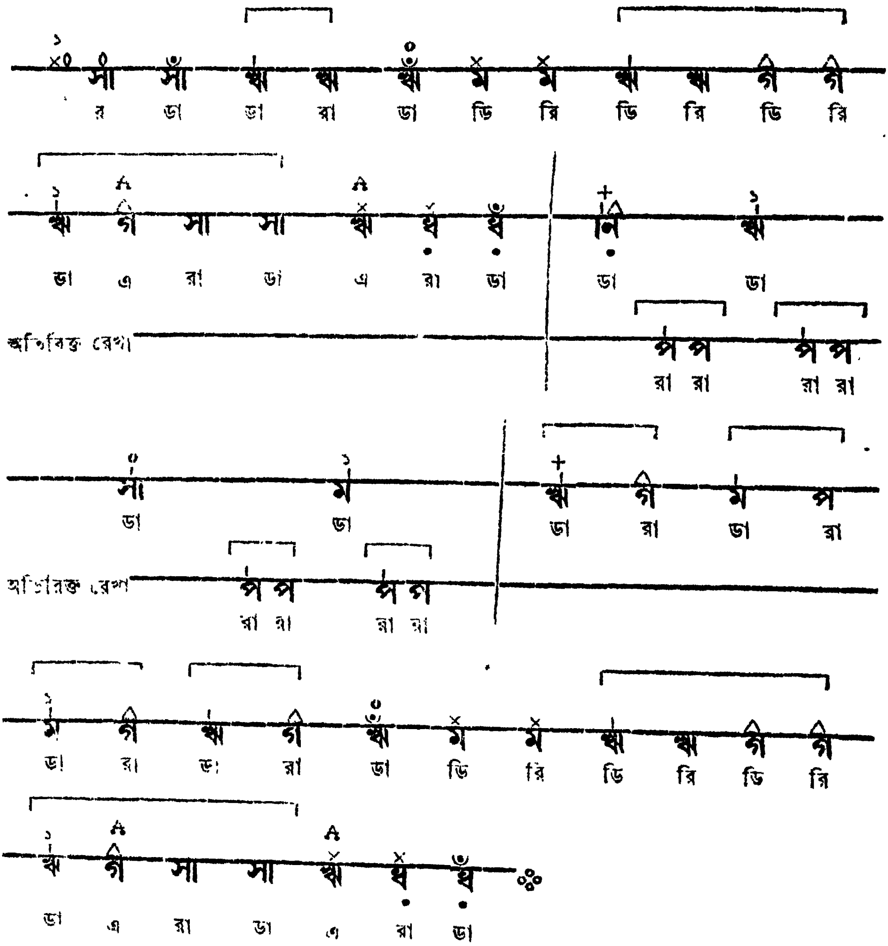
সিন্ধু—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(গা নি)





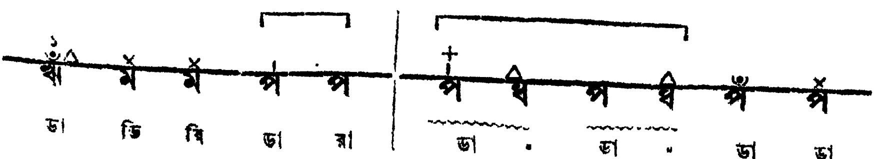


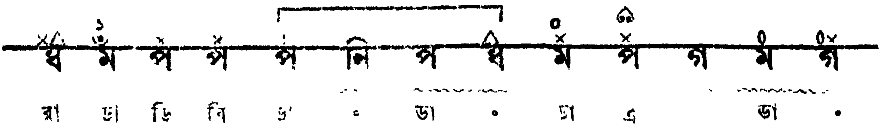
(৭৮)

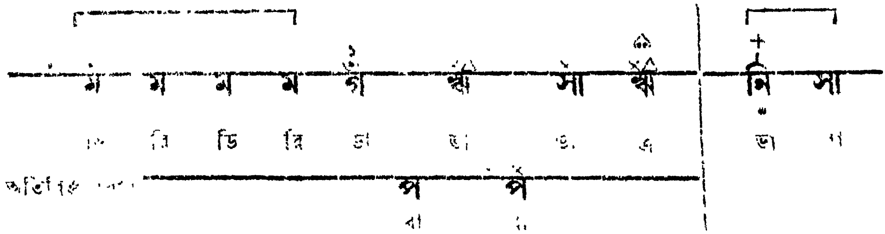
যোগিঞা—সম্পূর্ণ।

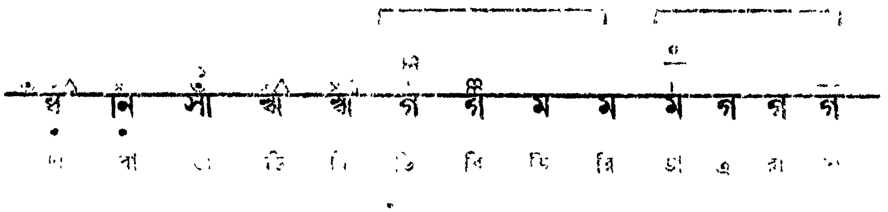
মধ্যমান।

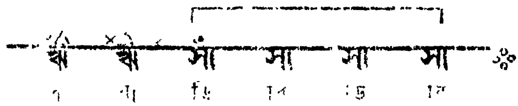
(ঋ ধ)







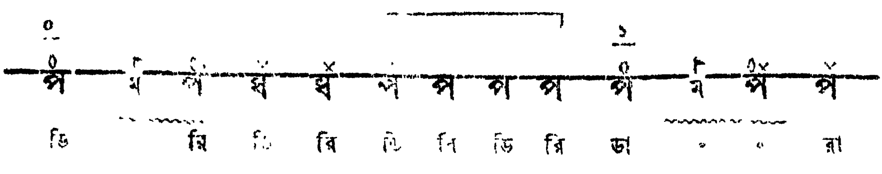




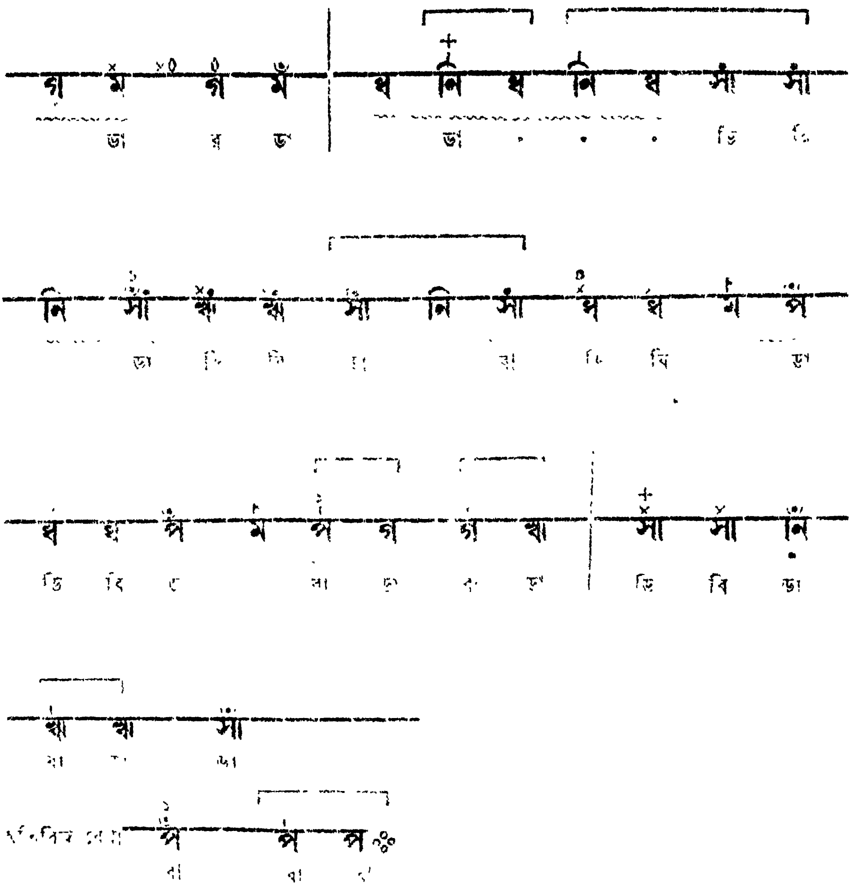
(৭৯)

হাম্বির — সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।



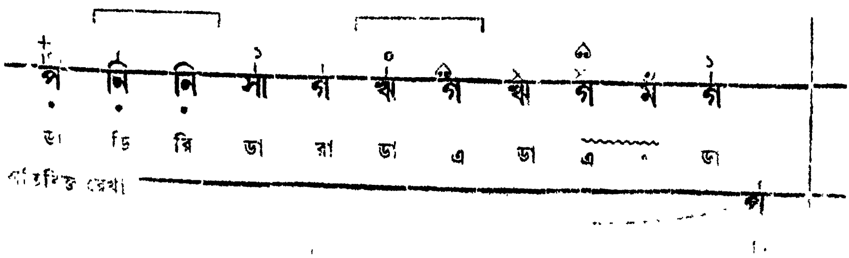
* ওস্তাদ্‌জী লছমীপ্রসাদ হইতে প্রাপ্ত।

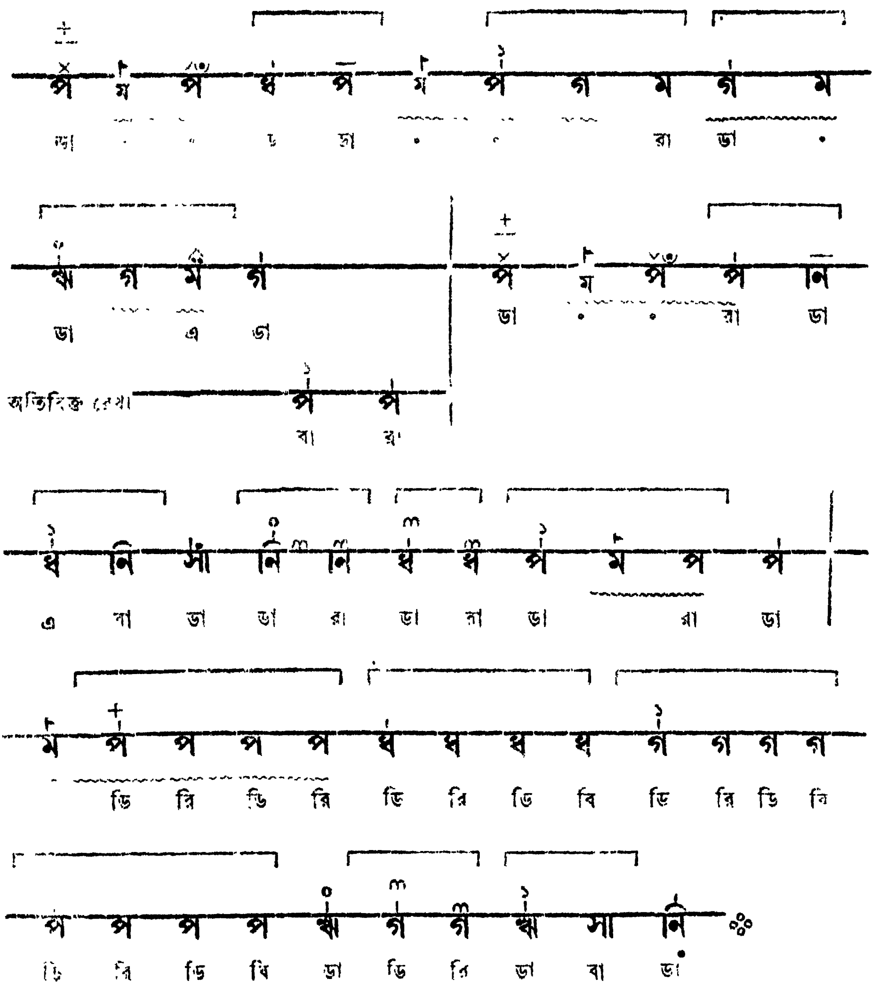


(৮০)

গৌড়সারঙ্গ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।



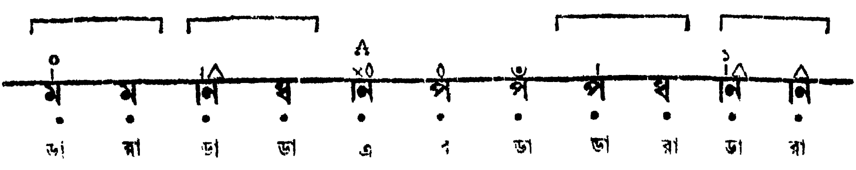


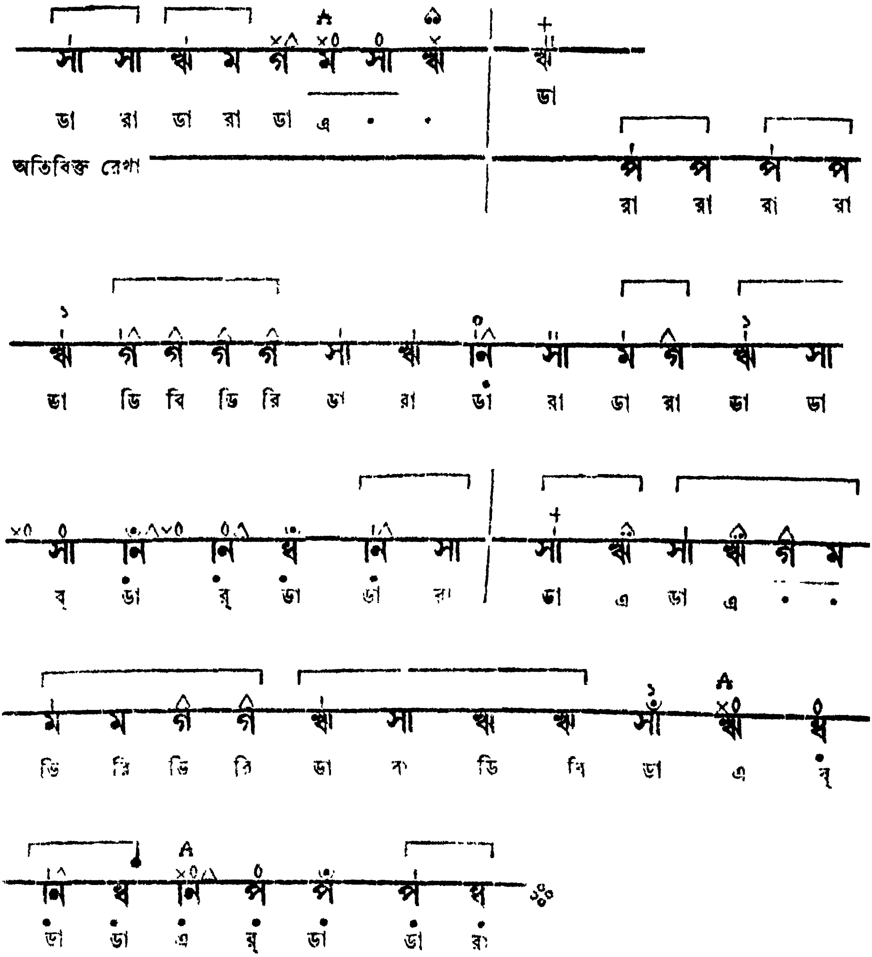
(৮১)

সিন্ধু—সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

(গীনি)

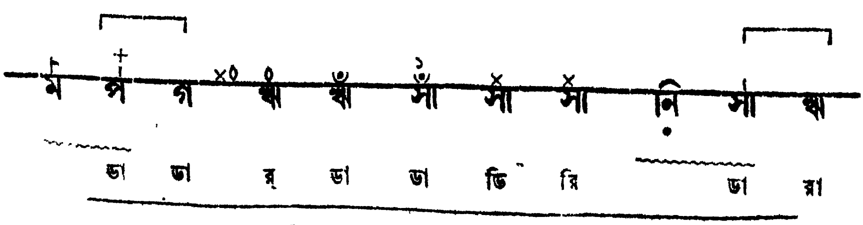




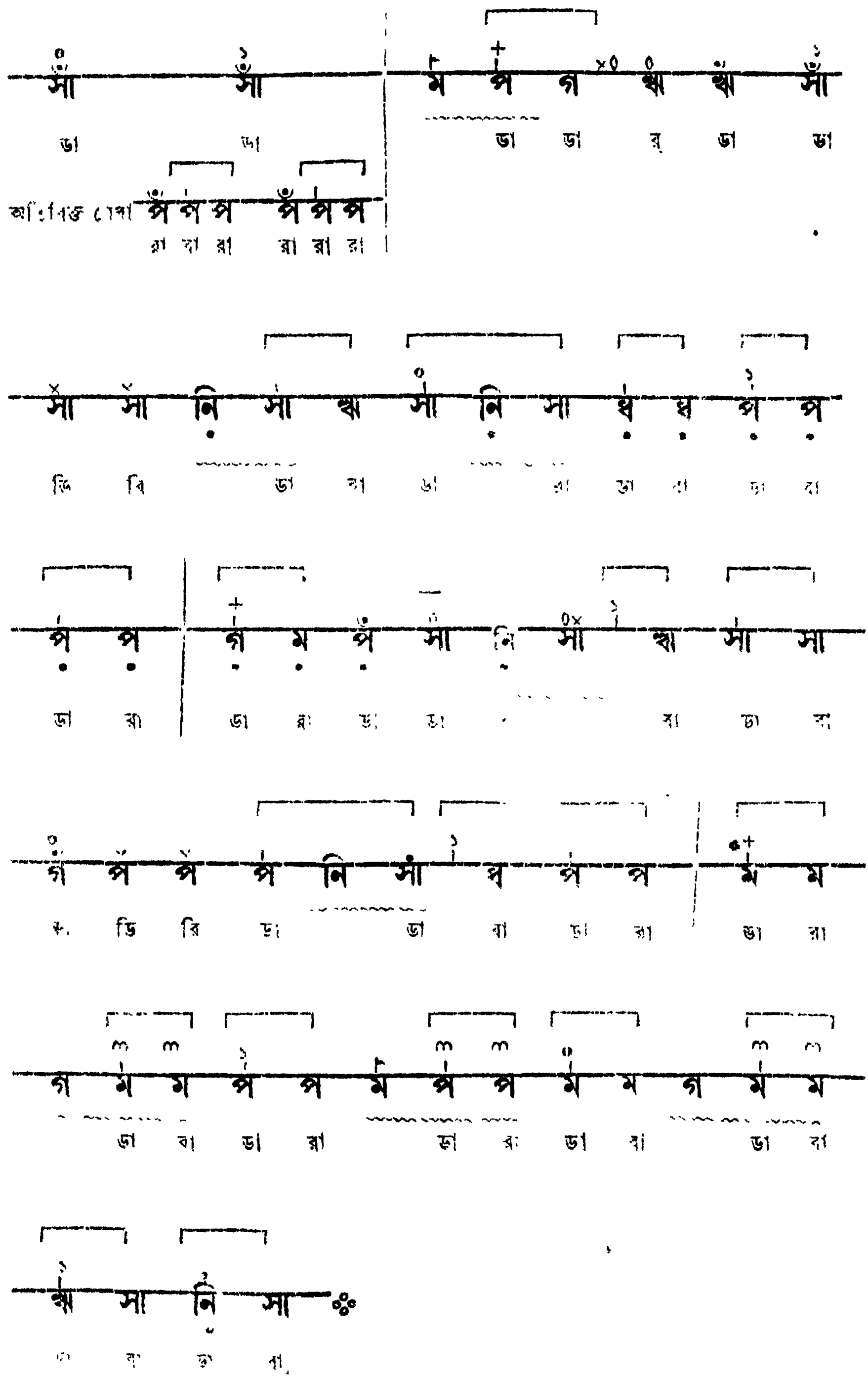
(৮২)

কেদারা*—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।



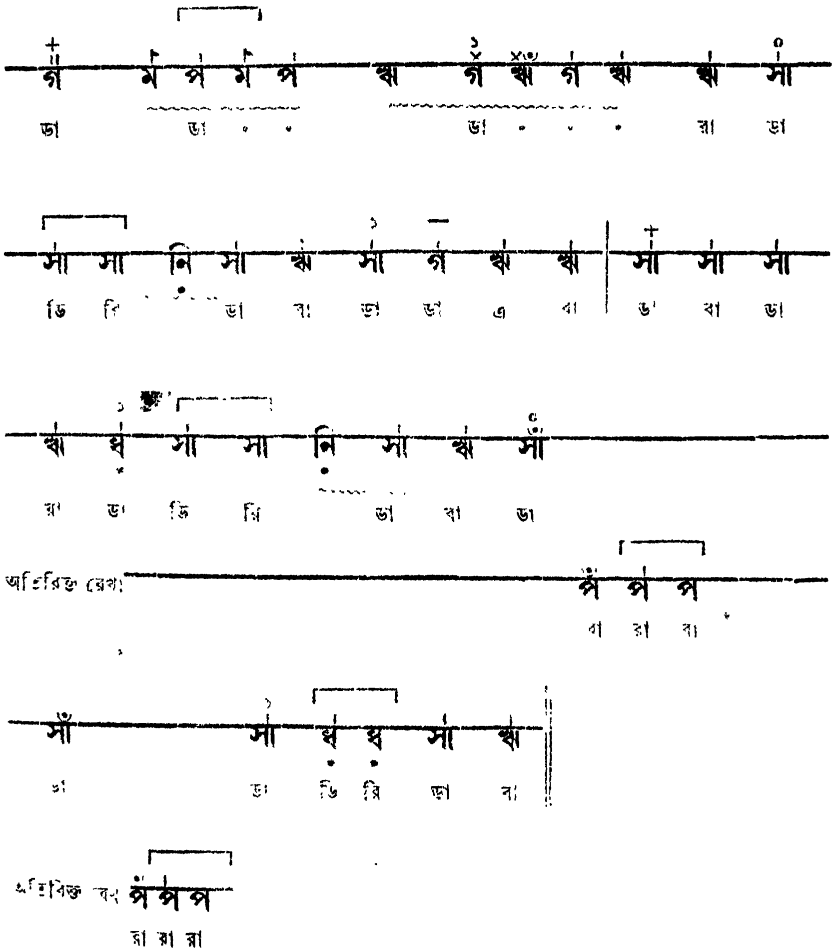
* ওস্তাদজী লছমীপ্রসাদ হইতে প্রাপ্ত।



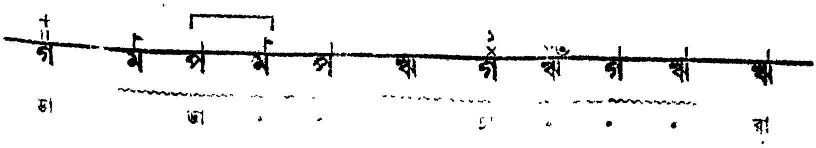
(৮৩)

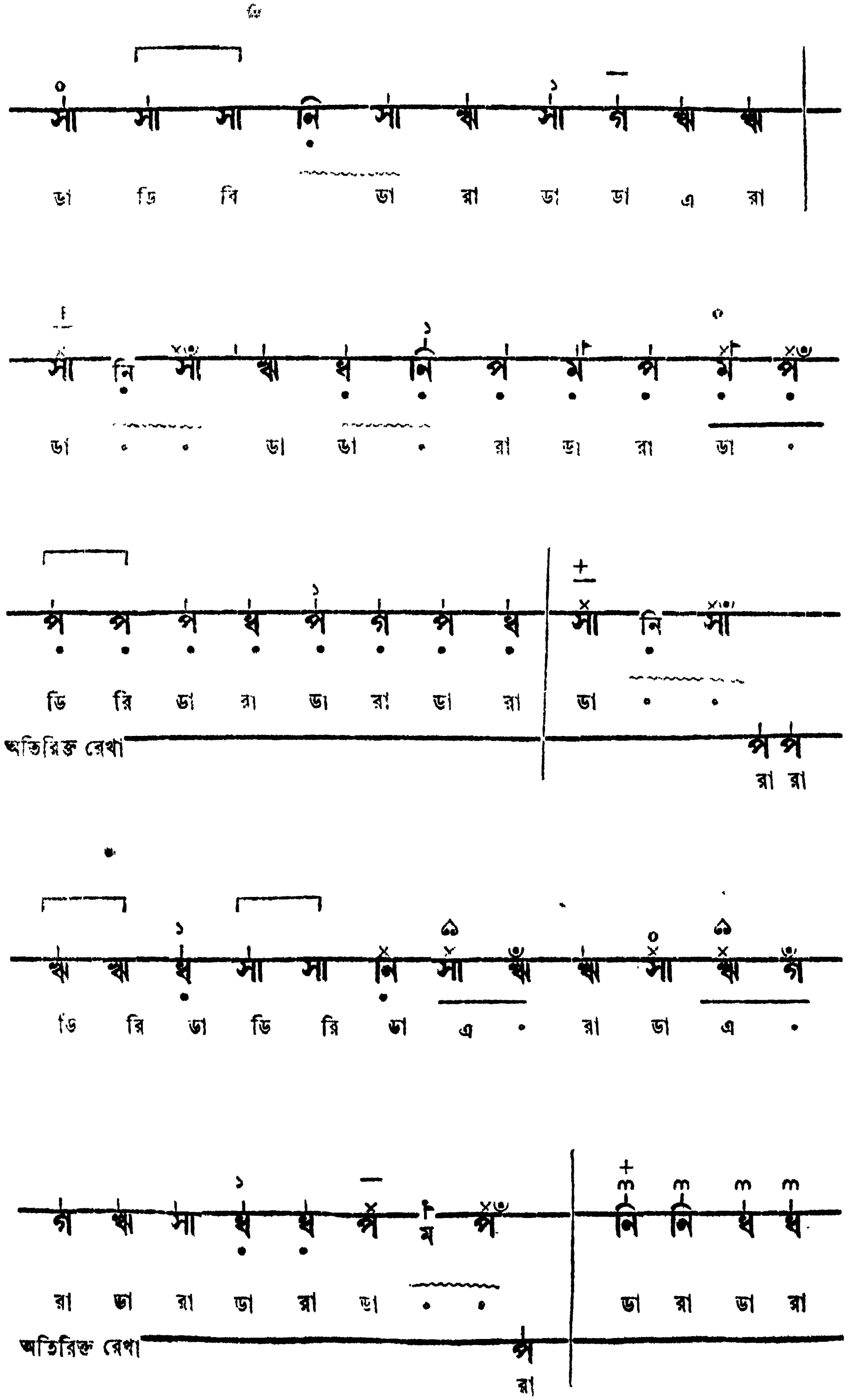
ভূপ-কল্যাণ—সম্পূর্ণ।

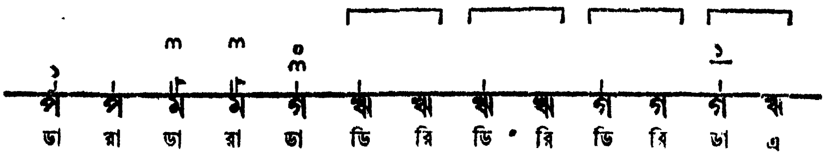
শ্লথ-ত্রিতালী।

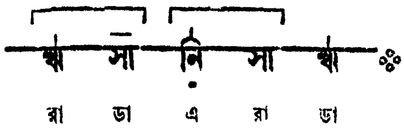


অন্তরা




ডা ড্রি বি ডা রা ডা ডা এ রা
ডা ০ ০ ডা ডা ০ রা ড্রা রা ডা ০
ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০ ০
অতিরিক্ত রেখা
রা রা
ডি রি ডা ডি রি ডা এ ০ রা ডা এ ০
রা ডা রা ডা রা ডা ০ ০ ডা রা ডা রা
অতিরিক্ত রেখা
রা

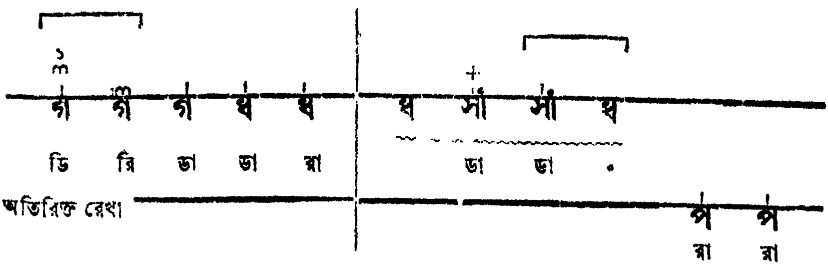


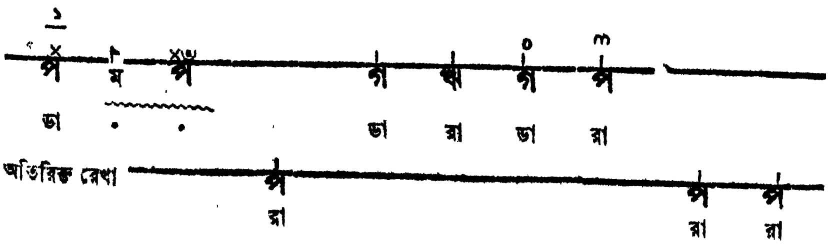


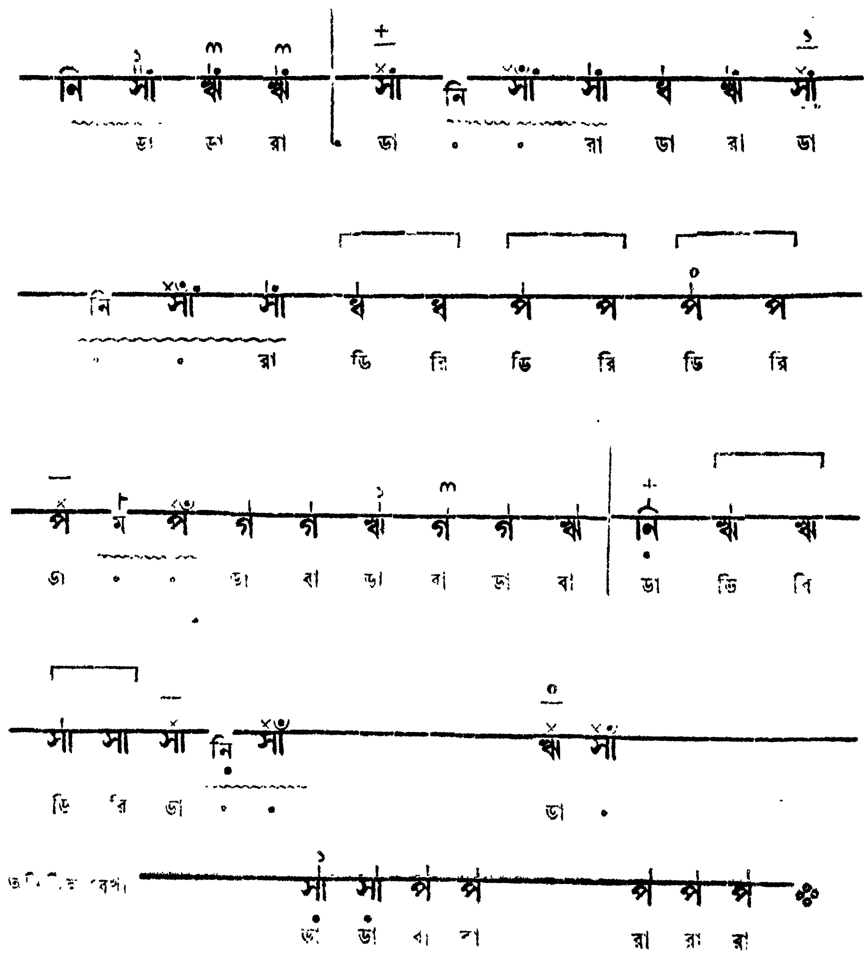
(৮৪)

হাম্বির—সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।



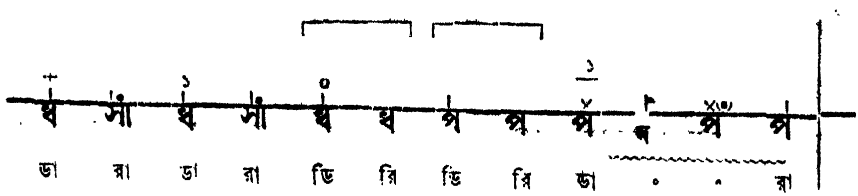


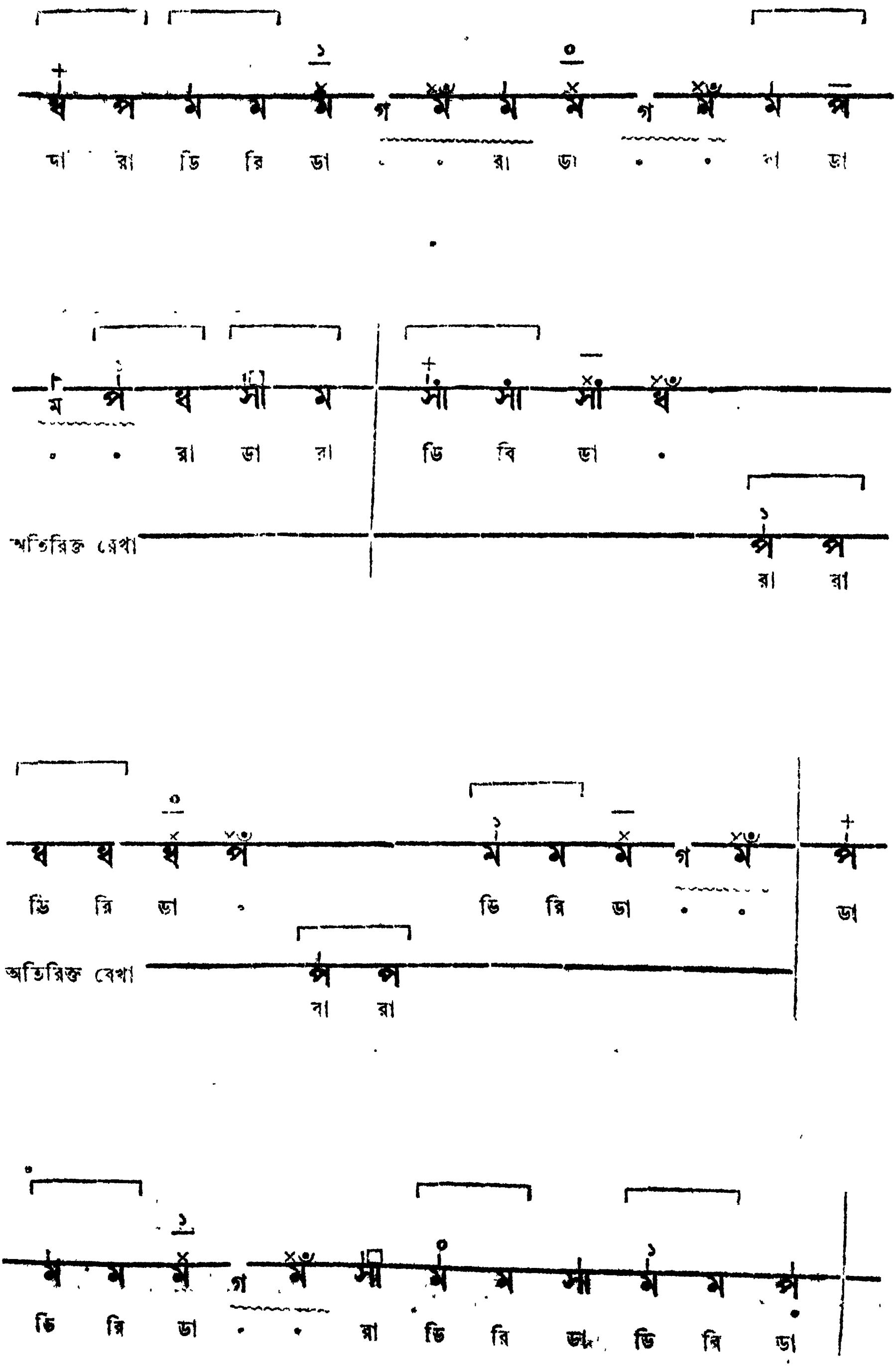


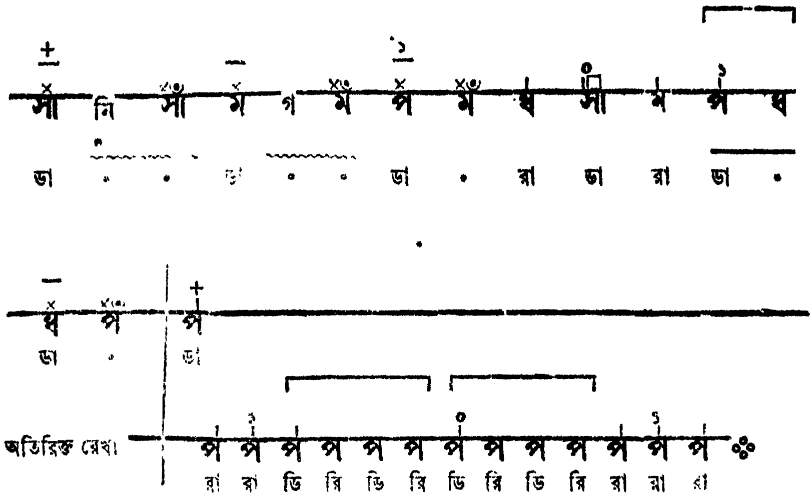
(৮৫)

কেদারা—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।




ধ প ম ম ম গ ম ম ম গ ম ম প
দা রা ডি রি ডা ০ ০ রা ডা ০ ০ দা ডা
ম প ধ সা ম সা সা সা ধ
০ ০ রা ডা রা ডি রি ডা ০
অতিরিক্ত রেখা
প প
রা রা
ধ ধ ধ প ম ম ম গ ম প
ডি রি ডা ০ ডি রি ডা ০ ০ ডা
অতিরিক্ত রেখা
প প
রা রা
ম ম ম গ ম সা ম ম সা ম ম প
ডি রি ডা ০ ০ রা ডি রি ডা ডি রি ডা

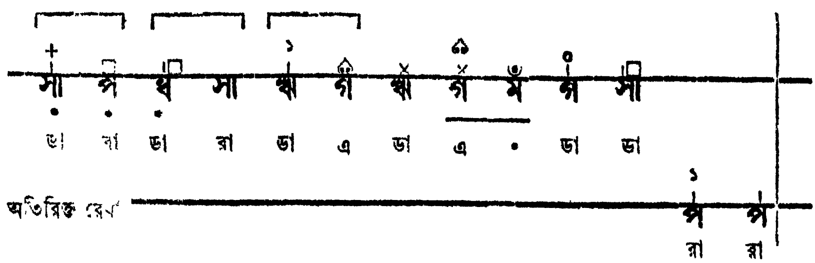


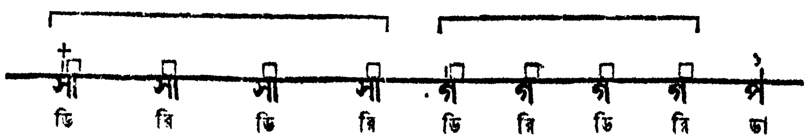
(৮৬)

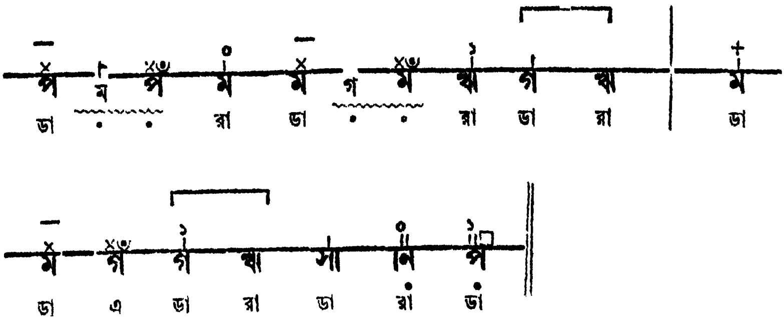
গৌড়-সারঙ্গ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

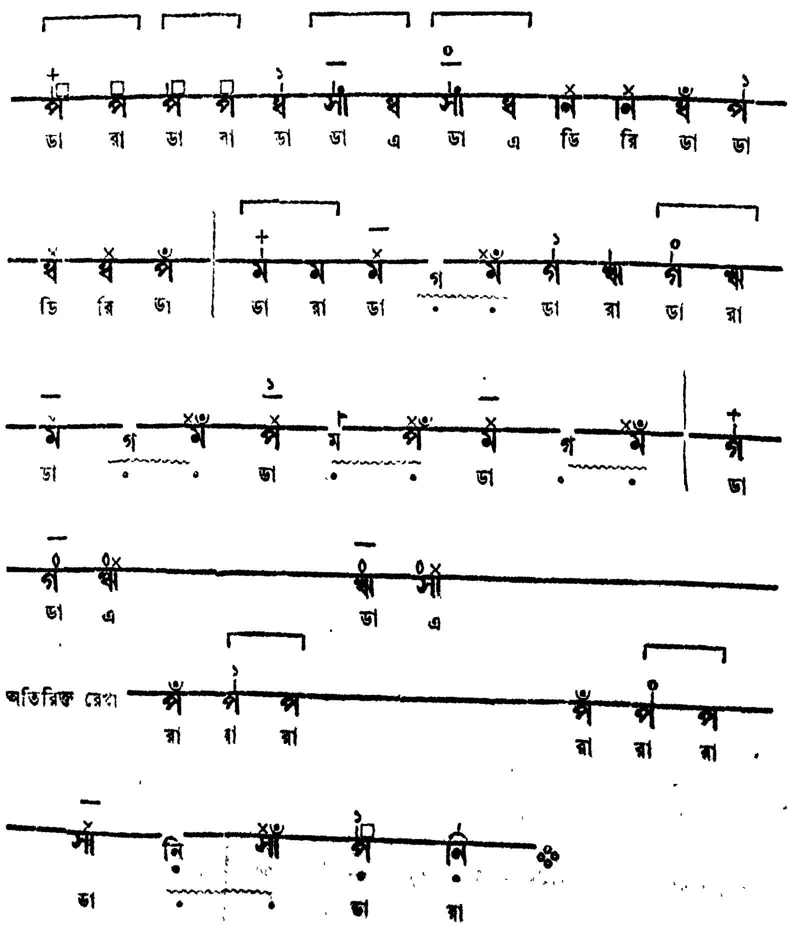
আস্থায়ী।







অন্তরা



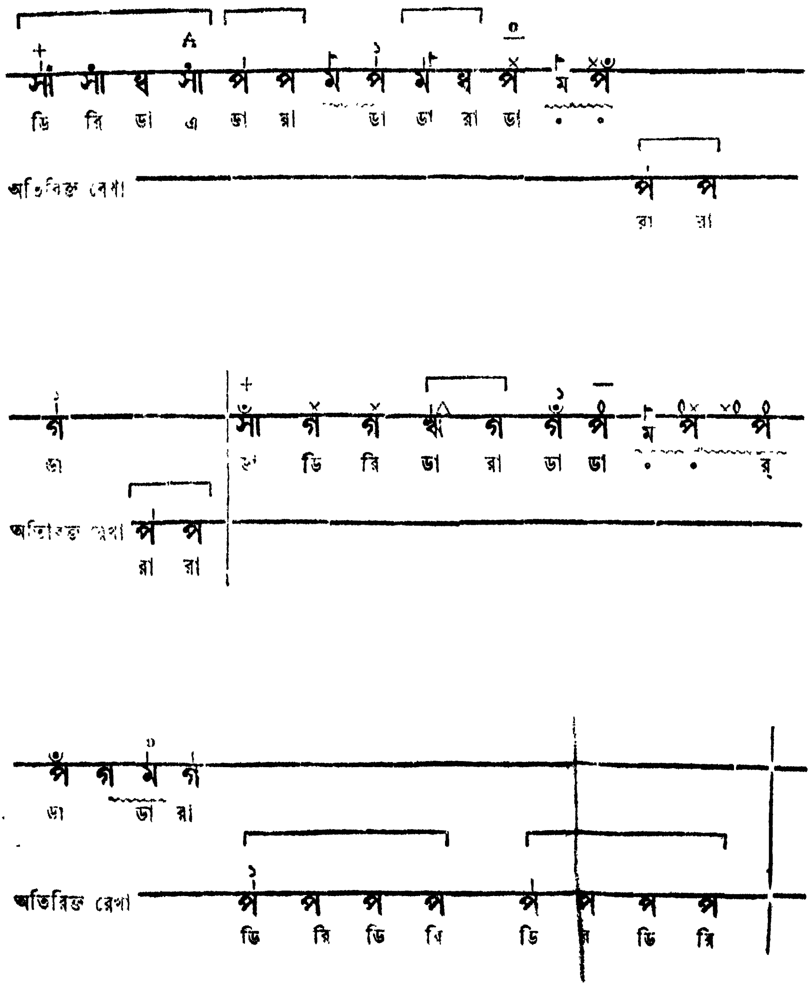
(৮৭)

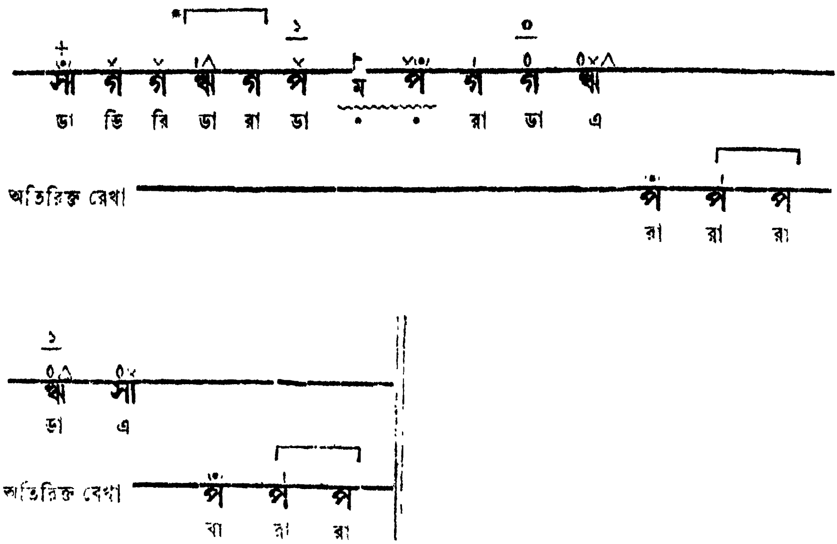
পূরবী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

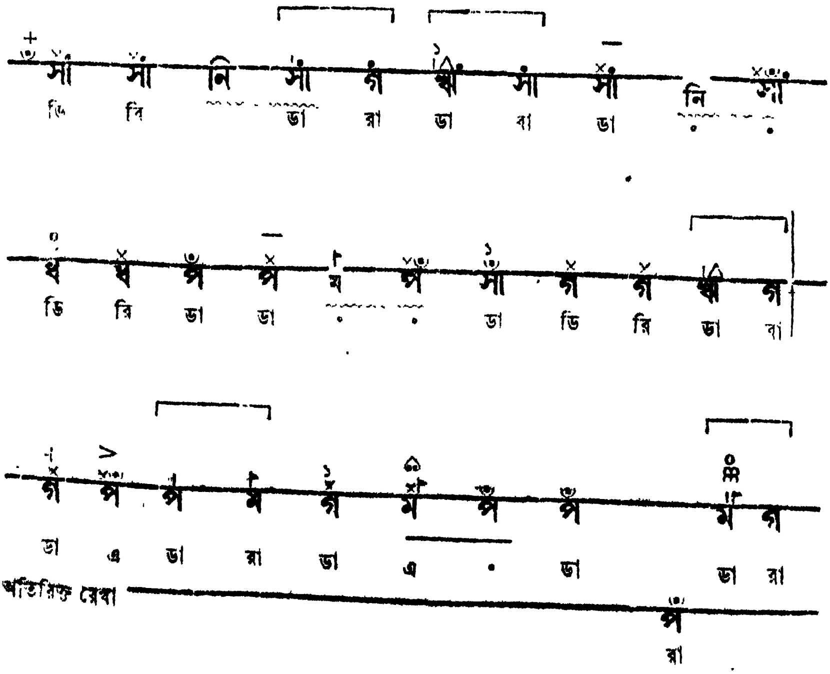
(ঋ ম)

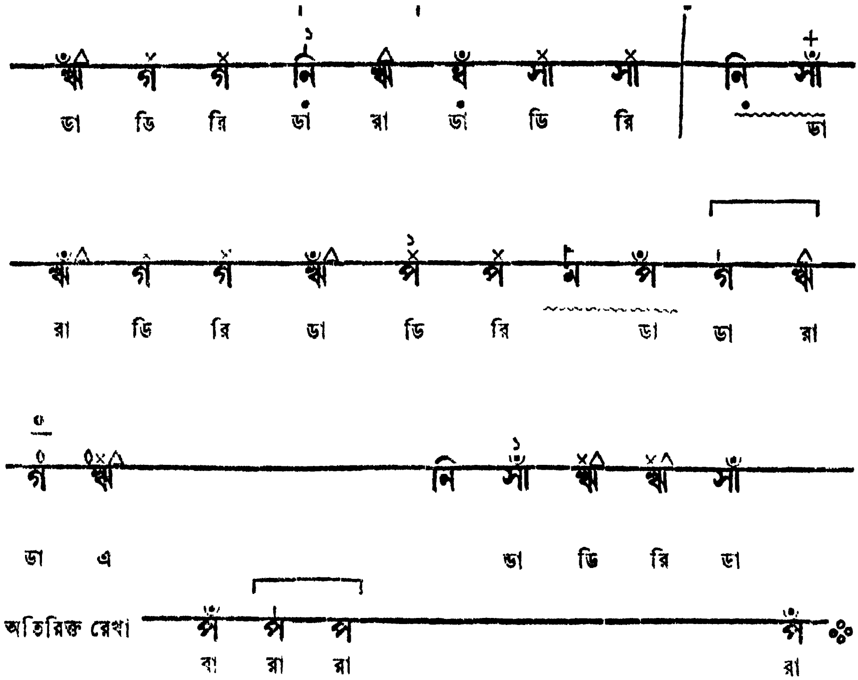
আস্থায়ী।





অন্তরা।

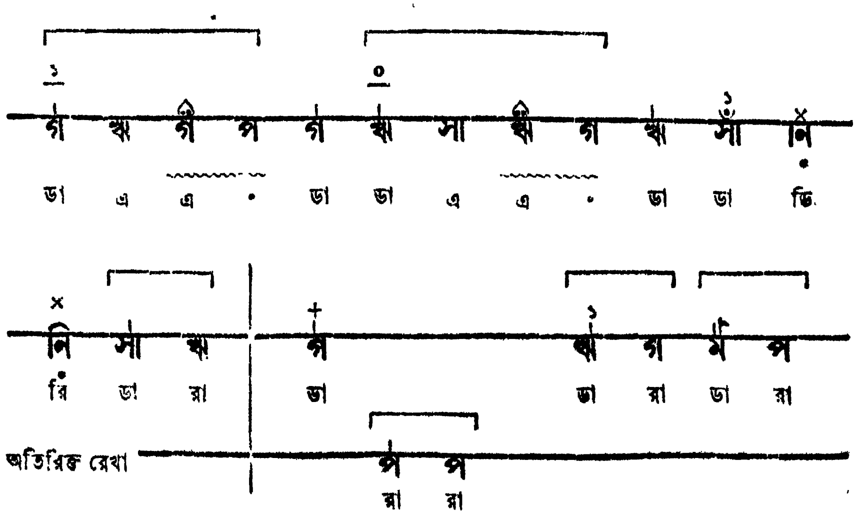


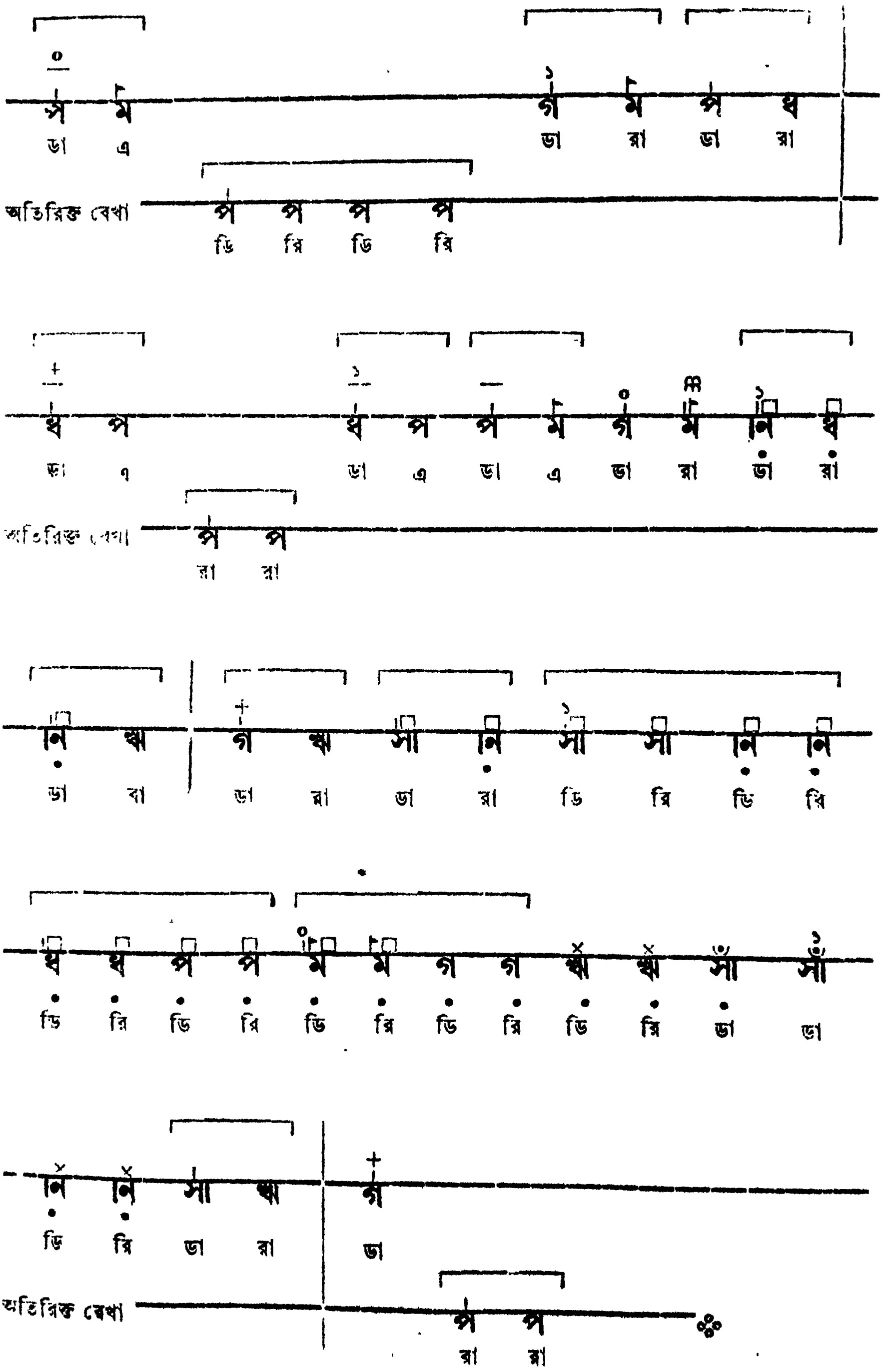


(৮৮)

ইমন—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

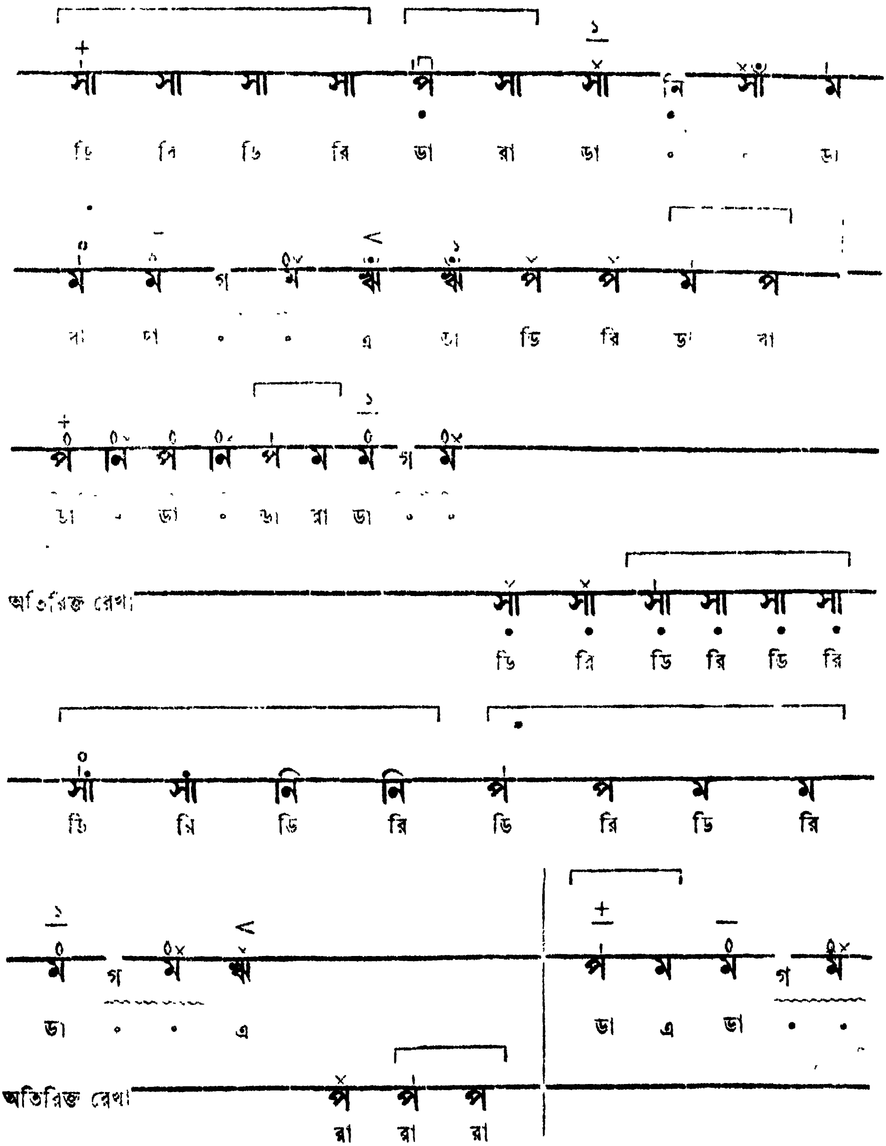



প ম গ ম প ধ
ডা এ ডা রা ডা রা
অতিরিক্ত রেখা
প প প প
ডি রি ডি রি
ধ প ধ প প ম গ ম নি ধ
ডা এ ডা এ ডা এ ডা রা ডা রা
অতিরিক্ত রেখা
প প
রা রা
নি ঋ গ ঋ সা নি সা সা নি নি
ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি
ধ ধ প প ম ম গ গ ঋ ঋ সা সা
ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডা ডা
নি নি সা ঋ গ
ডি রি ডা রা ডা
অতিরিক্ত রেখা
প প
রা রা

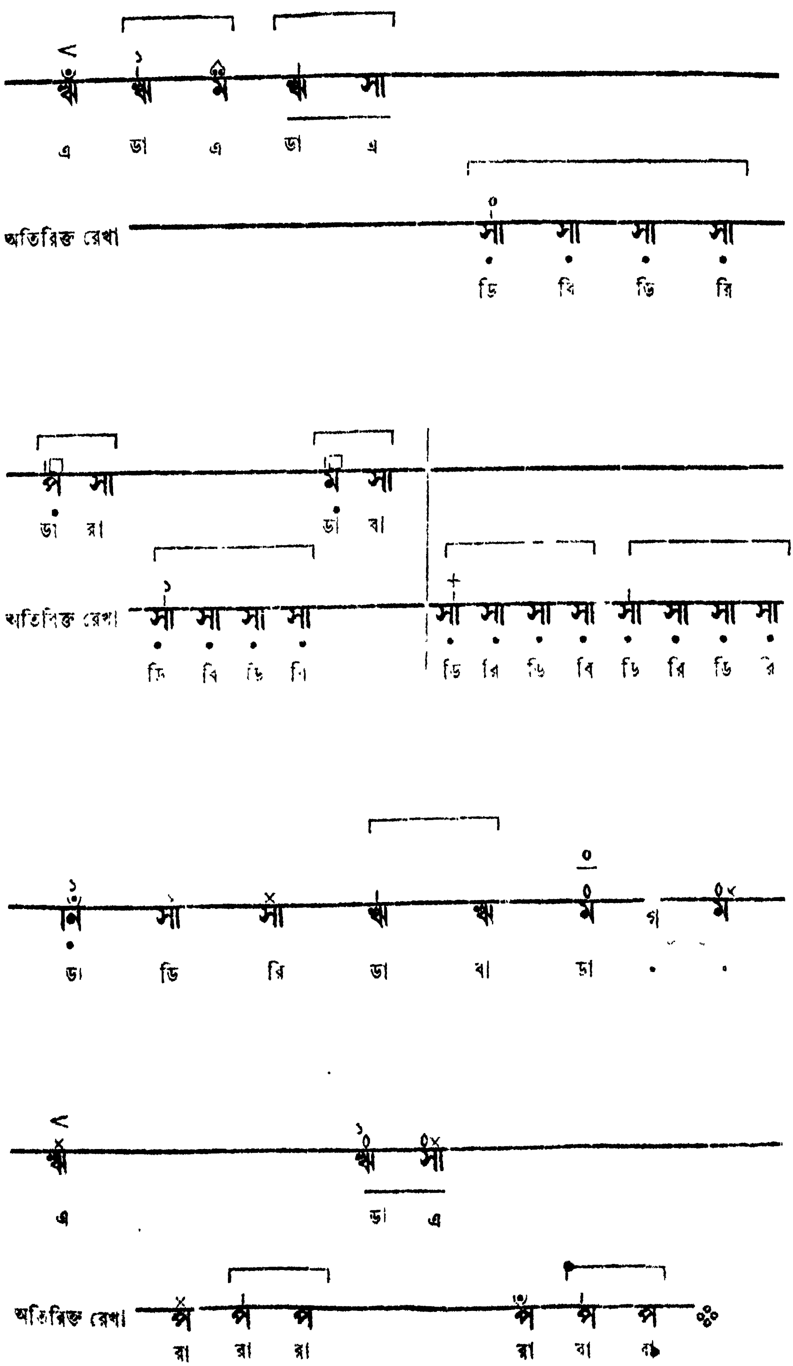
(৮৯)

মেঘ—খাড়ব*।

মধ্যমান।



ধৈবত বিবাদী

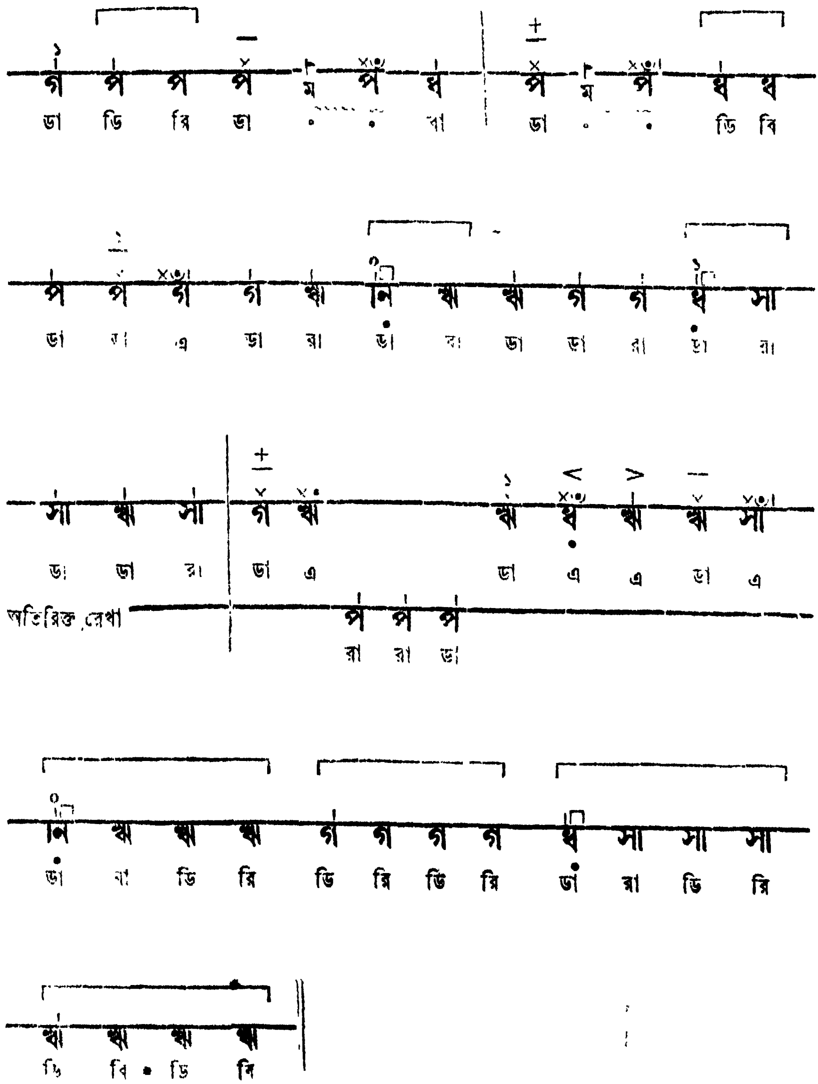

সা
এ ডা এ ডা এ
অতিরিক্ত রেখা
সা সা সা সা
ড়ি ৰি ড়ি রি
সা সা
ডা রা ডা রা
অতিরিক্ত রেখা
সা সা সা সা সা সা সা সা সা সা সা সা
ডা ড়ি রি ডা রা ডা
অতিরিক্ত রেখা
রা রা রা রা রা রা

(৯০)

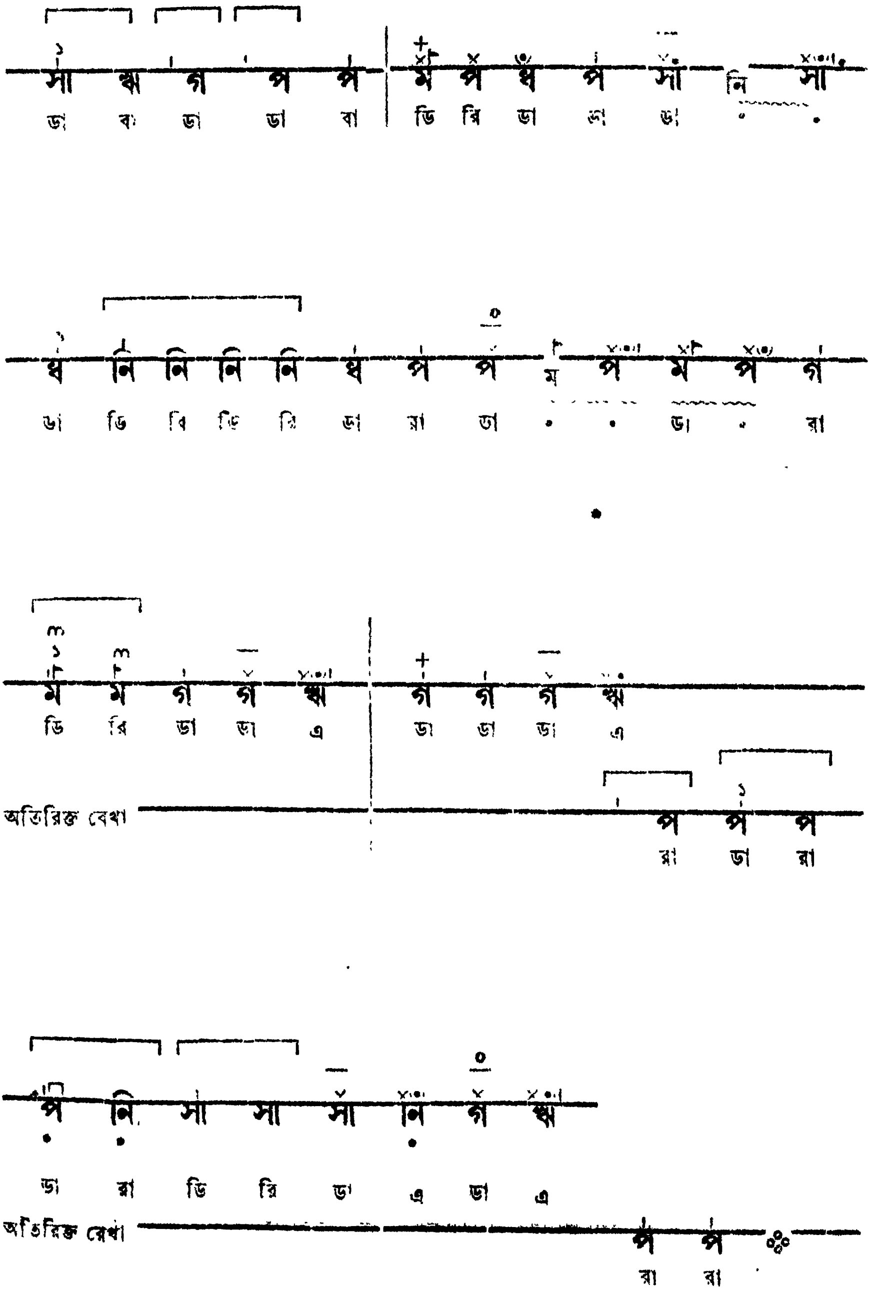
ইমন কল্যাণ—সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

আস্থায়ী।



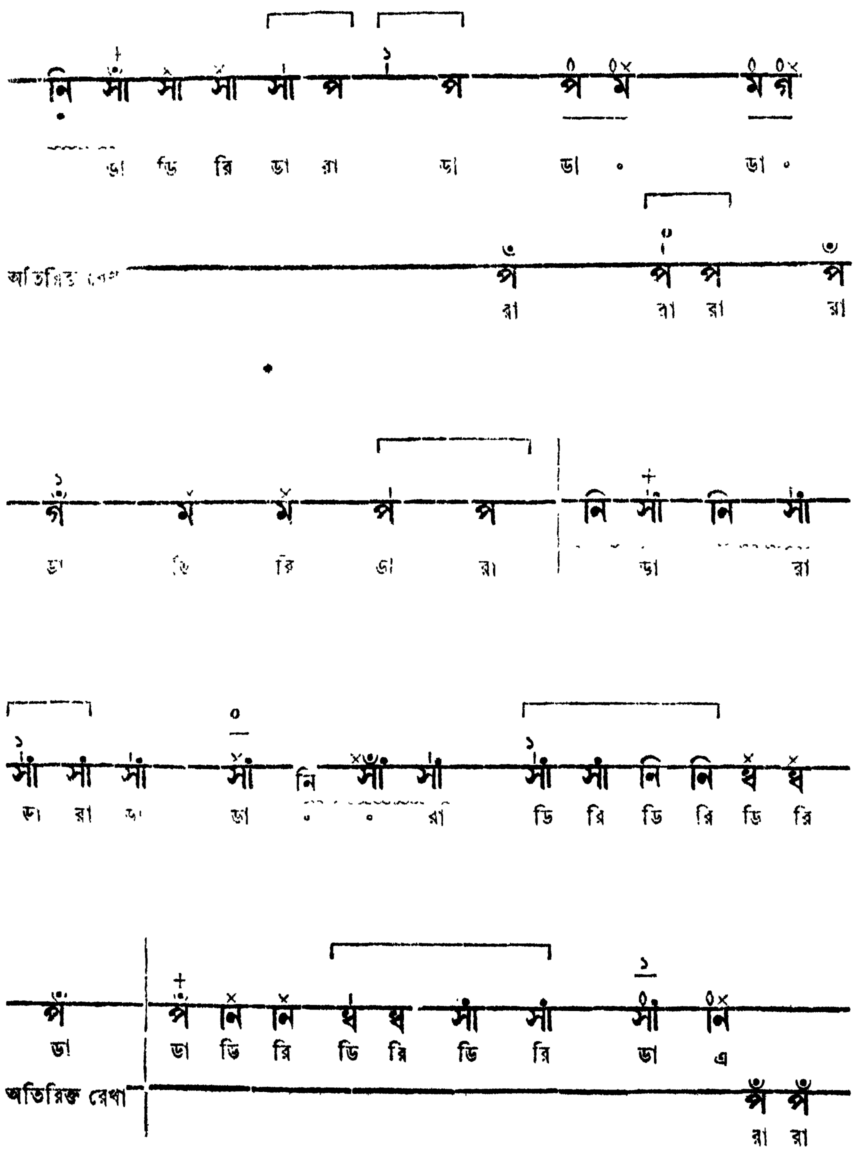
অন্তরা

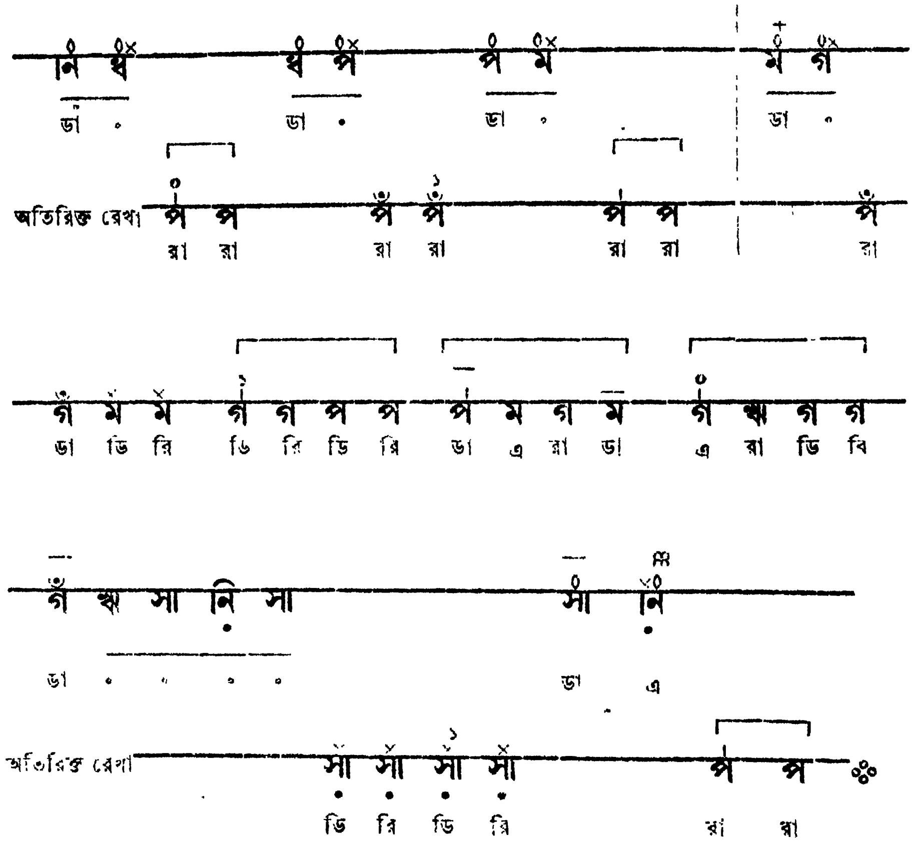


(৯১)

বেহাগ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

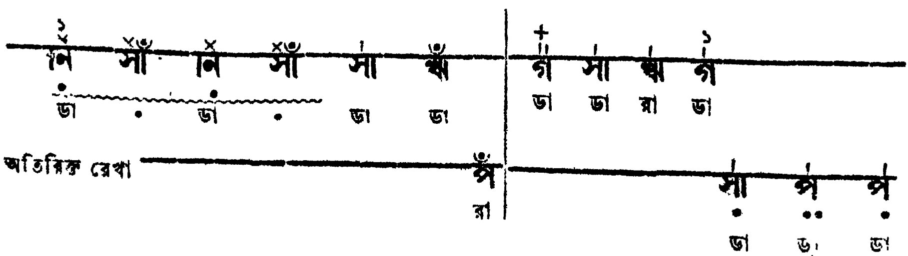


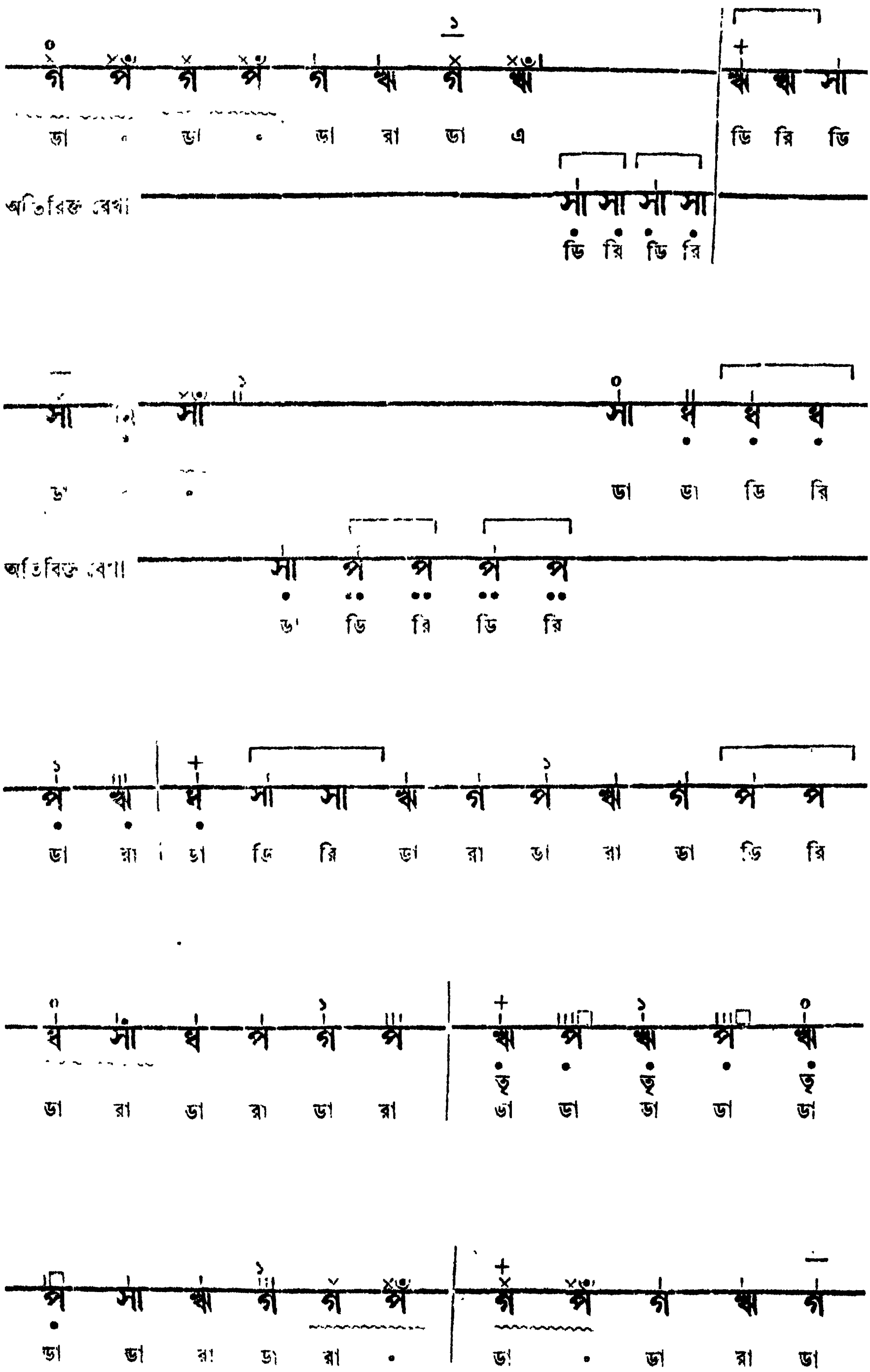


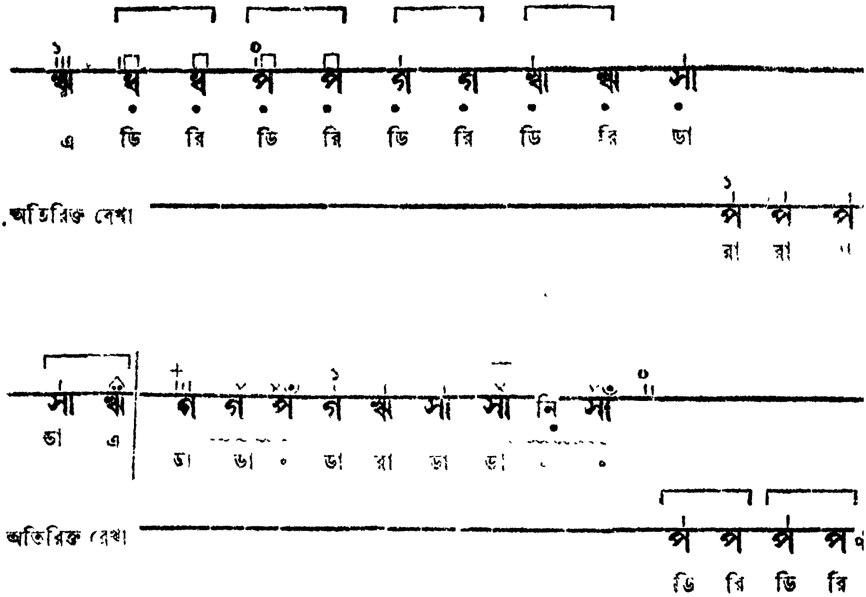
(৯২)

ভূপালী—খাড়ব।

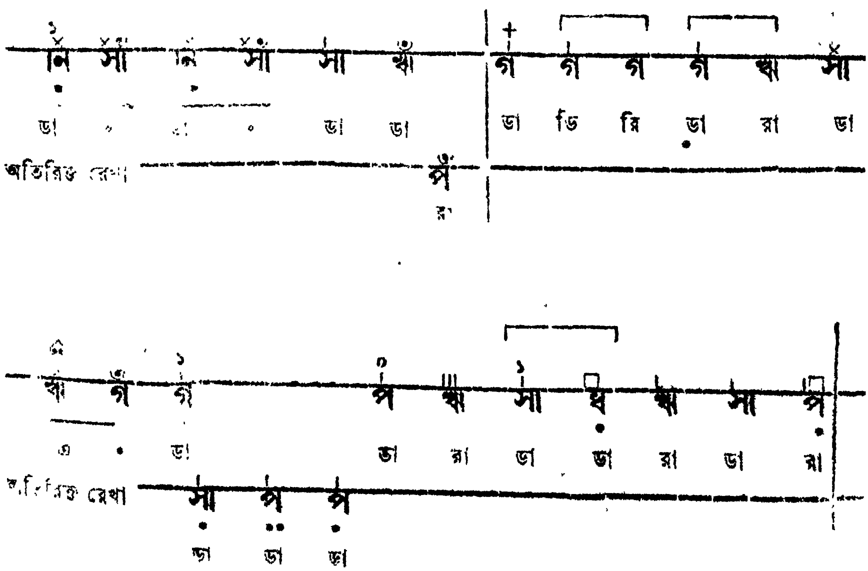
শ্লথত্রিতালী।

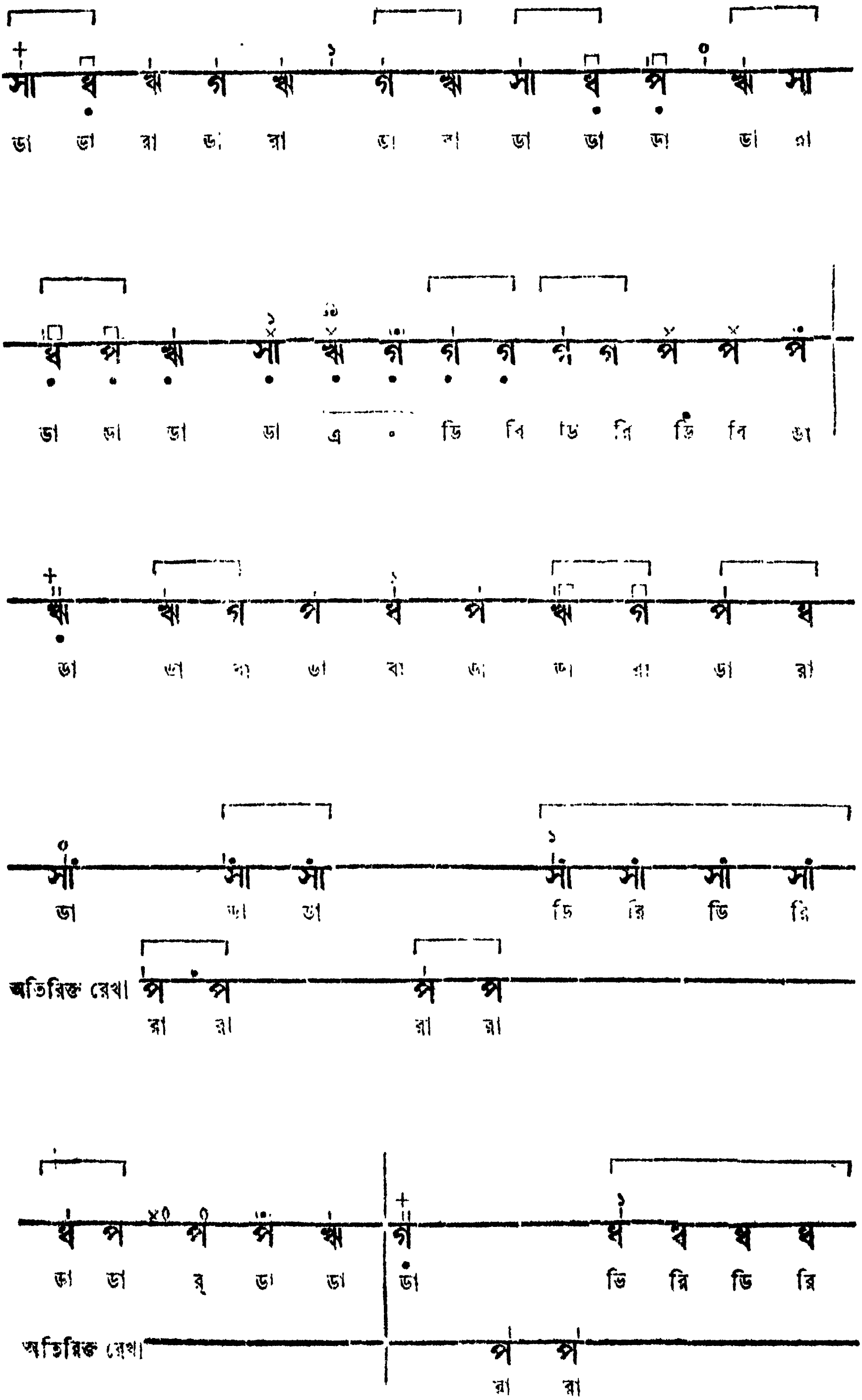


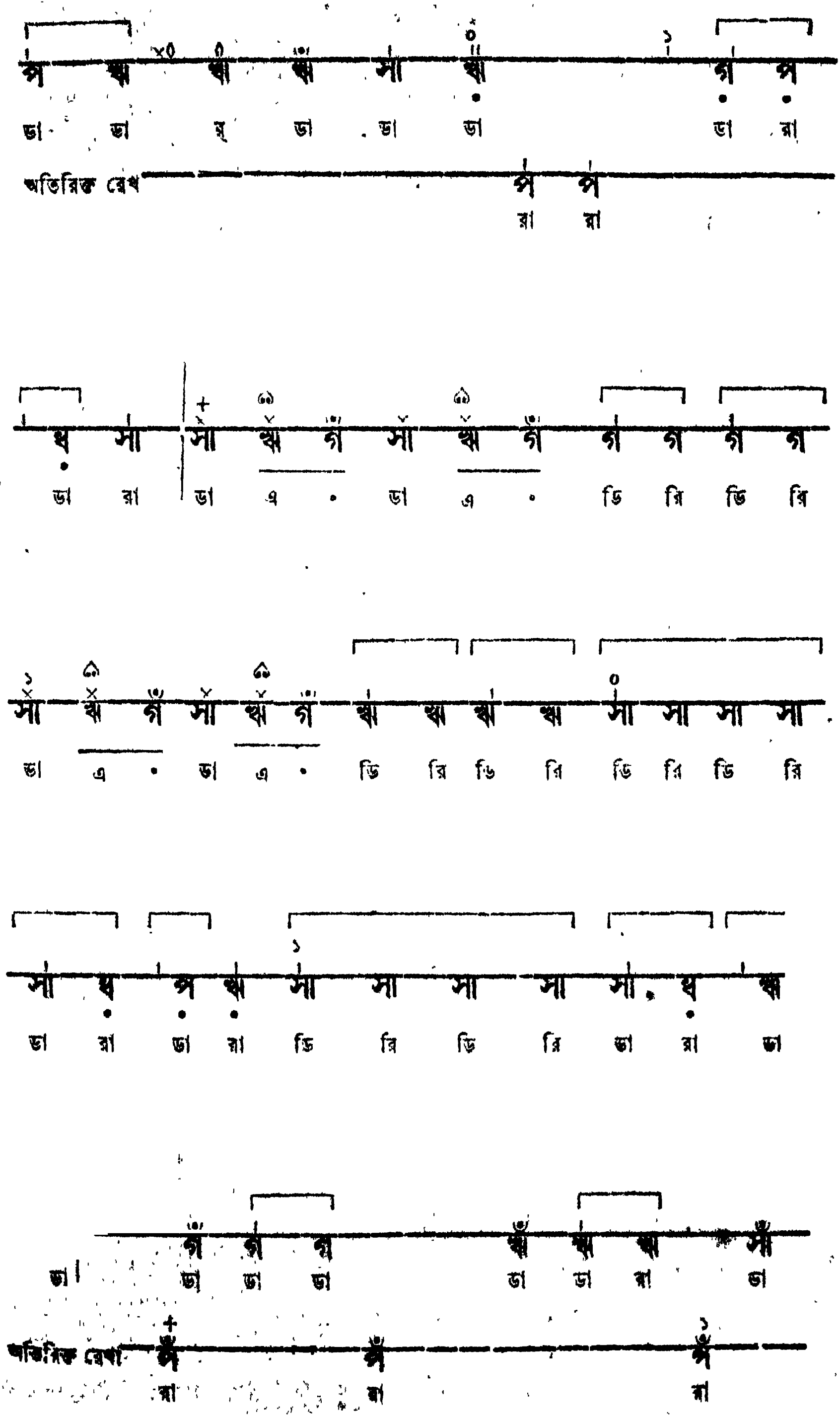

অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা

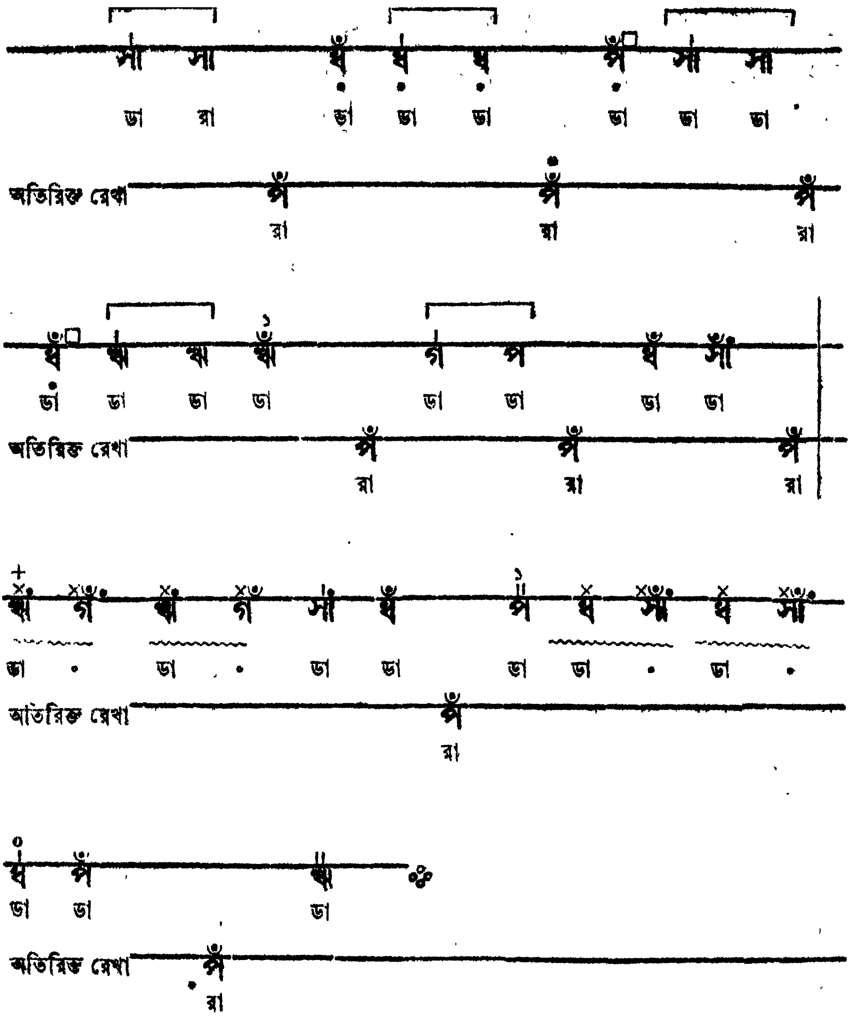


বিস্তার।




সা ধ ঋ গ ঋ গ ঋ সা ধ প ঋ সা
ডা ভা রা ডা রা ডা রা ডা ডা ডা ডা রা
ধ প ঋ সা ঋ গ গ গ গ গ প প প
ডা ডা ডা ডা এ ০ ডি রি ডি রি ডি রি ডা
ঋ ঋ গ প ধ প ঋ গ প ধ
ডা
সা সা সা সা সা সা সা
ডা ডা ডি রি ডি রি
অতিরিক্ত রেখা প প প প
রা রা রা রা
ধ প প প ঋ গ ধ ধ ধ ধ
ডা ডা র্ ডা ডা ডা ডি রি ডি রি
অতিরিক্ত রেখা প প
রা রা


অতিরিক্ত রেখ



সংযোগালঙ্কার।

দুই তিন (১) অথবা তদতিরিক্ত পরস্পর অবিরোধী স্বর নিম্নলিখিত নিয়মে একত্র ধ্বনিত হওয়ায় অনির্ব্বচনীয় আনন্দকর চিত্তাকর্ষক একটী

(১) দুইটী, তিনটী অথবা তদতিরিক্ত স্বরের পরস্পর যোগে যে শ্রবণমনোহর ধ্বনিবিশেষ জন্মে, ইংরাজী ভাষায় তাহাকে "কন্‌কর্ড" (Concord) এবং তদ্দেশীয়েরা

স্বরের উৎপত্তি হয়, সেই স্বরসংযোগকে সঙ্গীতে সংযোগালঙ্কার কহে। যেমন পীত এবং নীল বর্ণের মিশ্রণে হরিদ্বর্ণের উৎপত্তি, তেমনি দুইটী ভিন্ন ভিন্ন স্বর একত্রে ধ্বনিত হইলে একটী স্বতন্ত্র ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে (১)।

স্বরনিচয় যেমন বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী এবং বিবাদীর নিয়মে রাগে প্রযুক্ত হয়, সংযোগালঙ্কারেও তেমনি উক্ত চারিপ্রকারে সংযুক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং সংযোগও চারিপ্রকার হইল, যথা :—বাদী সংযোগ, সম্বাদী সংযোগ, অনুবাদী সংযোগ ও বিবাদী সংযোগ। বাদী সংযোগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা :—স্বজাতীয় বাদী সংযোগ এবং বিজাতীয় বাদী সংযোগ। কোন স্বরকে সপ্তকান্তরের সেই স্বরের সহিত সংযুক্ত করিলে তাহাকে স্বজাতীয় বাদী সংযোগ কহে; যেমন উদারা সপ্তকের ষড়্জ এবং মুদারা সপ্তকের ষড়্জ, উদারা সপ্তকের ঋষভ এবং মুদারা সপ্তকের ঋষভ, মুদারা সপ্তকের গান্ধার এবং তারা সপ্তকের গান্ধার ইত্যাদি স্বরের পরস্পর সংযোগ। সমান শ্রুতি-বিশিষ্ট অথচ অব্যবহিত পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী স্বর ব্যতীত যে উভয় স্বরের পরস্পর সংযোগ, তাহাকে বিজাতীয় বাদী সংযোগ কহে। যেমন চতুঃ-শ্রুতি-বিশিষ্ট ষড়্জ এবং পঞ্চম, ত্রিশ্রুতি-বিশিষ্ট ঋষভ এবং ধৈবত, দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট গান্ধার এবং নিষাদ ইত্যাদি স্বরের পরস্পর সংযোগ (২)।

শ্রবণকঠোর যে স্বরযোগ, তাহাকে "ডিস্কর্ড" (Discord) বলে। ইউরোপীয় চিত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বর্ণপরম্পরের যোগে দৃশ্য মনোহর হইলে তাহাকে "কন্কর্ড" (Concord) এবং তদ্বিপরীত ভাবকে "ডিস্কর্ড" (Discord) বলিয়া থাকেন।

(১) যেমন পীত এবং নীলবর্ণের মিশ্রণে একটী স্বতন্ত্র হরিদ্বর্ণ জন্মে, তেমনি কোন স্বর বিশেষ ব্যষ্টি ভাবে অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে ধ্বনিত হইলে যেরূপ শ্রবণপ্রত্যক্ষ হয়, দুইটী স্বরের পরস্পর মিশ্রণে সমষ্টিভাবে যে ধ্বনিবিশেষের উৎপত্তি হয়, সেই সমষ্টিধ্বনি ব্যষ্টিধ্বনি হইতে অবশ্যই বিভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন ষড়্জ গান্ধারের সহিত একত্র মিলিয়া ধ্বনিত হইলে স্বাভাবিক ষড়্জের ধ্বনি অপেক্ষা এই ধ্বনি অবশ্যই বিভিন্ন হয়।

(২) বাদিসংযোগসম্বাদিসংযোগৌ দ্বিবিধৌ তথা। তথানুবাদিসংযোগঃ সংযোগালঙ্কৃতির্দ্বিধা। বাদিসংযোগমত্র পূর্ব্বৈর্দ্বিধাং প্রাজ্ঞসম্মতং। স্বজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ স এব

সপ্তম, অষ্টম এবং দ্বাদশ শ্রুতির ব্যবধানতায় যে দুই স্বরের পরস্পর সংযোগ হয়, তাহাকে সম্বাদী সংযোগ কহে। যেমন গান্ধার এবং পঞ্চম, ষড়্জ এবং গান্ধার, মধ্যম এবং নিষাদ ইত্যাদি স্বরের পরস্পর সংযোগ (৩)।

বাদী, সম্বাদী এবং অব্যবহিত পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী স্বর পরিত্যাগে উভয় স্বরের যে সংযোগ হয়, তাহার নাম অনুবাদী সংযোগ। অব্যবহিত

ভবিতুং ক্ষমঃ॥ স্বরস্যৈকস্য চেৎ সপ্তকান্তরেণ স্বরেণ চ। সংযোগঃ স্যাৎ সজাতীয়ো বাদিসংযোগ ইষ্যতে॥ সমানশ্রুতিযোগস্তু যথা ব্যবহিতে স্বরে। বিজাতীয়ো হি স প্রোক্তঃ সঙ্গীতজ্ঞৈর্মনীষিভিরিতি ভরতসম্মতম্॥ অপি চ—সমানশ্রুতিবিশিষ্টস্বরাণাং যঃ সংযোগঃ স বাদিসংযোগো ভবতি রাজা চ সর্ব্বেষামিতি কোহলীয়ে॥

(৩) সপ্তাষ্টৌ দ্বাদশ বা শ্রুতয়ো মধ্যে সদা যয়োঃ স্বরয়োঃ। ভবতঃ সম্বাদিনৌ তৌ কথিতৌ সঙ্গীতবেদিভিঃ প্রাজ্ঞৈঃ॥ ইতি ধ্বনিমঞ্জর্য্যাং দর্পণেঽপি চৈতদুক্তং। ইংরাজী মতে সংযোগালঙ্কারকে "হার্‌মণি" (Harmony) "কর্ড" (Chord) অথবা "প্লুরিটোন্" (Pluritone) কহে। পরস্পর সমান ব্যবধানতায় যে স্বরসংযোগ হয়, তাহার প্রমাণ "ওয়েবর" সাহেবের সঙ্গীত বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলেন যে, প্রথম অবলম্বিত প্রত্যেক স্বর তাহার তৃতীয় এবং পঞ্চম স্বরের সহিত সংযুক্ত হয়, যেমন ষড়্জ, গান্ধার এবং পঞ্চম; মধ্যম, ধৈবত এবং ষড়্জ; পঞ্চম, নিষাদ এবং ঋষভ ইত্যাদি। এইরূপ সংযোজিত স্বরের প্রথমটীকে "রূট্" (Root) অথবা "ফন্‌ডামেণ্টেল" (Fundamental.) অর্থাৎ প্রধান অথবা মূলস্বর; দ্বিতীয়টীকে "মীডিয়েণ্ট" (Mediant) অর্থাৎ মধ্যস্থ; তৃতীয়টীকে "ডমিনেণ্ট" (Dominant) অর্থাৎ অতিরেকী স্বর বলে। নিম্ন স্বর অপেক্ষা উচ্চ স্বর অধিক প্রকাশ পায় বলিয়া উহাকে অতিরেকী স্বর বলে। ইংরাজীমতে কখন কখন প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম এই চারিটী স্বরেও পরস্পর সংযোজিত হইয়া থাকে, যথা:—ষড়্জ, গান্ধার, পঞ্চম এবং নিষাদ ইত্যাদি। দুইটী স্বরের যোগকে ইংরাজী ভাষায় "টুফোল্ডকর্ড" (Two fold Chord) তিনটী স্বরের যোগকে "থ্রিফোল্ডকর্ড" (Three fold Chord) এবং চারিটী স্বরের যোগকে "ফোর্ ফোল্ডকর্ড" (Four fold Chord) কহে। এই প্রকার ত্রয়োদশবিধ সংযোগালঙ্কারপদ্ধতি ইউরোপীয় স্বরসংযোজয়িতারা নিবিদ্ধ করিয়াছেন। (See Encyclopædia or Dictionary of music by J. F. Danneley.) যাহাই হউক, এত বাহুল্য স্বর সংযোগপদ্ধতি আমাদের দেশে বড় একটা ব্যবহার নাই।

পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী স্বরের পরস্পর যোগকে বিবাদী সংযোগ কহে (১)। তাহা সহসা শুনিলে নিতান্ত শ্রুতিকঠোর বোধ হয়, সেই জন্য সংস্কৃত স্বর-সংযোজয়িতারা সঙ্গীতে তাহাকে দূষ্য জ্ঞান করেন (২)। এইরূপ স্বর সংযোগ-পদ্ধতি রাগের বাদী, বিবাদী ইত্যাদি বিবেচনায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ষড়্জ, ঋষভ ইত্যাদি প্রত্যেক স্বরের স্বরগ্রাম অনুসারে যথানির্দ্দিষ্ট শ্রুতিসংখ্যা সমতায় প্রকৃত এবং বিকৃত স্বরের অবিবেচনায় উল্লিখিত চারি প্রকার প্রণালীতে স্বরের সংযোগ হইয়া থাকে। ইংরাজী-সঙ্গীত-তত্ত্বজ্ঞেরা চিত্রবিদ্যার সহিত সঙ্গীতবিদ্যার বিশেষ সম্বন্ধ স্থির করেন। প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত-শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় মহর্ষি নারদ স্বকৃত সংহিতায় এতদ্বিষয়ের অপ্রতিপোষকতা করেন নাই। সংস্কৃতমতে ষড়্জের রং কৃষ্ণবর্ণ, ঋষভ ধূম্রবর্ণ, গান্ধার স্বর্ণবর্ণ, মধ্যম কুন্দপুষ্পের

(১) অব্যবহিতপূর্ব্বপরস্বরপরিত্যাগেন বাদিসম্বাদিসংযোগভিন্নো য উভয়স্বরসংযোগঃ স স্বত্বহবাদিসংযোগো ভবতি তথা বাদিসম্বাদ্যনুবাদিসংযোগভিন্নো যঃ স্বরদ্বয়সংযোগঃ; স চৈব বিবাদীতি কোহলীয়ে॥ অপি চ—ফিল্ড সাহেব বলেন, যে বাদী সংযোগকে গ্রীক-জাতিরা "এণ্টাফোনিয়া" এবং বিবাদী সংযোগকে "ডায়াফোনিয়া" বলে।

(২) পূর্ব্বস্বরের সহিত যে পর স্বরের পরস্পর যোগ হয় না, তাহার অন্যতর প্রমাণ সংস্কৃত ব্যাকরণেও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন বাক্ + খনতি, খবর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ ক, সেইহেতু কবর্ণের সহিত সন্ধি অর্থাৎ খএর মিল না হইয়া প্রকৃতাবস্থাতেই থাকে, যথা বাক্ খনতি। কিন্তু যদ্যপি বাক্ + গঞ্জনং এইরূপ পদপ্রয়োগ করা যায়, তবে কবর্ণের পর বর্গের তৃতীয় বর্ণ গকার থাকা প্রযুক্ত কবর্ণের স্থানে গ হইয়া বাগ্গঞ্জনং এইরূপ প্রয়োগ হইবে। সেইরূপ ষড়্জের সহিত ঋষভের মিল না হইয়া তৃতীয় স্বর গান্ধারের সহিত স্বতই মিলিত হইবে। অপিচ অব্যবহিত পূর্ব্ব বা পর স্বরের সহিত কোন স্বর বিশেষের সংযোগ সংস্কৃতমতে যদিও নিতান্ত দূষ্য বটে, পরন্তু ইংরাজীমতে যথা নিয়মিত দুইটী স্বরের সহিত অব্যবহিত পূর্ব্ব বা পর স্বরের যোগ নিতান্ত দূষ্য হয় না। যেমন ষড়্জ, গান্ধার এবং নিষাদ। কোন কোন সঙ্গীতগ্রন্থকার রাগাদির স্বরূপনাশভয়ে সংযোগালঙ্কারপদ্ধতি ব্যবহার করেন নাই। বস্তুতঃ রাগবিশেষে স্বরবিশেষ বিবেচনায় স্বরনিবন্ধনী এবং শ্রোতাগণের সহিত ইহার ব্যবহারে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়।

বর্ণ, পঞ্চম পীতবর্ণ, ধৈবত ধূসরবর্ণ এবং নিষাদ শুকপক্ষীর ন্যায় হরিদ্বর্ণ (১)।

ফিল্ড সাহেব (২) কৃত ইংরাজী বর্ণবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়; ষড়্জের সহিত নীল, ঋষভের সহিত ধূম্র, গান্ধারের সহিত রক্ত, মধ্যমের সহিত নারঙ্গী, পঞ্চমের সহিত পীত, ধৈবতের সহিত ধূসর এবং নিষাদের সহিত হরিদ্বর্ণের মিলন আছে। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলেন যে, নীল, পীত এবং লোহিত এই তিনটী বর্ণই মূলবর্ণ। ইন্দ্রধনুর প্রতি দৃষ্টি করিলে সচরাচর কথিত তিনটী বর্ণেরই উপলব্ধি হইবে। ষড়্জের সহিত নীল, গান্ধারের সহিত লোহিত, এবং পঞ্চমের সহিত পীত বর্ণের সৌসাদৃশ্য পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থকর্ত্তারা শ্রুতি অনুযায়িক যেরূপ স্বর-সংযোগ-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন (৩), বর্ণগত সংযোগের সহিত তাহার বিশেষ প্রতিপোষকতাও দেখিতে পাওয়া যায়। নীলবর্ণের সহিত হরিদ্বর্ণের সংযোগ যেমন চিত্রবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে নিতান্ত দৃষ্টিকদর্য্য, ষড়্জের সহিত নিষাদের সংযোগও তেমনি সঙ্গীত-তত্ত্বজ্ঞের

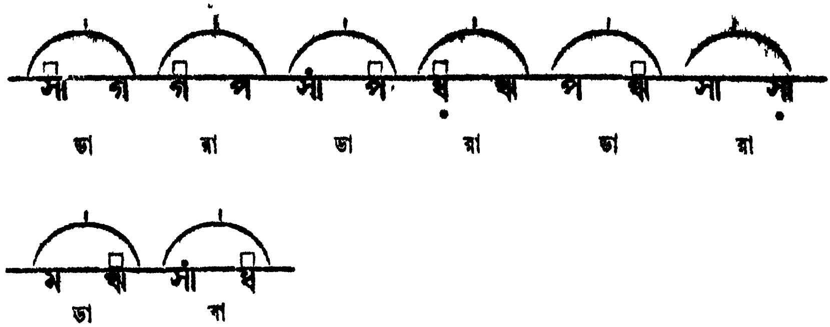
---

(১) কৃষ্ণবর্ণো ভবেৎ ষড়্জ ঋষভঃ শুকপিঞ্জরঃ। কনকাভস্তু গান্ধারো মধ্যঃ কুন্দসমপ্রভঃ॥ পঞ্চমস্তু ভবেৎ পীতো ধূসরং ধৈবতং বিদুঃ। নিষাদঃ শুকবর্ণঃ স্যাৎ ইত্যতঃ স্বরবর্ণতা॥ অপিচ; পঞ্চমো মধ্যমঃ ষড়্জ ইত্যেতে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ। ঋষভো ধৈবতশ্চাপি ইত্যেতৌ ক্ষত্রিয়াবুভৌ॥ গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ বৈশ্যাবর্দ্ধেন বৈ স্মৃতৌ। শূদ্রত্বং বিদ্ধি চার্দ্ধেন পতিতত্বান্ন সংশয়ঃ॥ ইতি নারদসংহিতায়াং॥

(২) (ফিল্ড্‌স্ ক্রোম্যাটিক্) Field's Chromatics.

(৩) অযুতানি চ ষট্‌ত্রিংশদযুতানি শতানি চ। স্বরাণাং ভেদযোগশ্চ জাতব্যো মুনিসত্তমৈঃ॥ ইতি অদ্ভুতরামায়ণে। নারদ ঋষি গানশিক্ষাসময়ে উলূকের নিকট অসংখ্য স্বরযোগ শিক্ষা করেন। ভারতবর্ষে স্বরযোগভেদ যে, অসংখ্যপ্রকার ছিল, তাহারও এই একটী অন্যতর প্রমাণ। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, স্বরযোগপদ্ধতি সংস্কৃতসঙ্গীতে অল্প আছে, কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম; সঙ্গীতপদ্ধতি ভিন্ন পুরাণাদি শাস্ত্রেও অনন্ত স্বরযোগভেদস্বীকার দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

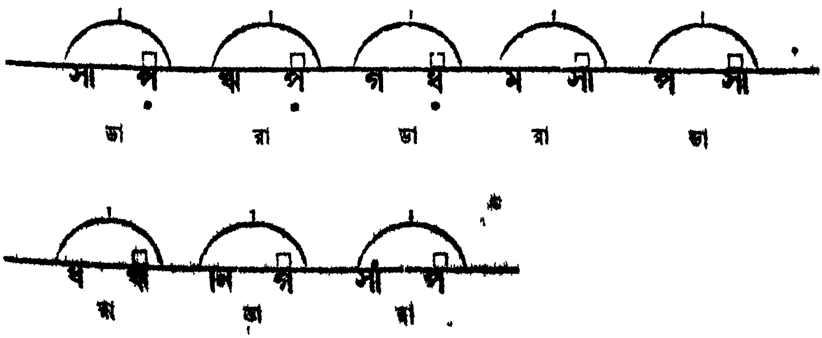
নিকটে শ্রবণবিরুদ্ধ হয়। সুর সংযোগপদ্ধতি স্বরলিপিবদ্ধ করিতে গেলে নিম্নলিখিত নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য (১)।



ধনুশ্চিহ্নই সংযোগালঙ্কারজ্ঞাপকচিহ্ন। যত প্রকার সুরসংযোগ-প্রণালী প্রদর্শিত হইল, তৎসমুদয় আমাদের সেতারে প্রয়োজন হয় না। তন্নিমিত্ত যে সংযোগগুলি সহজে এবং স্বল্পায়াসে সেতারে প্রদর্শন করাইতে পারা যায়, সেই গুলি নিম্নলিখিত নিয়মে ক্রমে সাধান যাইতেছে।

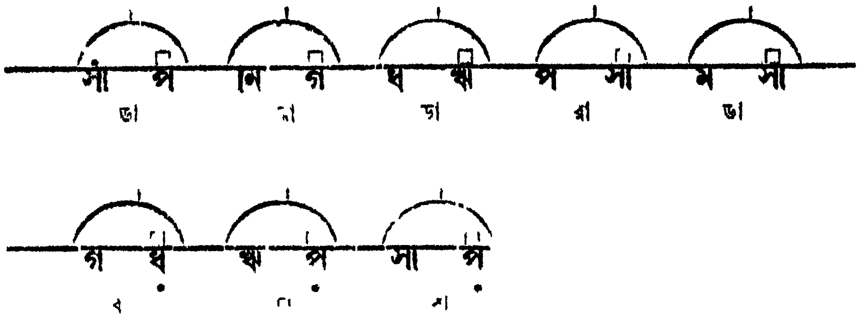
সংযোগ সাধন।

অনুলোম।

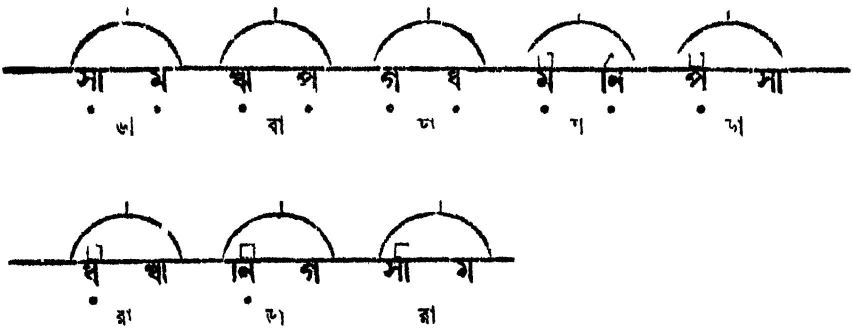


(১) এইরূপ সংযোগালঙ্কারপদ্ধতি [illegible] ব্যবহার করা যায়।

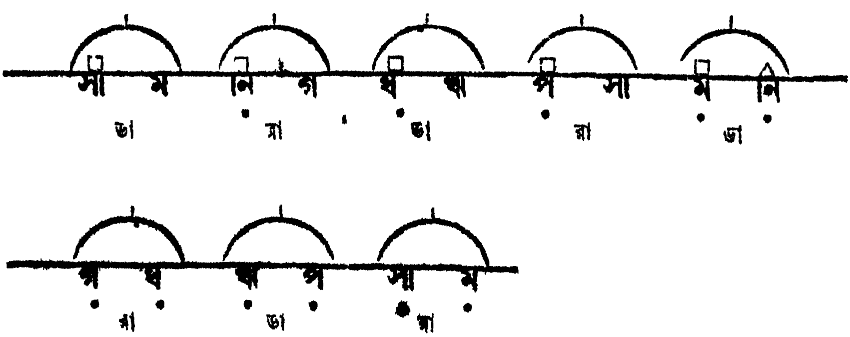
বিলোম।



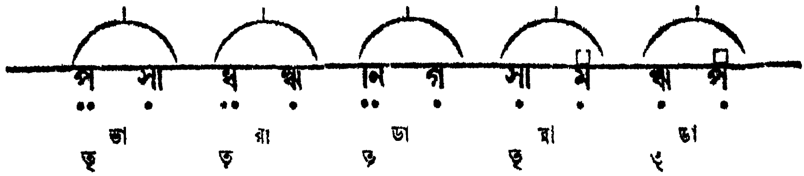
অনুলোম।

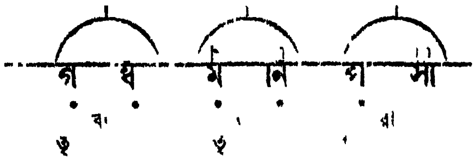


বিলোম।

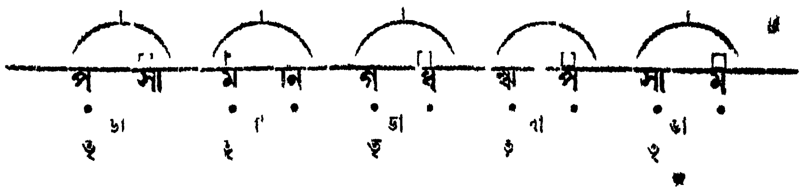


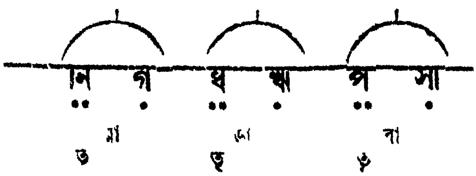
অনুলোম।





বিলোম।

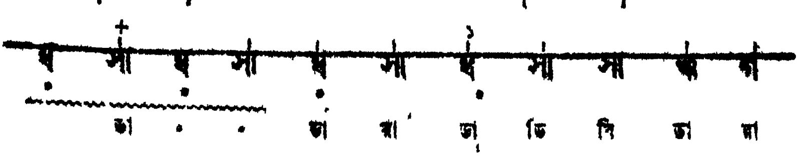


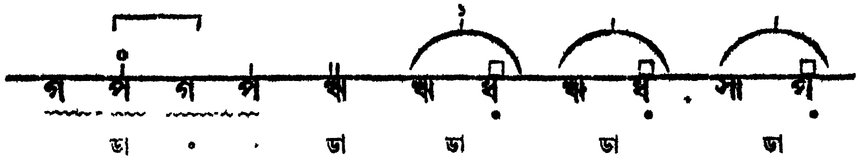


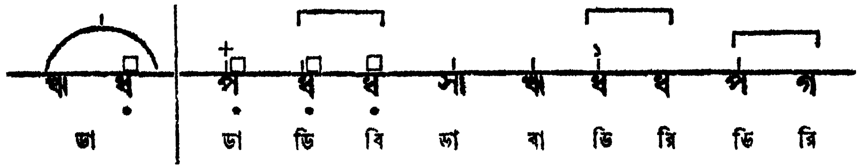
(৯৩)

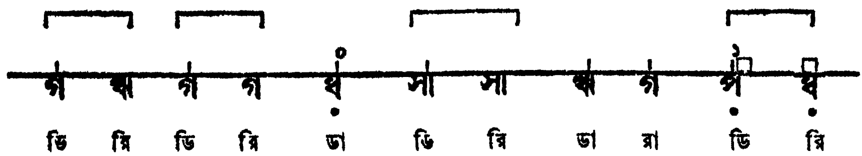
ভূপালী—খাড়ব।

শ্লথত্রিতালী।











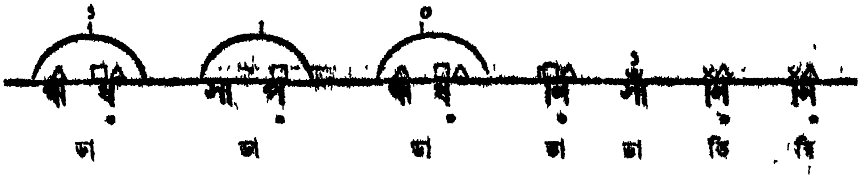
(১৪)

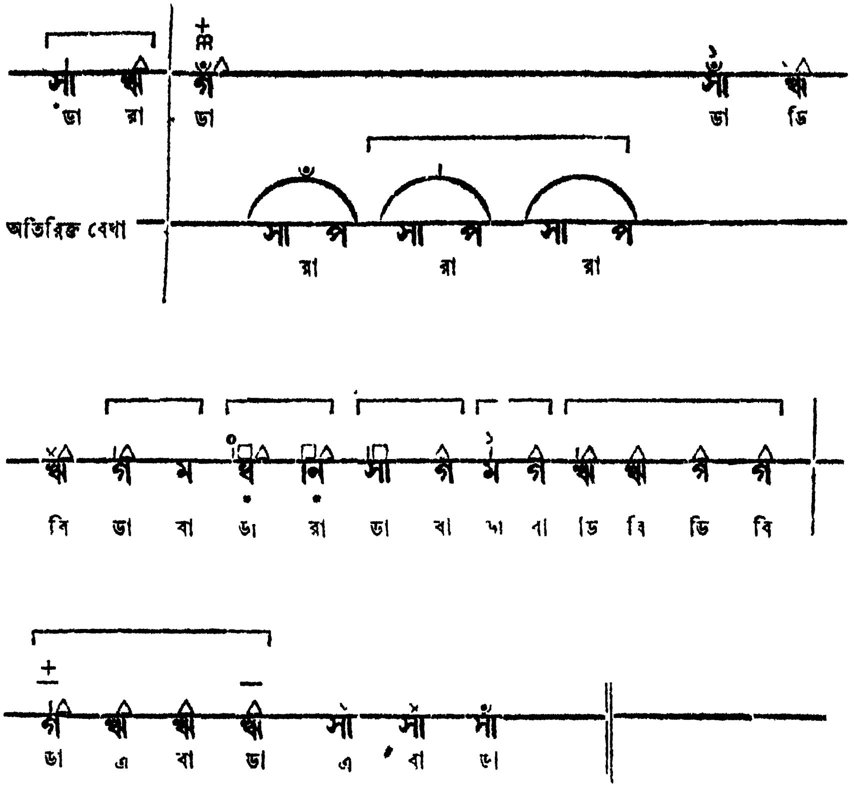
ভৈরবী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।
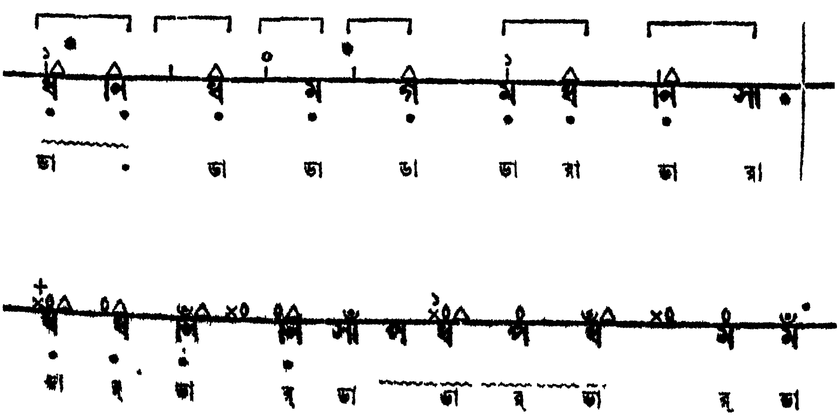
(ঋ গ ধ নি)

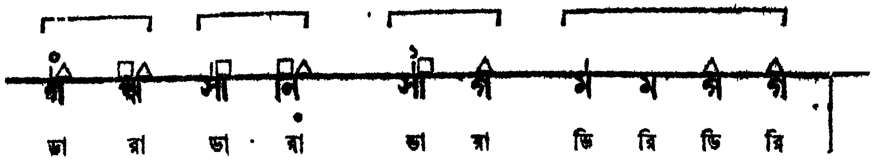
আস্থায়ী।

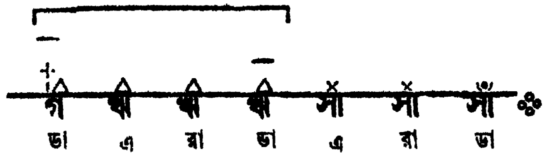




অন্তরা।



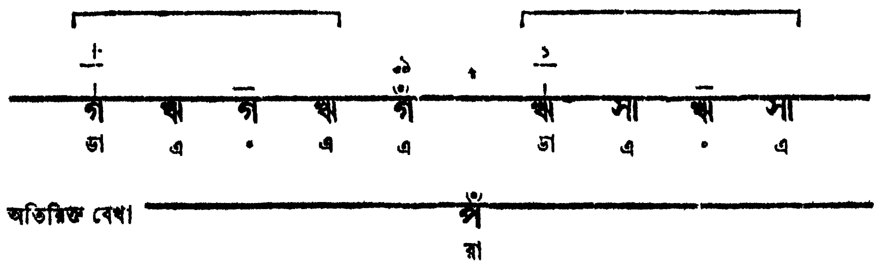


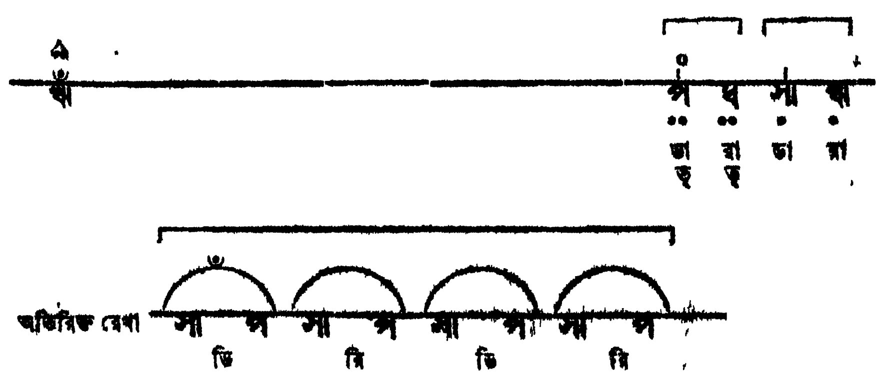


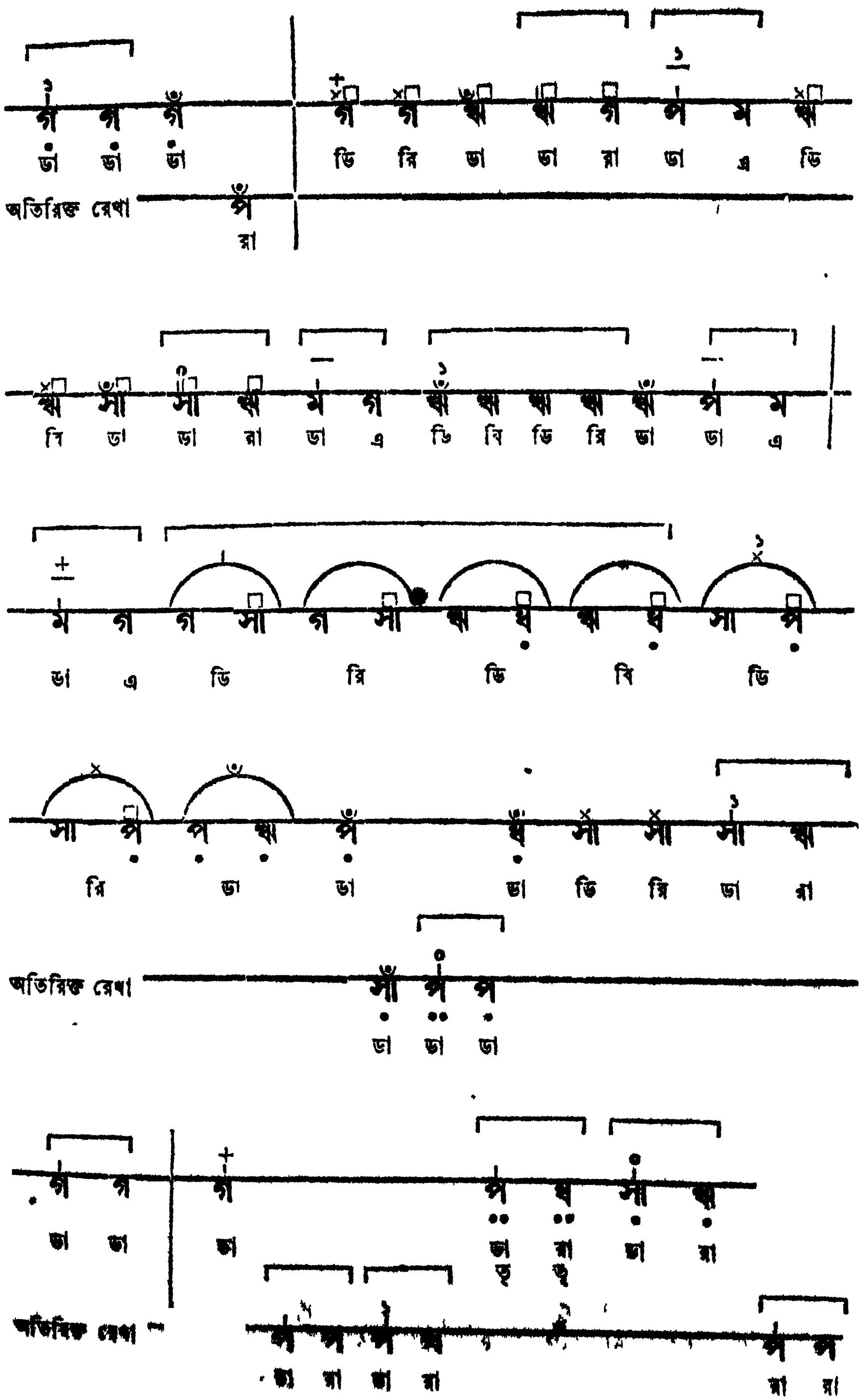
(৯৫)

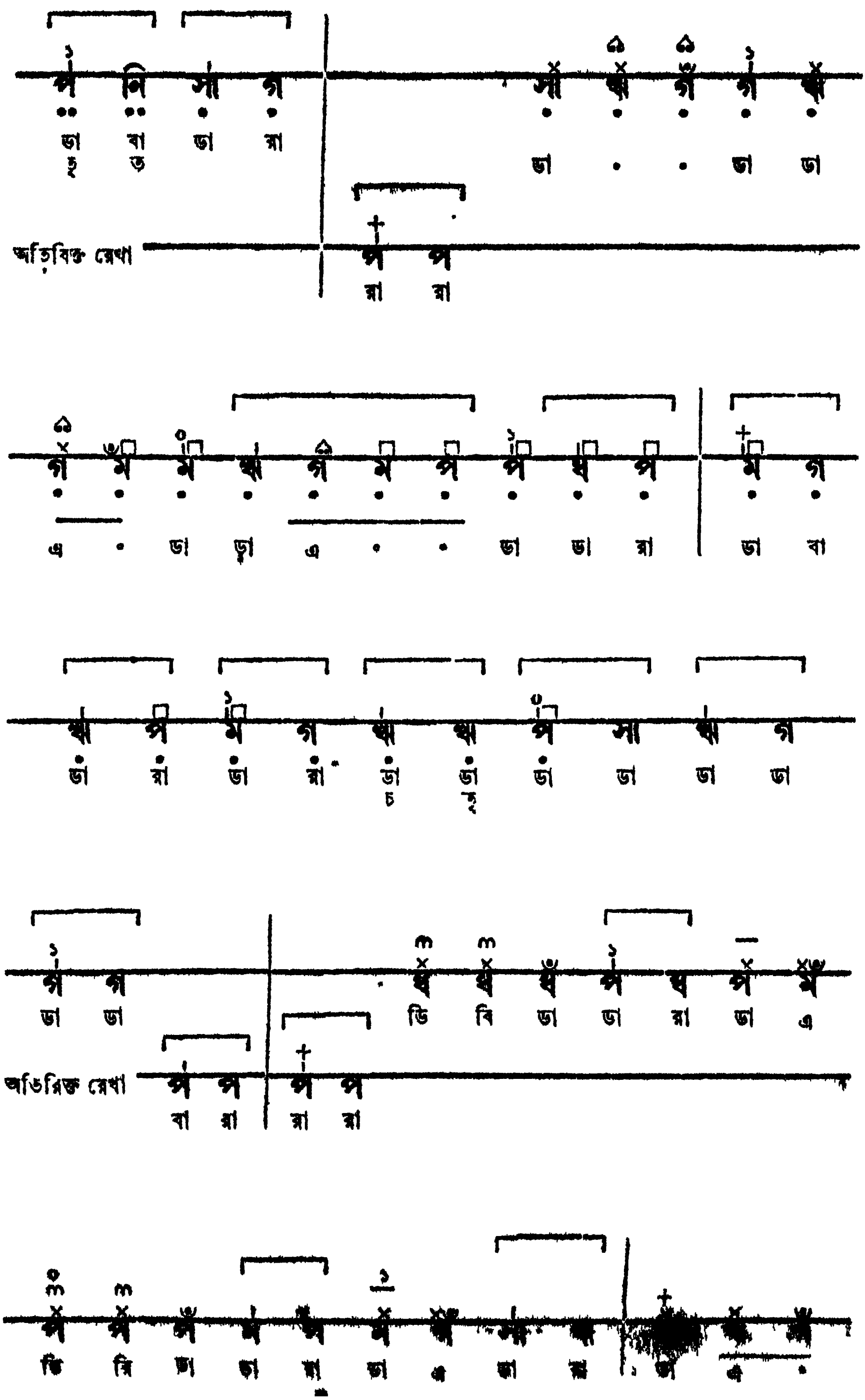
লুমঝিঝিট—সম্পূর্ণ।

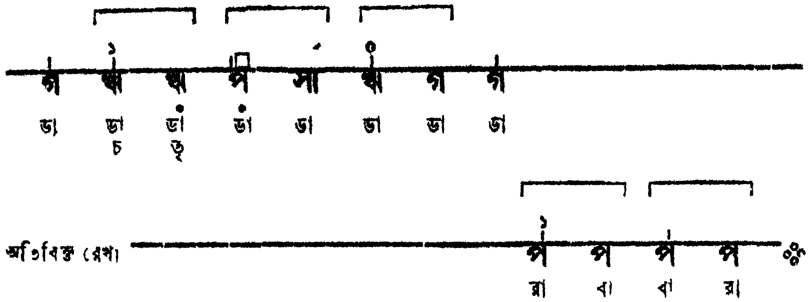
মধ্যমান।






অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা

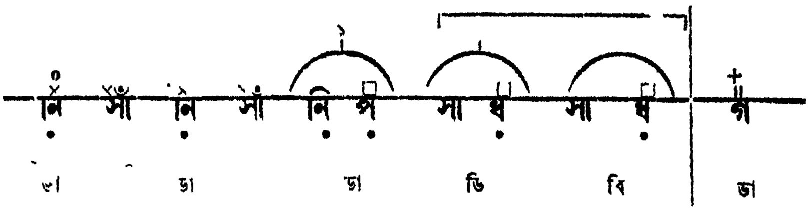

অতিরিক্ত রেখা
ডা বা ডা রা
ডা ডা ডা
রা রা
এ ডা ড়া এ ডা ডা রা ডা বা
ডা রা ডা রা ডা ডা ডা ডা ডা ডা
ডা ডা ডি বি ডা ডা রা ডা এ
অতিরিক্ত রেখা
বা রা রা রা
ডি রি ডা ডা রা ডা এ ডা রা ডা এ

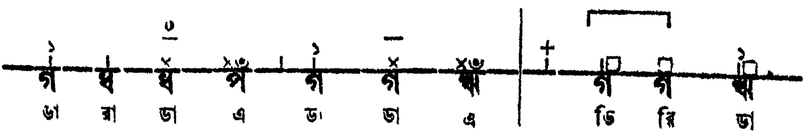


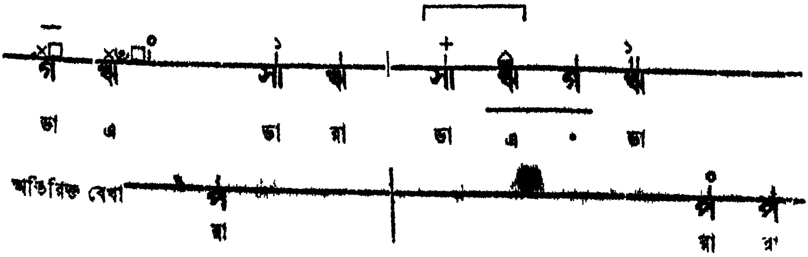
(৯৬)

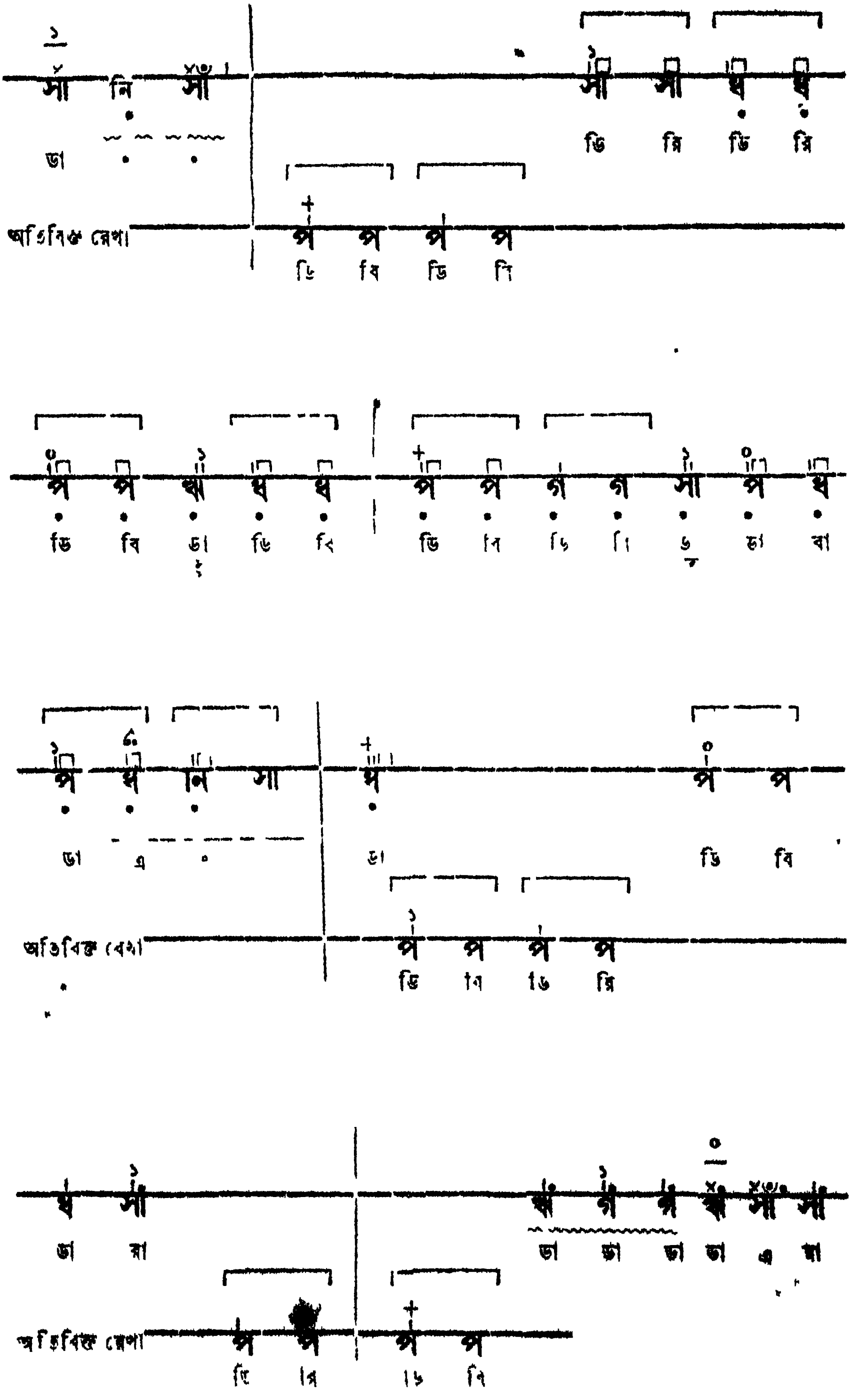
বিভাস—খাড়ব।

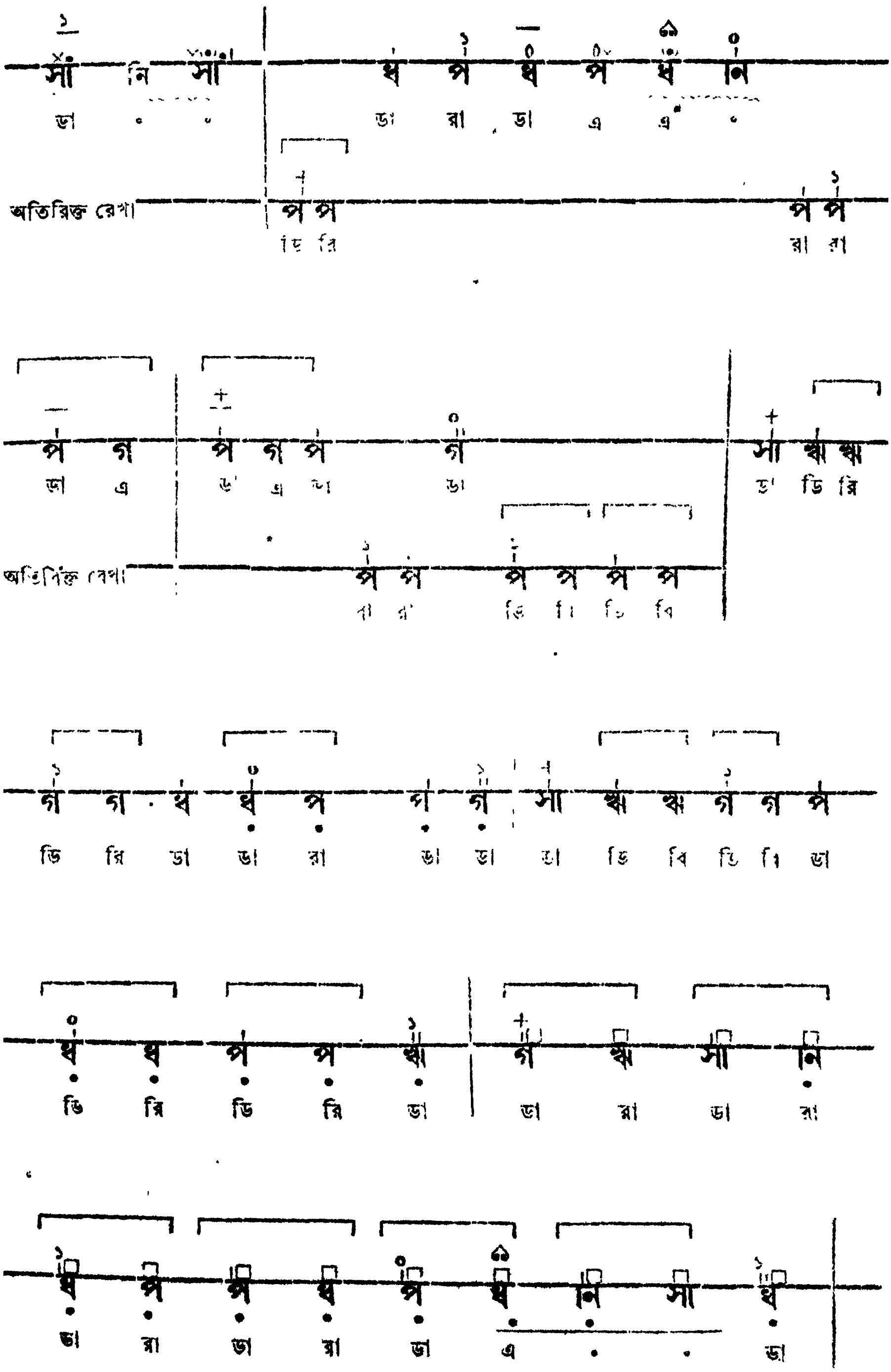
মধ্যমান।

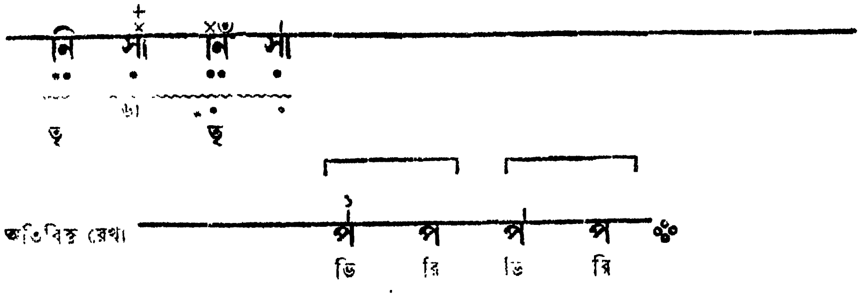




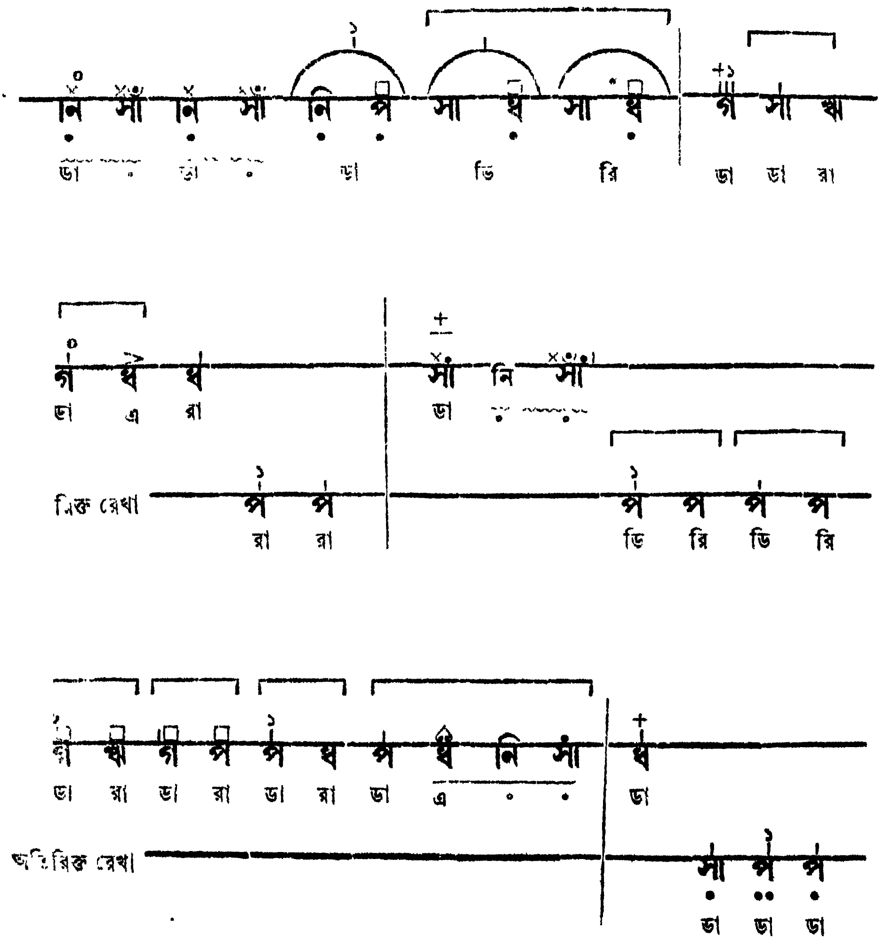


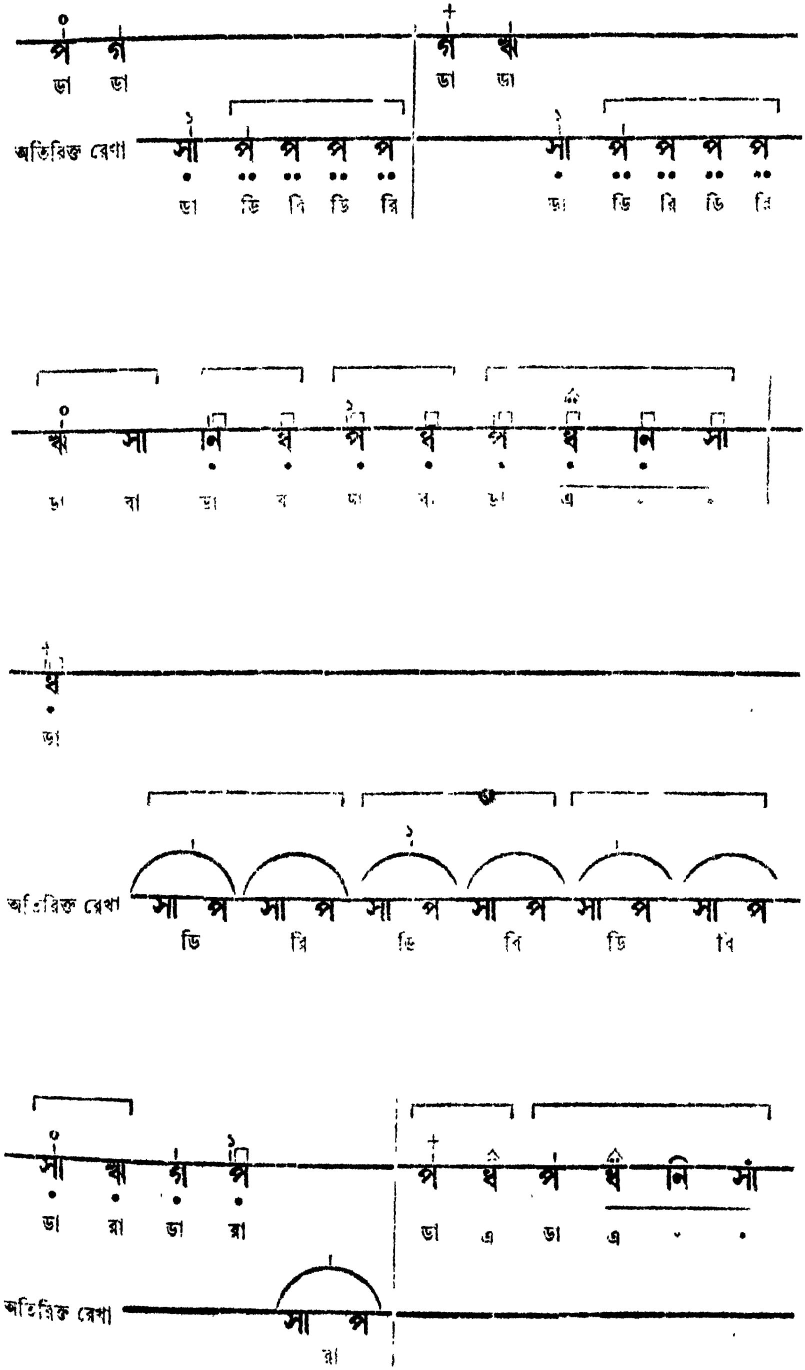

অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা

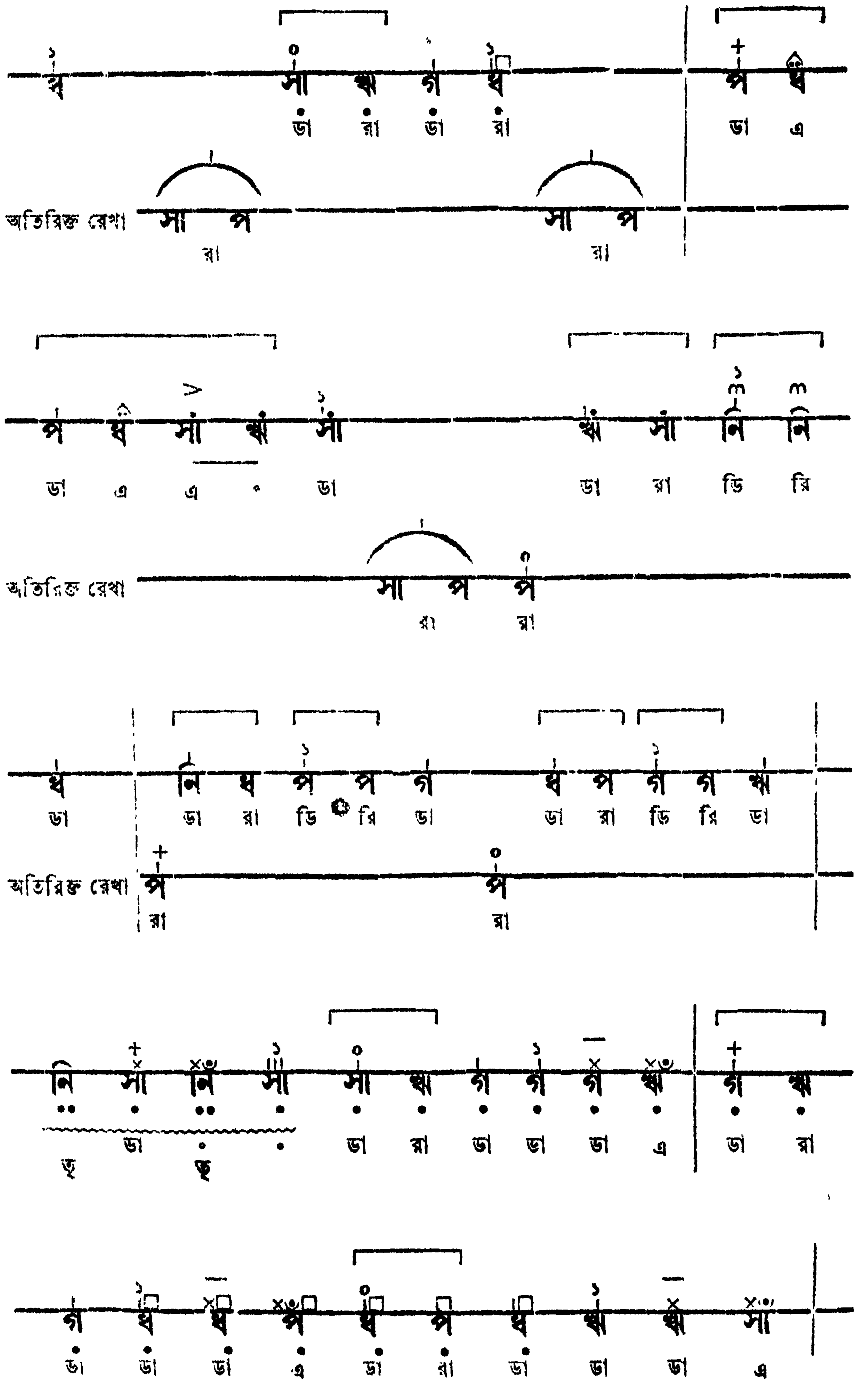

অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা

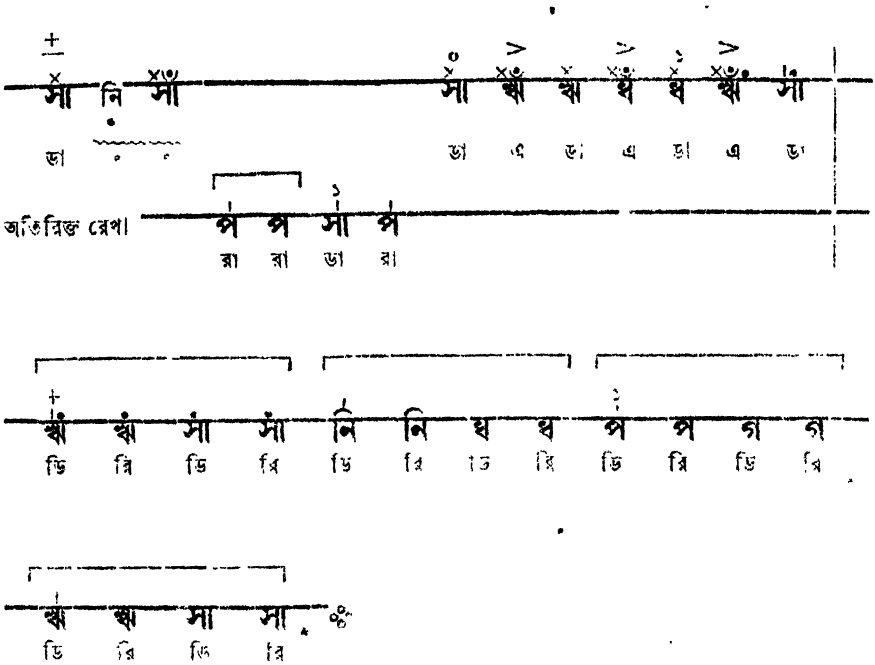


বিস্তার।




অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা


অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা



স্বরগ্রাম, স্পর্শ, কৃন্তন ও স্পর্শ-কৃন্তন প্রভৃতি সেতারবাদনোপযোগী ক্রিয়াসমূহের স্বরলিপি বুঝাইবার জন্য তদুপযোগী সাধনাসংযুক্ত কতকগুলি স্বরনিবন্ধনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, বোধ করি ঐ সকল স্বরনিবন্ধনী যাঁহারা যথারীতিতে মনোযোগপূর্ব্বক শিক্ষা করিবেন, তাঁহাদের স্বরলিপির মর্ম্ম বোধ এবং হস্তের জড়তা কিয়ৎপরিমাণে অপনোদিত হইবে। এক্ষণে স্বরনিবন্ধনীসম্বন্ধীয় অপরাপর কতকগুলি নিয়ম এস্থলে বিশেষ জানান কর্ত্তব্য। এপ্রকার অনেক স্বরনিবন্ধনী আছে, যাহা আস্থায়ী ও অন্তরা অনুসারে বিভক্ত হয় না, অর্থাৎ তাহাদিগের আস্থায়ী বা অন্তরা কিছুই নাই, প্রথম হইতে আরব্ধ হইয়া যথাস্থানে একেবারে পরিসমাপ্তি হয়, সেগুলিকে প্রস্তারিকা বা ক্রমান্বয়িকা বলে (১)। যথা :—

(১) শুদ্ধ স্বরনিবন্ধনী কেন, অনেক সংস্কৃত গীতও ঐরূপ আস্থায়ী এবং অন্তরা ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, সে সকল গীতও প্রস্তার নামে বিখ্যাত।

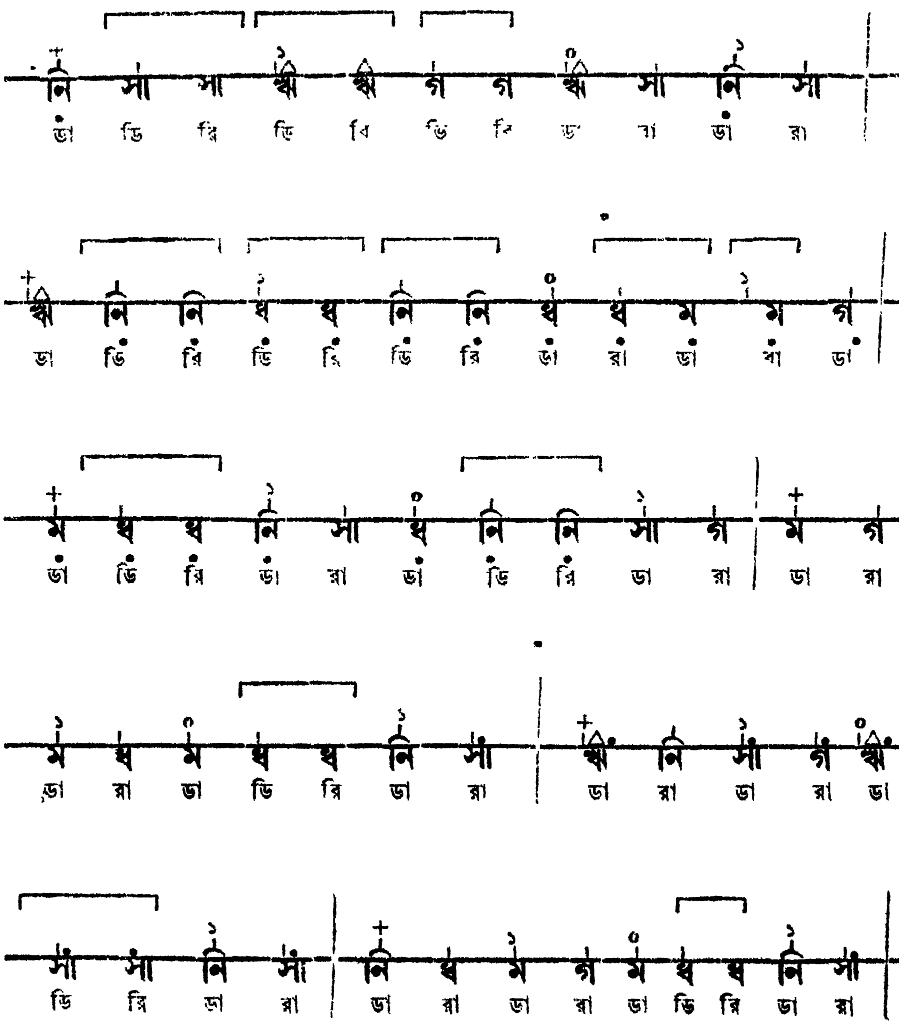
প্রস্তারিকা।

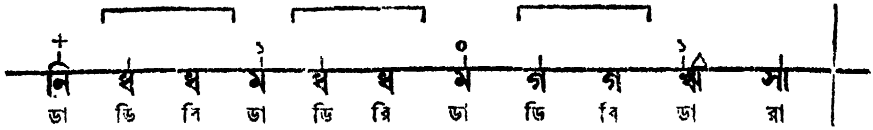
(৯৭)

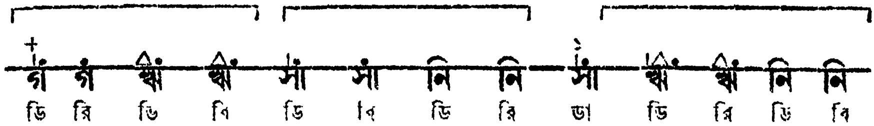
সোহিনী—খাড়ব।

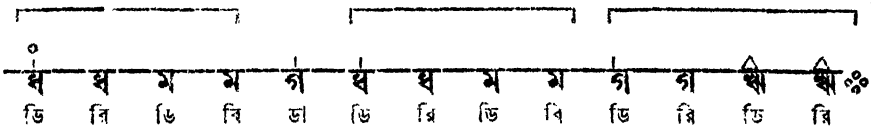
মধ্যমান।

(ঋ)









সামান্যতঃ স্বরনিবন্ধনীর তিনপ্রকার গতি হইয়া থাকে। যথা :— মন্থর-গতি, মণ্ডূক-গতি এবং গঙ্গাস্রোতো-গতি।

যে সকল স্বরনিবন্ধনী ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ এবং সুস্পষ্ট ভাবে যথা-লয়ে বাদিত হয়, সেই রীতির স্বরনিবন্ধনী সমূহকে মন্থরগত্যনুসারিণী বলে (১)। যথা :—

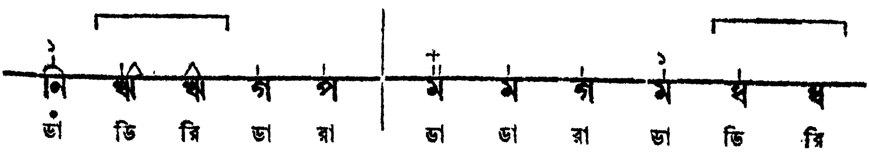
মন্থর-গতি।

(৯৮)

ললিত—সম্পূর্ণ।

শ্লথত্রিতালী।

(ঋ)



(১) এইপ্রকার স্বরনিবন্ধনীরীতিকে ইটালীয় ভাষায় এডাজুয়টীক্ ষ্টাইল্ (Adagiatic style) বলে।

ম ধ সা নি ধ প ম গ গ ম | ধ ধ
ডা রা ডা ড রা ডা রা ডি রি ডা | ডি রি

প ধ ম প গ নি সা ঋ গ ম ধ প
ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা ডা রা

ম প গ ম প ম | গ ম গ ঋ সা নি ঋ ঋ
ডা রা ডা রা ডা রা | ডা রা ডা রা ডা ডা ডি রি

গ গ গ ঋ সা সা সা সা সা
ডা এ ডা রা ডি ডি রি ডি রি

মণ্ডূক অর্থাৎ ভেক, যে প্রকার লম্ফন প্রদান পূর্ব্বক গমন করে, সেই রীত্যনুসারিণী স্বরনিবন্ধনীর গতিকে মণ্ডূকগতি বলে (১)। যথা :—

মণ্ডূক গতি।

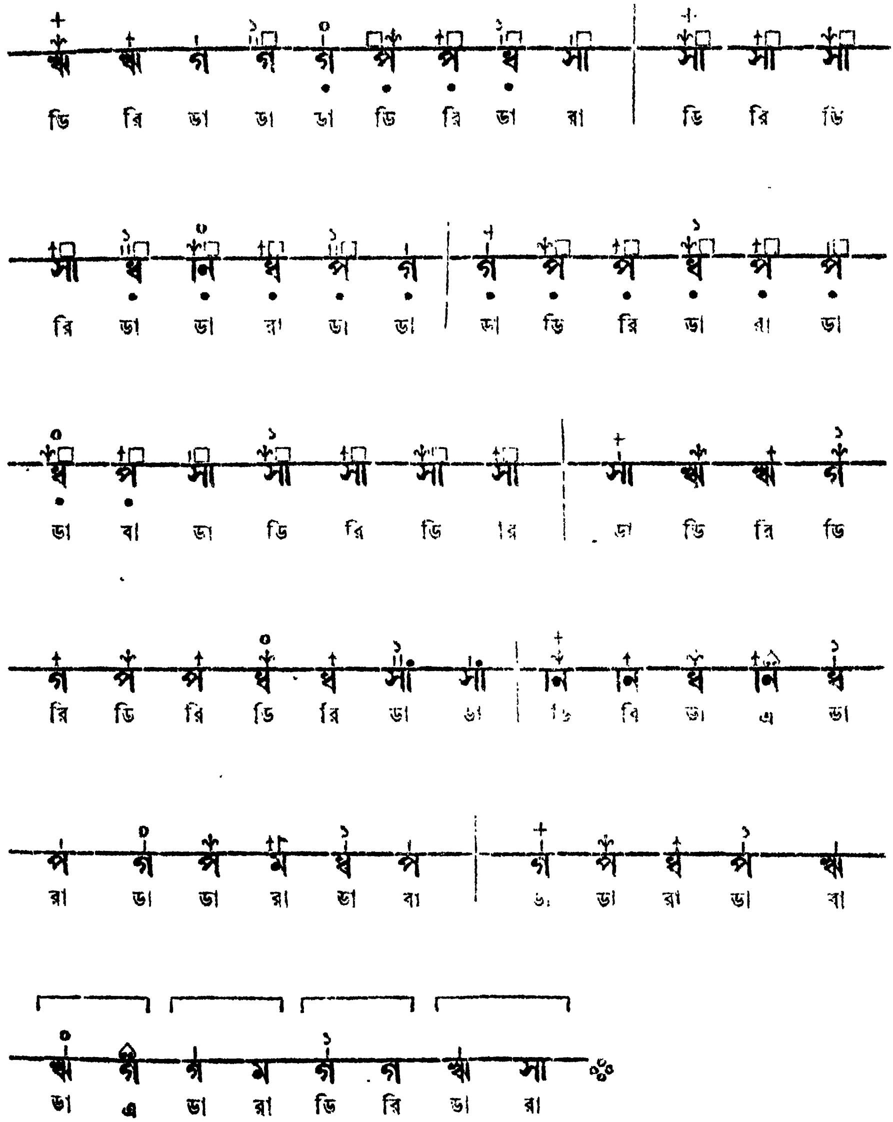
(৯৯)

ইমন-কল্যাণ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

সা ধ ধ প প গ প গ প গ ঋ সা |
ডা ডি রি ডা রা ডা এ ডা এ ডা এ রা

(১) ইটালীয় ভাষায় উহার নাম আর্‌পিজিওটীক্‌ ষ্টাইল (Arpeggiotic style)।



গঙ্গার স্রোতের ন্যায় দ্রুত যে স্বরনিবন্ধনীর গতি, তাহাকে গঙ্গা-স্রোতগতি কহে (১)। যথা :—

(১) ইটালীয় ভাষায় এলিগ্রোটিক ষ্টাইল (Allegrotic style) বলে।

গঙ্গাস্রোত গতি।

(১০০)

সিন্ধুড়া—সম্পূর্ণ।

দ্রুত ত্রিতালী।

(গী নি)

নি সা সা ঋ ম ঋ ম প ধ ধ সা সা
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডি রি

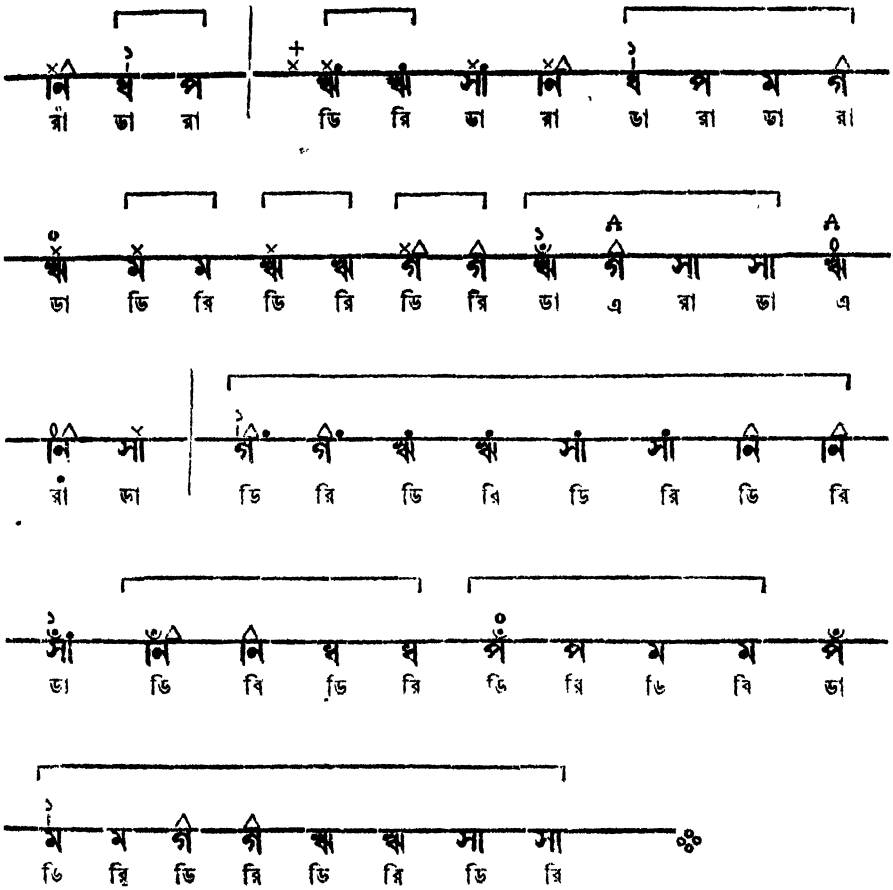
ধ ধ নি নি ধ নি প প ধ ম প
ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা

সা সা সা ধ ধ নি প ধ ম প ধ ধ প প
ডা র্ ডা ডা র্ ডা ডা র্ ডা রা ডি রি ডি রি

ম প গ গ ম ঋ ঋ ৹
ডা এ রা ডা এ রা ডা

বিস্তার।

ম প প নি সা ঋ গ ঋ সা ঋ ঋ সা
ডা ডি রি ডা রা ডা এ ডা রা ডি রি ডা



"রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ"। অর্থাৎ কাব্য অথবা সঙ্গীত শ্রবণাদিকালে সহৃদয়ের অন্তঃকরণে যে অভূতপূর্ব্ব অনন্যদৃশ একপ্রকার নিবিড় আনন্দোদয় হয়, এমন কি অন্তঃকরণই যে অপূর্ব্ব আনন্দাকারে পরিণত হইয়া যায়, সেই নিবিড় আনন্দই রস। পরন্তু কাব্য-রস ও সঙ্গীত-রস উভয়বিধ রসই আস্বাদ্য হইলেও কারণকলাপের ভেদপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইয়া থাকে। নায়ক, নায়িকা, চন্দ্র, চন্দন, কোকিল-কূজিত ও ভ্রমরঝঙ্কারাদি কারণসঙ্কলনে কাব্যরসের উদয় হয়; সঙ্গীত-রস সেরূপ নহে, স্বর, মূর্চ্ছনা, তাল ও লয়াদিতে এই রস সম্ভূত হইয়া থাকে। এবং সঙ্গীতে সামান্যতঃ আটপ্রকার রস ব্যবহৃত হয় যথা :—

শৃঙ্গার, বীর, করুণ, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। কাব্যে করুণ ভিন্ন শান্তি নামে আরও একটী রস স্বীকৃত আছে, ফলতঃ ঐ উভয়বিধ রসই একটী ক্রমের শাখাস্বরূপ হইলেও সংস্কৃতগ্রন্থকর্ত্তারা শান্তিকে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করেন। তন্মধ্যে যন্ত্রগীতে করুণ ও বীর রস ভিন্ন প্রায়ই অন্যবিধ রসের সমাবেশ দেখা যায় না। যে বাদ্য শুনিলে সহসা মন অতিশয় দ্রবীভূত হইয়া করুণায় আপ্লুত হয়, সেই সকল বাদ্যই করুণরসাত্মক। এবং যে সকল বাদ্য শুনিলে মন অতিশয় প্রোৎসাহিত হইয়া যুদ্ধাদি কার্য্যে যোদ্ধৃবর্গের প্রবৃত্তি প্রসব করে, সেই সকল বাদ্য বীর রসাত্মক।

ছন্দোলঙ্কার।

বিবিধ মাত্রানুযায়িক কতকগুলি স্বরানুগত বর্ণ বা শুদ্ধস্বরকে যথানিয়মে রাগ এবং তালের অনুসারী করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে আবদ্ধ করাকে বিজ্ঞানেশ্বর, বিদ্যাধর, শিবকিঙ্কর প্রভৃতি সঙ্গীত গ্রন্থকর্ত্তারা ছন্দোলঙ্কার বলেন (১)। এইরূপ অলঙ্কারপদ্ধতি স্বরনিবন্ধনী, শ্রেষ্ঠালঙ্কার ইত্যাদির সহিত সুচারুরূপে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। গীতাদির স্বরৈকরূপতা (২) বিনাশনিবন্ধন নানাগতিপ্রদর্শন জন্যই ছন্দোলঙ্কারের প্রয়োজন। কবিকল্পদ্রুমকর্ত্তা বোপদেব বলেন, ছদ ধাতুর অর্থ সম্বরণ, সুতরাং রসভাবাদিকে এক এক পরিচ্ছেদে সংবৃত করার নামই ছন্দঃ। সেইরূপ সঙ্গীতেও কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বর ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে মাত্রানুযায়িক সম্বদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে বিভিন্ন

(১) বিশিষ্টমাত্রাসন্দর্ভং ছন্দোঽলঙ্কারলক্ষণং। তেষাং প্রবন্ধো গীতাদৌ প্রয়োগে সুমনোহরঃ॥ ইতি সঙ্গীতরত্নাবল্যাং। অপি চ, স্বরজাত রাগ সম যাহার আকার। যতিমাত্রাসহকারে উচ্চারণ যার॥ শ্রবণমধুর যাহা হৃদয়রঞ্জন। তাহাকে কহেন ছন্দঃ আদি কবিগণ॥ ইতি নর্ম্মালবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি প্রণীত বাঙ্গালা ছন্দোমালা গ্রন্থে।

(২) ইংরাজী ভাষায় যাহাকে "মনটনী" (Monotony) বলে।

ছন্দোরূপে প্রতিপন্ন হয় (১)। ছন্দোমঞ্জরীকর্ত্তা সামান্যতঃ দুই-প্রকার ছন্দের নাম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা :—জাতি এবং বৃত্ত। কেবল অক্ষর গণনায় যে ছন্দঃ নিবদ্ধ হয়, তাহার নাম বৃত্ত, যেমন বসন্ততিলক ইত্যাদি। লঘু গুরু মাত্রানুযায়িক বর্ণনিবদ্ধ ছন্দের নাম জাতি, যেমন আর্য্যা, গীতি, উপগীতি প্রভৃতি। ছন্দঃশাস্ত্রকর্ত্তারা লঘু এবং গুরু এই দুইমাত্র মাত্রা ব্যতীত অর্দ্ধ অথবা দ্রুত এবং প্লুত ইত্যাদির নামও ছন্দঃশাস্ত্রে উল্লেখ করেন নাই, পরন্তু আমাদিগের সঙ্গীতশাস্ত্রমতে অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু এবং প্লুত এই পাঁচপ্রকার মাত্রার নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। একমাত্রা কালের নাম লঘু, যেমন
। । । । ।
অ ই উ ঋ ঌ ইত্যাদি। একমাত্রা কালের পর হইতে ত্রিমাত্রা কালের
।৩ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত সমুদয়ই গুরু, যেমন অচ্, আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ, এ, ঐ,
॥ ॥ ॥৩
ও, ঔ, এচ্ ইত্যাদি। আর ত্রিমাত্রা হইতে যত অধিক মাত্রা হইবে,

(১) ছন্দঃ যে সঙ্গীতের পক্ষে কতদূর প্রয়োজনীয়, অথবা ছন্দঃ না হইলে সঙ্গীত যে একেবারে হয়ই না, তাহার প্রমাণ " নাথন্ " প্রভৃতি ইংরাজী সঙ্গীত অধ্যাপকেরাও সুবিস্তার রূপে স্বীকার করিয়াছেন। " নাথন্ " সাহেব বলেন :—"Music is designated for nobler purposes than merely to please the ear; she is intended to speak to the judgement. But unaided by good poetry, her spell is partly broken, and the bright wreath of her fame droops and withers. Pure composition unites music and poetry in indisoluble bonds; and so intimate is their connection, so equal their value, so indispensable the strictness of their union, that the rules of sense and propriety render them the echo of each other."

"From the strict regard paid by the ancients to their long and short syllables, Tartini supposes, 'they could not have prolonged any note beyond the time allowed to the syllable, and from this cause a fine voice would be unable to display its powers by passing rapidly from syllable to syllable to prevent the loss of time.'" অপিচ ইউয়ার্ড সাহেব বলেন, "Metre

সমুদয়ই প্লুত। অর্দ্ধমাত্রার নাম দ্রুত, যেমন কঁ, তদর্দ্ধের নাম অনুদ্রুত, অর্থাৎ কবিতাদির পাদান্তে অথবা পাদমধ্যে অথবা ছন্দোনুযায়িক ইচ্ছাধীন যে জিহ্বার স্বল্প বিশ্রাম, তাহাকে সঙ্গীতশাস্ত্রমতে অনুদ্রুত বলে, অনুদ্রুত শব্দ ছন্দোগ্রন্থে যতিশব্দ বাচ্য (১)। এই সকল মাত্রাজ্ঞাপন জন্য লঘুর স্থানে "ল" গুরুরস্থানে "গ" প্লতেরস্থানে "প" দ্রুতের স্থানে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) বা অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন (২) এবং যতির এইরূপ চিহ্ন (٥) স্থিরীকৃত আছে।

ছন্দোগ্রন্থেও লঘুর পরিবর্ত্তে "ল" এবং গুরুর পরিবর্ত্তে "গ" মাত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে (৩)। ছন্দোমঞ্জরীকর্ত্তা বলেন, অনুস্বারযুক্ত "নং" ইত্যাদি, দীর্ঘ বর্ণযুক্ত "গী" ইত্যাদি, বিসর্গযুক্ত "নঃ" ইত্যাদি, আর সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ (যেমন কল্পের "ক"), অর্থাৎ "ল" এবং "প" এই দুইটী বর্ণ সংযুক্ত হইয়া "ল্প" হইয়াছে, এই

---

is allowed to have this effect in poetry, and whynot in music? It is very well known that a mere transposition of key without a change in the time has very little power on the spirits of the hearer."

(১) যতির্জ্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে। সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া॥ কচিচ্ছন্দস্যান্তে যতিরভিহিতা পূর্ব্বকৃতিভিঃ পদান্তে সা শোভাং ব্রজতি পদমধ্যে ত্যজতি চ। পুনস্তত্রৈবাসৌ স্বরবিহিতসন্ধিঃ শ্রয়তি তাং যথা কৃষ্ণঃ পুষ্ণাত্বতুলমহিমা মাং করুণয়া॥ ইতি ছন্দোগোবিন্দনামকগ্রন্থে॥ অপি চ কূটপাটৈরেকরূপৈরচিতোঽপ্যন্তকোমলঃ। বিরামৈর্বহুভিস্তালচ্ছন্দোভির্বজনোজ্জ্বলৈঃ॥ যো বাদ্যস্তে তদা তালৈর্যতিরিত্যভিধীয়তে॥ ইতি নর্ত্তকনির্ণয়ে॥

(২) তদর্দ্ধং দ্রুতমিত্যুক্তং তদর্দ্ধঞ্চাপ্যনুদ্রুতং। অনুদ্রুতফলং কাপি বিরামানুদ্রুতে ইতি। দ্রুতাদৌ পরিভাষেয়ং দ্রুতাচ্চ নাদবিন্দুবু॥ লকারে লঘুরেকঃ স্যাৎ গকারে তু গুরুর্মতঃ। পকারে প্লুতমুদ্দেয়ং গণভেদাস্তথাপরং॥ গণৈর্লঘুগুরুজ্ঞানং মকারাদিভিরষ্টভিঃ। ছন্দঃশাস্ত্রে বেদ্যামেবং তত্র ন স্তঃ প্লুতদ্রুতৌ॥ মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ। জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ। ইতি সঙ্গীতরত্নাবল্যাং॥

(৩) গুরুরেকো গকারস্ত লকারো লঘুরেককঃ। ইতি ছন্দোমঞ্জর্য্যাং।

সংযুক্ত "প্লের" পূর্ব্ব "ং" এই বর্ণটী গুরুরূপে প্রতিপাদিত হয়। পাদের অন্তস্থিত অর্থাৎ পাদের শেষবর্ণ কখন গুরু কখন বা লঘুরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে (১)। সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থকর্ত্তারা কেবল ব্যঞ্জন বর্ণ অর্থাৎ খণ্ড অক্ষরকে অক্ষর বলিয়াই স্বীকার করেন না, অথচ ঐ ব্যঞ্জন বর্ণকে অর্দ্ধমাত্রা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে ক্রুটি করেন নাই। ছন্দোবন্ধে ঐ অর্দ্ধমাত্র বর্ণ ধর্ত্তব্য মধ্যেই পরিগণিত হয় নাই, এটী আমাদের মতবিরুদ্ধ। যথা :—অ কৃ। সঙ্গীতমধ্যে অক্ এই পদে সার্দ্ধমাত্রার নির্বাচন আছে। ছন্দঃকর্ত্তাদিগের মতে উহাতে একটী মাত্র মাত্রা ধর্ত্তব্য, খণ্ডবর্ণ কৃটী পরিগণিত হয় না, পরন্তু শ্লোকাদির মধ্যে ঐ অক্ শব্দটী থাকিলে তাঁহারা ঐ কৃটীর পরস্থিত কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত উহার সংযোগ কল্পনা করিয়া কথিত কৃটীর পূর্ব্ববর্ণ অটীকে গুরুবর্ণ বলেন, বলুন্, যেমন অকৃত, তাহা আমাদিগেরও মত বটে কিন্তু গুরু বলিয়া তাহাতে তুইটী মাত্রা স্থির করেন, এটী নিতান্তই বিরুদ্ধ। দ্বিমাত্র বলিলেই তাহাকে দীর্ঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহাও তাঁহারা করেন। গুরু বর্ণকে দীর্ঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যে, কেবল আমাদিগের সঙ্গীতশাস্ত্রেরই মতবিরুদ্ধ এমত নহে, সর্ব্বশাস্ত্রবোধের দীপতুল্য অতুল্য ব্যাকরণ শাস্ত্রেরও মতবিরুদ্ধ। কি পাণিনিকার, কি কলাপপ্রণেতা, কি সংক্ষিপ্তসারকর্ত্তা, কি মুগ্ধবোধরচয়িতা সকলেই ইহার বিপরীতবাদী। ইহাঁদের প্রত্যেকেরই মত একমাত্র বর্ণ লঘু তদতিরিক্ত সকলই গুরু। সুপ্রসিদ্ধ মেদিনীকার অলঘুরই গুরুত্ব স্থির করেন, সুতরাং প্লুতেরও গুরুসংজ্ঞার ব্যাঘাত নাই, পরন্তু দ্বিমাত্র বর্ণমাত্রেরই দীর্ঘসংজ্ঞা আছে অন্যের নাই। দীর্ঘকে গুরু বলা যায়,

(১) সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ। বর্ণঃ সংযোগপূর্ব্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা॥ ইতি ছন্দোমঞ্জর্য্যাং॥ অপি চ সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গসংমিশ্রং। বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু পদান্তস্থং বিকল্পেন॥ ইতি মহাকবিকালিদাসপ্রণীতশ্রুতবোধে॥

কিন্তু গুরুকে দীর্ঘ বলিতে পারা যায় না। গুরু ব্যাপক, অর্থাৎ বহু-ব্যাপী, যেমন অক্, আ আক্ ইত্যাদি। দীর্ঘ ব্যাপ্য, অর্থাৎ স্বল্পব্যাপী, যেমন আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ ইত্যাদি। ঐ ব্যাপ্যব্যাপক ভাবাপন্ন গুরু ও দীর্ঘকে কি প্রকারে একরূপ বলা যাইতে পারে(১)। সহৃদয় ব্যক্তি বিবেচনা করিবেন, এক স্থলে "ধত্তে" এই একটী শব্দ আছে, সঙ্গীতশাস্ত্রমতে তাহার এইরূপ গণনা করা যায়, যথা :—"ধ" একমাত্র, ৎ অর্দ্ধমাত্র তে (২) দ্বিমাত্র, সাকল্যে এই সার্দ্ধ তিনমাত্রা এই স্থলে পরিগণিত হইয়া থাকে। ছন্দোগ্রন্থকর্ত্তারা ঐ "ধত্তের" স্থলে "ধ" ইহা সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ হেতু দ্বিমাত্র, এবং "ত্তে" ও দ্বিমাত্র, সাকল্যে এই চারিমাত্রা নির্ণয় করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, "ধত্তে" এই পদের পরিবর্ত্তে যদি "ধাত্তে" এই অপভ্রংশ পদ প্রযুক্ত হয়, তাহাতে ও

(১) বিশেষতঃ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে তদ্ধিতপ্রকরণে এরূপ লিখিত আছে, নীকোর্ষাৎ সঃ যস্থি। অস্যার্থঃ যদি ত্ব পরে থাকে, তাহা হইলে লিঙ্গের ইক্ অর্থাৎ ই, উ, ঋ, ঌ এই চারি হ্রস্ব বর্ণের পর দন্ত্য স থাকিলে তাহা মূর্দ্ধন্য ষ হয়, কিন্তু দীর্ঘের পর হয় না। উদাহরণ যথা :—যজুষ্ট্বং যজুস্ শব্দের পর ত্ব প্রত্যয় করিলে উক্ত সূত্র দ্বারা দন্ত্য সকার-স্থানে মূর্দ্ধন্য ষকার হইয়া উক্ত পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, যদি গুরুকেই দীর্ঘ বর্ণ বলেন, তাহা হইলে স ত্ব এই সংযোগের পূর্ব্বে যে যজুর উকার আছে, উহা গুরু বটে, কিন্তু তাহাকে দীর্ঘ বলিলে দন্ত্য সকারস্থানে মূর্দ্ধন্য ষকার হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত পদ সিদ্ধ হয় না। অপি চ কালাপীয় ব্যাকরণেও ঐরূপ সূত্র দৃষ্ট হয়, যথা :—হ্রস্বাত্ত্বাদৌ তদ্ধিতে নাম্নঃ হ্রস্বাৎ পরস্য সস্য ত্বাদৌ তদ্ধিতে নাম্নো বিহিতঃ সঃ ষো ভবতি। বপুষ্ট্বং বপুষ্ট্বং ইত্যাদি। হ্রস্বাদিতি কিং গীস্ত্বং ইত্যাদি। ইতি দুর্গসিংহকৃতকালাপীয়পরিশিষ্টে॥

(২) বস্তুতঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে "ধত্তে" এই স্থলেতে (ধ্ অ ৎ ত্ এ) সার্দ্ধ চতুর্মাত্রা ধরিতে পারা যায়, পরন্তু কালাপীয় সূত্রদর্শনে সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, কালাপীয় সূত্র যথা :—ব্যঞ্জনমস্বরং পরং বর্ণং নয়েৎ। ব্যঞ্জনং পরং [illegible] নয়েৎ ন তু স্বরং ব্যঞ্জনমস্বরম্ স্বরঃ স্বয়ং রাজতে হি। অস্য টীকা

তাঁহাদিগের মতে চারিটী মাত্রা গণনা করিতে হইবে। এস্থলে সহৃদয় ব্যক্তি কি বোধ করেন "ধত্তে" এই পদটীতে যত মাত্রা (ছন্দোগ্রন্থকর্ত্তৃদিগের মতানুযায়িক চারিমাত্রা), "ধাত্তে" ইহাতেও কি সেই চারি মাত্রা আছে? এ কি নিতান্ত অনুভববিরুদ্ধ হয় না? "ধাত্তের" ধয়ে আকার সংযুক্ত হেতু অপেক্ষাকৃত কি তাহার মাত্রাগত আধিক্য বোধ হইবে না?

কথিত নিয়মানুসারে যদিও ছন্দোগ্রন্থকর্ত্তৃমহাশয়দের সঙ্গে স্বল্পব্যাপী দীর্ঘ ইত্যাদি মাত্রার পরিমাণ-গ্রহণানুগত আমাদের মতভেদ হয় বটে, কিন্তু বহুব্যাপী লঘুগুরুসংজ্ঞাদি বিষয়ে আমাদের সহিত তাঁহাদের কোন অমিলই নাই, সে সমুদয়ই একরূপ। কথিত হইয়াছে কেবল অক্ষর গণনায় বসন্ততিলকাদি যে সকল ছন্দঃ প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের নাম বৃত্ত বা অক্ষরাবৃত্ত। এই বৃত্তের প্রত্যেক চরণে একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, ত্র্যক্ষর প্রভৃতি নানারূপ অক্ষর-সংখ্যাবিন্যাসানুক্রমে বহুবিধ ছন্দঃ হইয়া থাকে। আমাদিগের সঙ্গীতমতে মধ্যমান (১) নামে একটী তাল আছে। মধ্যমানের প্রত্যেক চরণে এক একটী গুরুমাত্রা ব্যবহার্য্য। যথা:—

॥ ॥ ॥ ॥
আ, আ, আ, আ। ছন্দঃশাস্ত্রেও মধ্যমানের অনুরূপ একাক্ষরাবৃত্তি শ্রীছন্দঃ। শ্রীছন্দের প্রত্যেক পাদ এক একটী গুরু বর্ণ দ্বারা সম্পা-

॥ ॥ ॥ ॥
দিত হয়। যথা:—ও, মা, এ, সো। রত্নাবলীর দর্পণতালের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে।

ত্রিলোচনদাসকৃতাকালাপীয়পঞ্জিকায়াং। ন তু স্বরমিত্যাদি, হি শব্দো যস্মাদর্থে যস্মাৎ স্বরঃ স্বয়ং রাজতে অসহায়োঽপ্যর্থং প্রতিপাদয়তি তস্যানুযায়ী ন ভবতি ব্যঞ্জনং পুনরন্বগ্ অনুগচ্ছতীতি অনুযায়ী ভবতি স্বাতন্ত্র্যোণার্থপ্রতিপাদনে সামর্থবিরহাৎ। তথাচোক্তং ব্যঞ্জনান্যন্বযায়ীনি স্বরা নৈবং যতো মতাঃ। অপরঞ্চ হলপরযুক্ অস্যার্থঃ হলবর্ণঃ পরেণ সহ যুক্তো ভবতীতি সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণেঽপি এতদুক্তং।

(১) মধ্যমানের বিশেষ নিয়ম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গীতসারে দ্রষ্টব্য। অপরঞ্চ একেন গুরুণা শ্রীরঙ্গঃ স্যাদিতি নর্ত্তকনির্ণয়ে॥

একাক্ষরাবৃত্তি

শ্রীচ্ছন্দঃ।

সাঁ	গাঁ	পাঁ	ধাঁ
ও,	মা,	এ,	সো।

দ্ব্যক্ষরাবৃত্তি।

কন্যাচ্ছন্দঃ।

যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে দুইটী গুরু বর্ণ থাকে, তাহার নাম কন্যাচ্ছন্দঃ। যথা :—রাজা, মারে, কেবা, রাখে। এই ছন্দটীর সহিত শ্লথত্রিতালী অর্থাৎ ঢিমা-তেতালা ও রত্নাবলীলিখিত কেন্দুমালি তালের সমতা আছে (১)।

সাঁ	সাঁ	গঁ	পঁ	পঁ	গঁ	ধাঁ	সাঁ
রা	জা,	মা	রে,	কে	বা,	রা	খে।

ত্র্যক্ষরাবৃত্তি।

মৃগীচ্ছন্দঃ।

উভয় পার্শ্বে গুরু ও মধ্যস্থলে লঘু বর্ণ, এইরূপ তিনটী অক্ষরে যে ছন্দের প্রত্যেক পাদ সম্পন্ন হয়, তাহাকে মৃগীচ্ছন্দঃ কহে। যথা :—জাগিয়া, যামিনী, শ্রীমতী, মানিনী। রত্নাবলীর মতানুসারী ত্রিভঙ্গি তালের সহিত ইহার তুল্যতা আছে।

---

(১) গদ্বয়ং কন্দর্পে জ্ঞেয়ং ইতি সঙ্গীতভাষ্যে ॥

ধ্ ধ্ সা গ ঋ সা ধ্ ধ্ প গ ঋ সা
জা গি য়া, যা মি নী, শ্রী ম তী, মা নি নী।

চতুরক্ষরাবৃত্তি।

সতীচ্ছন্দঃ।

প্রত্যেক চরণে তিনটী লঘু এবং একটী গুরু, এইরূপ চারিটী বর্ণে যাহা সম্পন্ন হয় তাহার নাম সতীচ্ছন্দঃ। যথা :—সখি বলে, সকরুণে, চল ধনী, ধন দিতে। রত্নাবলীর মতানুযায়ী রাজচূড়ামণি তালের সহিত ইহার ঐক্য আছে।

নি সা ঋ ম ঋ ম প নি সা নি প ম প ম ঋ সা
স খি ব লে, স ক রু ণে, চ ল ধ নী, ধ ন দি তে।

পঞ্চাক্ষরাবৃত্তি।

পংক্তিচ্ছন্দঃ।

প্রত্যেক চরণের প্রথমটী গুরু দুইটী লঘু আবার দুইটী গুরু, এই প্রকার পাঁচটী অক্ষরে পংক্তি নামে ছন্দঃ হইয়া থাকে। পংক্তিচ্ছন্দঃ অতি প্রাচীন ইহা বেদান্তর্গত একটী অন্যতর ছন্দঃ বলিয়া বিখ্যাত। যথা :—বেষ্টিত গোপী, চঞ্চলমানে, চেষ্টিত চিত্তা, কাঞ্চনদানে। সঙ্গীততরঙ্গধৃত অর্দ্ধচন্দ্র তালের সহিত ইহার সমতা আছে।

নি সা গ গ ম গ প ম ম ম ম গ
বে ষ্ টি ত গো পী, চ ঞ্ চ ল মা নে,

গ ম প নি সা নি প নি প প প ম গ

চে ষ্ টি ত চি ৎ তা, কা ঞ্ চ ন দা নে

পঞ্চাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর—

প্রিয়াচ্ছন্দঃ।

। । ॥ । ॥ । । ॥ । ॥ । । ॥ । ॥ । । ॥ । ॥

যত গোপিকা, হরিষে চলে, লইতে বনে, হরিকে বলে।

নি সা গ ম প নি সা নি ধ প

য ত গো পি কা, হ রি ষে চ লে,

ম গ প ম গ প ম গ ঋ সা

ল ই তে ব নে, হ রি কে ব লে।

পঞ্চাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর—

ত্বরিতগতিচ্ছন্দঃ।

। । । । ॥ । । । । ॥ । । । । ॥ । । । । ॥

মরণভয়ে, নয়নঝরে। বিষম কথা, হইল তথা।

সা ঋ গ প ধ প ধ সা ঋ সা

ম র ণ ভ য়ে, ন য় ন ঝ রে।

নি ধ প গ প গ ঋ গ ঋ সা

বি ষ ম ক থা, হ ই ল ত থা।

ষড়ক্ষরাবৃত্তি।

গায়ত্রী।

তনুমধ্যাচ্ছন্দঃ।

এই ছন্দঃ অতি প্রাচীন, প্রথমে দুইটী গুরু, মধ্যে দুইটী লঘু এবং শেষে দুটীই গুরু, এই প্রকার ছয়টী অক্ষর বিন্যাসদ্বারা ইহার প্রত্যেক চরণ সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাও একটী সামগানের অন্যতর ছন্দঃ। যথা :—

নিন্দা করি ভাগ্যে, ভাষে ছলযোগী। স্বর্গে নহি কামী, ইচ্ছা সুধু ধর্ম্মে।

রত্নাবলীলিখিত বঙ্গদীপক তালের সহিত ইহার কথঞ্চিৎ তুল্যতা রাখা যায়।

সা ঋ গ গ গ ম প প ঋ গ ম প ম গ
নি ন্ দা ক রি ভা গ্ য়ে, ভা ষে ছ ল যো গী।

সা নি নি সা নি ধ প ঋ গ ম প ম ম গ গ
স্ব র্ গে ন হি কা মী, ই চ্ ছা সু ধু ধ র্ ম্মে

ষড়ক্ষরার প্রকারান্তর।

শশিবদনাচ্ছন্দঃ।

যদি করপদ্মে, করমতিদানে, কহি তব কাছে, মম মন বাঞ্ছা।

ম গ ম প সা নি সা নি ধ নি সা নি ধ
য দি ক র প দ্ মে, ক র ম তি দা নে,

ম গ ম প ধ ম ম গ ম প ম গঁ সা

ক হি ত ব কা ছে, ম ম ম ন বা ঞ্ ছা।

উহারই প্রকারান্তর।

সোমরাজিচ্ছন্দঃ।

। ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ । ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ । ॥ । ॥ ॥ । ॥

বলে ভূপবালা, সুধামিষ্টবাক্যে। হয়ে আছি মুগ্ধা, শুনে তোর বীণা।

নি সা ঋ গ ঋ সা নি সা ঋ সা নি ধ প ম

ব লে ভূ প বা লা, সু ধা মি ষ্ ট বা ক্ য়ে।

প নি সা ঋ প ম প ধ ম গ ঋ ঋ সা

হ য়ে আ ছি মু গ্ ধা, শু নে তো র বী ণা।

উষ্ণিক্, সপ্তাক্ষরাবৃত্তি।

মধুমতীচ্ছন্দঃ।

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণ ছয়টী লঘু এবং একটী গুরু বর্ণদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। যথা:—বিনয় করি ধনী, প্রিয়বচন কহে। দিব তব চরণে, যদি শকতি রহে।

ধ ধ সা ঋ গ প ধ গ প ধ সা ঋ সা ধ

বি ন য় ক রি ধ নী, প্রি য় ব চ ন ক হে।

গা ঋা সা ধ প ধ সা ধ প গ প গ ঋ সা
দি ব ত ব চ র ণে, য দি শ ক তি র হে।

মধুমতী প্রকারান্তর।

শিখিবে কালে যাহা। থাকিবে চির তাহা। অকালে বৃথা শ্রম।
বালির বাঁধসম।

ম ধ নি সা গ ম ধ নি সা গ ঋ সা নি ধ
শি খি বে কা লে যা হা, থা কি বে চি র তা হা।

ম গ ম ধ ধ নি সা নি ধ ম গ ঋ ঋ সা
অ কা লে বৃ থা শ্র ম, বা লি র বাঁ ধ স ম।

অষ্টাক্ষরাবৃত্তি।

মানবকচ্ছন্দঃ।

মানবকচ্ছন্দের প্রত্যেক চরণ প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট চারিটী লঘুবর্ণের দ্বারা সম্পাদিত হয়। বঙ্গদীপক তালের সহিত ইহার কতক সৌসাদৃশ্য আছে। যথা:—

ধার্ম্মিকতা ভাণ করে। নিত্য পরদ্রব্য হরে। যদ্যপি সে পূজ্য হবে।
ভণ্ড হবে কেই তবে।

সা ঋা ঋা সা ধ প ধ সা
ধা র্ ম্মি ক তা ভা ণ ক রে.

গ প প ধ ধ সাঁ সাঁ ঋঁ সাঁ ধ প

নি ত্ য় প র দ্ র ব্ য় হ রে।

গ প প গ ঋ গ প প ধ সাঁ

ন দ্ য় পি সে পূ জ্ য় হ বে,

ধ গ প গ প গ গ ঋ সাঁ

ভ ন্ ত হ বে কে ই ত বে।

অষ্টাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

গজগতিচ্ছন্দঃ।

অবতু বো গিরিসুতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা। বসতু মে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগং॥ রত্নাবলীধৃত রাজবিদ্যাধর তালের সহিত ইহার একতা আছে।

সা ধ সা ঋ গ ঋ গ প গ ঋ সা গ ঋ গ ঋ সা সাঁ

অ ব তু বো গি রি সু তা শ শি ভৃ ত ঃ প্রি য় ত মা।

গ প ধ সাঁ ঋঁ সাঁ ধ প গ ঋ প ধ প গ ঋ গ ঋ সাঁ

ব স তু মে হৃ দি স দা ভ গ ব তঃ প দ যু গ ং॥

অষ্টাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

সমানিকাচ্ছন্দঃ।

প্রথম বর্ণ গুরু, দ্বিতীয় বর্ণ লঘু, তৃতীয় গুরু, চতুর্থ লঘু, পঞ্চম গুরু, ষষ্ঠ লঘু, সপ্তম গুরু, অষ্টম লঘু এই প্রকারে সমানিকাচ্ছন্দঃ প্রতিপন্ন হয়। যথাঃ—শ্যামবর্ণ দেখি তোর, চিন্তি সেই চিত্তচোর, ক্লেশযুক্ত আস্য দেখি, ভাবি মোর তুল্য দুঃখি। রত্নাবলীধৃত রাজনারায়ণ তালের সহিত ইহার একতা আছে।

সা	সা	ঋ	গ	ঋ	ম	ম	প	প
শ্যা	ম	ব	র্	ণ	দে	খি	তো	র,

নি	ধ	ধ	প	ম	ম	গ	গ	ঋ	ঋ
চি	ন্	তি	সে	ই	চি	ৎ	ত	চো	র,

সা	নি	সা	ঋ	ঋ	সা	নি	ধ	প	ম
ক্লে	শ	যু	ক্	ত	আ	স্	য়	দে	খি,

নি	ধ	প	ম	ম	গ	গ	গ	ঋ	ঋ
ভা	বি	মো	র	তু	ল	য়	দু	ঃ	খি।

অষ্টাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

বিদ্যুন্মালাচ্ছন্দঃ।

আটটী গুরু বর্ণ দ্বারা বিদ্যুন্মালাচ্ছন্দঃ প্রতিপন্ন হয়। ইহার প্রত্যেক পাদে চারিটী করিয়া যতি থাকে। যথা :—মেঘাচ্ছন্নে চন্দ্রাদিত্যে, ভস্মাচ্ছন্নে বহ্নিজ্বালে। সায়ংকালে আলো ঢাকে, বিচ্ছেদে তদ্রূপা বালা। দুইটী বিন্দুমালী তালের সহিত ইহার তুল্যতা দেখা যায়।

নি সা ঋ ঋ মঁ ম ম পঁ প প মঁ ঋ
মে ঘা চ্ ছ ন্ নে চ ন্ দ্রা দি ত্ য়ে,

ঋ মঁ ম পঁ প নিঁ প প মঁ ঋ মঁ ঋ সা
ভ স্ মা চ্ ছ ন্ নে ব হ্ নি জ্ বা লে।

ম প নিঁ নি সা ঋ সা নি প
সা য় ং কা লে আ লো ঢা কে,

প মঁ ম ঋ প মঁ ম ঋ ঋ সা
বি চ্ ছে দে ত দ্ রূ পা বা লা।

নবাক্ষরাবৃত্তি।

বৃহতীচ্ছন্দঃ।

ইহার প্রত্যেক চরণে প্রথম ছয়টী বর্ণ লঘু এবং পরে তিনটী গুরু বর্ণ বিন্যস্ত হইয়া থাকে। যথা :—নটবর তরণীবেশে, গদ গদ মন উল্লাসে। জর জর মদনাঘাতে, মৃদু মৃদু মধু সম্ভাষে।

বৃহতীচ্ছন্দঃ অতি প্রাচীন এবং সামগানের একটী প্রধান অন্যতর ছন্দঃ বিশেষ।

ধ	নি	ধ	প	ধ	সা	ঋ	গ	ঋ
ন	ট	ব	র	ত	র	ণী	বে	শে,

প	ম	গ	ঋ	সা	ঋ	গ	ঋঁ	ঋ	সা
গ	দ	গ	দ	ম	ন	উ	ল্	লা	সে।

গ	ম	গ	ঋ	গ	প	ধ	সাঁ	ধ
জ	র	জ	র	ম	দ	না	ঘা	তে,

নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	গ	ঋঁ	ঋ	সা
মৃ	দু	মৃ	দু	ম	ধু	স	ম্	ভা	ষে।

দশাক্ষরা বৃত্তি।

পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ।

যাহার প্রত্যেক চরণে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম এবং দশম এই কয়েকটী গুরু আর অবশিষ্ট কয়েকটী লঘু, এইরূপ দশটী অক্ষর বিন্যস্ত থাকে,

তাহাকে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ কহে। পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দও অতি প্রাচীন বৈদিকচ্ছন্দঃ বিশেষ। যথা :—

প্রেম যথা অধিকার করে, মান কি গৌরব তুচ্ছ তথা। মানবশে হয় গর্ব্ব মনে, গর্ব্বিত বঞ্চিত সখ্যসুখে।

গ	ঋ	ঋ	সা	ঋ	নি	সা	ঋ	ঋ	ঋ
প্রে	ম	য	থা	অ	ধি	কা	র	ক	রে,

ম	প	প	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	ঋ	সা
মা	ন	কি	গৌ	র	ব	তু	চ্	ছ	ত	থা।

প	নি	নি	সা	ঋ	নি	সা	ঋ	ঋ	ঋ	ঋ
মা	ন	ব	শে	হ	য়	গ	র্	ব্ব	ম	নে,

নি	সা	নি	ধ	প	ধ	প	ম	ঋ	গ	ঋ	ঋ	সা
গ	র্	ব্বি	ত	ব	ঞ্	চি	ত	স	খ্	য়	সু	খে।

উহারই প্রকারান্তর।

ত্বরিতগতিচ্ছন্দঃ।

তুমি তরুণী নৃপদুহিতা, বলি শুন সে সকল কথা, রহ কি সুখে নিবিড় বনে, বঁধুবিহনে চকিতমনে। রত্নাবলীলিখিত লঘু তালের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে।

নি	সা	ঋ	ম	ম	ঋ	ম	ম	প	প
তুঁ	মি	ত	রু	ণী	নৃ	প	দু	হি	তা,

নি	প	ম	ম	ম	গ	ম	প	ম	ঋ
ব	লি	শু	ন	সে	স	ক	ল	ক	থা।

ম	প	নি	নি	সাঁ	নি	সাঁ	ঋঁ	সাঁ	নি
র	হ	কি	সু	খে	নি	বি	ড়	ব	নে,

নি	প	ম	ম	ম	গ	ম	প	ম	ঋ
বঁ	ধু	বি	হ	নে	চ	কি	ত	ম	নে।

একাদশাক্ষরা বৃত্তি।

উপেন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দঃ।

এই ছন্দের প্রত্যেক পাদে দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, দশম এবং একাদশ বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট কয়েকটী লঘু, এইরূপ একাদশটী অক্ষর-বিন্যাস হইয়া থাকে। যথা:—অয়ে প্রিয়ে সত্যকথাবিলাসী, করেছ সত্যে নিজবাক্য বন্দী। দয়াগুণে দান দিলে স্বয়ালে, রবে মহাকীর্ত্তি বিকীর্ণ বিশ্বে।

সা নি নি প প ম প গ প গ ঋ সা

অ য়ে প্রি য়ে স ত্ য় ক থা বি লা সী,

নি সা নি নি প প গ প গ ঋ ঋ ঋ সা সা

ক রে ছ স ত্ য়ে নি জ বা ক্ য় ব ন্ দী।

সা গ প গ প নি সা গ প নি সা

দ য়া গু ণে দা ন দি লে স্ব মা নে,

গ সা নি প প গ প ঋ গ ঋ ঋ নি ঋ সা

র বে ম হা কী র্ ত্তি বি কী র্ ণ বি শ্ বে।

একাদশাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দঃ।

পাঠান ভাসে অতি কোপনীরে। অশ্লীল ভাষে কয় হিন্দুবীরে।
কাহার দর্পে দিস গালি নানা। তোদের আছে বল ভাল জানা।

রত্নাকরধৃত সমতালের সহিত ইহার তুল্যতা আছে।

সা নি নি সা গ ঋ গ ম ম ম ঋ

পা ঠা ন ভা ষে অ তি কো প নী রে,

প ম ধ প ম গ গ ঋ গ ম গ ঋ সা
অ শ্ লী ল ভা ষে ক য় হি ন্ দু বী রে।

প গ সা সা নি সা গ ঋ গ ম ঋ সা
কা হা র দ র্ পে দি স গা লি না না,

সা নি ধ নি প গ ঋ গ ম ঋ সা
তো দে র আ ছে ব ল ভা ল জা না।

দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি।

তোটকচ্ছন্দঃ।

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম এবং দ্বাদশ বর্ণ গুরু, আর অবশিষ্ট কয়েকটী লঘু বর্ণ ব্যবহৃত হয়। যথা:—অতিরোষ মনে রজপূত সবে। যবনের হরে বল ঘোররবে। নররক্তছটা তরবার-পরে। রবিরশ্মিভরে কত রাগ ধরে

নি সা নি ধ প ম ম ধ ম গ ঋ সা
অ তি রো ষ ম নে র জ পূ ত স বে,

সা প ম ধ নি সা সা নি সা নি ধ প
য ব নে র হ রে ব ল ঘো র র বে।

মঁ ধঁ নি সাঁ সা নি সা নি সা গঁ ঋঁ ঋঁ সাঁ
ন র র কৃ ত ছ টা ত র বা র প রে,

নি সা নি ধঁ ধঁ পঁ মঁ মঁ ধঁ মঁ গঁ ঋঁ সা
র বি র শ্ মি ভ রে ক ত রা গ ধ রে।

দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

ভুজঙ্গপ্রয়াতচ্ছন্দঃ।

রণে ভীমবেশে মজে ঘোররাগে। বলী হিন্দুসেনা বধে শত্রুভাগে।
কিবা বীর ভাবে কিবা ঘোর চাহে। কিবা অস্ত্র হানে কিবা দাক্ষ্য তাহে।

নি সা ঋঁ গঁ ঋঁ সা নি পঁ নি সা ঋঁ সা
র ণে ভী ম বে শে ম জে ঘো র রা গে,

সা সা সা ঋঁ ঋঁ গঁ মঁ গঁ গঁ ঋঁ গঁ গঁ ঋঁ সা
ব লী হি ন্ দু সে না ব ধে শ ত্ রু ভা গে।

গঁ গঁ মঁ পঁ ধঁ পঁ ধঁ নি সা নি ধঁ পঁ
কি বা বী র ভা বে কি বা ঘো র চা হে,

মঁ গঁ মঁ পঁ পঁ মঁ গঁ গঁ গঁ ঋঁ গঁ গঁ ঋঁ সা
কি বা অ স্ ত্র হা নে কি বা দা ক্ ষ্য তা হে।

দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

কুসুমবিচিত্রাচ্ছন্দঃ। ৬। ৬ যতি।

। । । । ।৩ ॥ । । । । । ॥ ॥ । । । । ।৩ ॥ । । । । । ॥ ॥ । ।
খরতর দংষ্ট্রী মধুকর কালো, মধুযুত পদ্মে অনুগত ভালো। হর-
। । ।৩ ॥ । । । । । । ॥ ॥ । । । । ॥ ॥ । । । । । ॥ ॥
ষিতচিত্তে গুণ গুণ গানে, সতত অবাধে রত মধুপানে।

সা সা ম ম ম গঁ মঁ প প ধ প মঁ মঁ
খ র ত র দ ং ষ্ট্রী ম ধু ক র কা লো,

ম প ধ র্সা ধ প প ধ প ম ম ম সা
ম ধু যু ত প দ্ মে অ নু গ ত ভা লো।

প ম ধ প ধ র্সা র্সা র্সা নি র্ঋ র্সা র্সা র্সা
হ র ষি ত চি ত্ তে গু ণ গু ণ গা নে,

ধ প ধ প ম ম সা ম প ধ প ম
স ত ত অ বা ধে র ত ম ধু পা নে।

ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি।

চণ্ডীচ্ছন্দঃ।

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ত্রয়োদশটী বর্ণ থাকে। নবম, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ণ গুরু, আর অবশিষ্ট কয়েকটী লঘুরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা :—

অধিক কি কব অখিলে যত কালো, অনুগত কখন নহে অসবর্ণে।
অপর বরণ সকলে যদি পর্শে, কলুষিত বিকৃত করে নিজ ভাবে।

ধ ধ প প ঋ গ ম প গ ম ম ঋ সা
অ ধি ক কি ক ব অ খি লে য ত কা লো,

সা ম গ ম ঋ ঋ সা সা সা ধ ধ ধ প প
অ নু গ ত ক খ ন ন হে অ স ব র্ ণে।

ঋ গ ম প ম গ ঋ সা ঋ গ ম প ঋঁ ঋ
অ প র ব র ণ স ক লে য দি প র্ শে,

ঋ গ ম প ধ ধ প প ঋ গ ম ঋ সা
ক লু ষি ত বি কৃ ত ক রে নি জ ভা বে।

চতুর্দ্দশাক্ষরা বৃত্তি।

বসন্ততিলক। ৬। ৮ বর্ণে যতি।

ইহার প্রত্যেক চরণ প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট কয়েকটী লঘু বর্ণের দ্বারা সম্পাদিত হয়। যথা :—

কুঞ্জে বিহারবিপিনে যত গোপবালা, আশান্বিতা সচকিতা ছিল বাসসজ্জা। যত্নে নিশীথ সময়ে হরিদর্শনার্থে, জাগে সুদীর্ঘ রজনী বঁধু-বাক্য লক্ষ্যে।

সা ঋা ম পা ধা পা ম গা ঋা ঋা পা ম গা ঋা সা
কু ঞ্ জে বি হা র বি পি নে য ত গো প বা লা,

সা নি ধা নি সা ঋা ম পা ধা ম গা ঋা গা গা ঋা সা
আ শা ন্ বি তা স চ কি তা ছি ল বা স স জ্ জা।

ম পা ধা সা সা ঋা সা ঋা গা ঋা ঋা সা নি ধা ধা পা পা
য ত্ নে নি শী থ স ম য়ে হ রি দ র্ শ না র্ থে,

ধা পা পা পা নি ধা পা ম গা ঋা ঋা পা ম গা গা ঋা সা
জা গে সু দী র্ ঘ র জ নী বঁ ধু বা ক্ য ল ক্ ষ্যে।

চতুর্দ্দশাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

প্রহরণকলিকাচ্ছন্দঃ। ৭ ম বর্ণে যতি।

মুদিত কুমুদিনী বিকশিত নলিনী, অলিকুল বিহরে পিকবর কুহরে।
মলয়জপবনে মৃদু মৃদু বহনে, সুকুসুমসুরভি প্রচরিত বিপিনে।

নি নি সা গ ঋ ম গ গ গ প মঁ ধ প প

মু দি ত কু মু দি নী বি ক শি ত ন লি নী,

প ম গ ম প ম গ ঋ ঋ গ ম গ ঋ সা

অ লি কু ল বি হ রে পি ক ব র কু হ রে।

মঁ ধ প প সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ গঁ ঋঁ মঁ গঁ ঋঁ সাঁ

ম ল য় জ প ব নে মৃ দু মৃ দু ব হ নে,

সাঁ নি ধ নি নি ধ ধ পঁ মঁ গ ঋ ম গ ঋ সা

সু কু সু ম সু র ভি প্ র চ রি ত বি পি নে।

পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি।

শশিকলাচ্ছন্দঃ।

ইহার প্রত্যেক চরণে প্রথমাবধি চতুর্দ্দশটী বর্ণ লঘু এবং শেষে একটীমাত্র গুরু বর্ণ ব্যবহৃত হয়। যথা :—বিপদ কহিব কত শুন শশি-বদনে, মম মনদুখ কিছু বলি তব চরণে। নয়ন মুদিত করি তমময়-বরণে, কুবরণ দরশন তবু হয় নয়নে।

সা সা গ ম প প ধ নি সাঁ ঋঁ সাঁ নি ধ ধ প

বি প দ ক হি ব ক ত শু ন শ শি ব দ নে,

ধ নি ধ প ম ম গ ঋ গ ম প ম গ ঋ সা

ম ম ম ন দু খ কি ছু ব লি ত ব চ র ণে।

প প ধ নি সা ঋ সা সা সা গ ঋ ম গ ঋ সা
ন য় ন মু দি ত ক রি ত ম ম য় ব র ণে,

প ধ নি ধ ধ প ম গ গ ম প ম গ ঋ সা
কু ব ম্ন ণ দ র শ ন ত বু হ য় ন য় নে।

পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

তূণকচ্ছন্দঃ।

বীরপাল, যেন কাল, মালসাট মারিছে। বার বার, মার মার,
হান হান ডাকিছে। প্রাণ আশ, বন্ধুবাস, ছাড়ি ঘোর মাতিছে।
ত্রাস নাই, মান পাই, এই ভাব ভাবিছে।

ঋ ঋ ম প ধ ধ ধ ধ প প ম ধ প প প
বী র পা ল, যে ন কা ল, মা ল সা ট মা রি ছে।

ঋ ঋ প ম গ গ ঋ গ ম প ম গ ঋ ঋ সা
বা র বা র, মা র মা র, হা ন হা ন ডা কি ছে।

ম প নি নি সা নি নি সা সা নি সা ঋ সা ধ ধ প
প্রা ণ আ শ, ব ন্ ধু বা স, ছা ড়ি ঘো র মা তি ছে।

ঋ ঋ প ম প ঋ ঋ গ ম প ম গ ঋ ঋ সা
ত্রা স না ই, মা ন পা ই, এ ই ভা ব ভা বি ছে।

ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি।

পঞ্চচামরচ্ছন্দঃ।

দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ এবং ষোড়শ বর্ণ গুরু আর অবশিষ্ট কয়েকটী লঘু বর্ণবিন্যাসে পঞ্চচামরের প্রত্যেক চরণ সম্পন্ন হয়। যথা:—

। ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ ।।৩। । ॥ । ।৩। ॥ ।
বিভাব ভাব মাধবে কদাচ নাহি ভাবিবা, স্বকর্ম্মদোষ ভিন্ন তার
॥ । ॥ । ।৩। ॥ । ॥ । ।৩। ॥ । ॥ । ।৩। ॥ । ।৩ । ॥ । ॥ ।
দোষ নাহি সম্ভবে। অনাথবন্ধু দীননাথ কৃষ্ণরূপ চিন্তিলে, অশেষ
।৩। ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ।৩। ॥
দুঃখযাতনা ত্রিতাপ পাপ খণ্ডিবে।

নি	সা	গ	ম	ধ	সা	নি	ধ
বি	ভা	ব	ভা	ব	মা	ধ	বে

গ	ম	ধ	নি	ধ	ম	গ	সা
ক	দা	চ	না	হি	ভা	বি	বা,

সা	নি	ধ	ধ	ম	ধ	ধ	সা	সা	গ	গ
স্ব	ক	র্	ম্ম	দো	ষ	ভি	ন্	ন	তা	র

নি	ধ	ম	গ	ম	গ	গ	সা
দো	ষ	না	হি	স	ম্	ভ	বে

গ	ম	ধ	সা	নি	সা	নি	নি	সা	সা
অ	না	থ	ব	ন্	ধু	দী	ন	না	থ

সা	গঁ	গ	সা	সা	সা	নি	নি	ধ
কৃ	ষ্	ণ	রূ	প	চি	ন্	তি	লে,

গ	ম	ধ	নি	ধ	ধ	ম	ম	গ
অ	শে	ষ	দু	ঃ	খ	যা	ত	না

ম	নি	ধ	ম	গ	ম	গ	গ	সা
ত্রি	তা	প	পা	প ·	খ	ণ্	ডি	বে।

সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থকর্ত্তারা কথিত নিয়মে বর্ণসংখ্যা এবং লঘুগুরু-ভেদে ত্রিংশৎ অথবা তদতিরিক্ত অক্ষরবিন্যাসে ছন্দের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে সে সমুদয়ের নাম এখানে উল্লেখ করা গেল না, কিন্তু তন্মধ্যে দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি দ্রুতবিলম্বিত, পঞ্চদশাক্ষরাবৃত্তি মালিনী (১), সপ্তদশাক্ষরাবৃত্তি শিখরিণী, পৃথ্বী, মন্দাক্রান্তা এবং হরিণী, ঊনবিংশত্যক্ষরাবৃত্তি শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, বিংশত্যক্ষরাবৃত্তি গীতিকা, একবিংশত্যক্ষরাবৃত্তি স্রগ্ধরা এই কয়েকটীকে অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা হওয়াতে তাহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা :—

(১) পূর্ব্বে এই দুইটী ছন্দঃ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ইহারা অতি প্রসিদ্ধ বিবেচনায় এই স্থানে প্রকটিত হইল।

দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

দ্রুতবিলম্বিতচ্ছন্দঃ।

ফলত কৃষ্ণ সুনিষ্ঠুর নাগরে, বল কি পাতক গোপবধূবধে।
শিখিল সে বধিতে কুলকামিনী, শিশু যবে ছিল নাশিল পূতনা।

পঞ্চদশাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

মালিনীচ্ছন্দঃ। ৭। ৮ যতি।

জনম মরণ কিম্বা স্বপ্ন মূর্চ্ছা প্রভাবে,
সকল ভুবনমাঝে অন্ধকারে প্রপূর্ণা।
বিফল করিনু চেষ্টা কৃষ্ণ না দেখিবারে,
অবিচল নিরুপায়ে হৈল মিথ্যা প্রতিজ্ঞা

সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি।

শিখরিণীচ্ছন্দঃ। ৬। ১১ যতি।

ধনে মানে জ্ঞানে বিষয় অভিমানে কত জনা,
করে ধর্ম্মে হিংসা তদনুগত লোকে অগমতা।
দ্বিজে দেবে সেবা ভজনরত যেবা বিধিমতে,
কহে তারে ভণ্ড দ্বিমনধর সাহঙ্কৃত মনে।

উহারই প্রকারান্তর।

পৃথ্বীচ্ছন্দঃ। ৮। ৯ যতি।

কলত্র সুত সোদরে পরিজনে অবিদ্যা বশে,
করে মনুজ সাদরে ভরণ পোষণে কামনা।
তথা বিষয় চিন্তনে ধন উপার্জ্জনে কল্পনা,
বৃথা সময় সংহরে অপর বঞ্চনা মানসে।

উহারই প্রকারান্তর।

মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দঃ। ৪। ৬। ৭ যতি।

কামে ক্রোধে মদ কি মমতা বাসনা লোভ মোহে,
এ সংসারে ছয়রিপুবশে যাতনা লোকসর্ব্বে।
কামোৎসাহে বিষম-বিষয়ধ্যান-চিন্তা-প্রভাবে
একাভ্যাসে অপর জনমে সঙ্গ কামাদি বৈরী

উহারই প্রকারান্তর।

হরিণীচ্ছন্দঃ। ৪। ৬। ৭ যতি।

ত্রিভুবনপরিত্রাতা কৃষ্ণে দয়া পরিপূরিতা,
স্বভজক জনে উদ্ধারার্থে সদা শিব বাসনা।

নিরবধি বৃথা শোকক্লেশে নিবারণকারণে,
ধনজন হরে সে ভক্তে ধর্ম্মবর্দ্ধন মানসে।

ঊনবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দঃ। ৭। ১২ যতি।

আশ্চর্য্যা করুণা দয়া অনুগতা ভাবে রহে মাধবে,
আপ্তানিষ্ট সহে সদা ভজক নিস্তারে মনে বাসনা।
সংসারে স্বকরে সবংশদলনে যারে বধে সঙ্গরে,
পশ্চাতে নিজবাসরম্যভবনে তারে করে স্থাপনা।

বিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

গীতিকাচ্ছন্দঃ।

যদি চিত্ত-পঙ্কজ-কেসরে মকরন্দ ভক্তি সদা রহে,
হয় মুগ্ধ সে রসভুঞ্জিতে হরি ভৃঙ্গ-আকৃতি ধারণে।
কভু না করে গতি বিভ্রমে হরি ভক্তি-বর্জ্জিত-মানসে,
শুভদৃশ্য চম্পক যাদৃশী অলিসঙ্গমে রসবঞ্চিতা।

একবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

স্রগ্ধরাচ্ছন্দঃ। ৭। ৭। ৭ যতি।

।৩ । ॥৩ ॥ । ॥ ॥ । । । । । । ॥ ।৩ । ।৩ ॥ । ।৩ ॥
ধর্ম্মদেষ্টা বিনাশে কলুষিত ভুবনে ধর্ম্মসংস্থানজন্যে,

॥ ॥ ॥ ॥ । ।৩ ॥ । । । । । । ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥
পাষাণে সেতুবন্ধে হইল বিরচনা রাবণে নাশিবারে।

।৩ ।৩ ॥ ॥ । । ॥ ॥৩ । । । । । । । ॥ ।৩ । ।৩ ॥ । ॥ ॥
শক্রক্রোধে অকালে প্রলয় সমঘটে বৃষ্টিবজ্রাভিঘাতে,

॥ ॥ ॥ ।৩ । ॥ ।৩ । । । । । । ॥ ॥ । ॥ ॥ । ।৩ ॥
শৈলে গোবর্দ্ধনে রক্ষিল অতিবিপদে গোপ গোপী সমস্তে

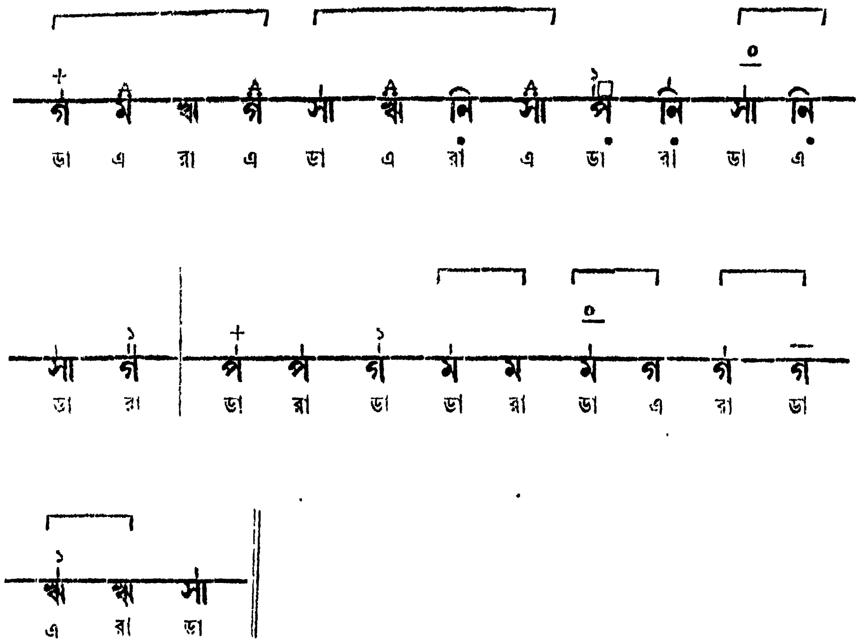
ছন্দোগ্রন্থকর্ত্তারা এতদ্ব্যতীত অক্ষর এবং মাত্রার বিন্যাসানুসারে অনেকানেক দীর্ঘ ছন্দঃ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, আমাদিগের সঙ্গীতমতে সেই সকল দীর্ঘ ছন্দঃ বড় অধিক ব্যবহৃত হয় না। ছন্দোগ্রন্থে এমন অনেক ছন্দঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগের প্রথম চরণের সহিত তৃতীয় চরণ এবং দ্বিতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের সর্ব্বতোভাবে মিল হইয়া থাকে, সেরূপ ছন্দোবিশেষকে অর্দ্ধ সমবৃত্ত কহে। যে সকল ছন্দের প্রত্যেক চরণে লঘু, গুরু এবং বর্ণসংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের নাম বিষমবৃত্ত, ইহারও ব্যবহার সঙ্গীতে অতীব বিরল। পরন্তু আর্য্যা, গীতি, উপগীতি প্রভৃতি চিরন্তনপ্রচলিত ও মহাত্মা জয়দেব দেবকল্পিত মাত্রাবৃত্তিগুলি সঙ্গীতে কথঞ্চিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত স্বরানুগত ছন্দঃ সকলকে কি নিয়মে স্বরনিবন্ধনীর সহিত যোজিত করিয়া বাদ্যক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে, তদুদাহরণ প্রদর্শন জন্য চারিটী ছন্দঃ নিম্নলিখিত গতে যোজনা করিয়া বাদনকৌশল দেখান যাইতেছে। যথা :—

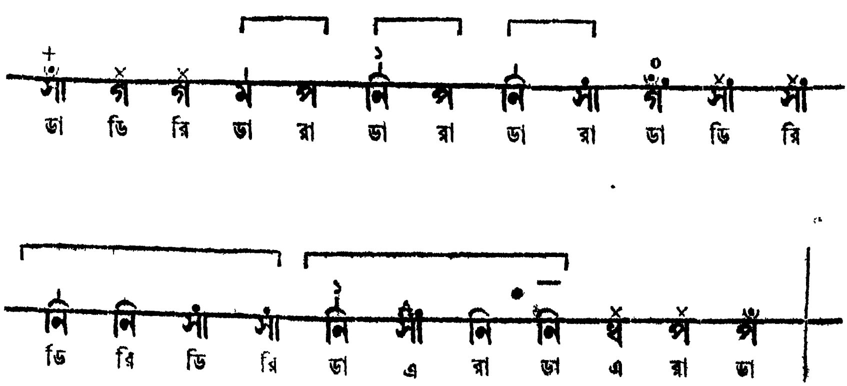
মিশ্রবেহাগ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

আস্থায়ী।



অন্তরা।



গ ম ম প নি সা নি সা নি প প
ডা ডি রি ডা রা ডা ডা এ ডা রা ডা

ম ম গ গ ম ম গ ম গ গ ঋ
ডি রি ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা এ

সা সা ঃ
রা ডা

চতুরক্ষরাবৃত্তি।

সতীচ্ছন্দসা।

নি নি সা গ প ম ম গ
স খি ব লে স ক রু ণে,

গ ম প সা ঋ সা সা সা
চ ল ধ নী, ধ ন দি তে।

পুনরাস্থায়ী।

গ ম ঋ গ সা ঋ নি সা প নি সা নি সা গ |
ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা রা ডা এ ডা রা |

প প গ ম ম ম গ গ গ ঋ ঋ সা
ডা রা ডা ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা

পঞ্চাক্ষরাবৃত্তি।

প্রিয়াচ্ছন্দসা।

নি সা গ ম প নি সা নি ধ প
য ত গো পি কা, হ রি যে চ লে,

গ ম প ম গ প ম গ ঋ সা
ল ই তে ব নে হ রি কে ব লে।

পুনরাস্থায়ী।

গ ম ঋ গ সা ঋ নি সা প নি সা নি সা গ
ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা রা ডা এ ডা রা

প প গ ম ম ম গ গ গ ঋ ঋ সা
ডা রা ডা ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা

সপ্তাক্ষরাবৃত্তি।

মধুমতীচ্ছন্দসা।

নি সা গ ম গ ঋ সা নি প ম গ ম প নি
বি ন য় ক রি ধ নী, প্রি য় ব চ ন ক হে।

সা গ ম প নি প নি প ম গ ঋ সা নি সাঁ

দি ব ত ব চ র ণে, য দি শ ক তি র হে।

পুনরাস্থায়ী।

গ ম ঋ গ সা ঋ নি সা প নি সা নি সা গ

ডা এ রা এ ডা এ রা এ ডা রা ডা এ ডা রা

প প গ ম ম ম গ গ গ ঋ ঋ সা

ডা রা ডা ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা

নবাক্ষরাবৃত্তি।

বৃহতীচ্ছন্দসা।

নি সা নি সা গ ম প নি সাঁ

ন ট ব র ত রু ণী বে শে,

নি প নি প ম ম গ ম * গ সা

গ দ গ দ ম ন উ ল্ লা সে।

* বাদকগণ তালের অনুরোধে কখন কখন অর্দ্ধ মাত্রার স্থানে এক মাত্রা এবং এক মাত্রার স্থানে অর্দ্ধ মাত্রা কাল গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু ছন্দটী ঠিক রাখা কর্ত্তব্য।

।		১		৩		১	+	১
গ	ম	প	নি	র্সা	র্ঋ	র্সা	র্নি	র্সা
জ	র	জ	র	ম	দ	না	ঘা	তে,

০		১		+		১		০	১
প	প	নি	প	ম	ম	গ	ম	গ	সা
মৃ	দু	মৃ	দু	ম	ধু	স	ম্	ভা	ষে।

পূর্ব্বে যে সকল ছন্দঃ স্বরযোগে লিখিত হইয়াছে, সেই সকল ছন্দের প্রত্যেক চরণে নিয়মিত দ্বি, ত্রি প্রভৃতি অক্ষরসংখ্যা স্থির রাখিয়া কেবল সংখ্যানুরূপ লঘু, গুরু এবং যতির ইতরবিশেষে কৃন্তন, গমক, আশ, মূর্চ্ছনা, শ্রেষ্ঠালঙ্কার, সংযোগালঙ্কার ইত্যাদির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বহুবিধ ছন্দঃ প্রতিপন্ন করা যায়। এবং তাহাতে আলাপ, গত ও গীতাদির বৃদ্ধি হইতে পারে। ছন্দঃশাস্ত্রে একটু বোধাধিকার হইলেই সে সকল কার্য্য অতি সহজ বলিয়া বোধ হইবে। সেই জন্য তৎসমুদয় আর বাহুল্যরূপে লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

পরিশিষ্ট।

নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি গতে এবং রাগাদির আলাপে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় বলিয়া এস্থলে প্রকটিত হইল।

(১)

কথিত হইয়াছে যে, কোন সারিকায় দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর যোগে আঘাত করিয়া অনুরণন থাকিতে থাকিতে বামহস্তের মধ্যম অঙ্গুলী দ্বারা

স্পর্শ করার নাম "স্পর্শ"। কিন্তু কোন কোন স্থলে পূর্ব্ব সারিকায় আঘাত না করিয়াও স্পর্শ হইয়া থাকে। যে সারিকায় এইরূপ স্পর্শ সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার উপর বাম হস্তের তর্জ্জনী বা মধ্যমাঙ্গুলীর স্পর্শ এমত স্পষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য যে, তাহাতে নিষ্পন্ন ধ্বনিটী উত্তমরূপে শ্রুতিগোচর হয়। তুলক চিহ্নও স্বরজ্ঞাপক সারিকার উপরে বসিবে।

সাধন।

অনুলোম ও বিলোম।

সা ঋ গ ম প ধ নি র্সা র্সা নি ধ প ম গ ঋ সা

(২)

পূর্ব্বকথিত রীত্যনুসারে তর্জ্জনীচাপিত কোন স্বরে আঘাতানন্তর মধ্যম অঙ্গুলীর দ্বারা পরের সারিকা স্পর্শ করিয়া সেই পৃষ্ট সারিকার স্বর ও মধ্যম অঙ্গুলী দ্বারা কাটিয়া লওয়াকে স্পর্শ-কৃন্তন বলে। কিন্তু এ স্থলে দক্ষিণ হস্তের আঘাত না দিয়া বাম হস্তের মধ্যম অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ-কৃন্তন এমত ভাবে হওয়া কর্ত্তব্য যে, তাহাতে নিষ্পন্ন ধ্বনিটী উত্তমরূপে শ্রুতিগোচর হয়।

সাধন।

অনুলোম।

ঋ সা গ ঋ ম গ প ম ধ প নি ধ র্সা নি

বিলোম।

সাঁ নি নি ধ ধ প প ম ম গ গ ঋ ঋ সা

(৩)

মূর্চ্ছনার আর একপ্রকার নিয়ম আছে, তদ্দ্বারা যে স্বর হইতে ইহা আরম্ভ হইয়া যে স্বরে শেষ হয়, তন্মধ্যগত শ্রুতিগুলি প্রকাশ করা যায়। এরূপ স্থলে মূর্চ্ছনার চিহ্ন তরঙ্গিত রেখার পরিবর্ত্তে এইরূপ "......" বিন্দু রেখা চিহ্ন থাকিবে। স্বরমধ্যস্থিত শ্রুতিগুলি যে, একে একে স্পষ্ট দেখাইতে হইবে এমত নহে; বাদনের কৌশলে উহারা অবিচ্ছেদে প্রকাশ পাইবে।

সাধন।

অনুলোম ও বিলোম।

সাঁ ম ঋ প গ ধ ম নি প সাঁ প সাঁ প

ডা • রা • ডা • রা • ডা • ডা •

ম নি ম গ ধ গ ঋ প ঋ সা ম সা

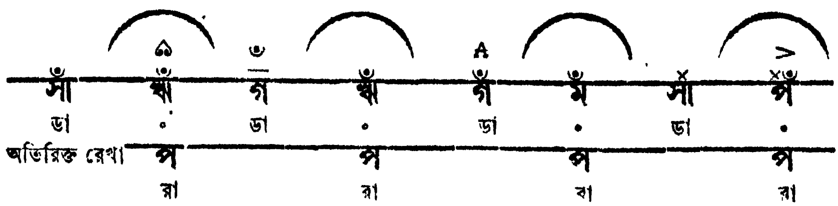
রা • ডা • রা • ডা •

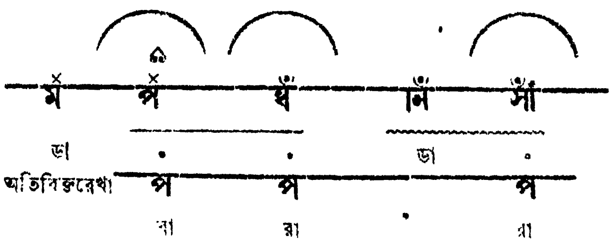
(৪)

নায়কী বা অন্য তারে স্পৃষ্ট স্বর প্রকাশের সমকালে শ্রেষ্ঠালঙ্কার ব্যবহার হইতে পারে। কৃন্তন, স্পার্শ-কৃন্তন, বিক্ষেপ, প্রক্ষেপ, আশ,

মূর্চ্ছনা ইত্যাদি সকল স্থলেই যথামাত্রানুযায়ী এইরূপ সংযোগ হইতে পারে। সমকাল-প্রকাশ্য স্বরগুলি ধনুশ্চিহ্ন দ্বারা যোজিত থাকিবে।

উদাহরণ।





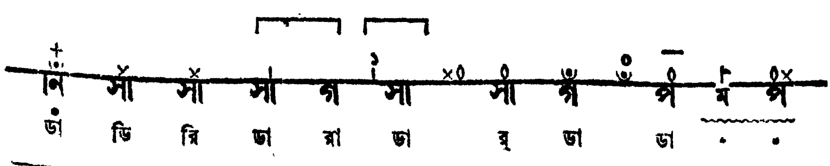
(১০১)

মালশ্রী—ওড়ব*।

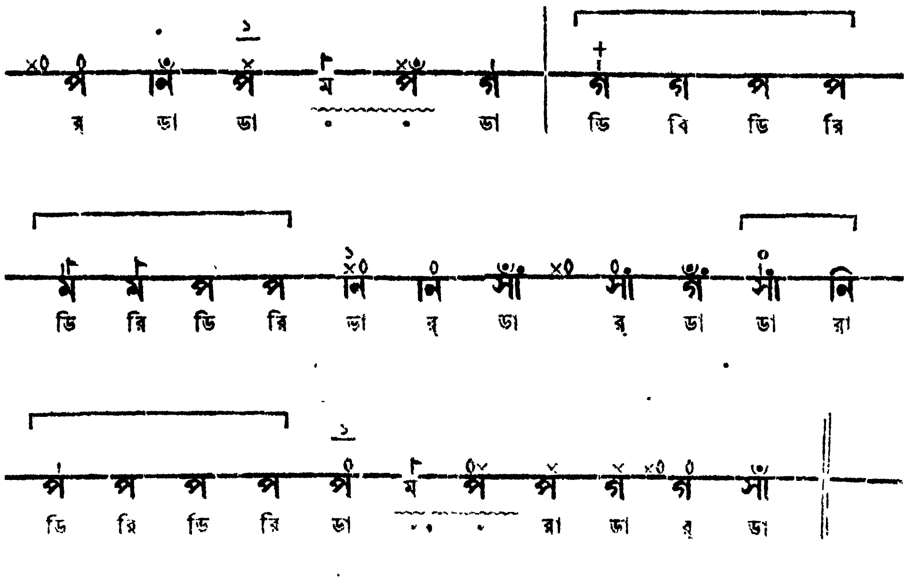
মধ্যমান।

(৮/ম)

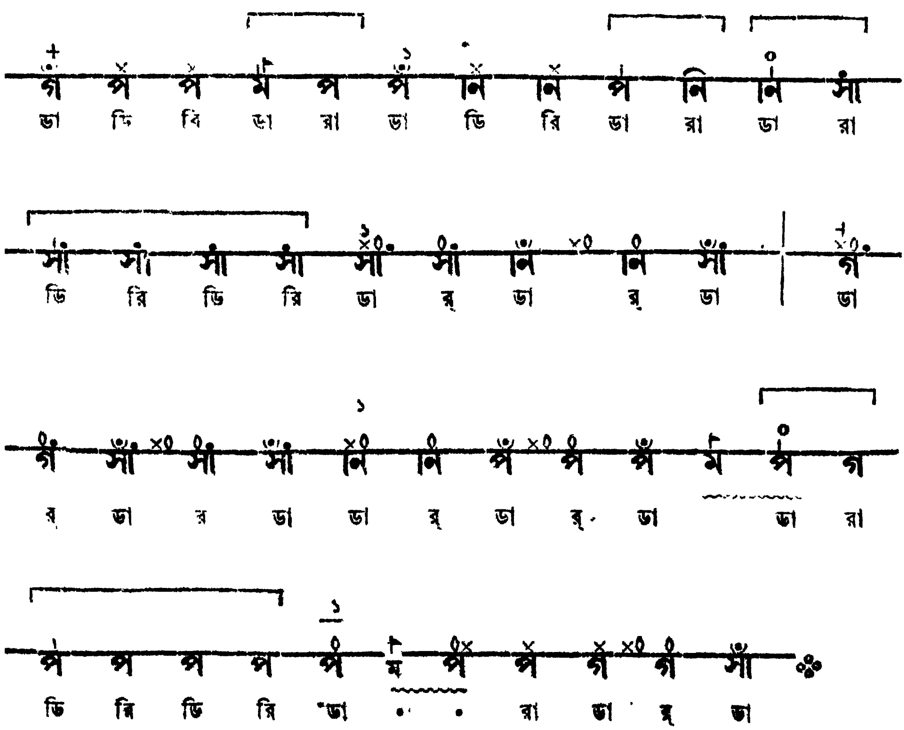
আস্থায়ী।



* ইহার ঋষভ ও ধৈবত বিবাদী।

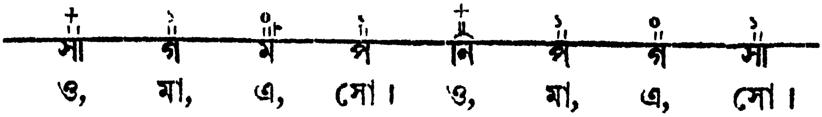


অন্তরা।



একাক্ষরাবৃত্তি।

শ্রীচ্ছন্দসা।

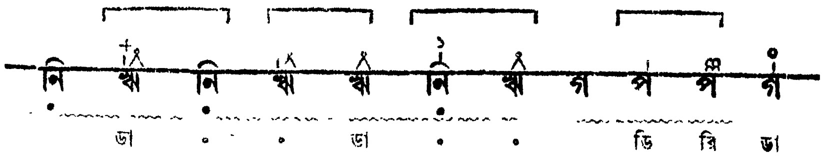


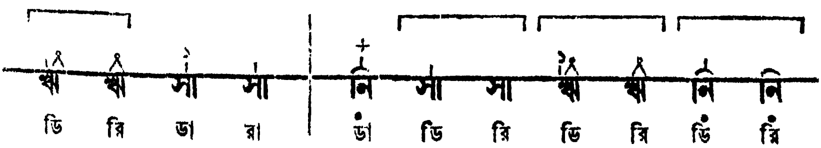
(১০২)

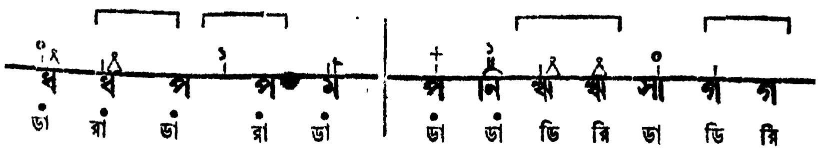
শ্রী—সম্পূর্ণ।

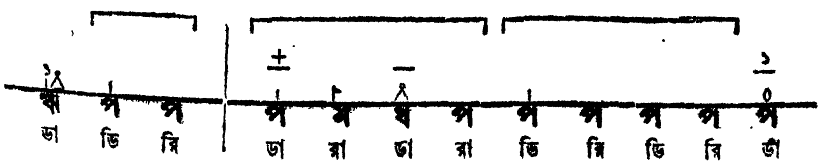
মধ্যমান।

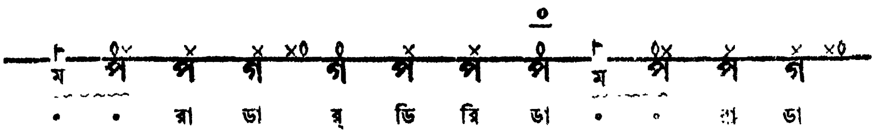


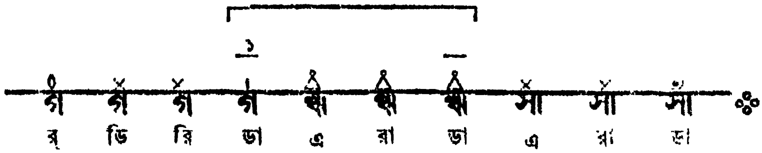






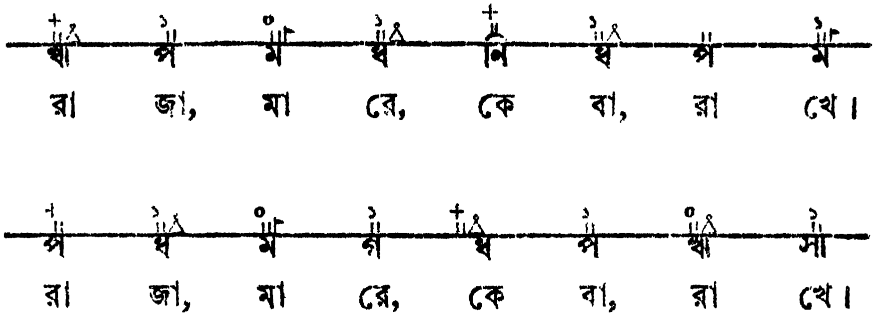






দ্ব্যক্ষরাবৃত্তি ।

কন্যাচ্ছন্দসা ।

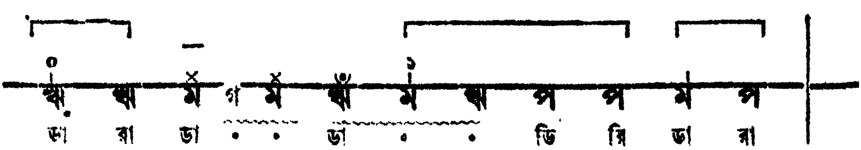


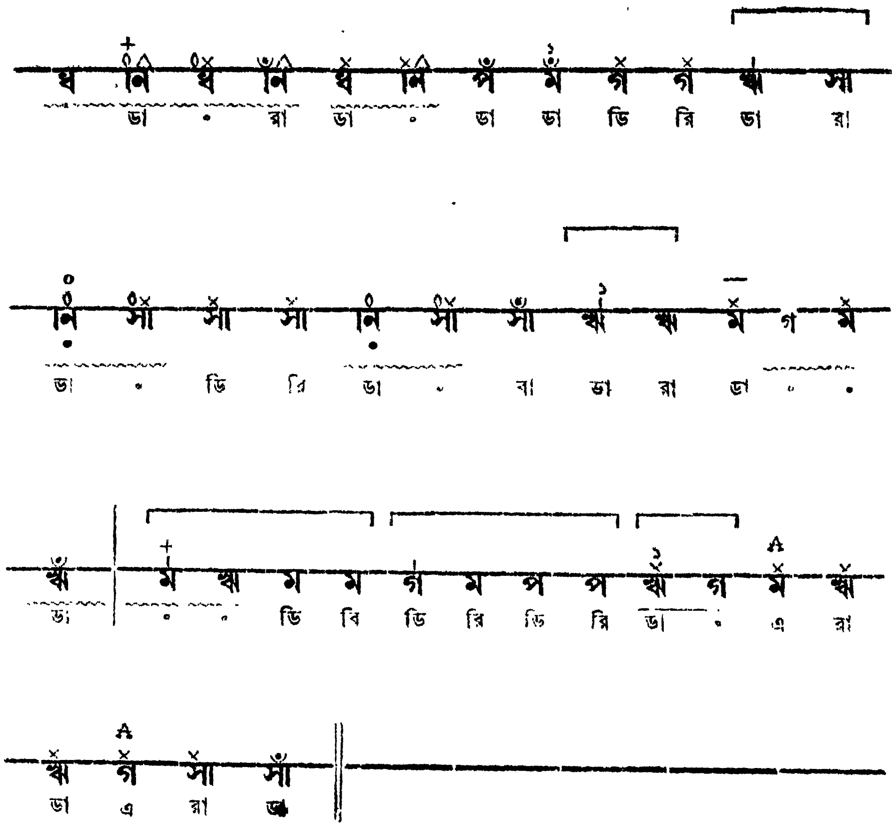
(১০৩)

সুরট—সম্পূর্ণ ।

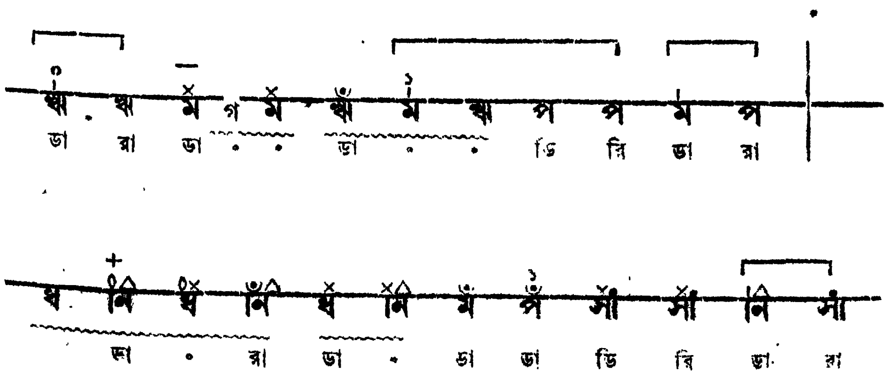
মধ্যমান ।

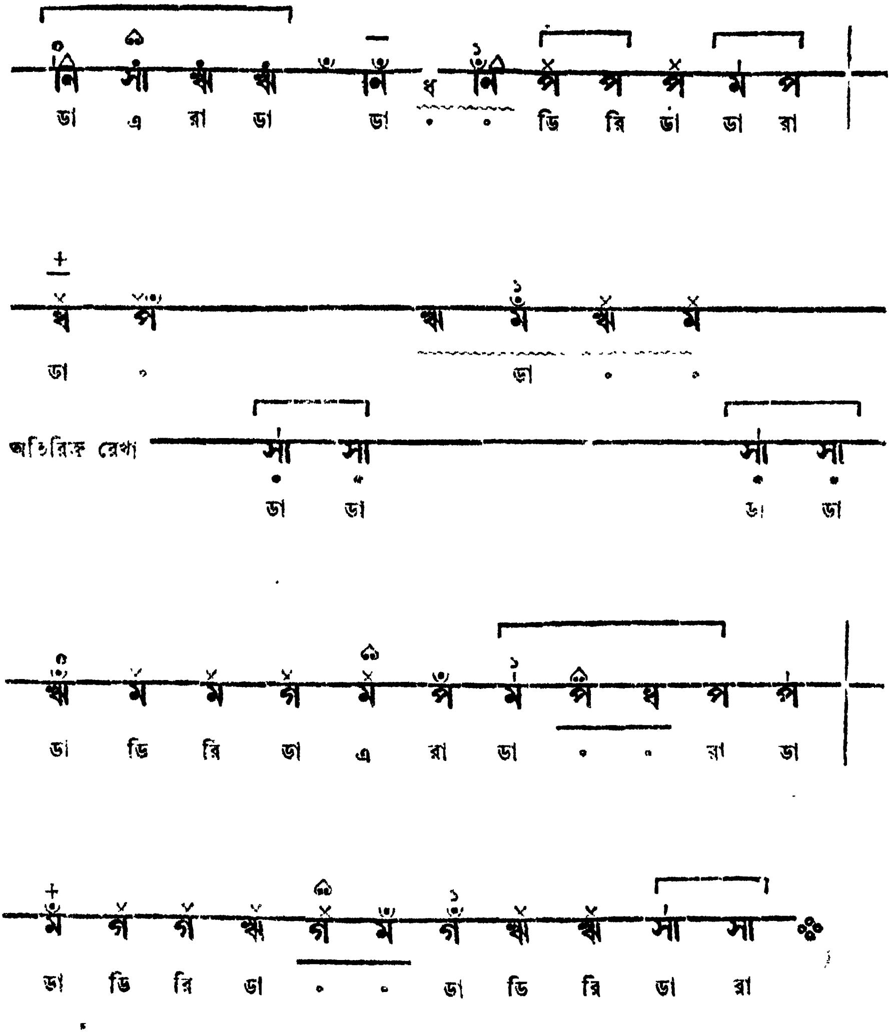
(নি)





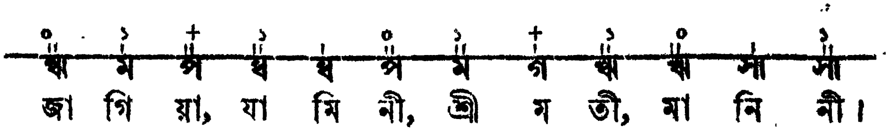
অন্তরা।





ত্র্যক্ষরা বৃত্তি।

মৃগীচ্ছন্দসা।



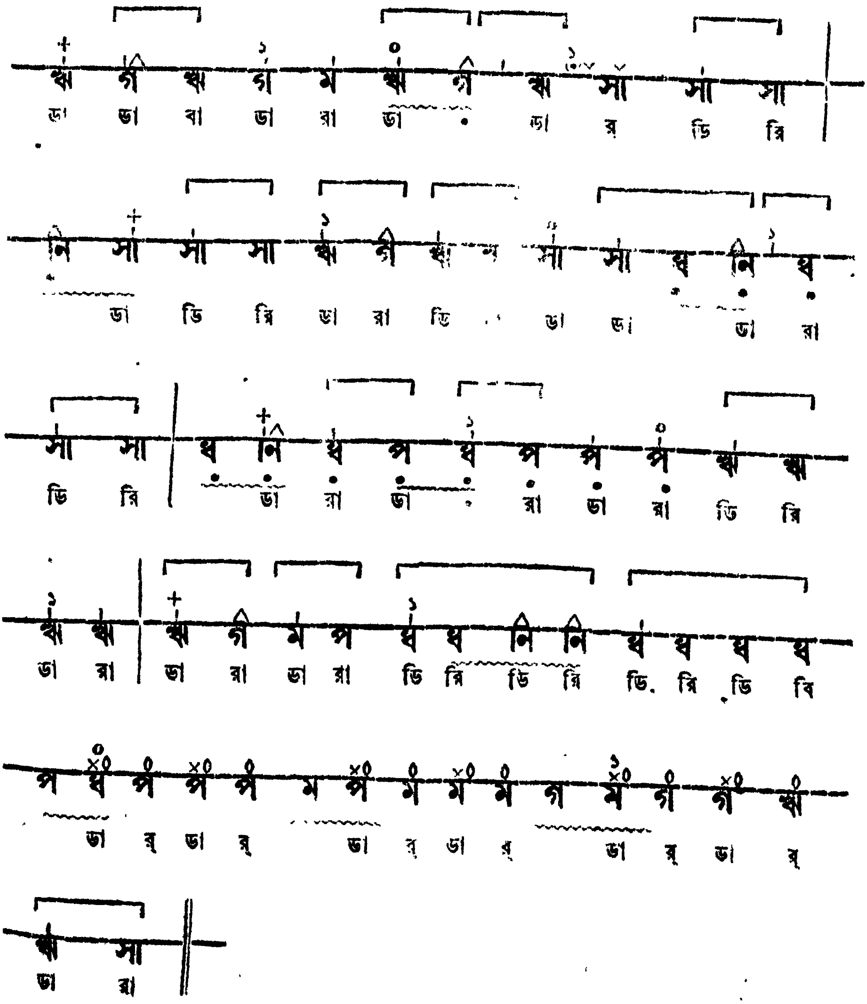
(১০৪)

জয়জয়ন্তী—সম্পূর্ণ।

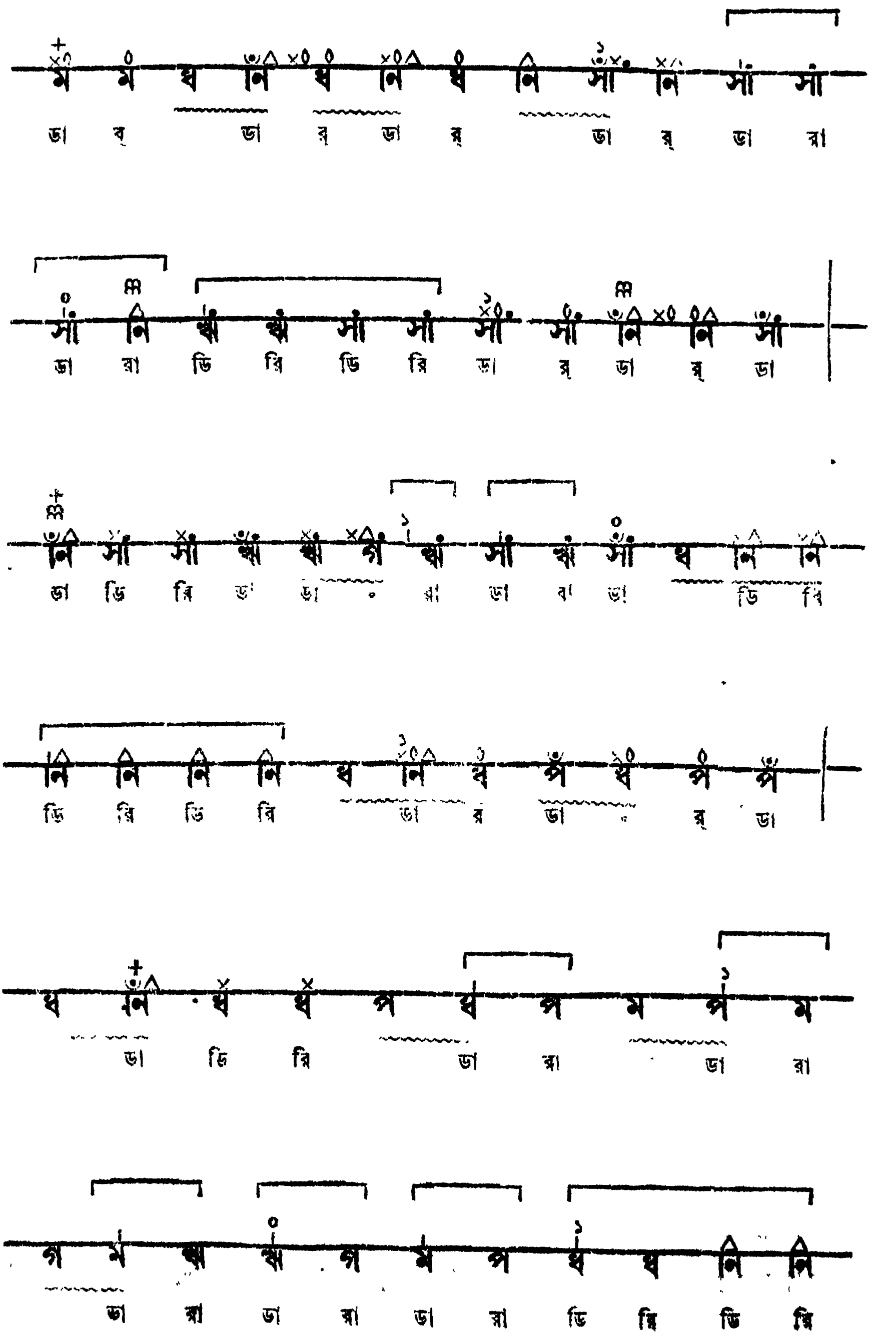
মধ্যমান।

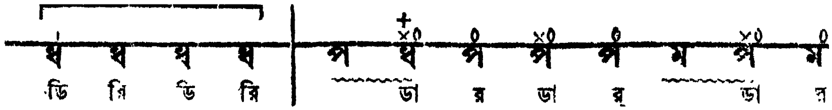
(নি)

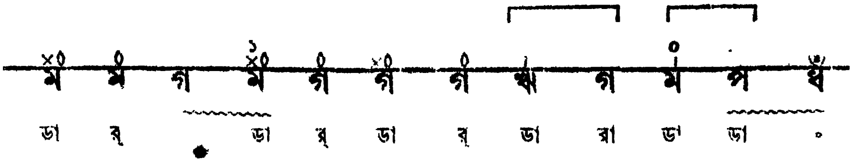
আস্থায়ী।

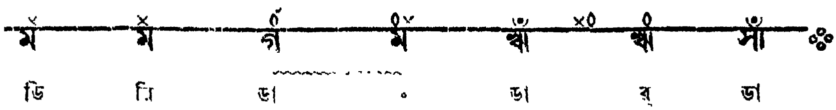


অন্তরা।



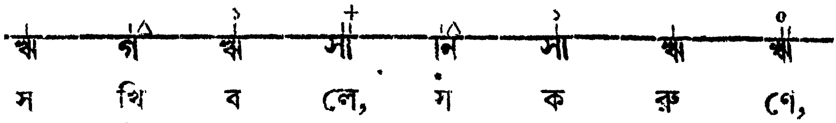


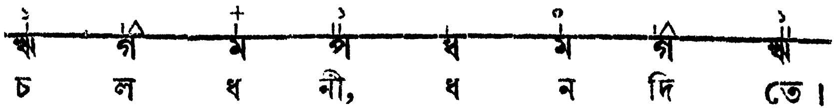




চতুরক্ষরা বৃত্তি।

সতীচ্ছন্দসা।



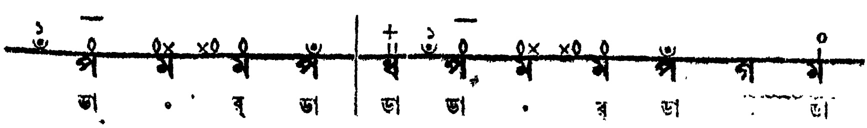


(১০৫)

কামোদ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)



গ ম ঋ গ গ ম ম প প | গ ম ঋ ঋ
ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডি রি | ডা • রা ডা

ঋ সা সা ঋ ঋ নি সা ঋ
র্ ডা ডা ডি রি ডা রা ডা

পঞ্চাক্ষরা বৃত্তি।

পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসা।

নি সা সা সা ঋ ঋ ঋ প প ম গ ঋ
বে ষ্ টি ত গো পী, চ ঞ্ চ ল মা নে,

প ধ ধ সা ধ প প গ ম গ ঋ সা সা
চে ষ্ টি ত চি ৎ তা, কা ঞ্ চ ন দা নে।

(১০৬)

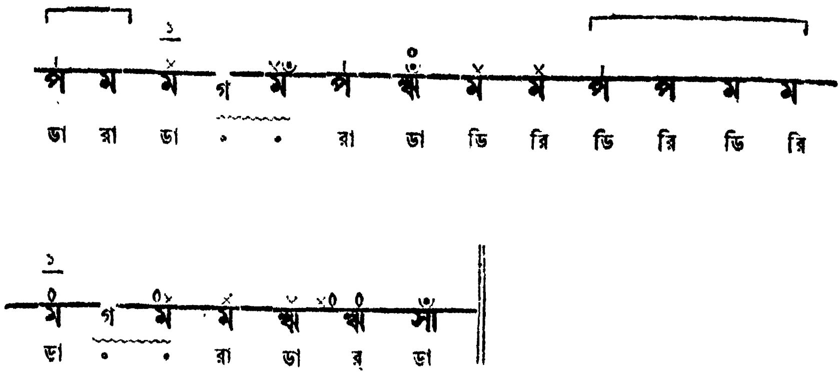
মেঘ—খাড়ব।

মধ্যমান।

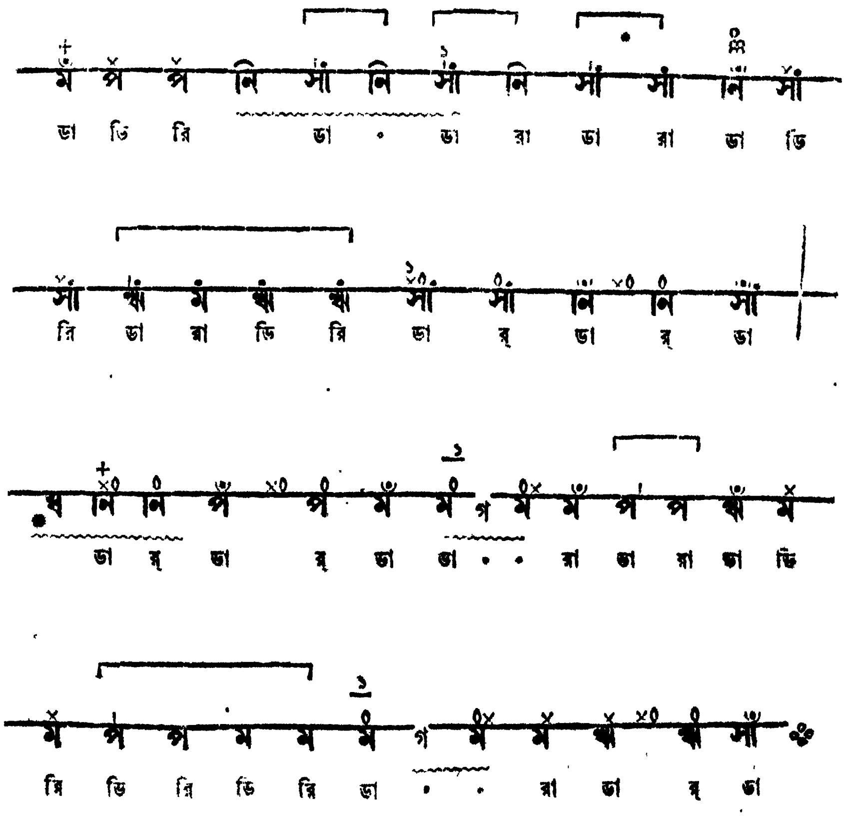
আস্থায়ী।

ঋ ম ম ম গ ম প প ম ম ম ম
ডা ডি রি ডা • • ডি রি ডি রি ডি রি

ম গ ম ঋ ঋ ঋ ঋ প প ম প | ধ নি
ডা • • ডা র্ ডা ডা ডা ডা ডি ডি | ডা

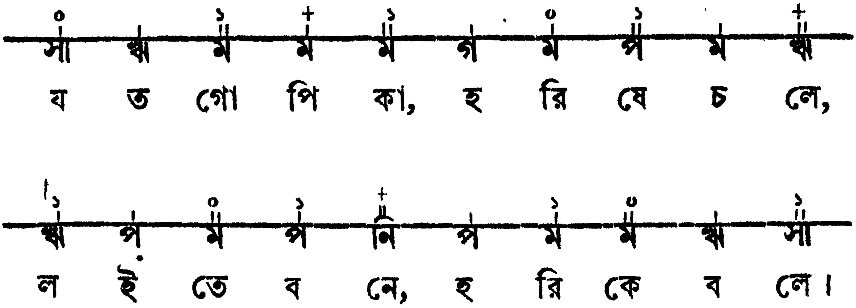


অন্তরা।



পঞ্চাক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

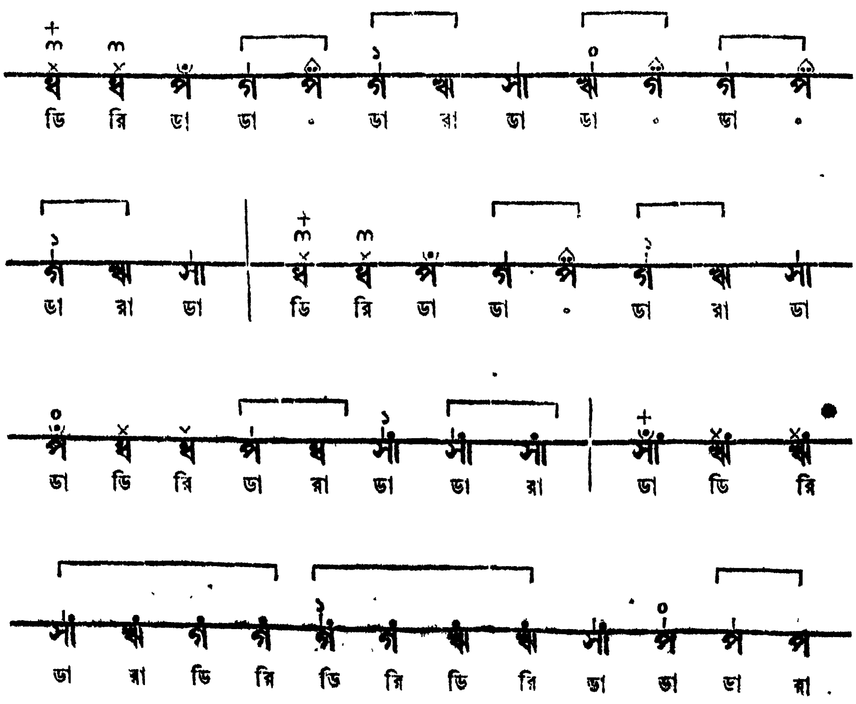
প্রিয়াচ্ছন্দসা।



(১০৭)

বিভাস—খাড়ব।

মধ্যমান।



প ধ নি ধ | ধ ধ প প প গ গ প
ডা ০ ০ ডা | ডা রা ডা ডা রা ডা ডা ০

ঋ গ গ ঋ সা ॰
ডা ০ ডা রা ডা

পঞ্চাক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

ত্বরিতগতিচ্ছন্দসা।

সা সা ঋ ঋ ধ প ধ ধ ঋ সা
ম র ণ ভ য়ে ন য় ন ঝ রে,

প ধ প নি ধ গ প গ ঋ সা ॰
বি ষ ম ক থা হ ই ল ত থা।

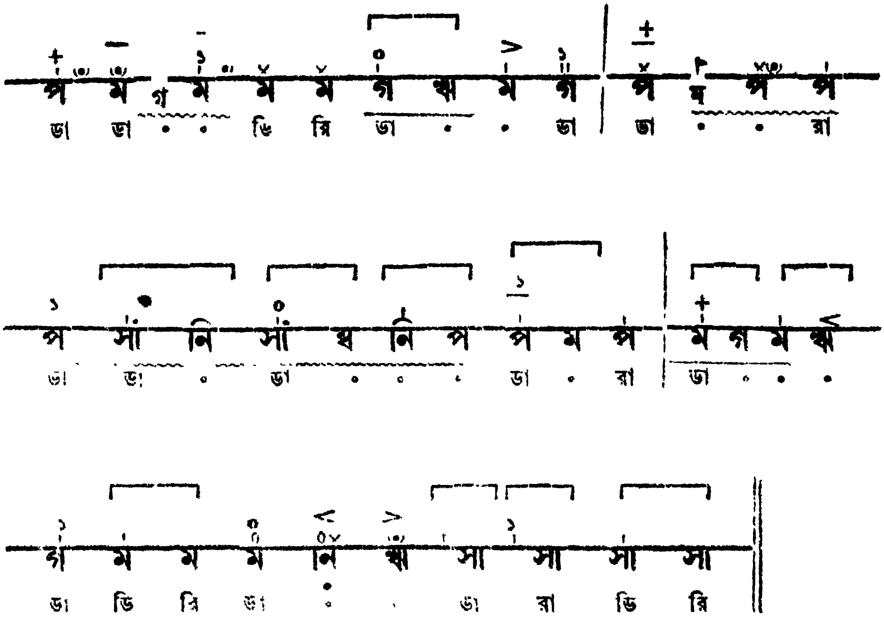
(১০৮)

নটনারায়ণ—সম্পূর্ণ।

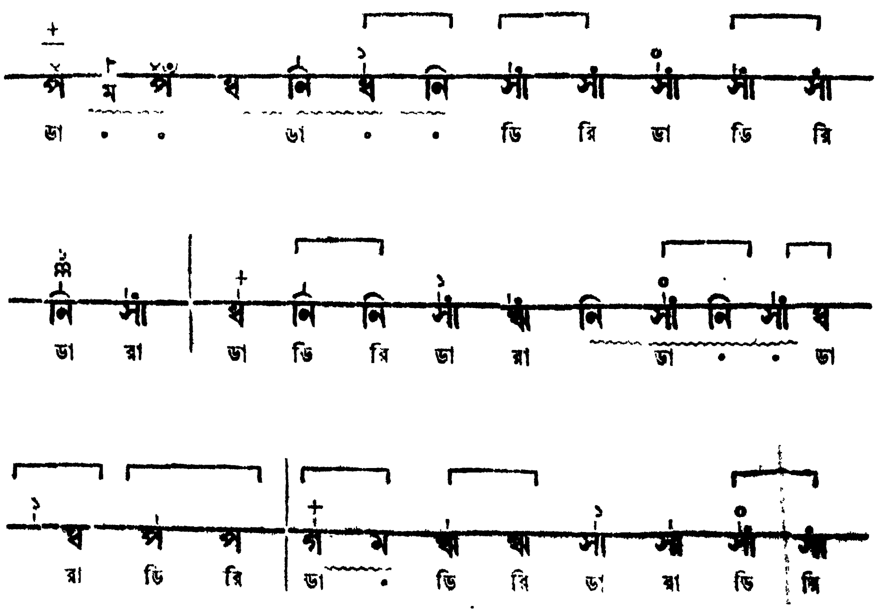
মধ্যমান।

আস্থায়ী।

সা ম ম ম ম ম গ ম ম গ ম ম |
ডা ডি সি ডা রা ডা ০ ০ ডা ০ ০ রা |



অন্তরা।



ঋ প প ম প | ম গ ম ঋ প ম ম
ডা রা ডা রা ডা | ডা • • • ডা ডি রি

ম নি ঋ সা সা সা সা ॰॰॰
ডা • • ডা রা ডি রি

ষড়ক্ষরা বৃত্তি।

গায়ত্রী।

তনুমধ্যাচ্ছন্দসা।

সা ম ম ম ম ম গ ম প ম ম ম ঋ গ
নি ন্ দা ক রি ভা গ্ য়ে, ভা সে ছ ল যো গী,

প ম প সা সা প ম ম গ প ম ম ঋ সা সা
স্ব র্ ণে ন হি কা মী, ই চ্ ছা স্থ ধু ধ র্ ম্মে।

(১০৯)

সোহিনী-বাহার—সম্পূর্ণ।

দ্রুত-ত্রিতালী।

নি সা ঋ সা নি নি ঋ নি ধ প ম ম |
ডা রা ডা রা ডি রি ডা ডা রা ডা ডি রি |

ম প প ধ প ম গ প ম গ | ম ম
ডা ডি বি ডা রা ডা রা ডি রি ডা | ডি রি

গ ঋ ঋ সা সা সা সা ম ম | গ গ প প
ডা ড়ি বি ডা রা ডি বি ডি রি | ডি বি ডি রি

ম ম ধ ধ প প সা সা ঋ ঋ সা সা |
ডি বি ডি রি ড়ি বি ডি রি ডি বি ডি রি

নি নি সা সা নি ধ ম প ধ ঃ
ড়ি বি ডি রি ডা রা ডা রা ডা

ষড়ক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

শশিবদনাচ্ছন্দসা।

সা সা ম ম প ম গ ম গ ম ধ নি সা
য দি ক র প দ্ মে, ক র ম তি দা নে,

নি ধ নি ধ প গ ম গ ম ম গ ঋ সা
ক হি ত ব কা ছে, ম ম ম ন বা ঞ্ছা।

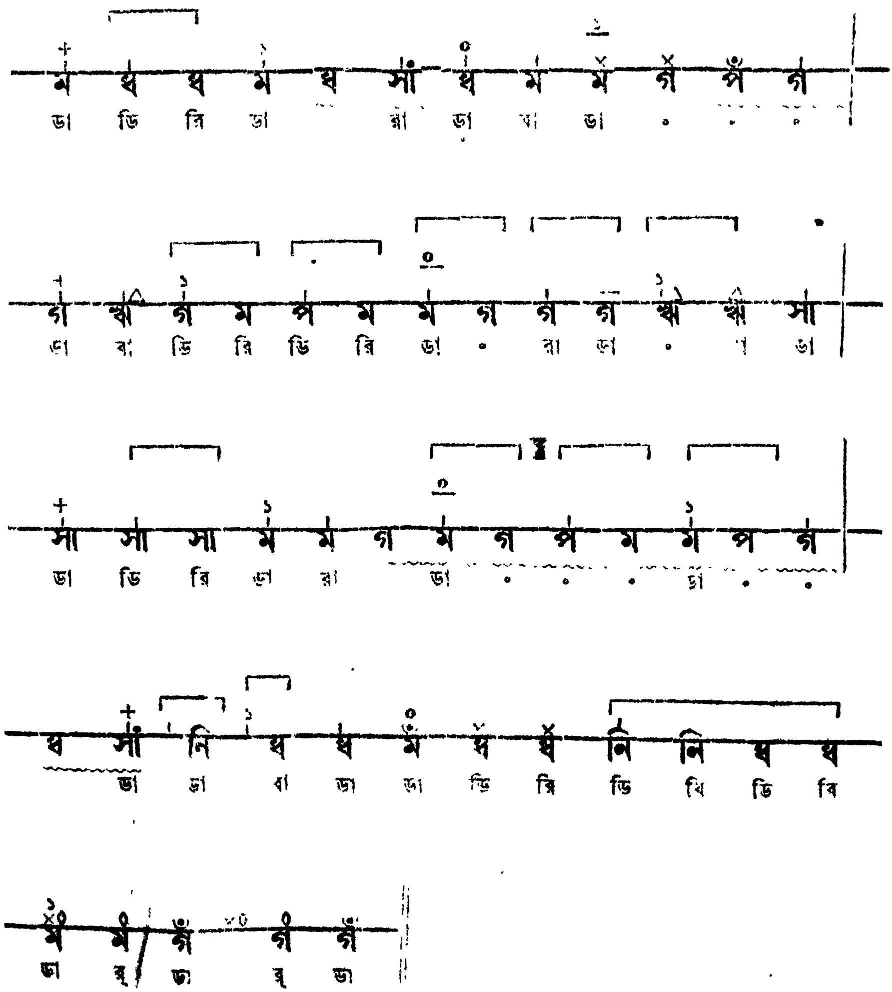
(১১০)

পঞ্চম—সম্পূর্ণ।

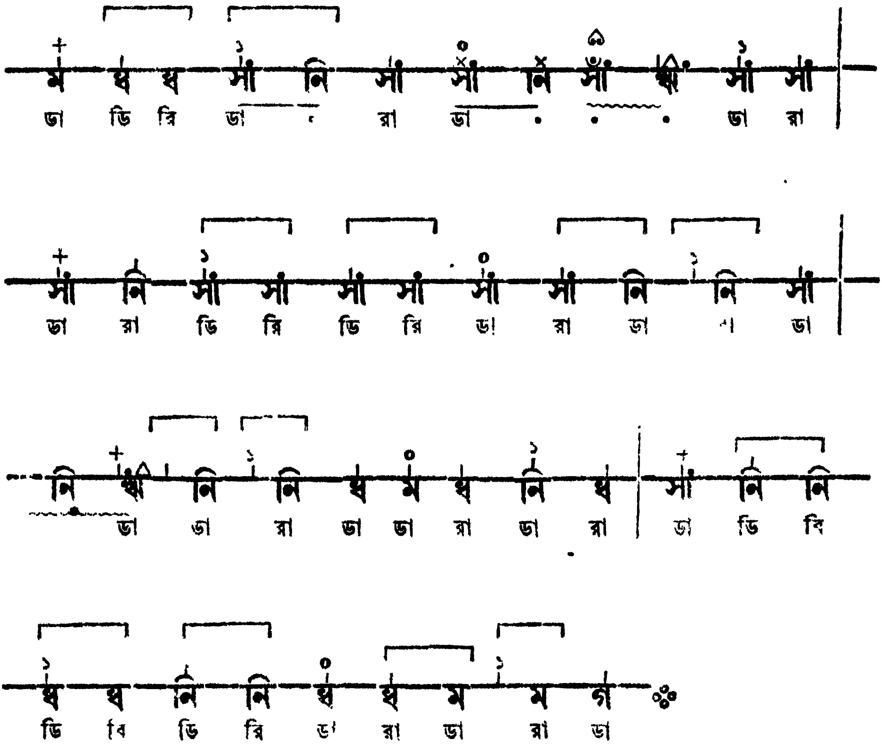
মধ্যমান।

(ঋ)

আস্থায়ী।

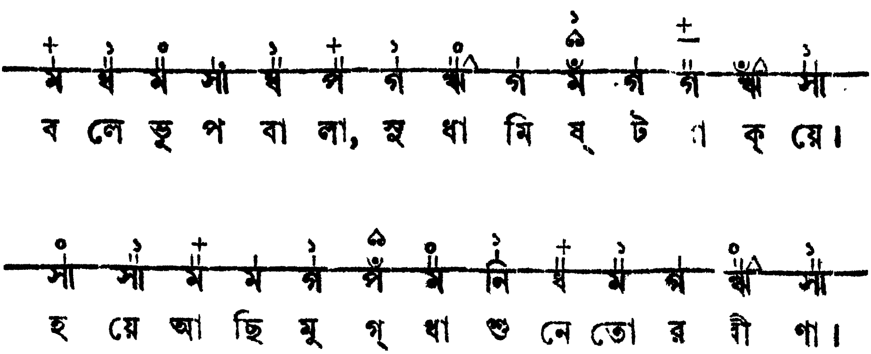


অন্তরা।



ষড়ক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

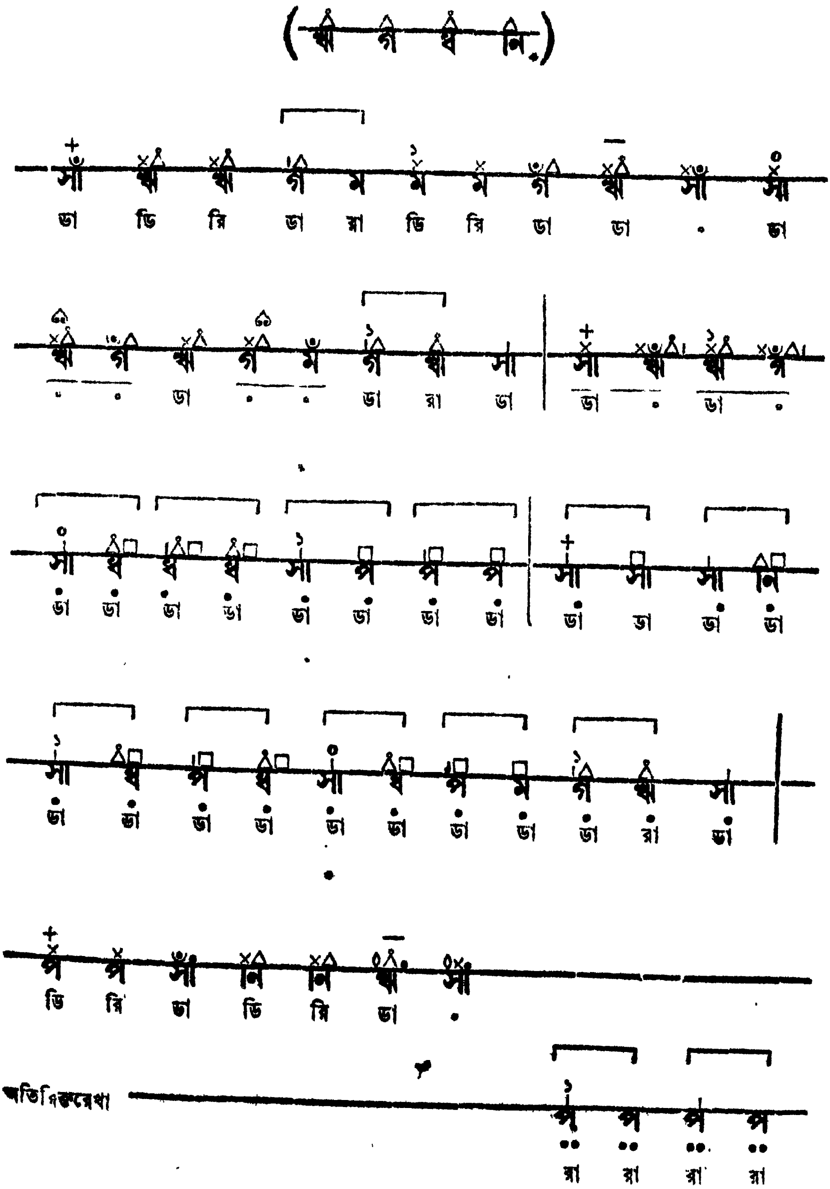
সোমরাজিচ্ছন্দসা।

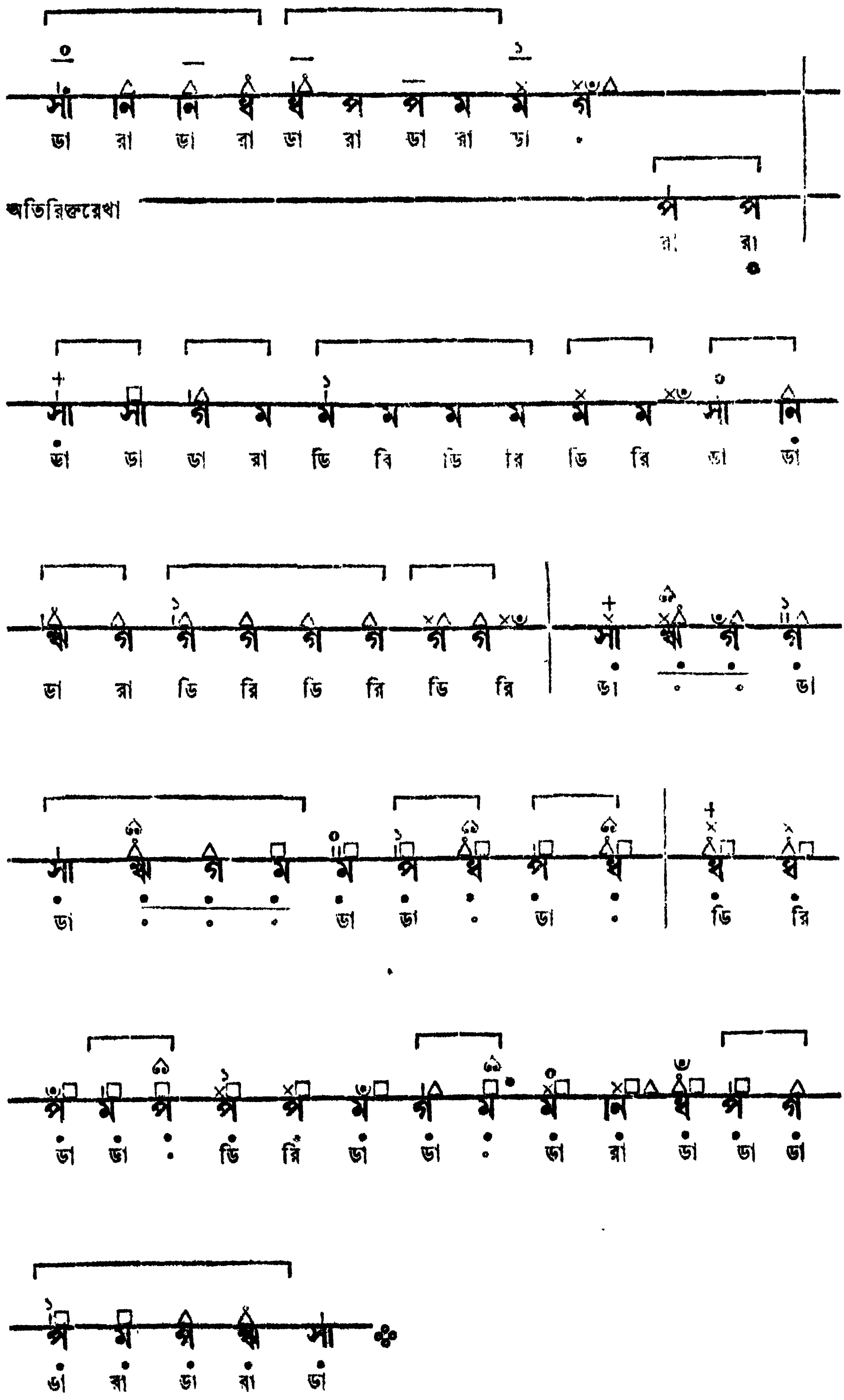


(১১১)

ভৈরবী—সম্পূর্ণ।

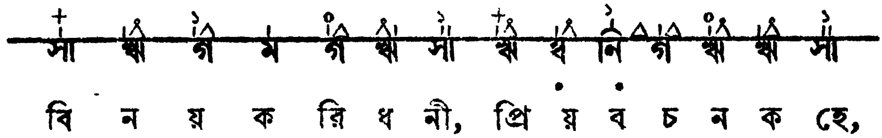
মধ্যমান।

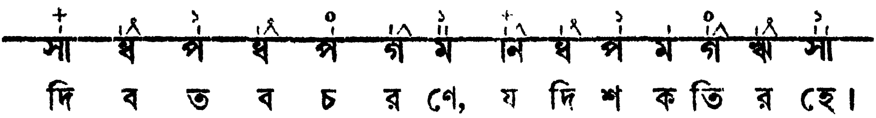



অতিরিক্তরেখা

সপ্তাক্ষরা বৃত্তি।

মধুমতীচ্ছন্দসা।



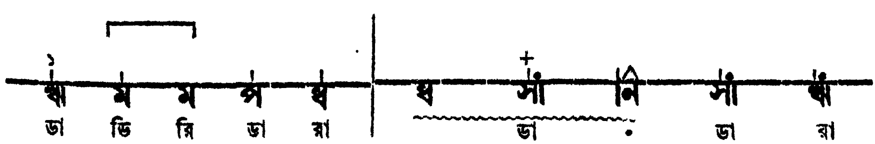


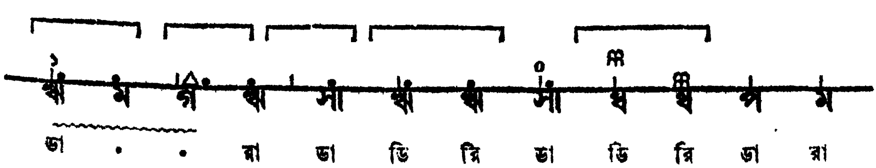
(১১২)

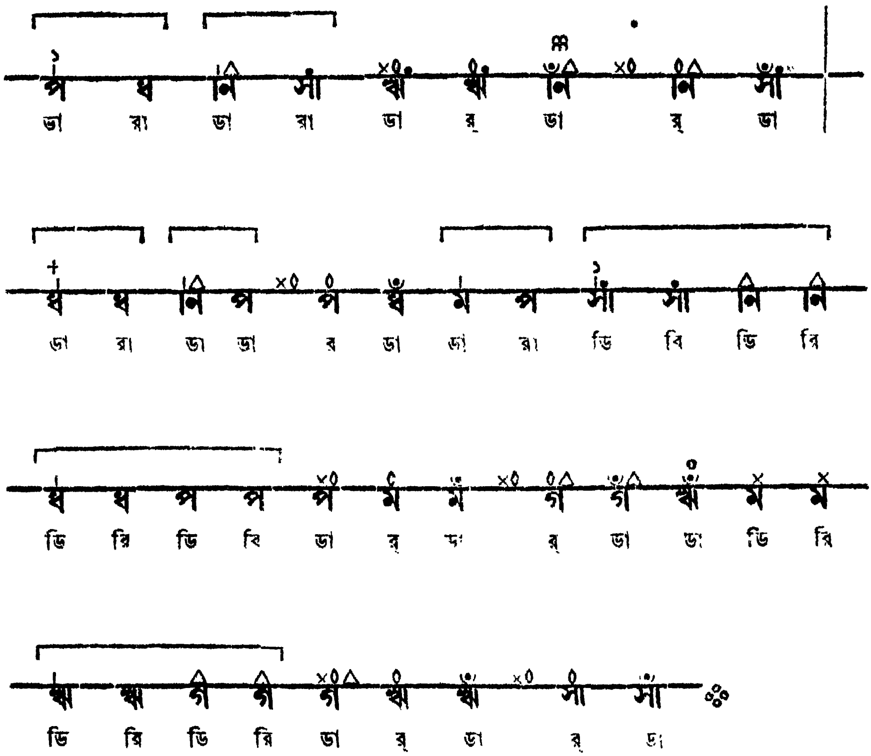
সিন্ধুড়া—সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

(গ নি)

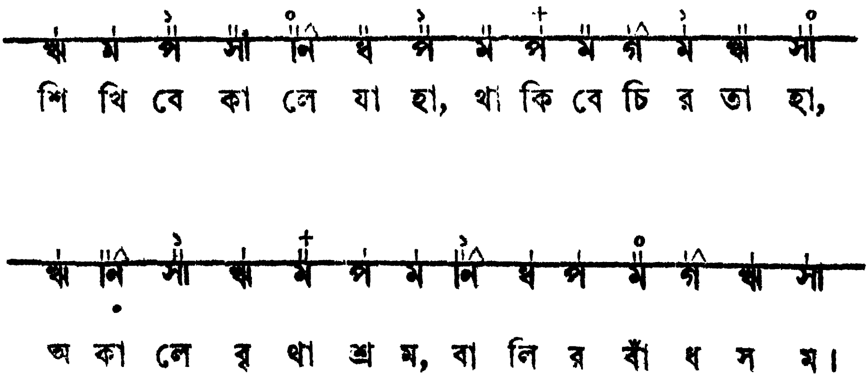






সপ্তাক্ষরা বৃত্তি।

প্রকারান্তর মধুমতীচ্ছন্দসা।



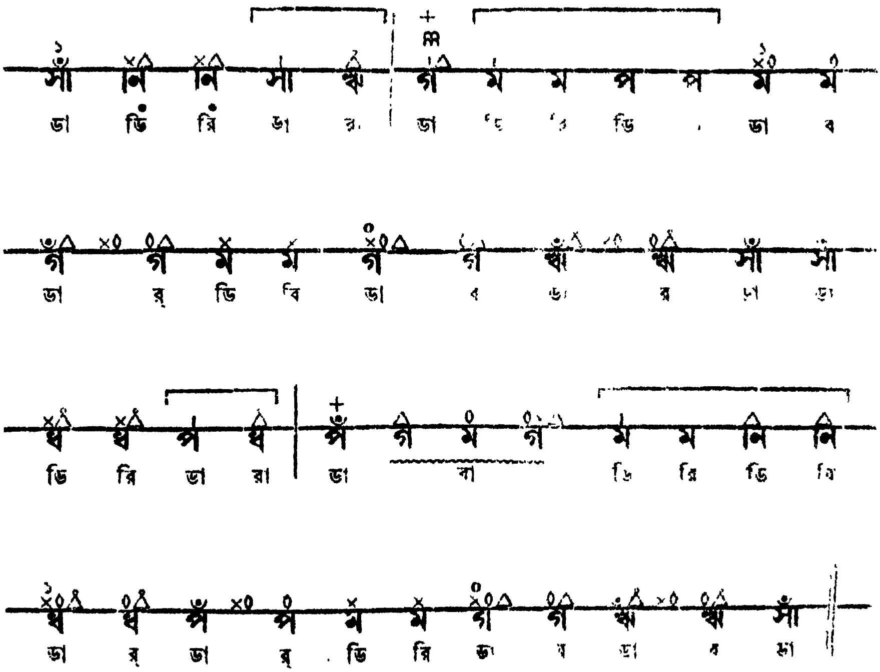
(১১৩)

ভৈরবী—সম্পূর্ণ।

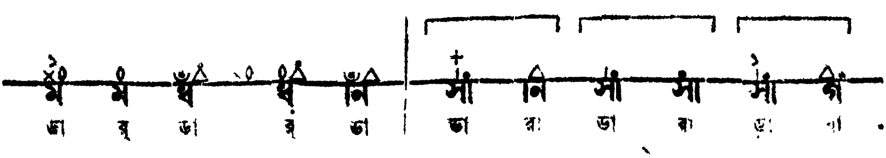
মধ্যমান।

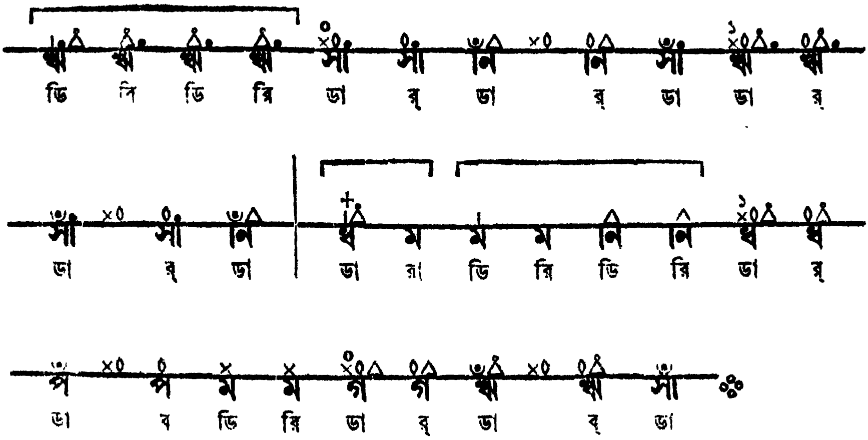
(ঋ গ ধ নি)

আস্থায়ী।



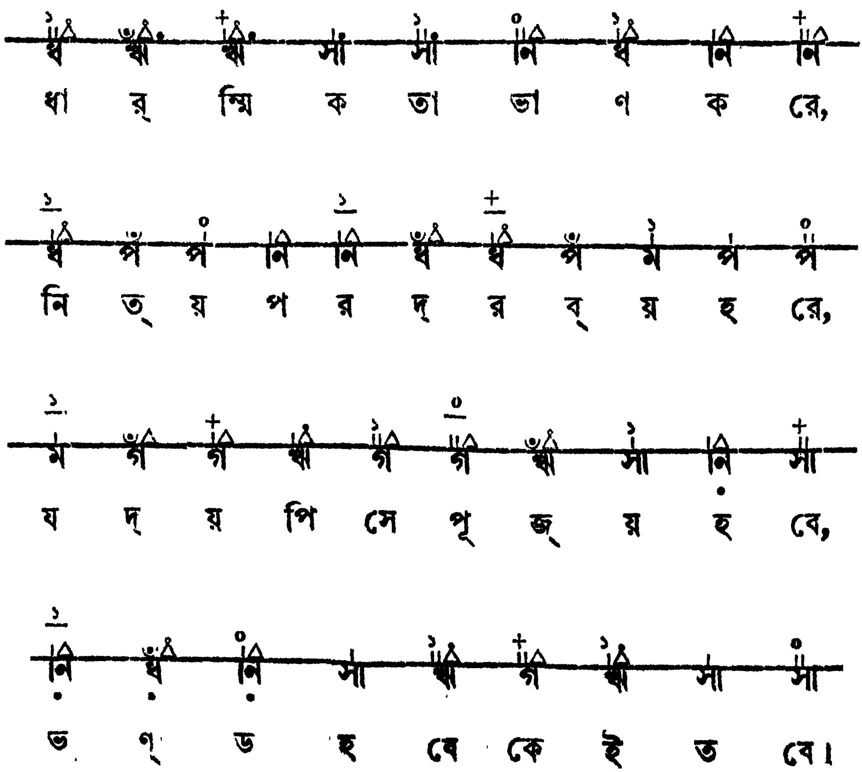
অন্তরা।





অষ্টাক্ষরা বৃত্তি।

মানবকচ্ছন্দসা।



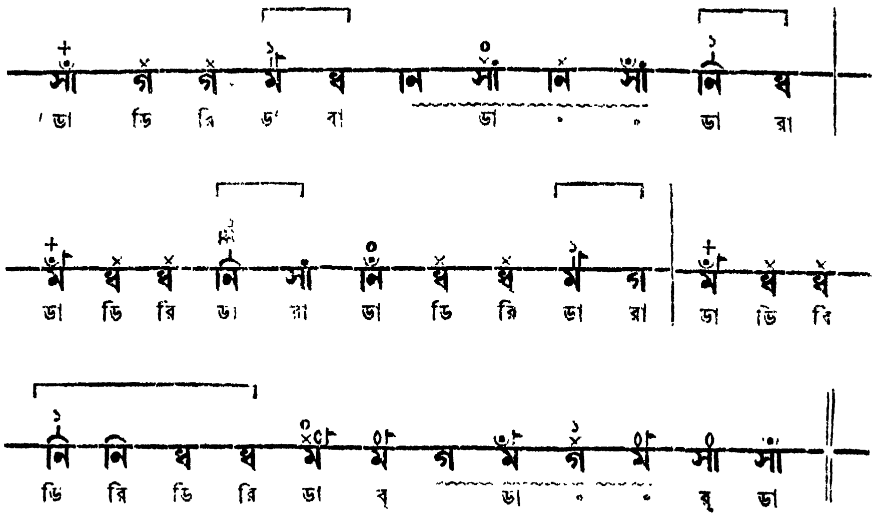
(১১৪)

হিণ্ডোল—ওড়ব*।

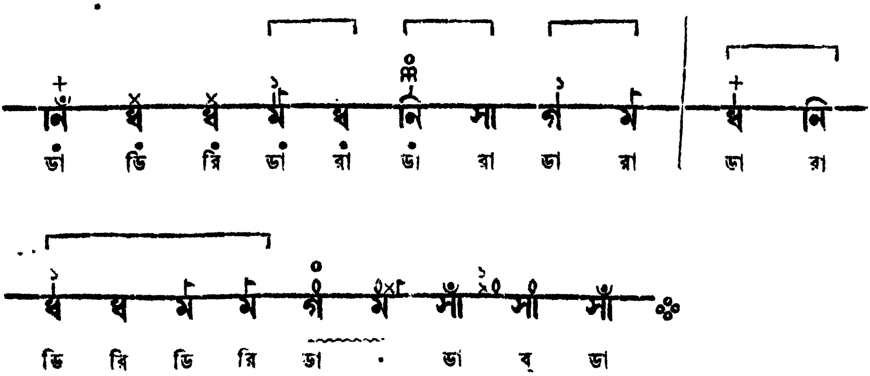
দ্রুত-ত্রিতালী।

(র্ম)

আস্থায়ী।



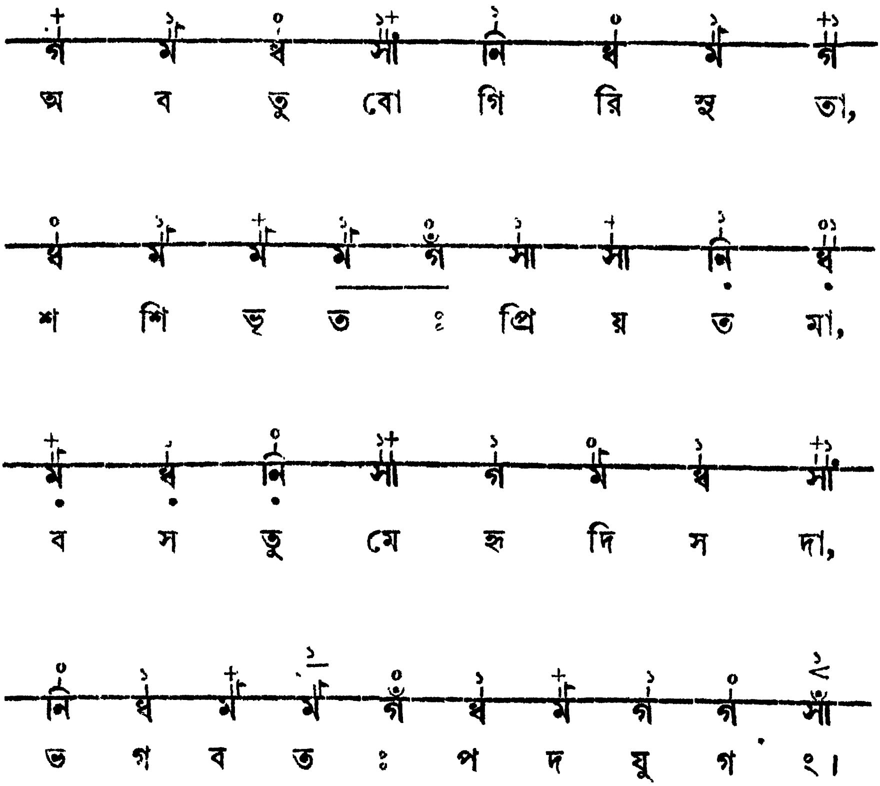
অন্তরা।



* ঋষভ ও পঞ্চম ইহার বিবাদী।

অষ্টাক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

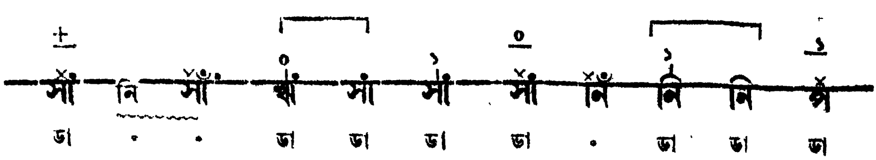
গজগতিচ্ছন্দসা।

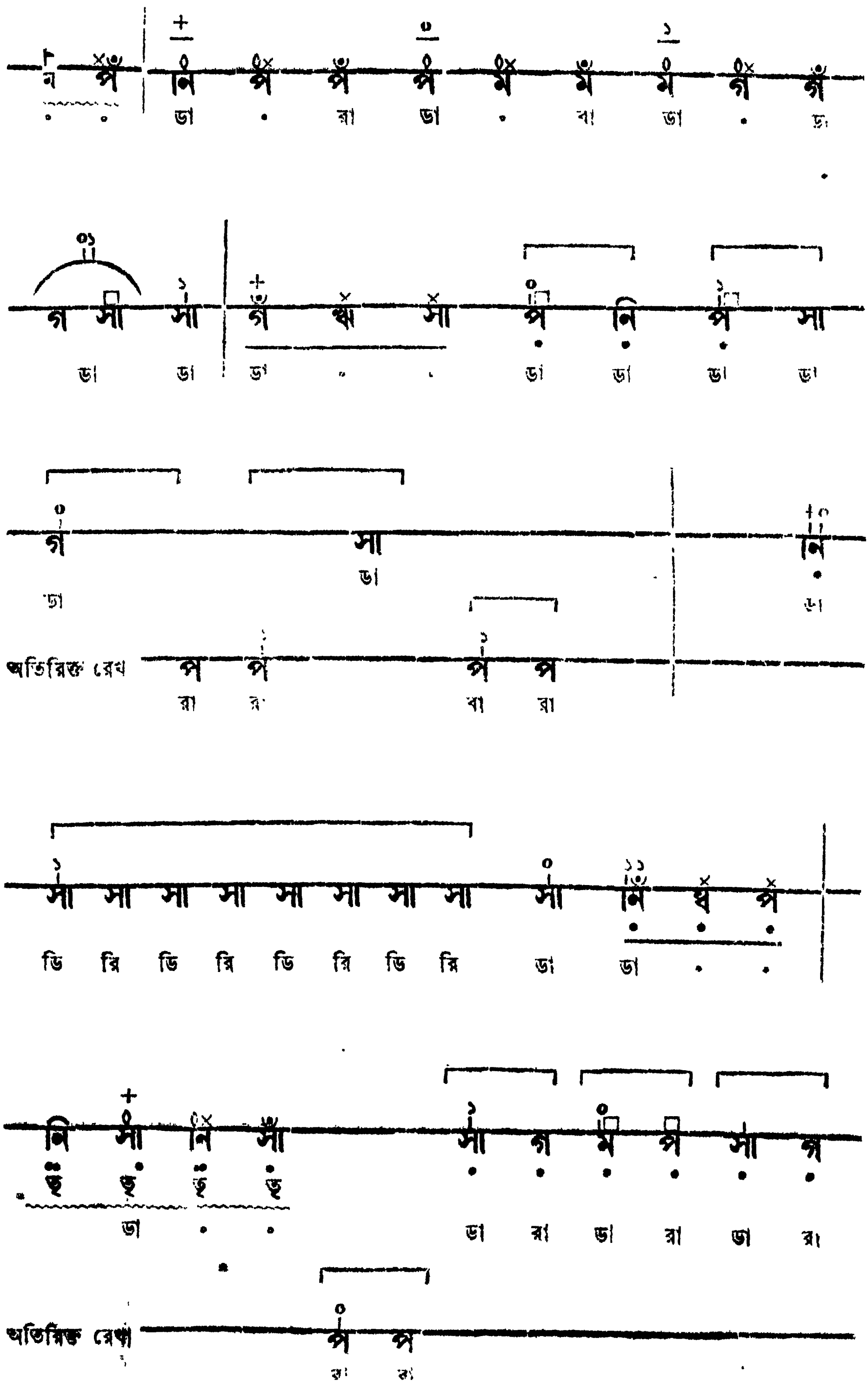


(১১৫)

বেহাগ—সম্পূর্ণ।

চৌতাল।

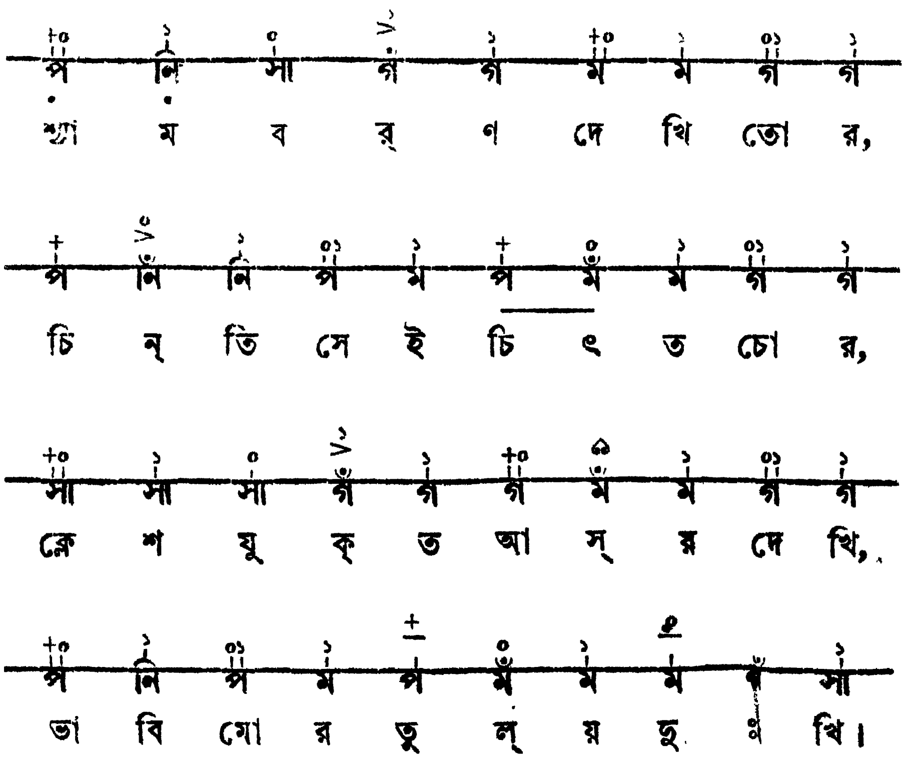



অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা



অষ্টাক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর।)

সমানিকাচ্ছন্দসা।



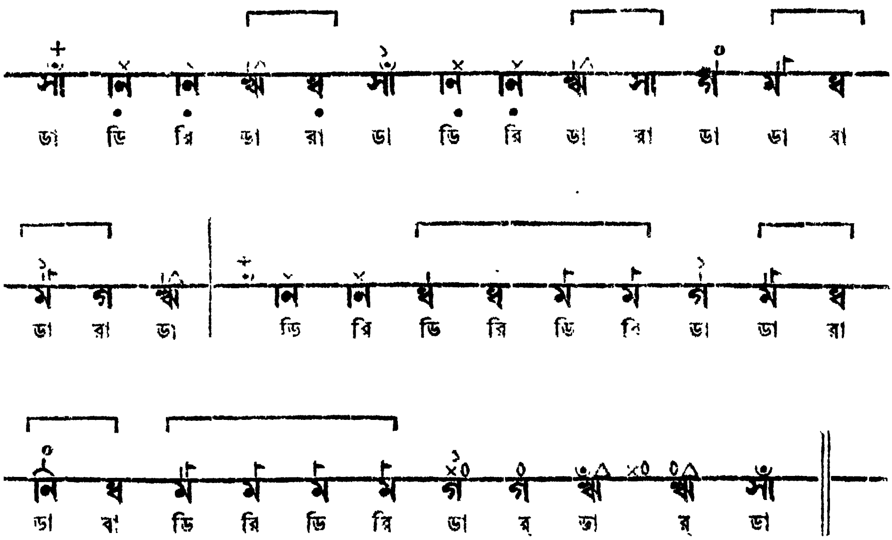
(১১৬)

মালব বা মারোয়া —খাড়ব*।

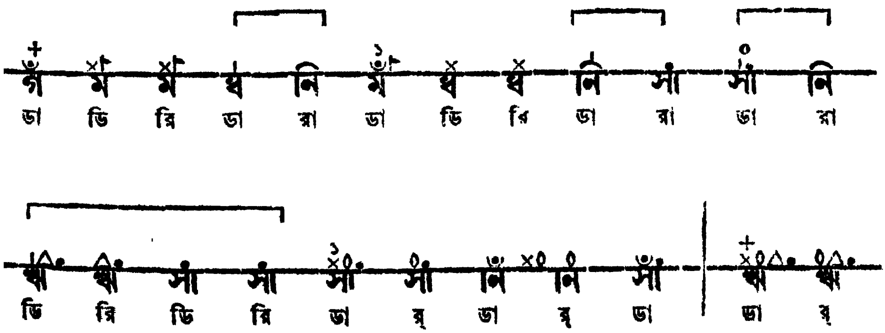
মধ্যমান।

(ঋ ম)

আস্থায়ী।



অন্তরা।



* ইহার পঞ্চম বিবাদী।

নি নি ধ ম ম ধ ধ নি ধ ম
ড়া র্ ড়া ড়া র্ ড়া র্ ড়া ড়া রা

গ গ ম ম গ গ ঋ ঋ সা ॐ
ড়ি বি ড়ি রি ড়া র ড়া র ড়া

অষ্টাক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

বিদ্যুন্মালাচ্ছন্দসা।

ধ ম গ গ ঋ সা নি সা ঋ সা নি ধ
মে ঘা চ্ ছ ন্ নে চ ন্ দ্রা দি ত্ য়ে,

ম ধ সা গ ম ধ সা গ ঋ সা নি ধ ম
ভ স্ মা চ্ ছ ন্ নে ব হ্ নি জ্ বা লে,

গ ঋ সা নি সা নি ধ ম ধ
সা য় ং কা লে আ লো ঢা কে,

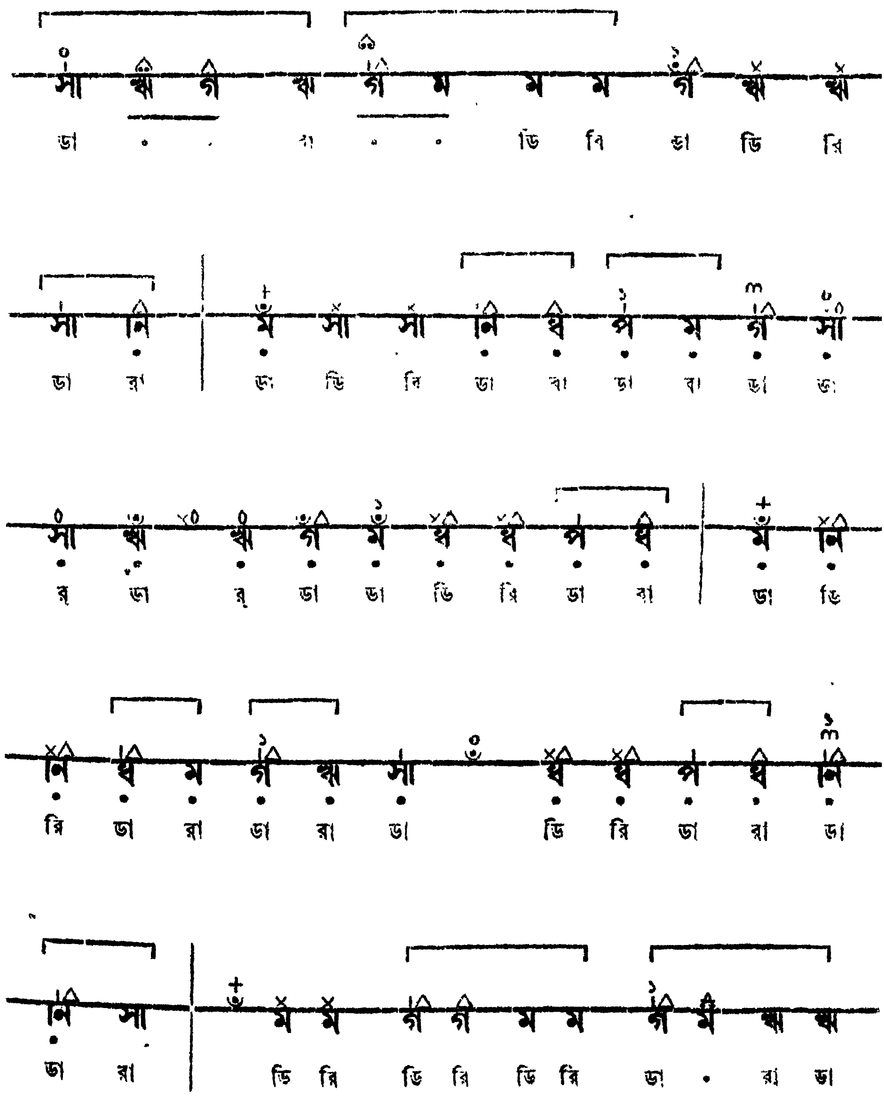
সা গ গ ম ধ নি ম গ ঋ সা
বি চ্ ছে দে ত দ্ রূ পা বা লা।

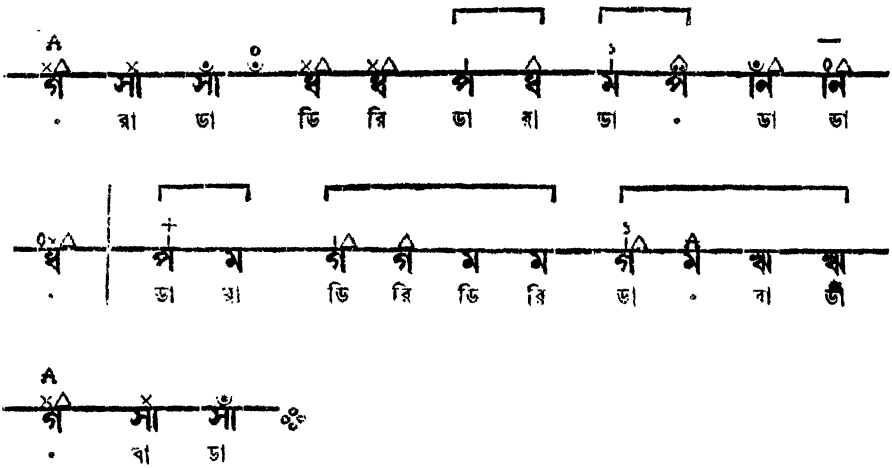
(১১৭)

সিন্ধু-ভৈরবী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

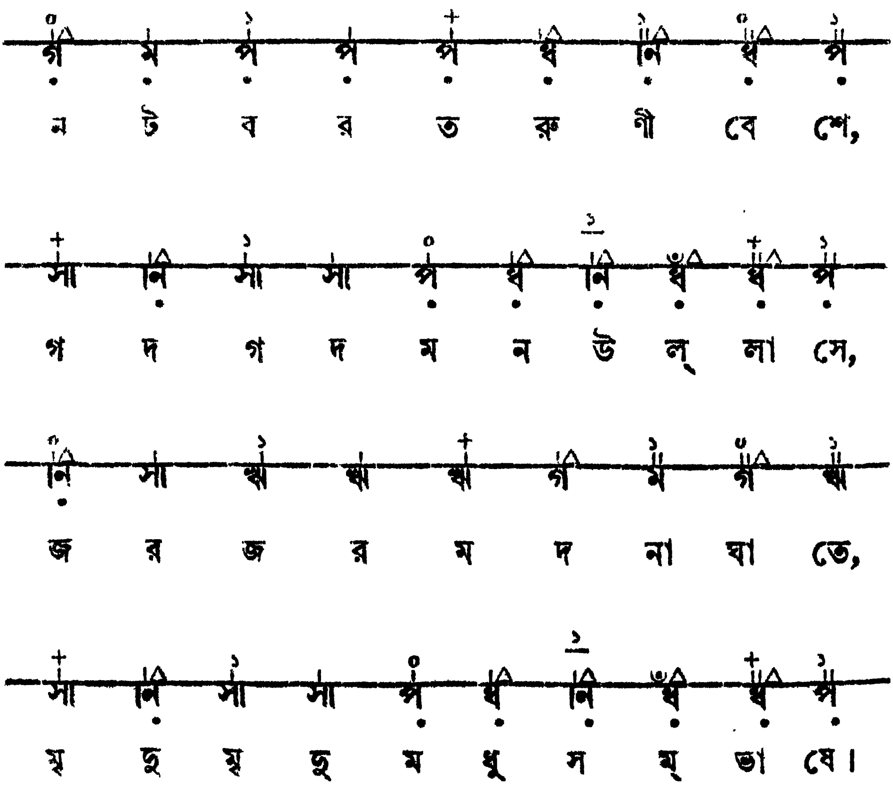
(গ ধ নি)





নবাক্ষরা বৃত্তি।

বৃহতীচ্ছন্দসা।



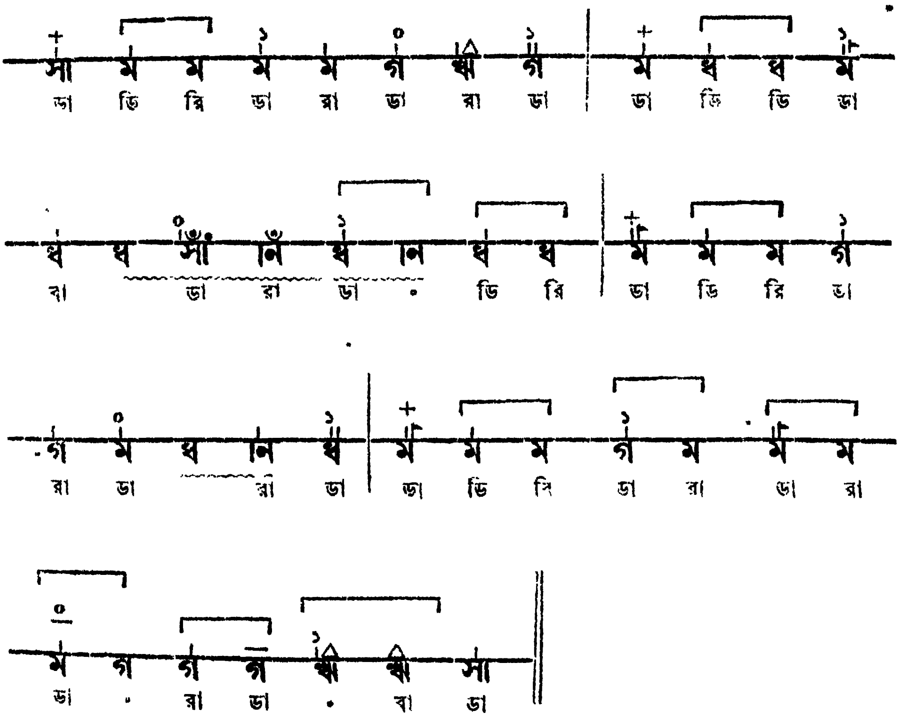
(১১৮)

বসন্ত—খাড়ব*।

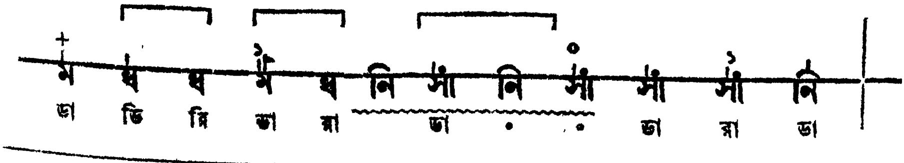
মধ্যমান।

(—ঋ—)

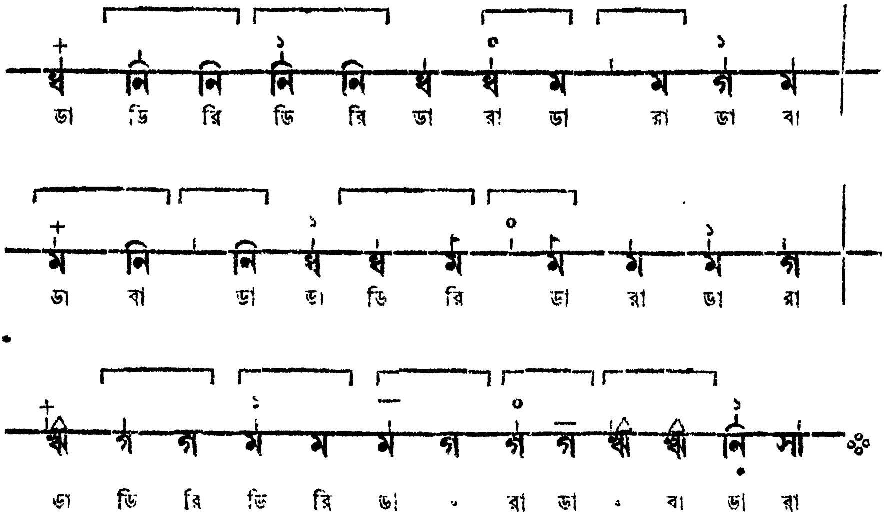
আস্থায়ী।



অন্তরা।

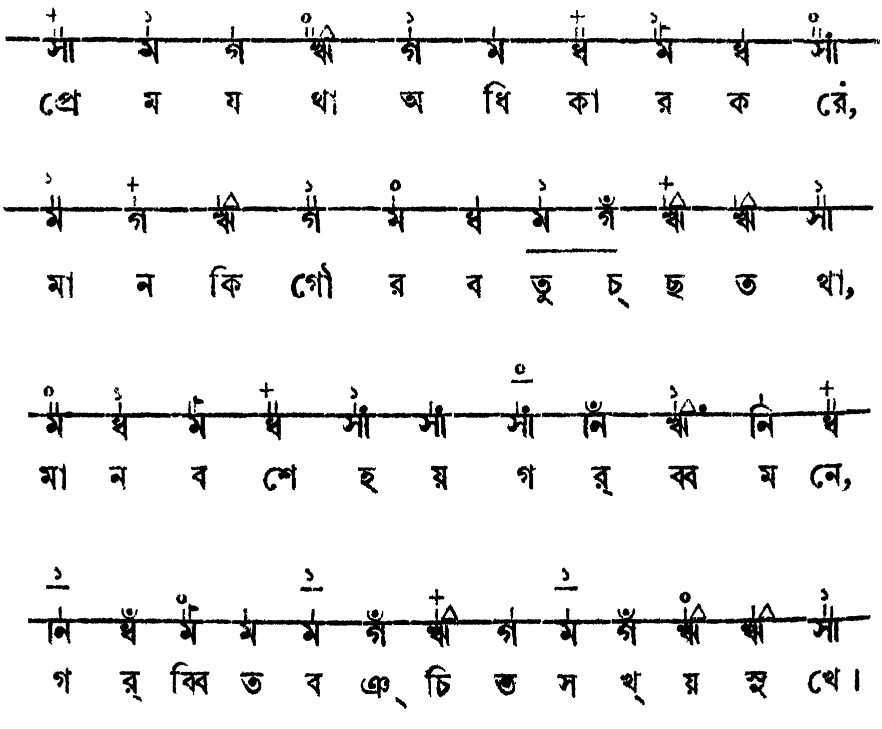


* ইহার পঞ্চম বিবাদী।



দশাক্ষরা বৃত্তি।

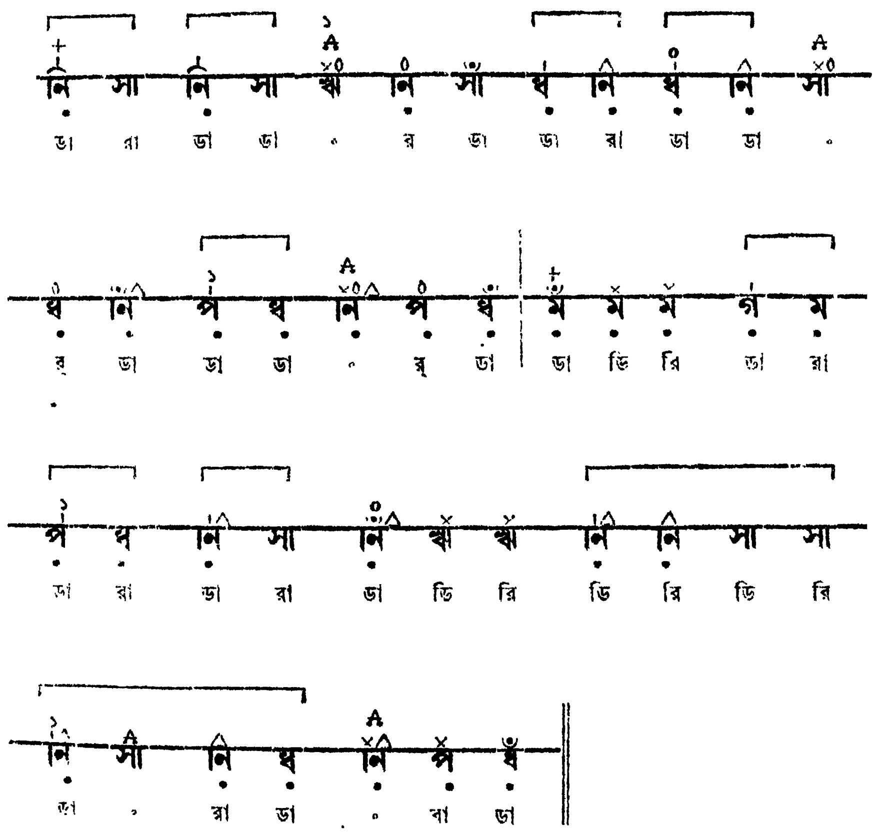
পঙ্ক্তিচ্ছন্দসা।



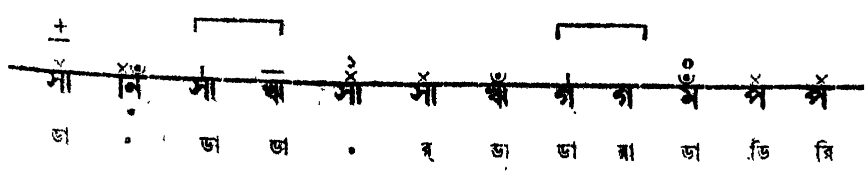
(১১৯)

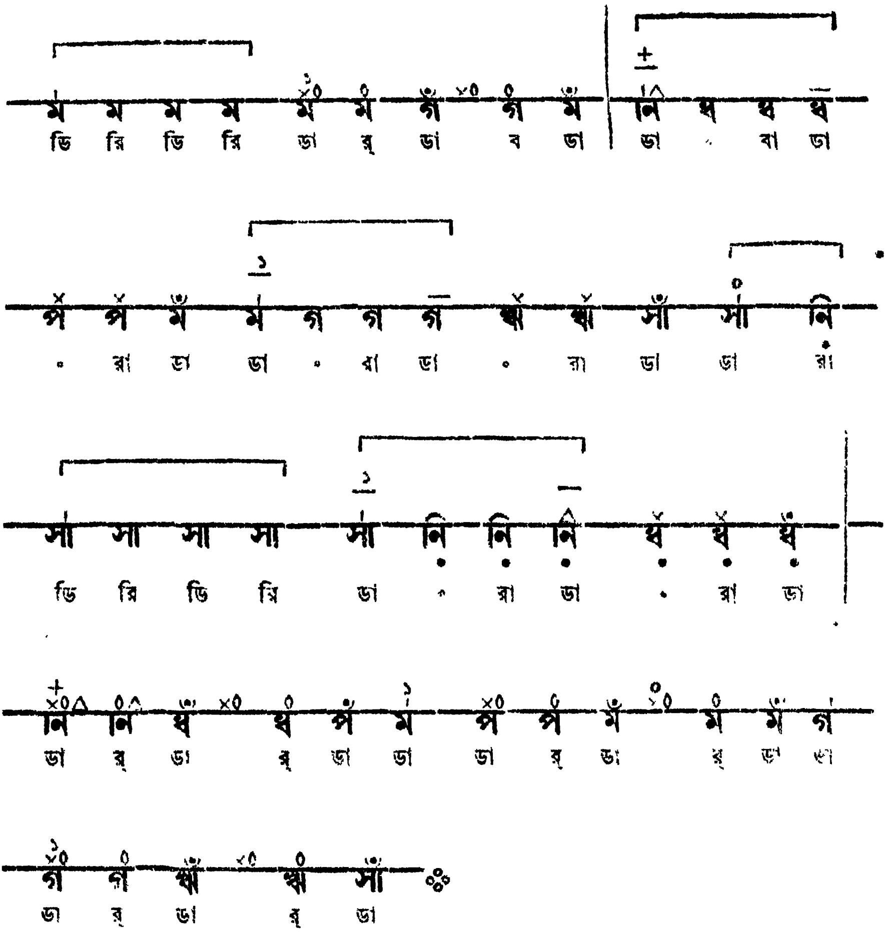
খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।



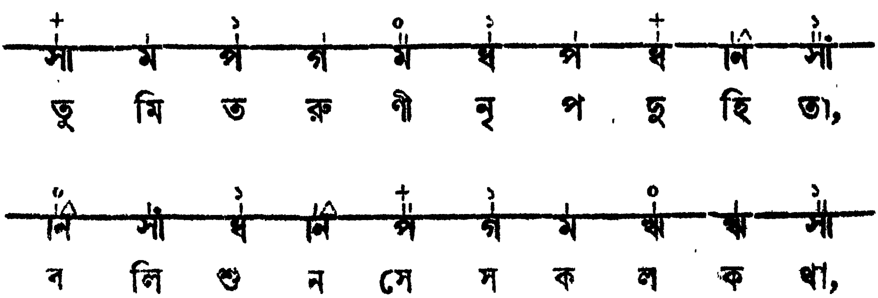
বিস্তার।





দশাক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

ত্বরিতগতিচ্ছন্দসা।



নি সা ঋ নি ধ ম প ধ ম গ

র হ কি সু খে নি বি ড় ব নে,

ম ধ নি সা ম গ ম ঋ ঋ সা

বঁ ধু বি হ নে চ কি ত ম নে।

(১২০)

ভৈরব—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ঋ ধ নি)

আস্থায়ী।

প নি ধ নি ধ ধ প ধ প প ম

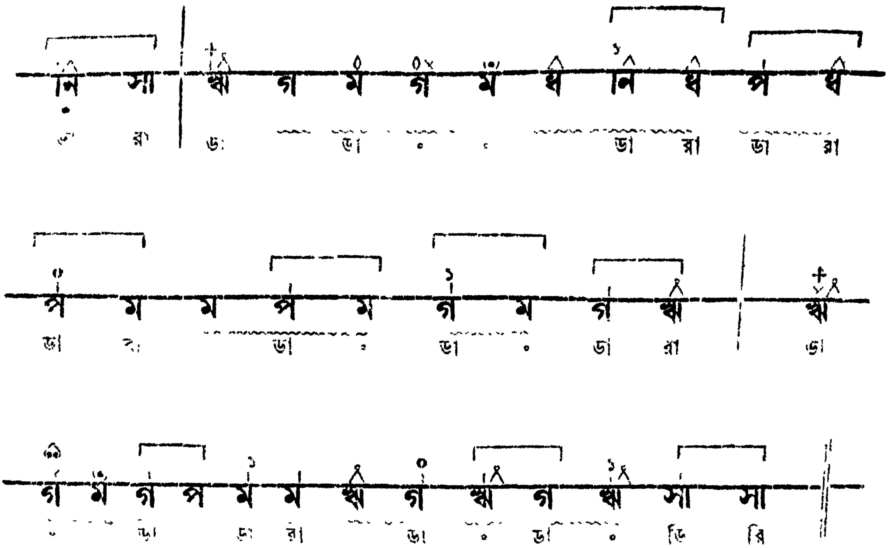
ডা ০ ০ ০ ডা ০ ডা ০ ০ ০

ম ম গ ম গ ম ঋ গ ম প ম

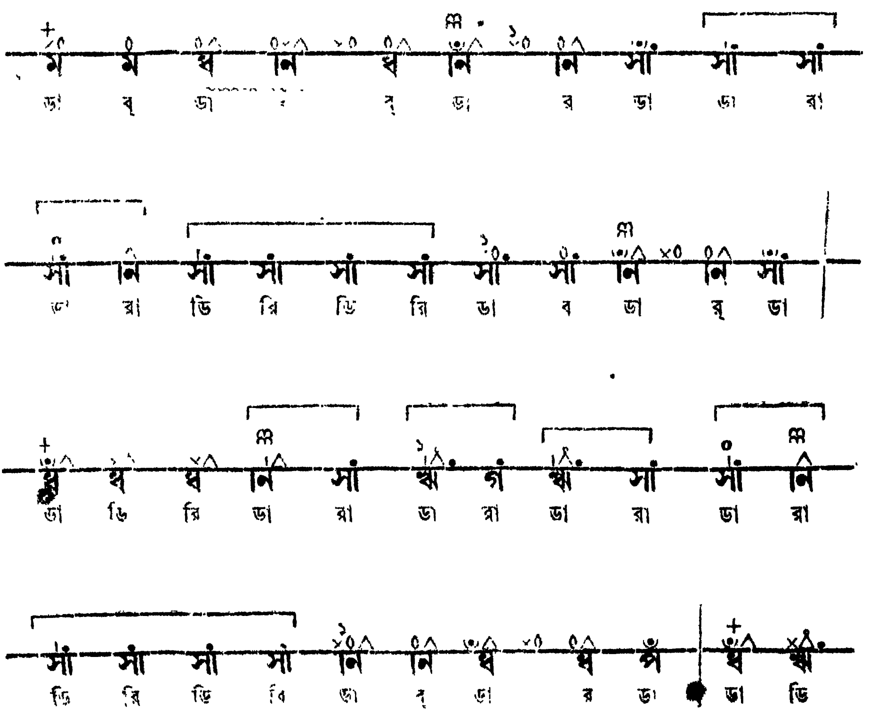
ডা রা ডা ০ ০ ডা ডা ০ ০ রা

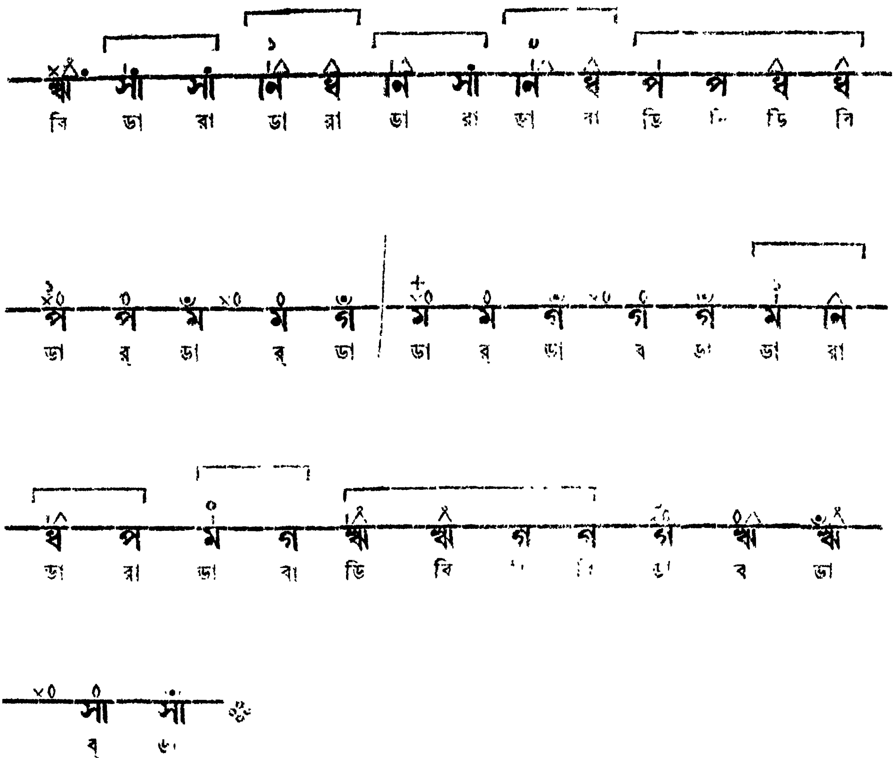
সা ঋ গ ঋ সা সা নি সা নি সা ধ নি ধ নি ধ

ডা ডা ০ ডি রি ডা ০ ০ ডা ০ ০ ০



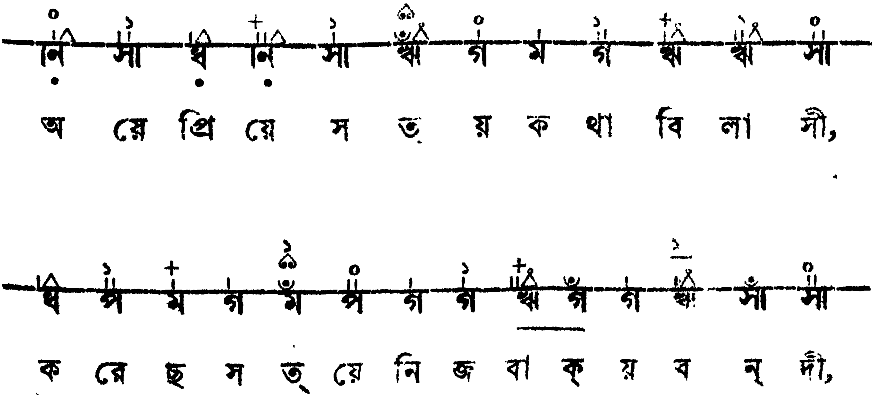
অন্তরা।

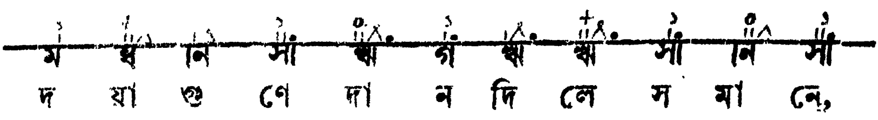


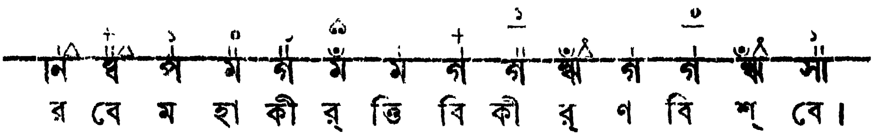


একাদশাক্ষরা বৃত্তিঃ।

উপেন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দসা।



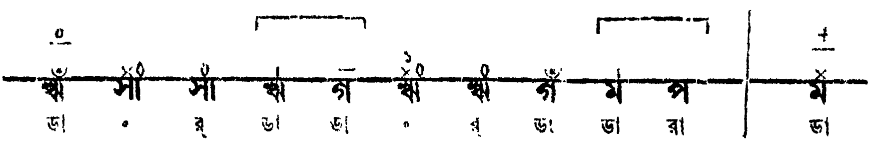


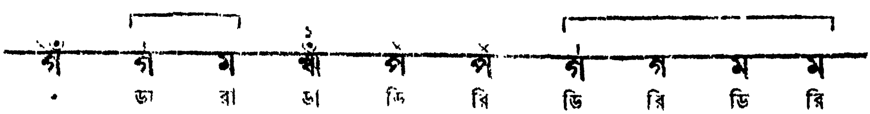


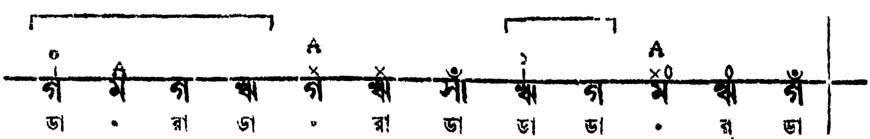
(১২১)

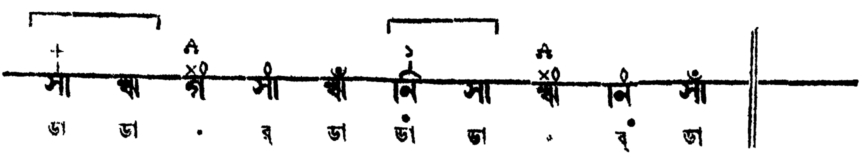
লুম্‌ঝিঝিট—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

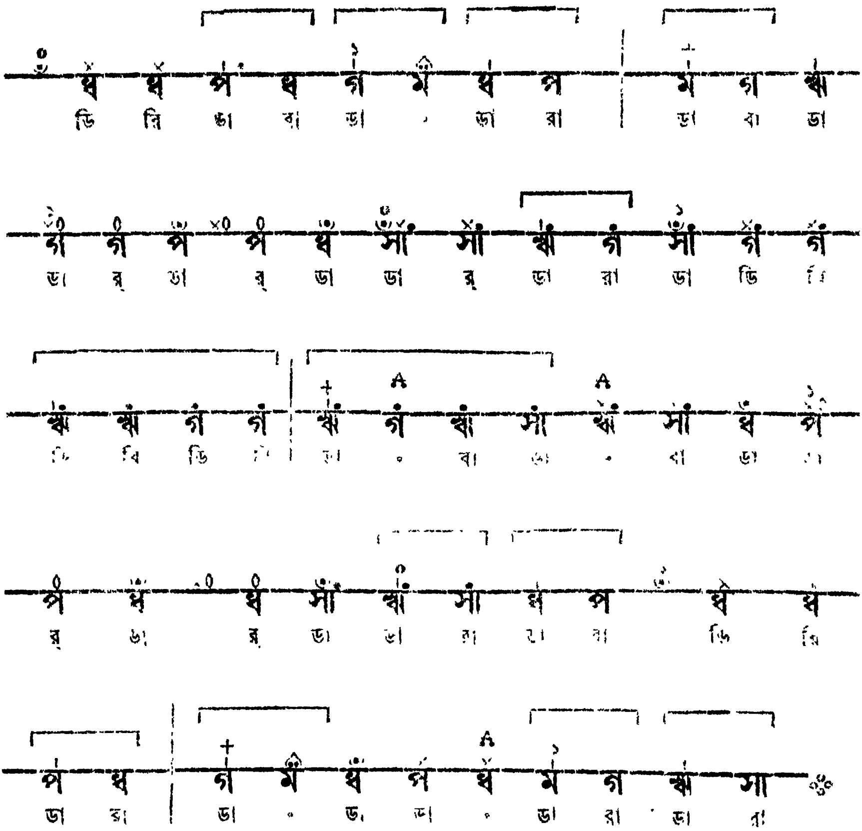






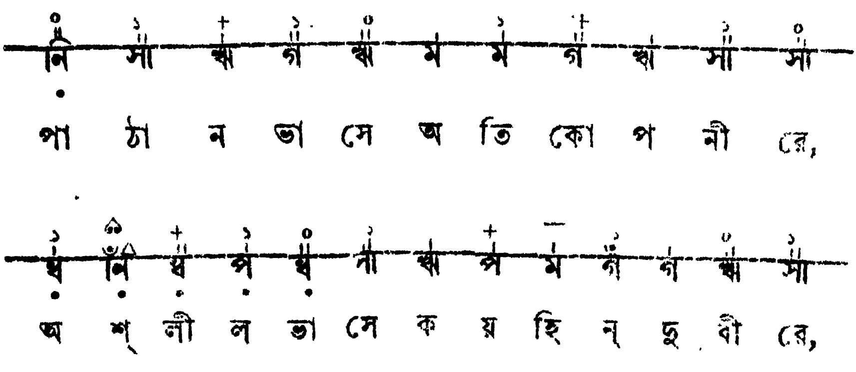


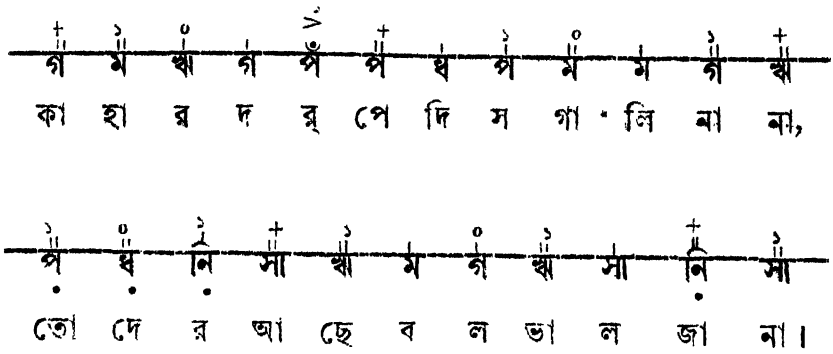
বিস্তার।



একাদশাক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দসা।



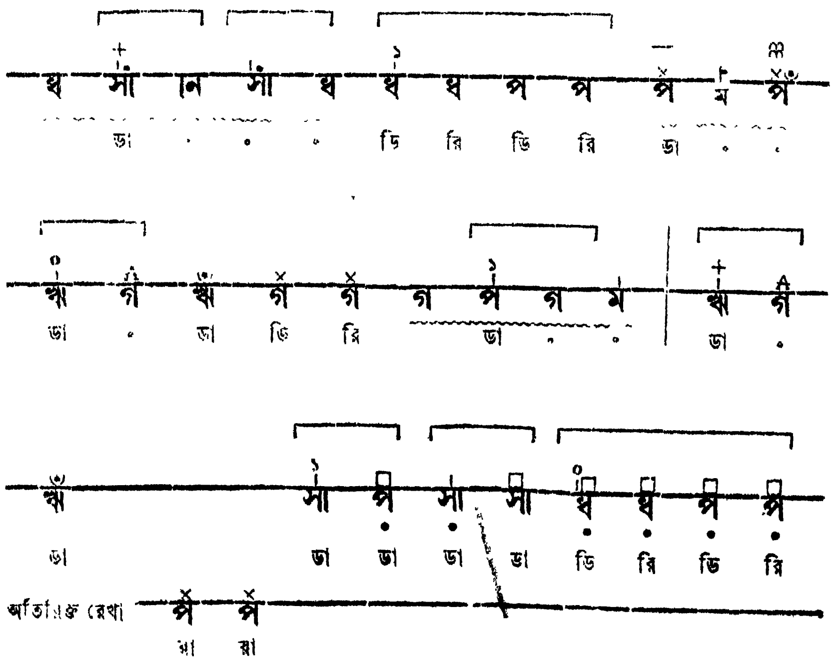


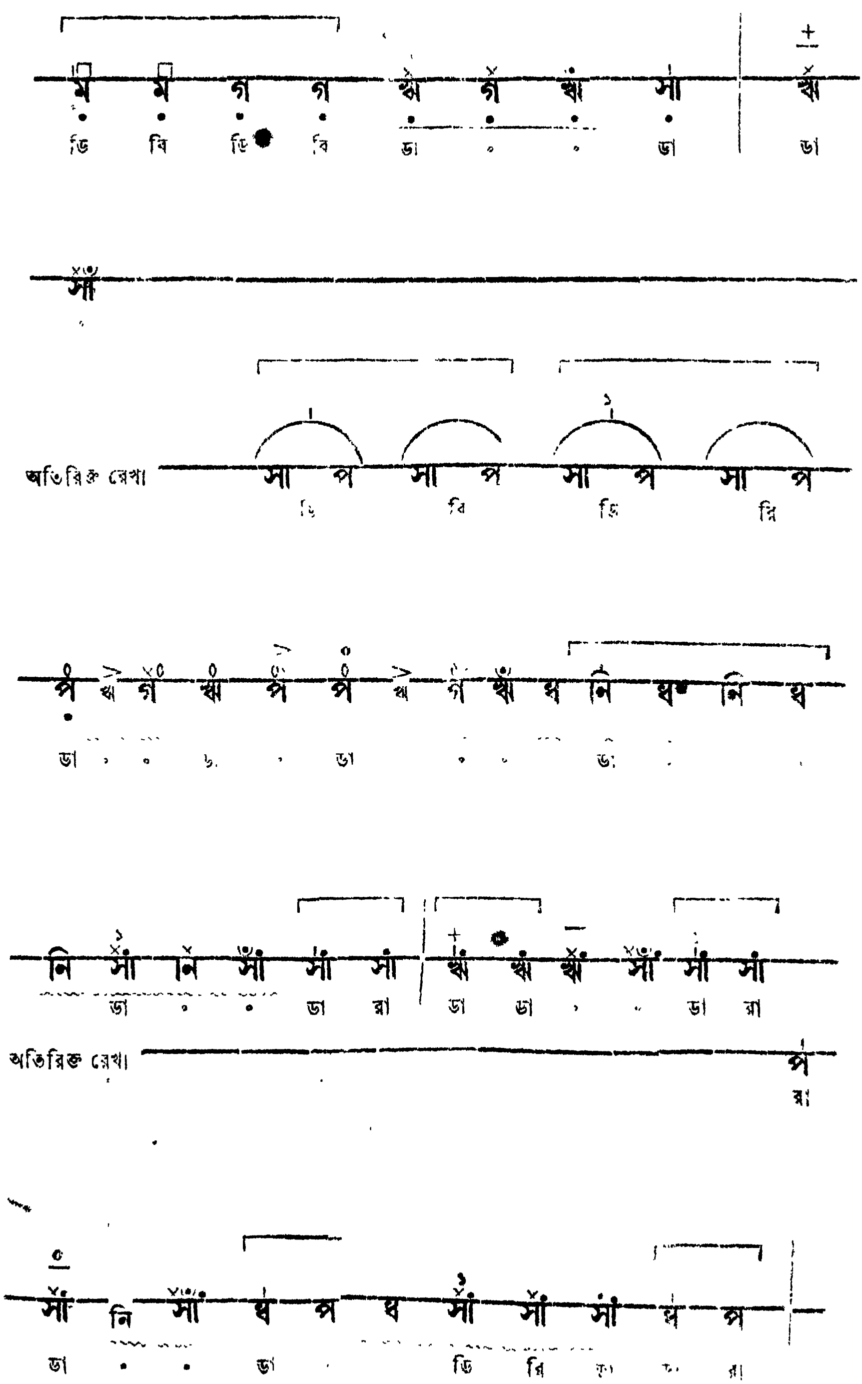
(১২২)

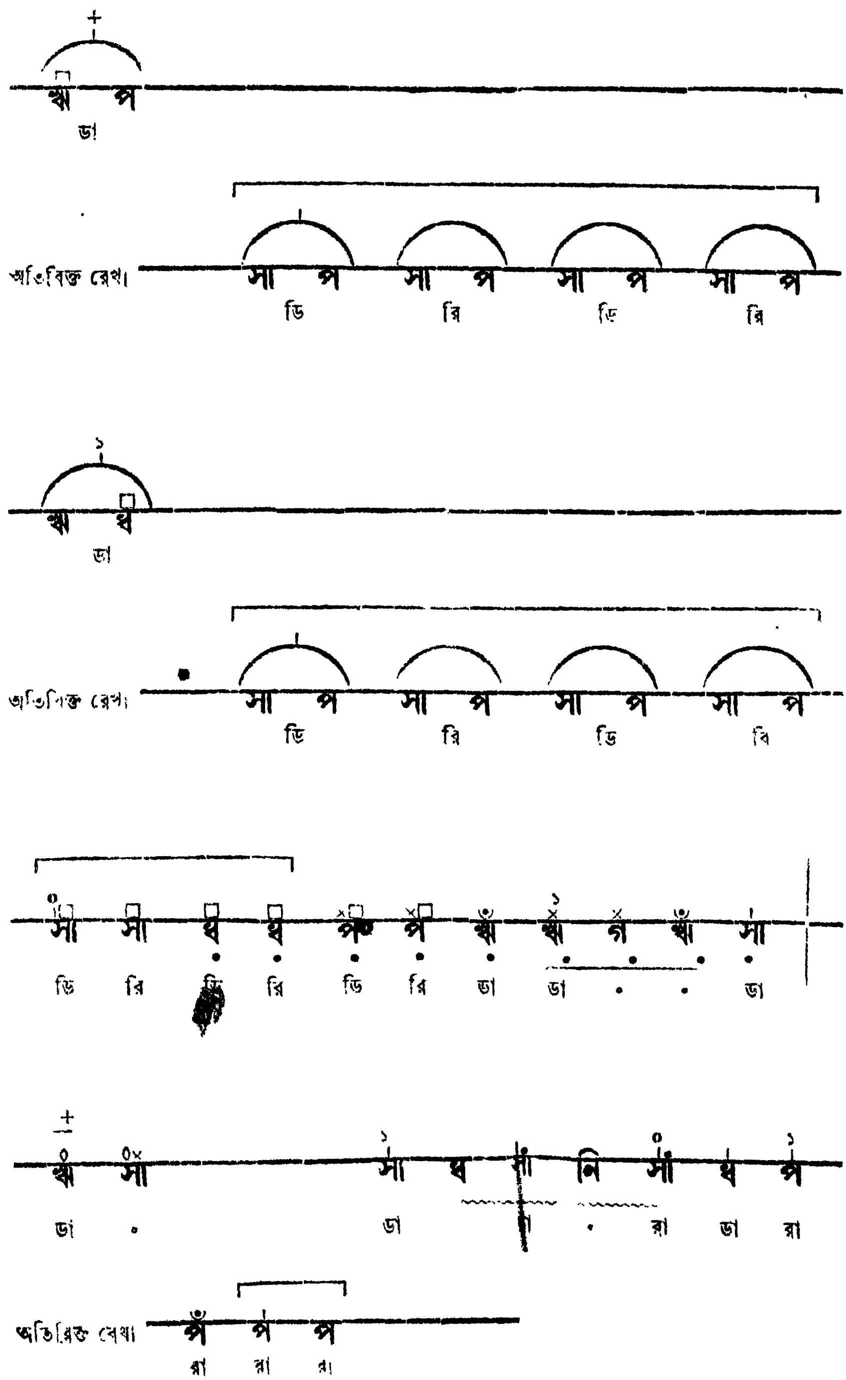
ছায়ানট—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

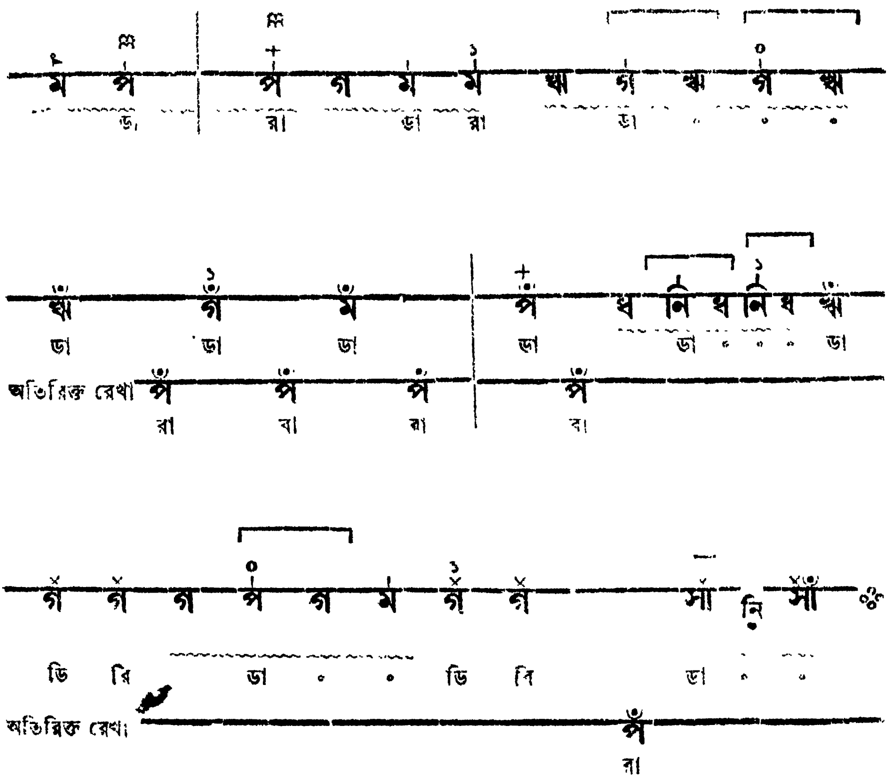
প্রস্তারিকা।




অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা

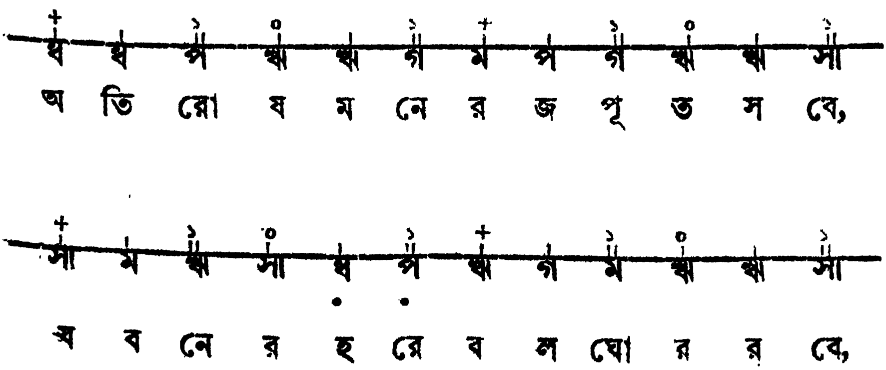


ঋা প
ডা
অতিরিক্ত রেখা।
সা প সা প সা প সা প
ড়ি রি ড়ি রি
ঋা ধ
ডা
অতিরিক্ত রেখা।
সা প সা প সা প সা প
ড়ি রি ড়ি রি
সা সা ধ ধ প প ঋা ঋা গ ঋা সা
ড়ি রি ড়ি রি ড়ি রি ডা ডা ডা
ঋা সা সা ধ সা নি সা ধ প
ডা ডা রা ডা রা
অতিরিক্ত রেখা।
প প প
রা রা রা



দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি।

তোটকচ্ছন্দসা।



প ধ র্সা নি র্সা ঋ র্সা র্সা ধ প ধ ধ প
ন র র কৃ ত ছ টা ত র বা র প রে,

ঋ ঋ গ ঋ গ ম প গ গ ম ঋ ঋ সা
র বি র শ্ মি ভ রে ক ত রা গ ধ রে।

(১২৩)

ছায়ানট—সম্পূর্ণ।

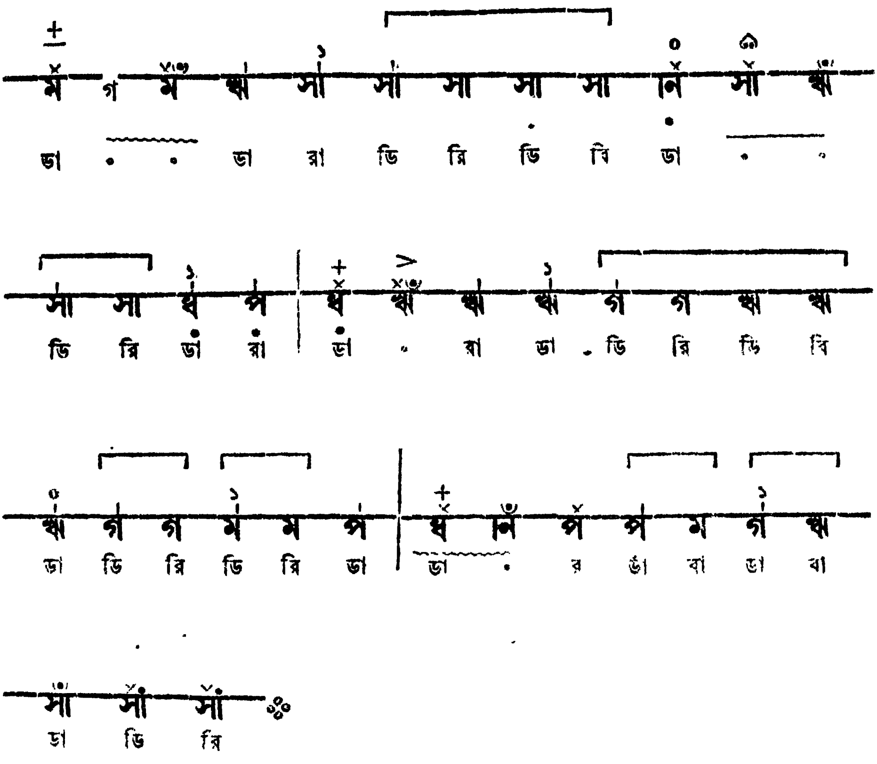
মধ্যমান।

সা নি সা ধ ধ প প | ম গ গ গ
ডা ০ ০ ডি রি ডা রা | ডা ০ রা ডা

ম গ ঋ গ গ ম প | গ ম প প ম
ডি রি ড় ডি রি ডা রা | ডা ০ র ডা রা

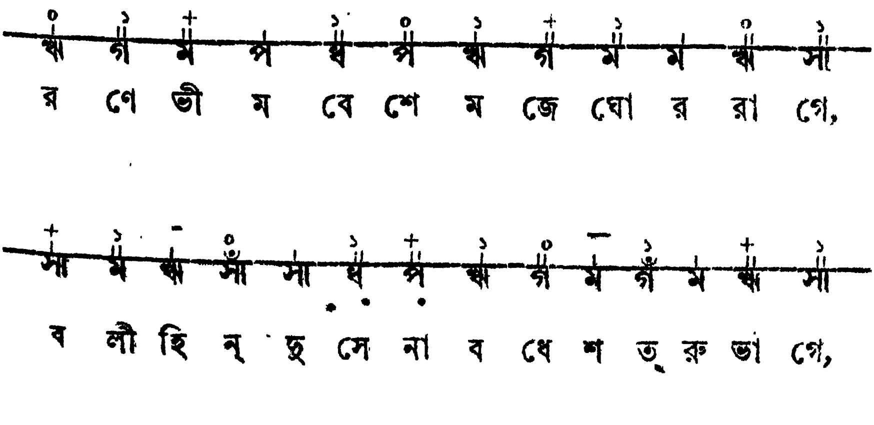
গ ঋ সা সা সা সা নি সা ধ ধ প প |
ডা রা ডা ডি রি ডা ০ ০ ডি রি ডা রা |

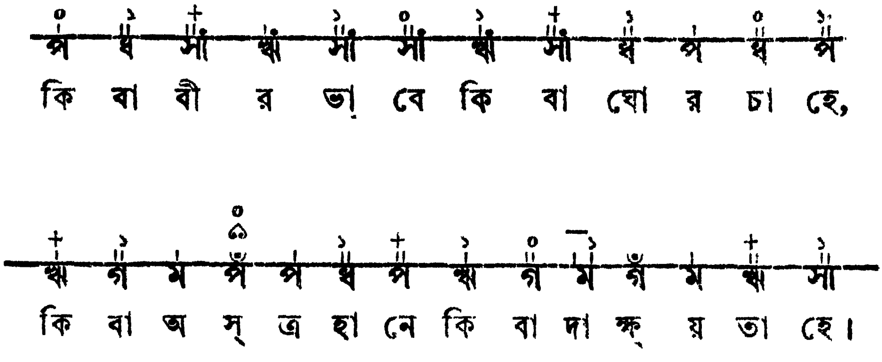
ম গ গ গ ম গ ঋ গ গ ম প |
ডা ০ ডা রা ডি রি ডা ডি রি ডা রা |



দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

ভুজঙ্গপ্রয়াতচ্ছন্দসা।



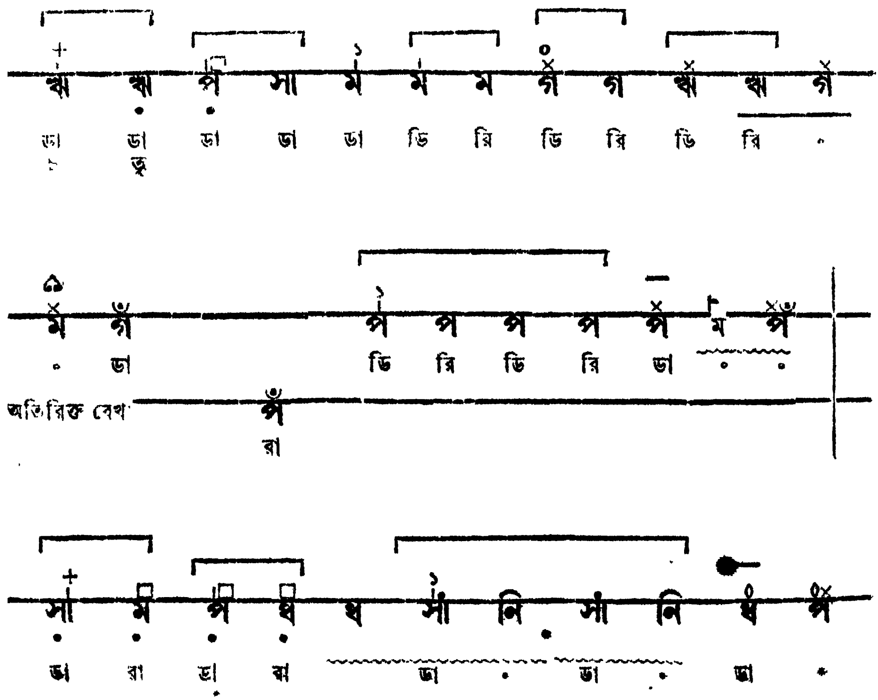


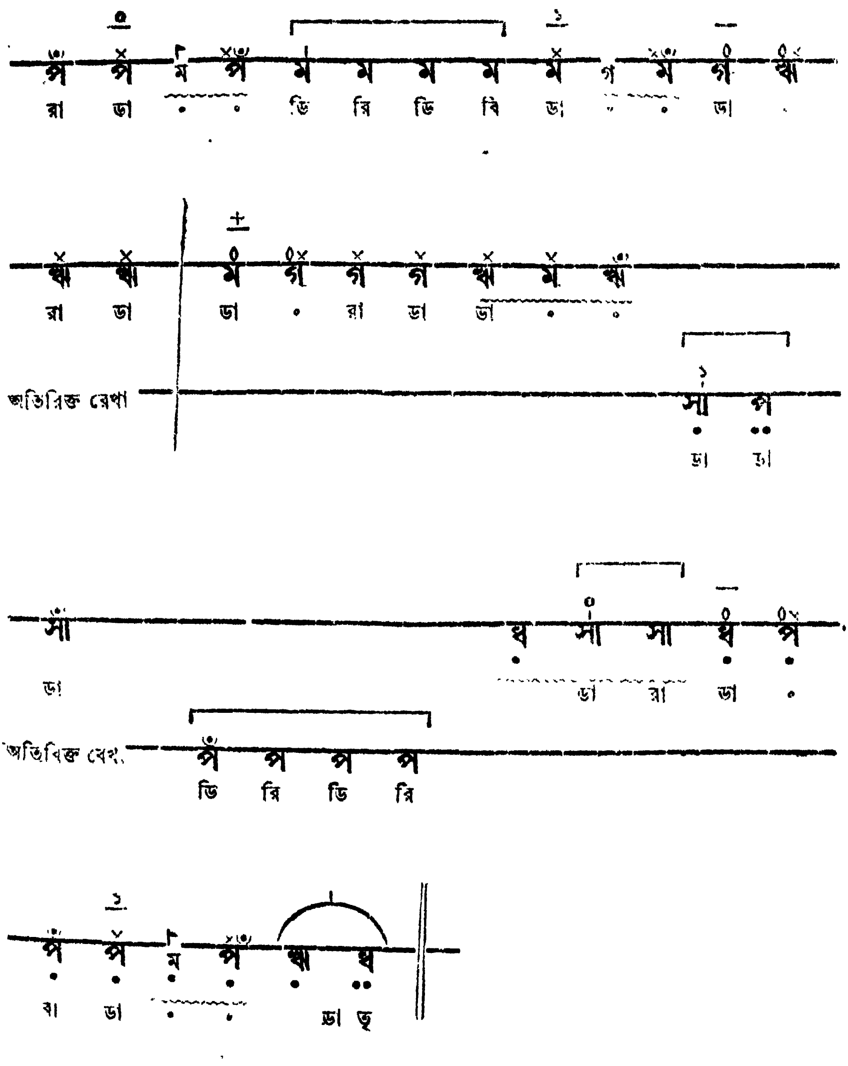
(১২৪)

বৃহন্নট অথবা নট্‌নারায়ণ—সম্পূর্ণ।

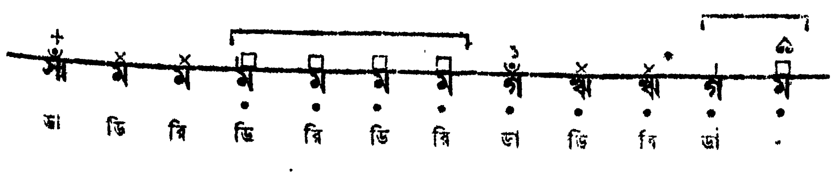
মধ্যমান।

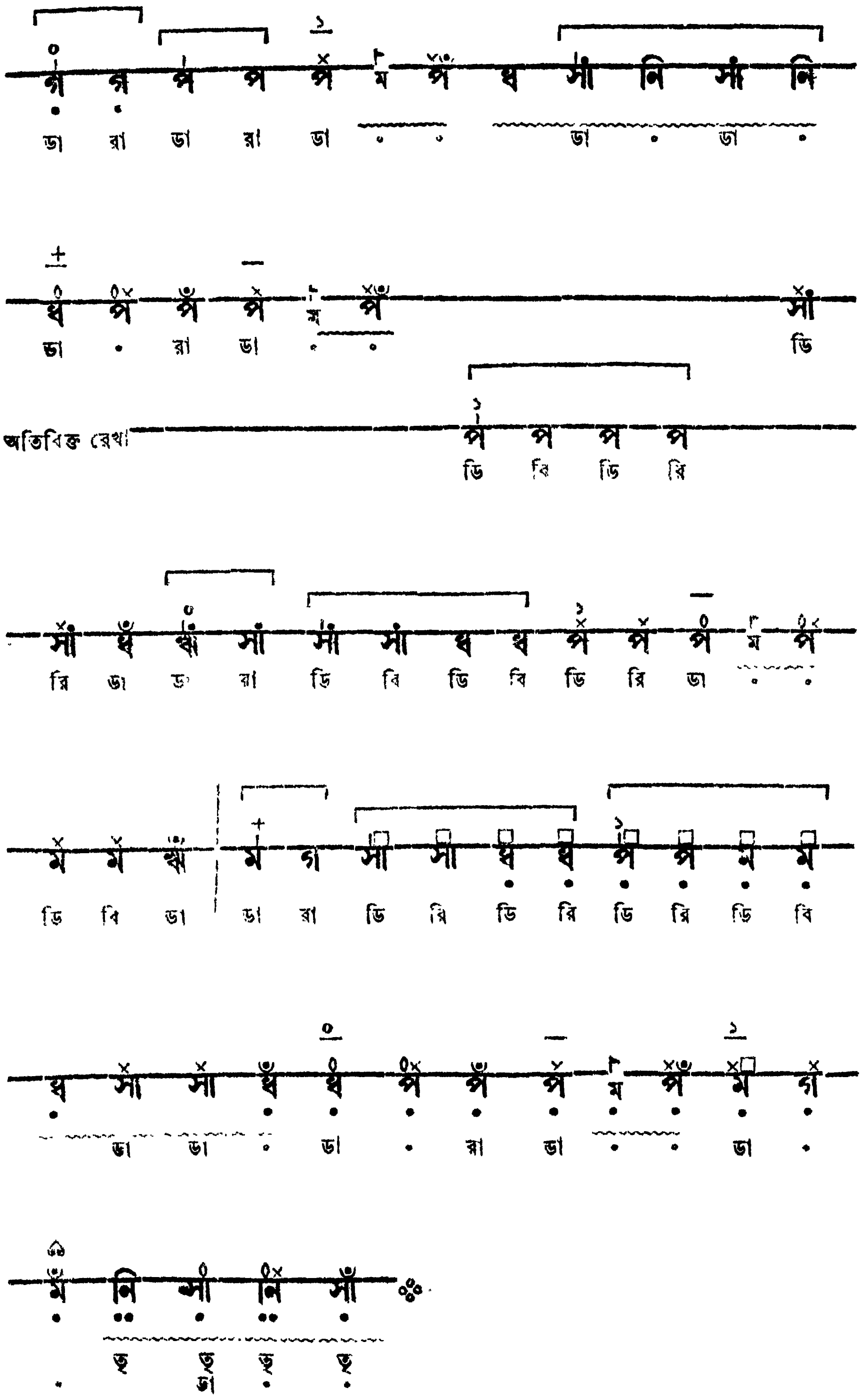
আস্থায়ী।





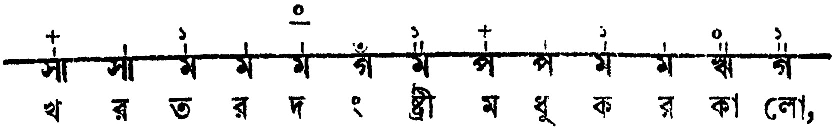
অন্তরা।

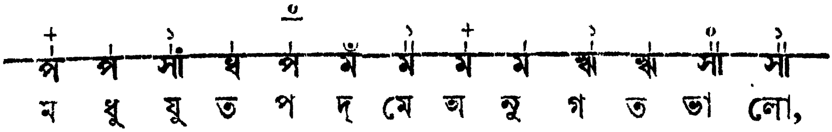


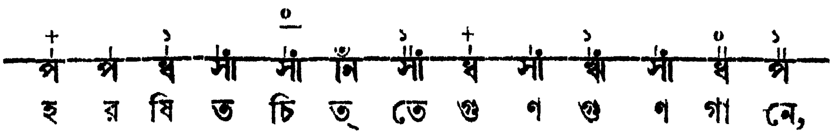

অতিরিক্ত রেখা

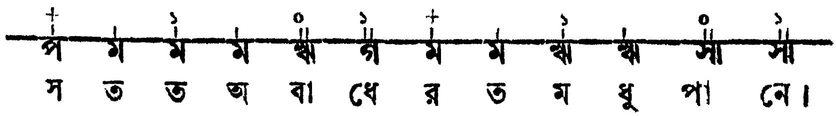
দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

কুসুমবিচিত্রাচ্ছন্দসা।





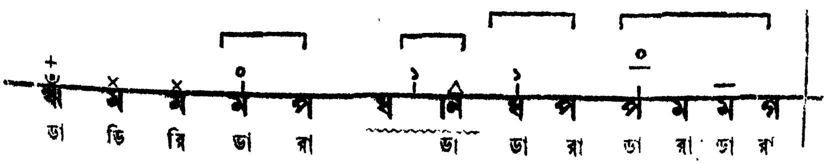


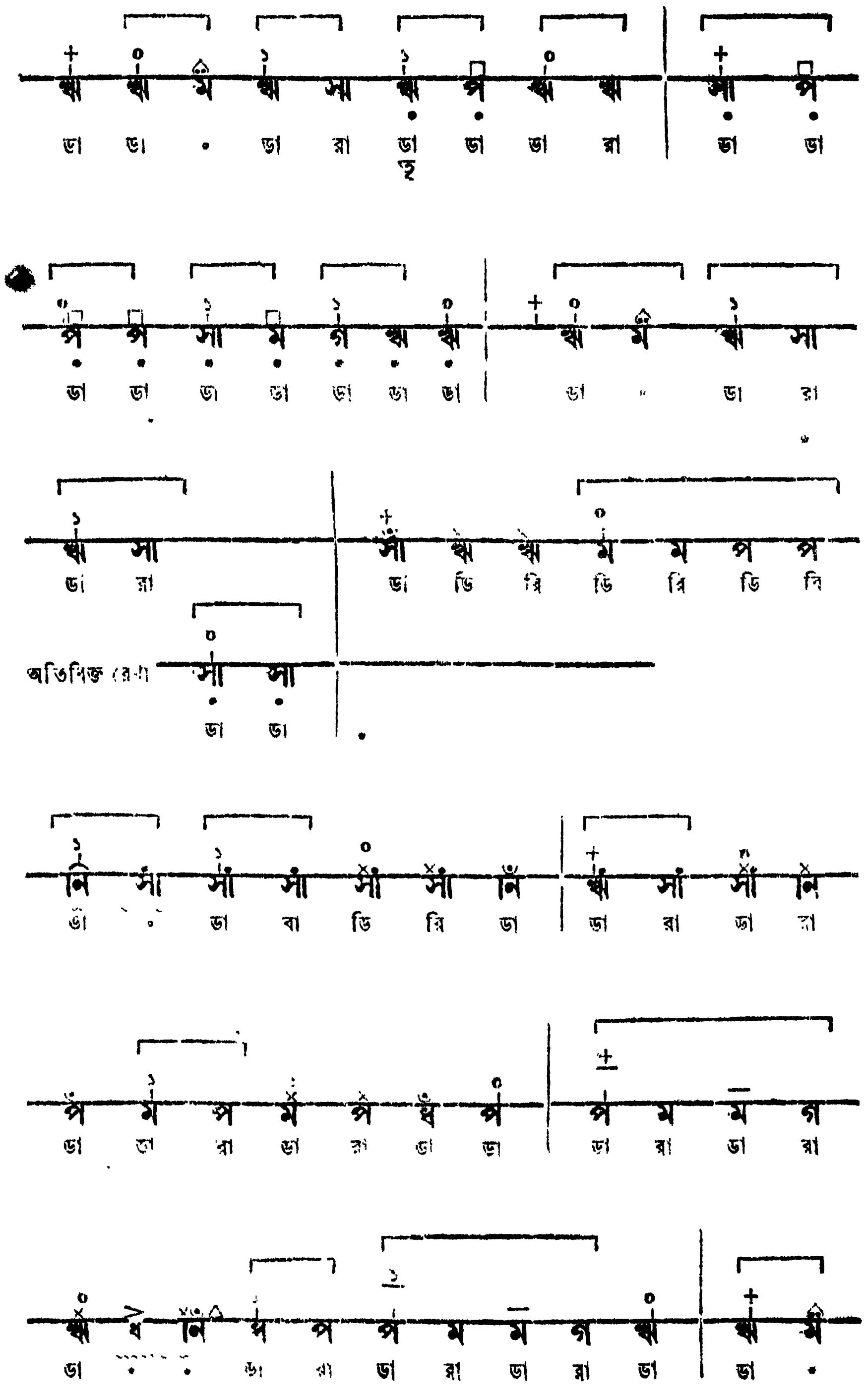


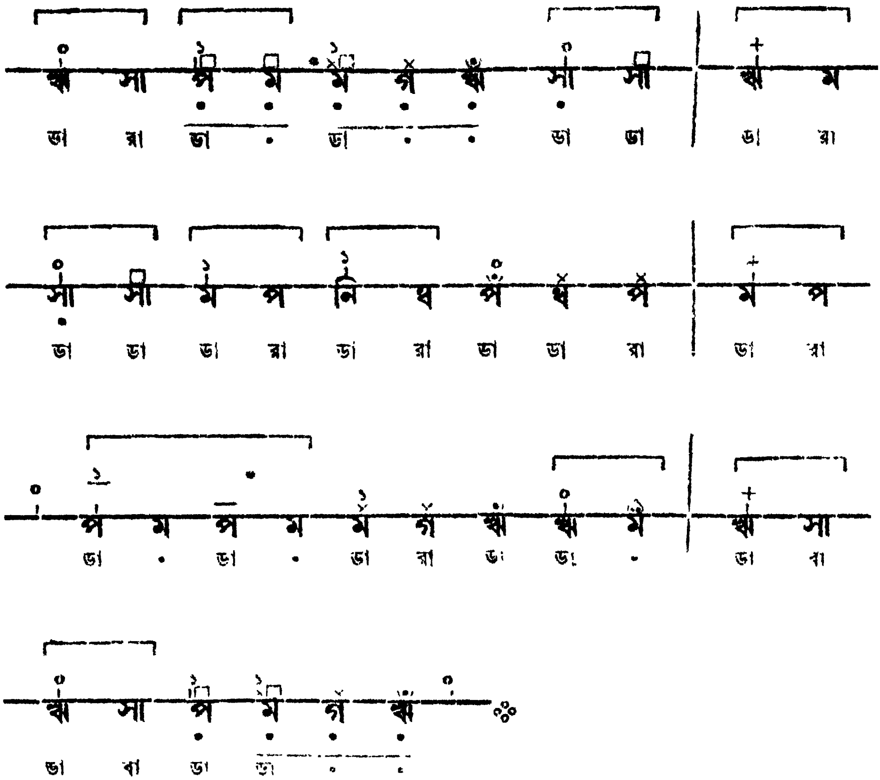
(১২৫)

সুরট—সম্পূর্ণ।

সুর্‌ফাক্তা।

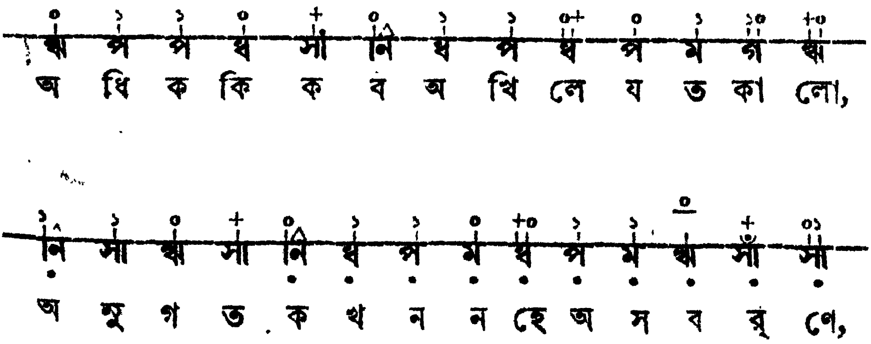



অতিরিক্ত রেখা



ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি।

চণ্ডীচ্ছন্দসা।



১ ০ + ০ ১ ১ ০ + ০১ ১ ০ ± ০ ১১

সা ঋ ম প ধ সা ঋ ম ঋ ম প ধ প প

অ প র ব র ণ স ক লে য দি প রূ শে,

০ + ০ ১ ১ ০ + ০ ১১ ০ + ০১ ১০

নি ঋ সা নি ধ প ধ প ম ঋ সা ঋ সা

ক লু ষি ত বি কৃ ত ক রে নি জ ভা বে।

(১২৬)

মূলতানী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ঋ গ ম ধ)

আস্থায়ী।

নি সা সা গ ম | প প ধ প গ গ ম

ডা রি রি ডা রা | ডা ডা রা ডা ডা রা

প প নি নি সা সা ঋ সা সা নি ধ |

ডা রূ ডা রূ ডা ডা ডি রি ডা রা |

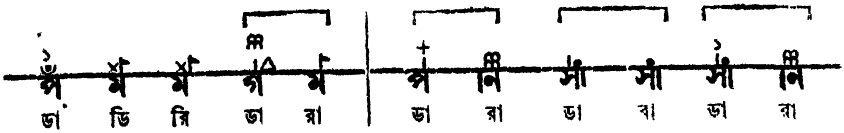
প ম গ ম ম প ম গ গ ম ম

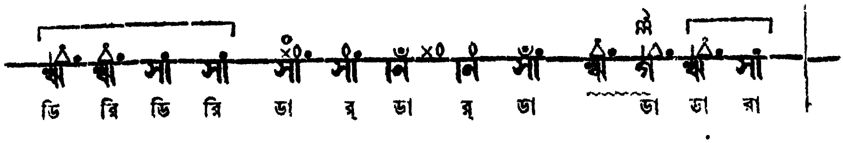
ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডি রি ডি রি

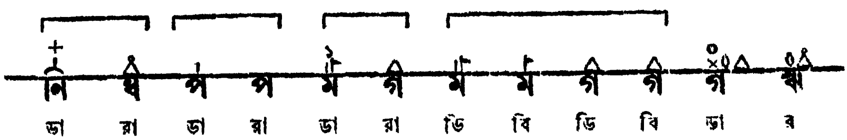
গ গ ঋ ঋ সা ||

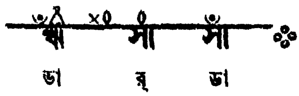
ডা রূ ডা র ডা ||

অন্তরা।



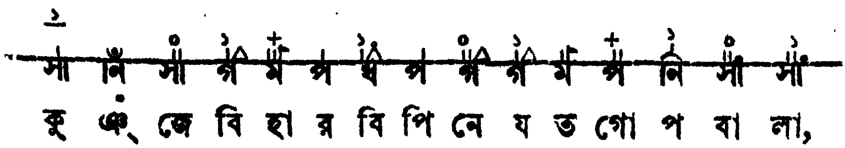


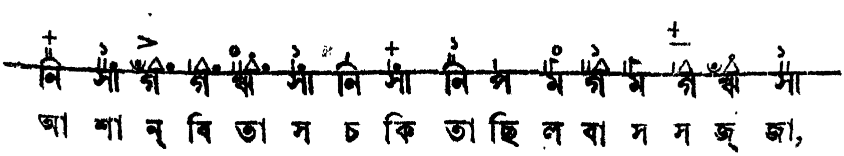




দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

বসন্ততিলকচ্ছন্দসা।





প ম গ ম প নি সা নি সা গ ঋ ঋ সা সা সা নি সা
য ত্‌ নে নি শী থ স ম য়ে হ রি দ র্‌ শ না র্‌ থে,

নি প ম প ম গ ম প নি ধ প প ম গ গ ঋ সা
জা গে সু দী র্‌ ঘ র জ নী বঁ ধু বা ক্‌ য় ল ক্ষ্‌ য়ে।

(১২৭)

ঝিঝিট-খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

প নি সা ধ নি | সা সা সা গ ম ম ঋ
ডা ডা • র্‌ ডা | ডা রা ডা ডা রা ডা

নি সা ধ নি নি ধ নি সা ঋ নি সা
ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডা • র্‌ ডা

ধ নি | ধ নি নি সা সা সা সা নি সা ধ ধ
ডা রা | ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডা • রা ডা

নি প প ধ প ধ প ম ঋ গ প
• রা ডা ডি রি ডি রি ডা ডা র্‌ ডা

ম ম | প প ধ নি ধ নি প ধ ম ধ

ডা রা | ডা রা ডা ডা রা ডা ডি

ধ ম গ ম ম

রি ডা ডা র্ ডা

চতুর্দ্দশাক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

প্রহরণকলিকাচ্ছন্দসা।

সা সা ম গ ম প প গ ম প ধ প নি ধ

মু দি ত কু মু দি নী বি ক সি ত ন লি নী,

সা নি ধ প ম গ ঋ প ম গ ঋ গ ঋ সা

অ লি কু ল বি হ রে পি ক ব র কু হ রে,

ম ধ ধ নি সা নি সা ধ নি সা নি ধ প ম

ম ল য় জ প ব নে মৃ দু মৃ দু ব হ নে,

সা নি ধ প ম গ ঋ গ ম প ম গ ঋ ঋ সা

সু কু সু ম সু র ভি প্ র চ রি ত বি পি নে।

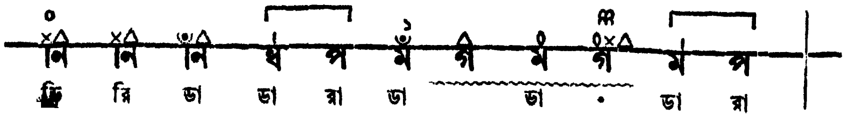
(১২৮)

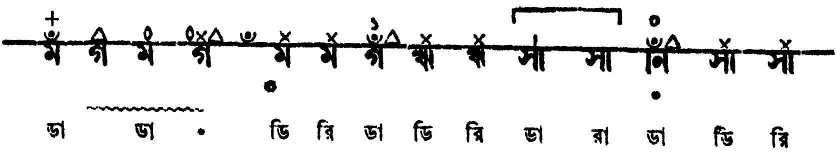
ভীমপলশ্রী—সম্পূর্ণ।

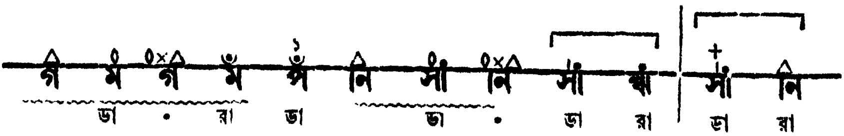
মধ্যমান।

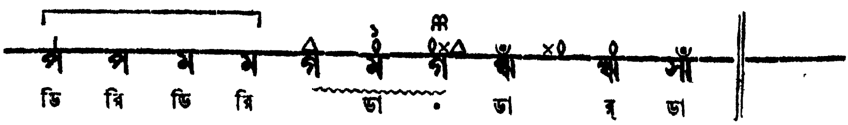
(গ–নি)

আস্থায়ী।

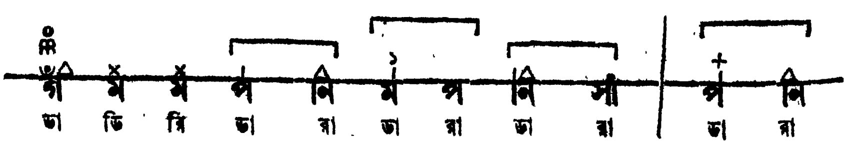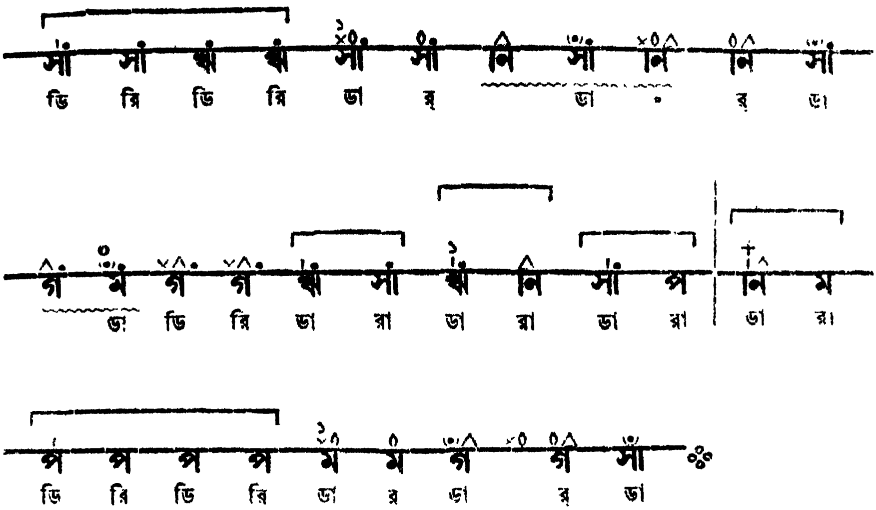








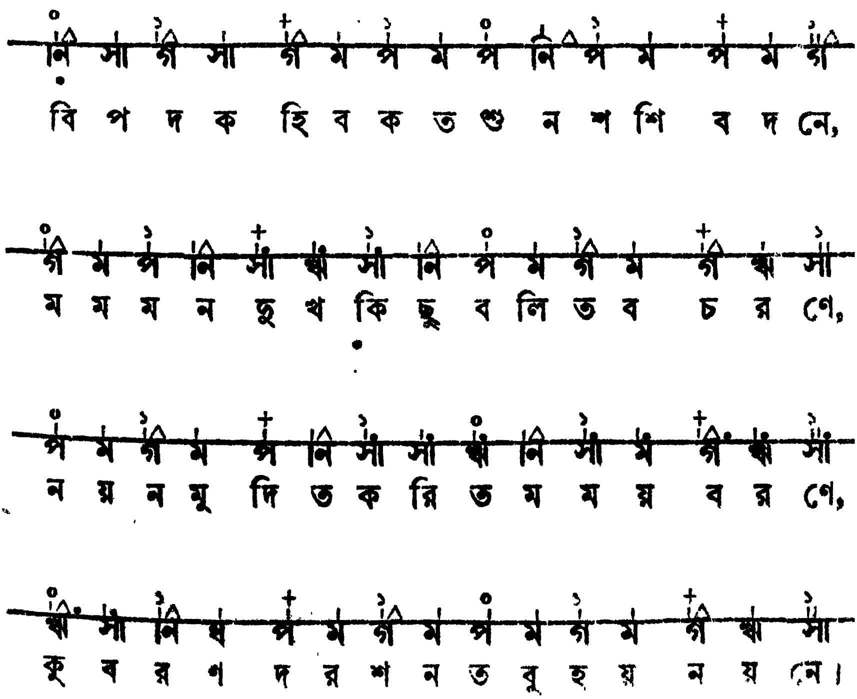
অন্তরা।





পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি।

শশিকলাচ্ছন্দসা।

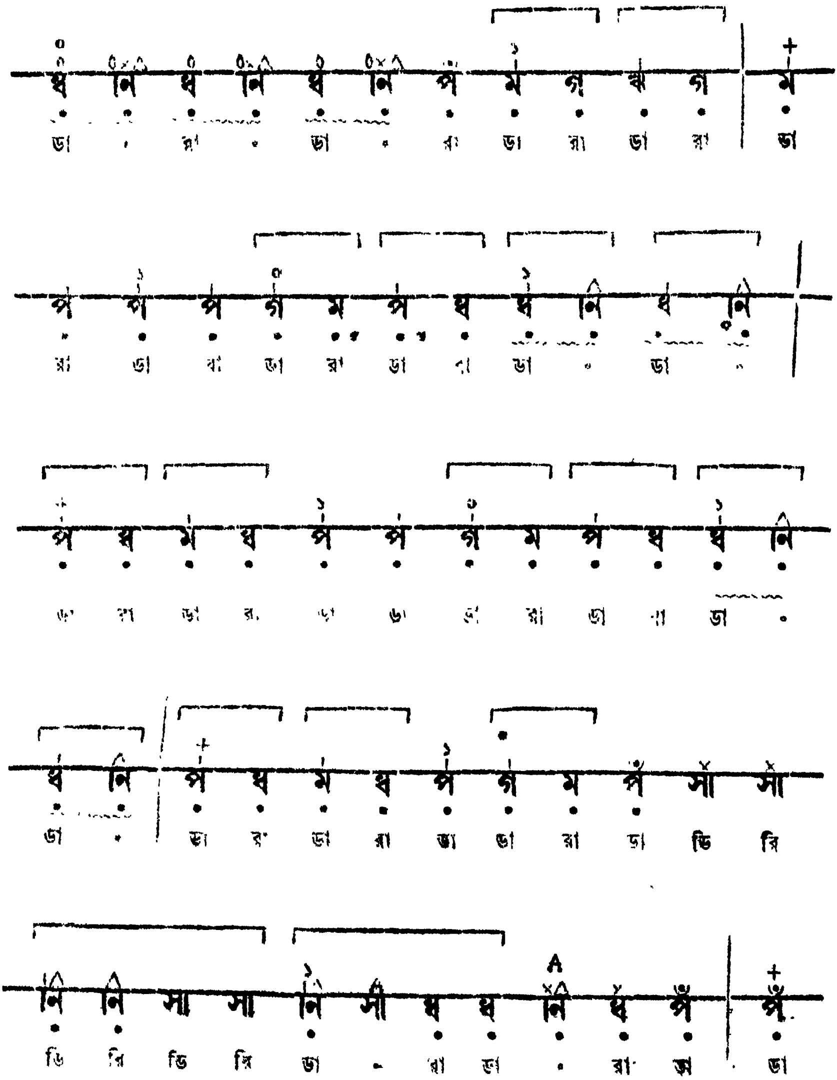


(১২৯)

সুরট-খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)



সাঁ সাঁ ধ ধ নি নি ধ নি প প ধ ম প ঃ

ডি রি ডি রি ডি রি ডা ॰ রা ডা ॰ র. ডা

পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি (প্রকারান্তর)।

ভূণকচ্ছন্দসা।

সা ঋ ম প ধ নি ধ প ধ প ম গ ম ধ প

বী র পা ল যে ন কা ল মা ল সা ট মা রি ছে,

ধ প ম গ ঋ সা ঋ গ ম প ধ গ ম ঋ সা

বা র বা র মা র মা র হা ন হা ন ডা কি ছে,

ম প নি নি সা নি নি সা সা ঋ সা নি ধ ম নি ধ

প্রা ণ আ শ ব ন্ ধু বা স ছা ড়ি ঘো র মা তি ছে,

গ ম প সা নি ধ প ম গ সা ঋ গ ম ম ম

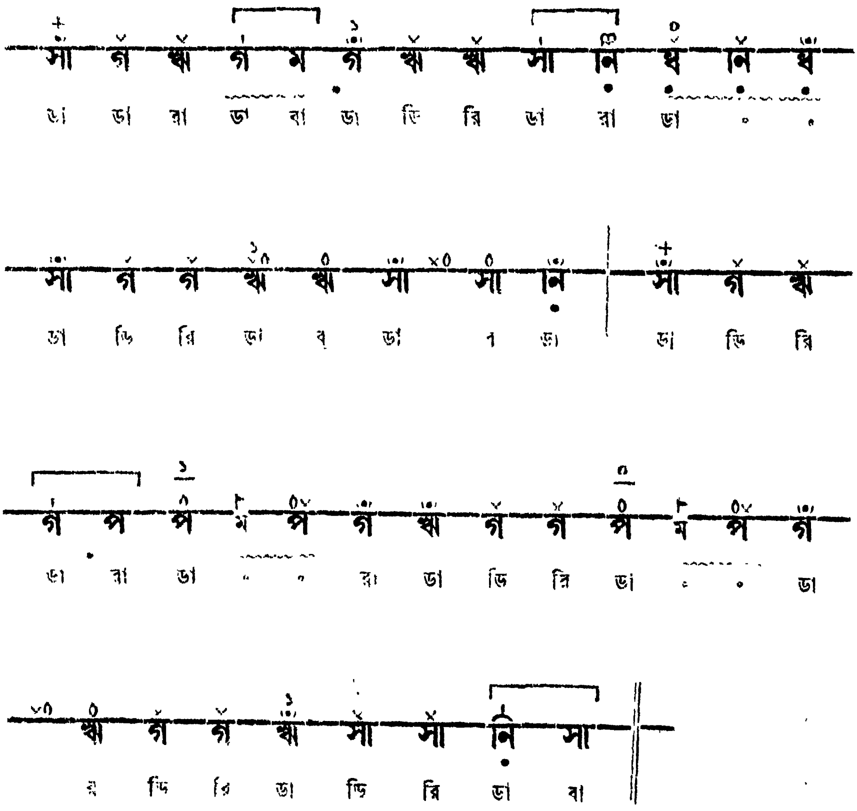
ত্রা স না ই মা ন পা ই এ ই ভা ব ভা বি ছে।

(১৩০)

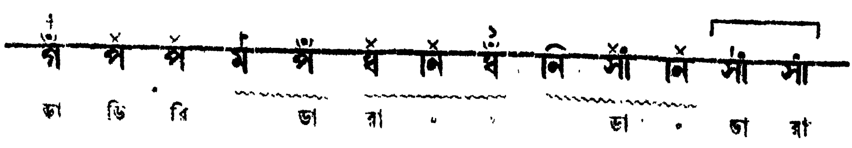
বেলাবলী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

আস্থায়ী।



অন্তরা।



সাঁ নি সাঁ নি ঋঁ ঋঁ সা সা সাঁ সাঁ নি সাঁ নি
ডা রা ডি রি ডি রি ডা র্ ডা

নি সাঁ | নি সাঁ ধ ধ প প প ম প
র্ ডা | ডা র্ ডা র্ ডা ডা

গ ঋ গ প ম প গ গ ঋ ঋ গ গ
রা ডা রা ডা ডি রি ডি রি রি রি

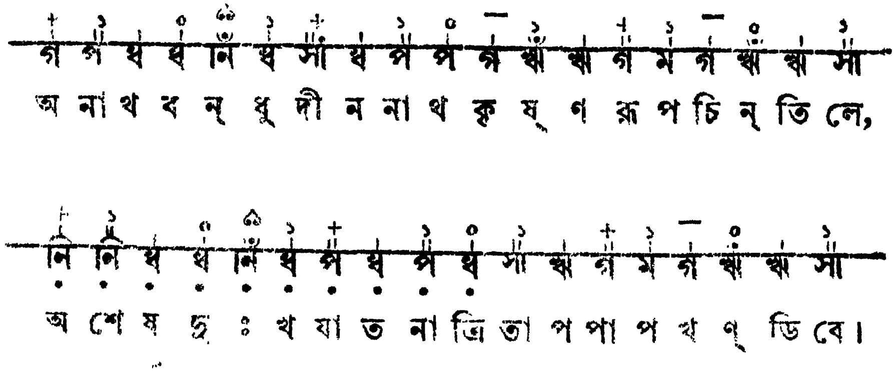
গ ঋ ঋ ঋ সা সা নি
ডা র্ ডা র্ ডা

ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি।

পঞ্চচামরচ্ছন্দসা।

সা সা গ ঋ ম গ ঋ সা নি ধ নি সা গ ঋ ঋ সা
বি ভা ব ভা ব মা ধ বে ক দা চ না হি ভা বি বা,

গ প ম প ধ প প ম গ গ ঋ গ ঋ গ ম গ ঋ ঋ সা
স্ব ক র্ ম দো ষ ভি ন্ ন তা র দো ষ না হি স ম্ ভ বে,

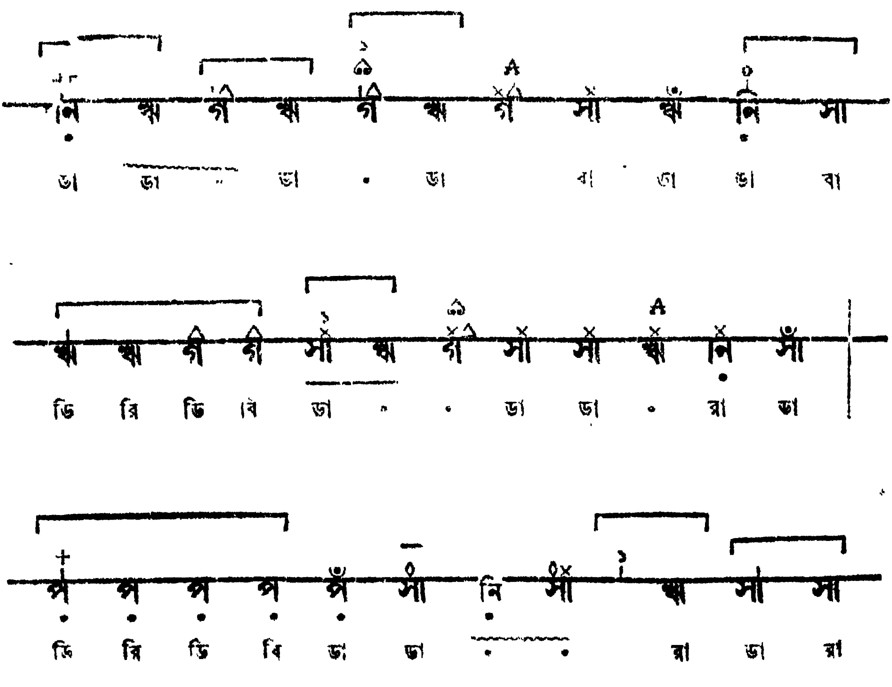


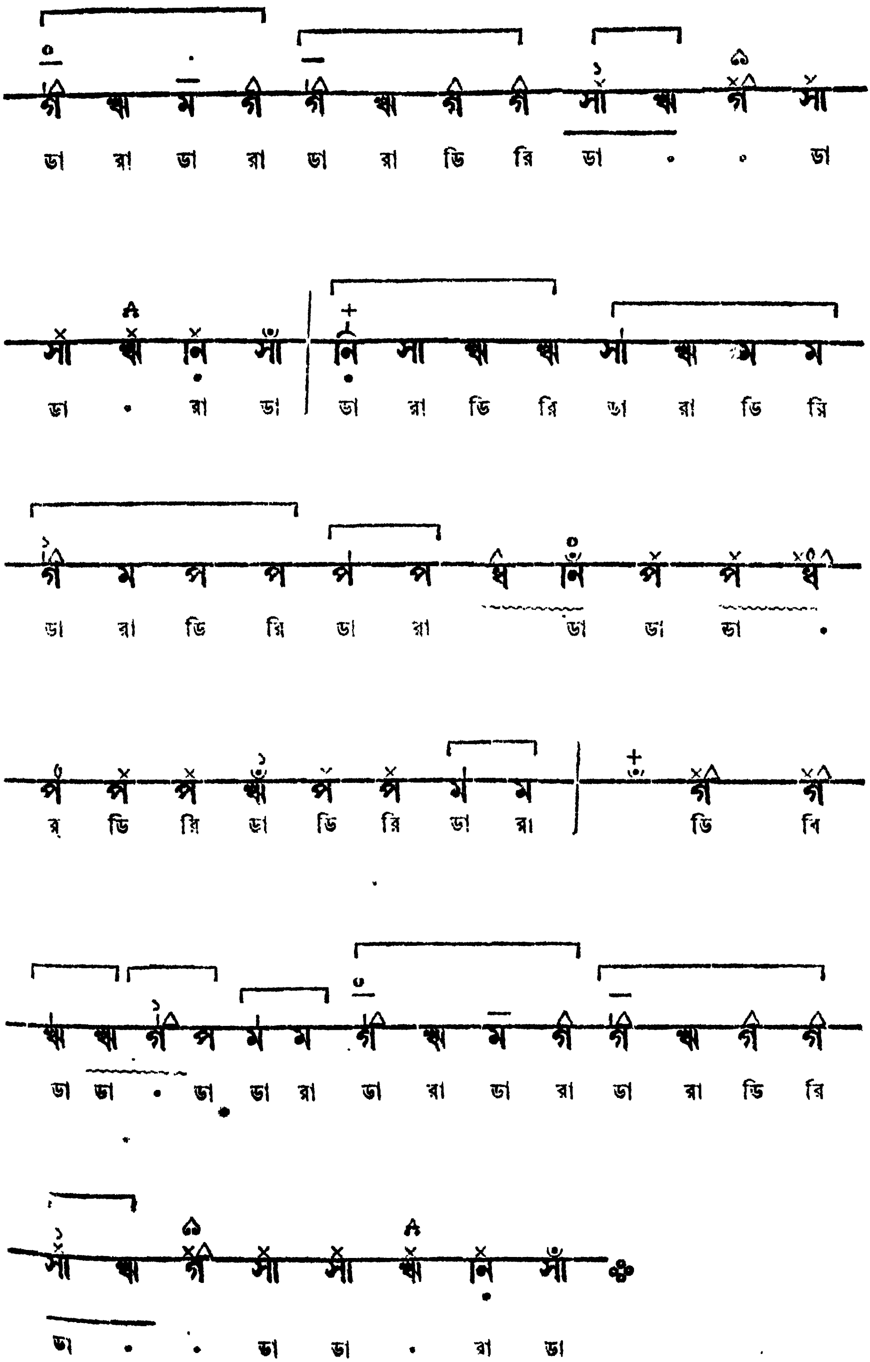
(১৩১)

পিলু—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(গ—ঋ)




গ ঋ ম গ গ ঋ গ গ সা ঋ গ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি ডা ০ ০ ডা
সা ঋ নি সা নি সা ঋ ঋ সা ঋ ম ম
ডা ০ রা ডা ডা রা ডি রি ডা রা ডি রি
গ ম প প প প ধ নি প প ধ
ডা রা ডি রি ডা রা ডা ডা ডা ০
প প প ঋ প প ম ম গ গ
র্ ডি রি ডা ডি রি ডা রা ডি রি
ঋ ঋ গ প ম ম গ ঋ ম গ গ ঋ গ গ
ডা ডা ০ ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি
সা ঋ গ সা সা ঋ নি সা
ডা ০ ০ ডা ডা ০ রা ডা

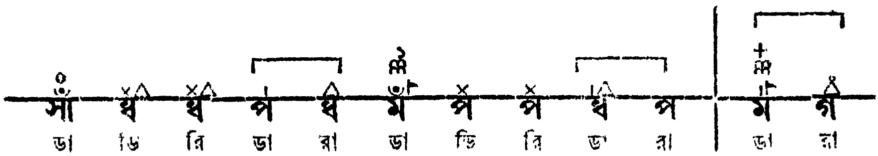
(১৩২)

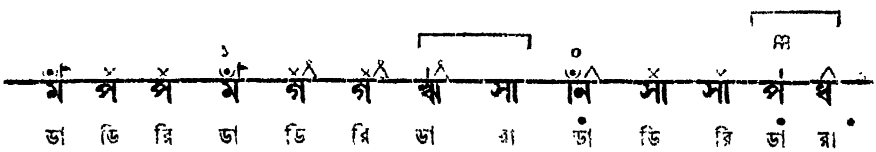
তোড়ী—সম্পূর্ণ।

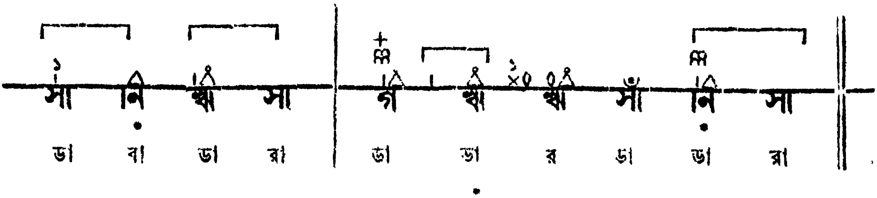
মধ্যমান।

(ঋ গ ম ধ নি)

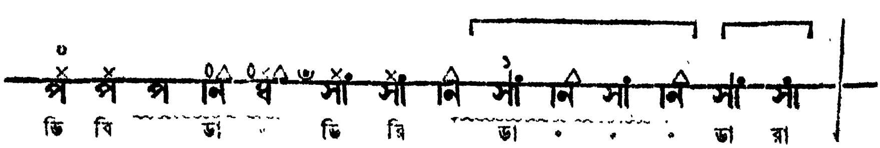
আস্থায়ী।

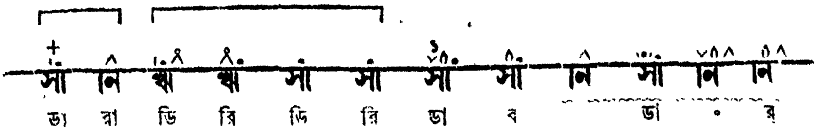


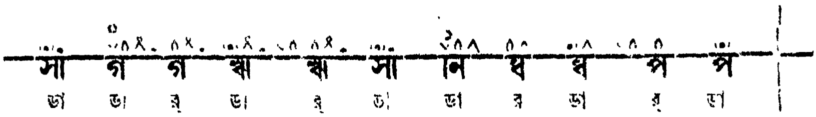


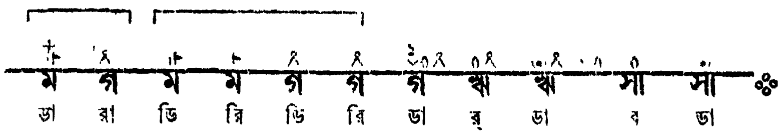


অন্তরা।









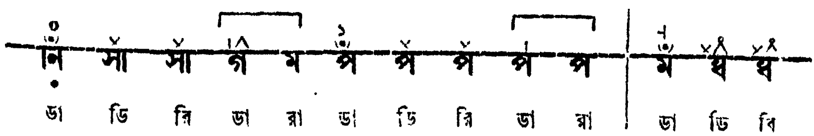
(১৩৩)

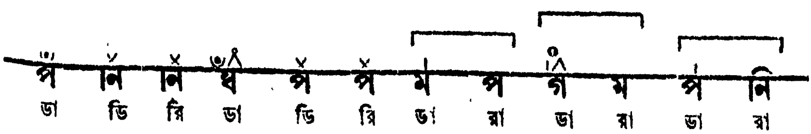
মূলতানী*—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

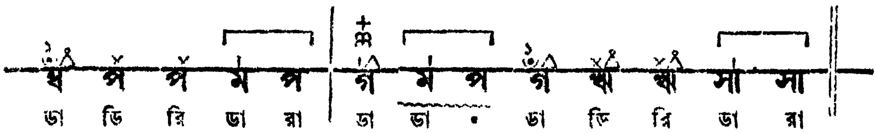
(ঋ গ ধ)

আস্থায়ী।

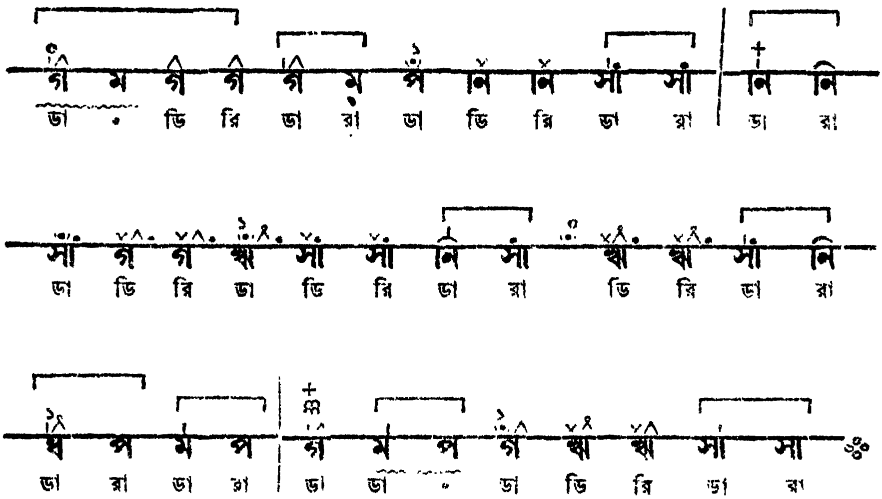




* কেহ কেহ মূলতানীতে শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহার করিয়া থাকেন।



অন্তরা।



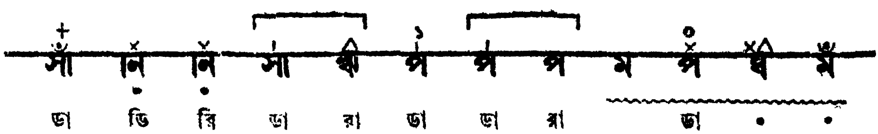
(১৩৪)

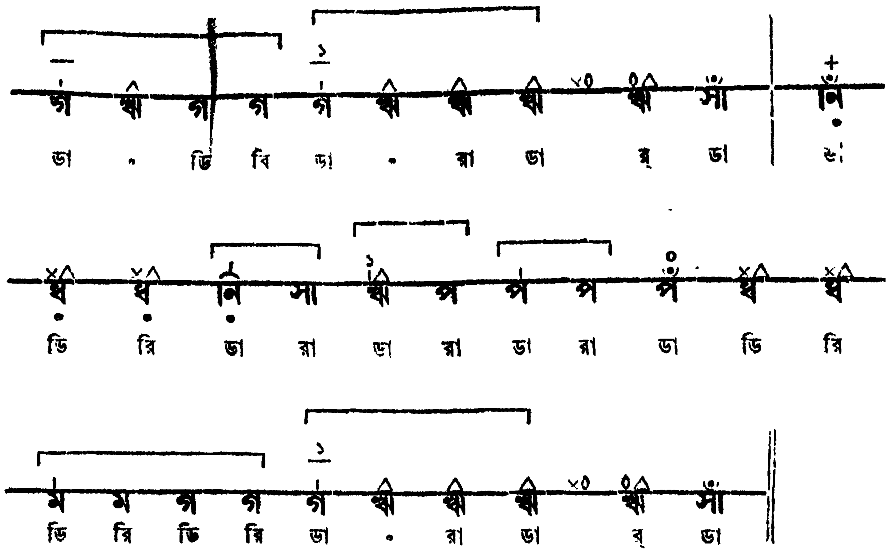
গৌরী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

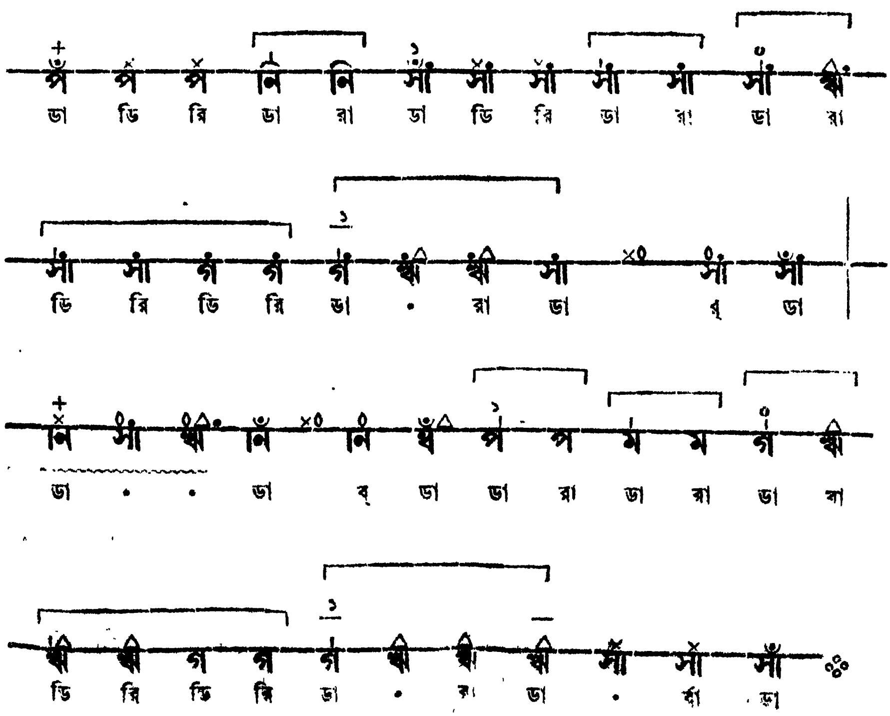
(ঋ ধ)

আস্থায়ী।





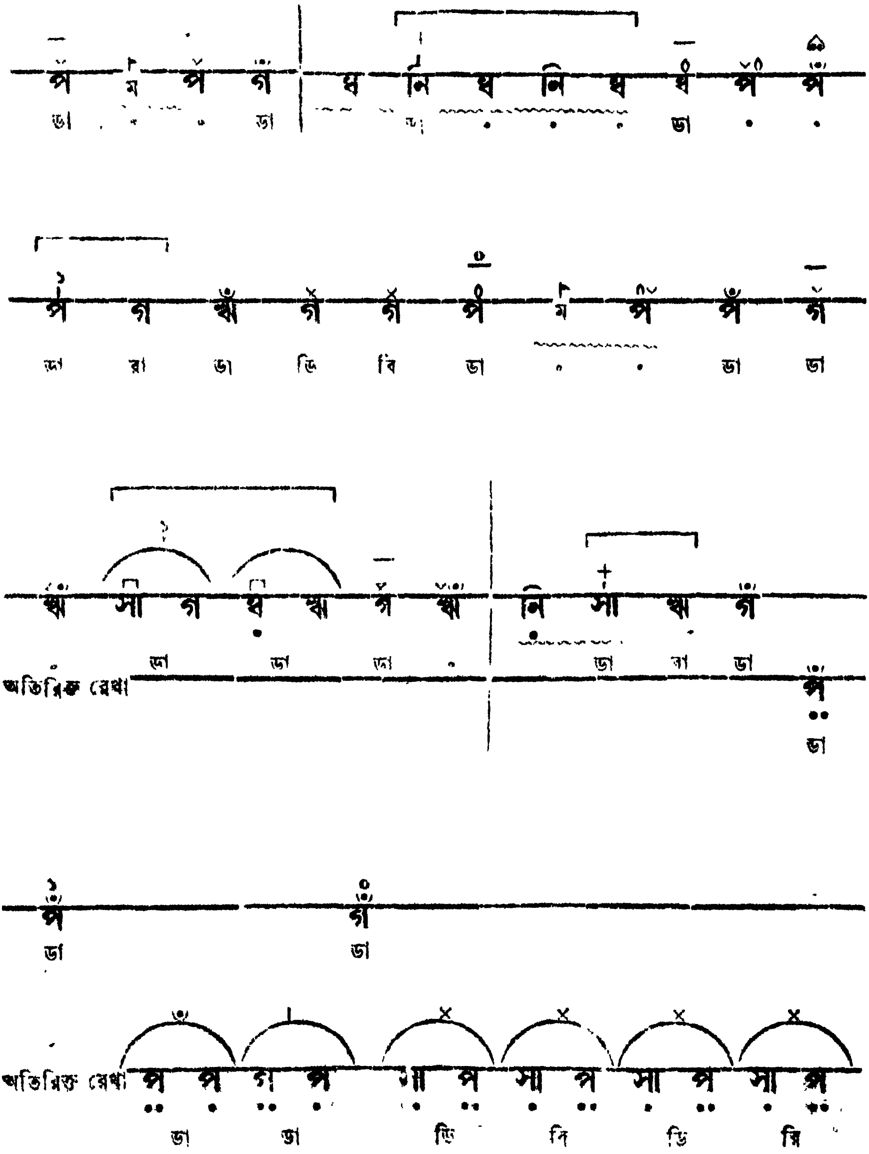
অন্তরা।

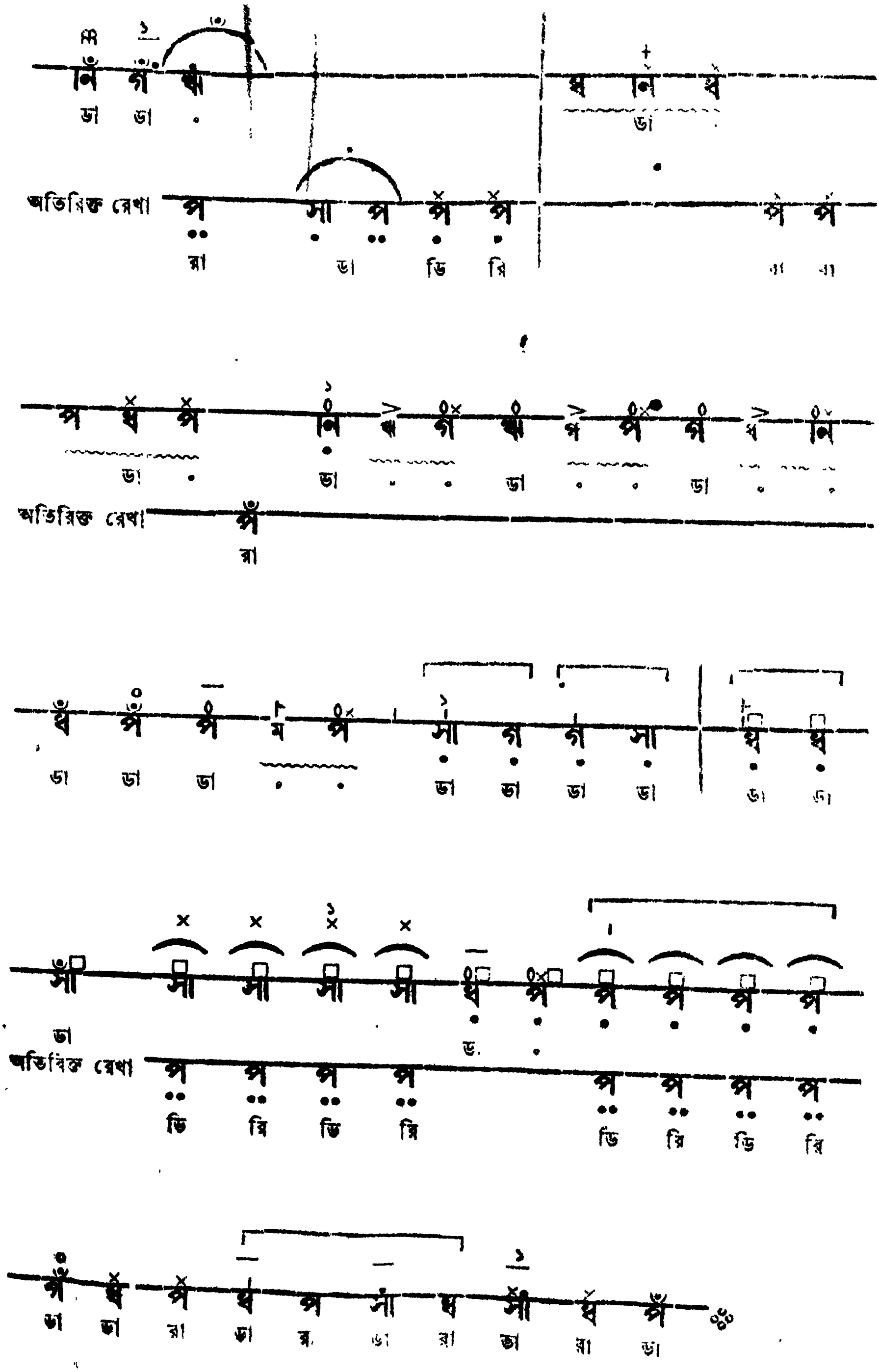


(১৩৫)

হাম্বির—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।




অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা

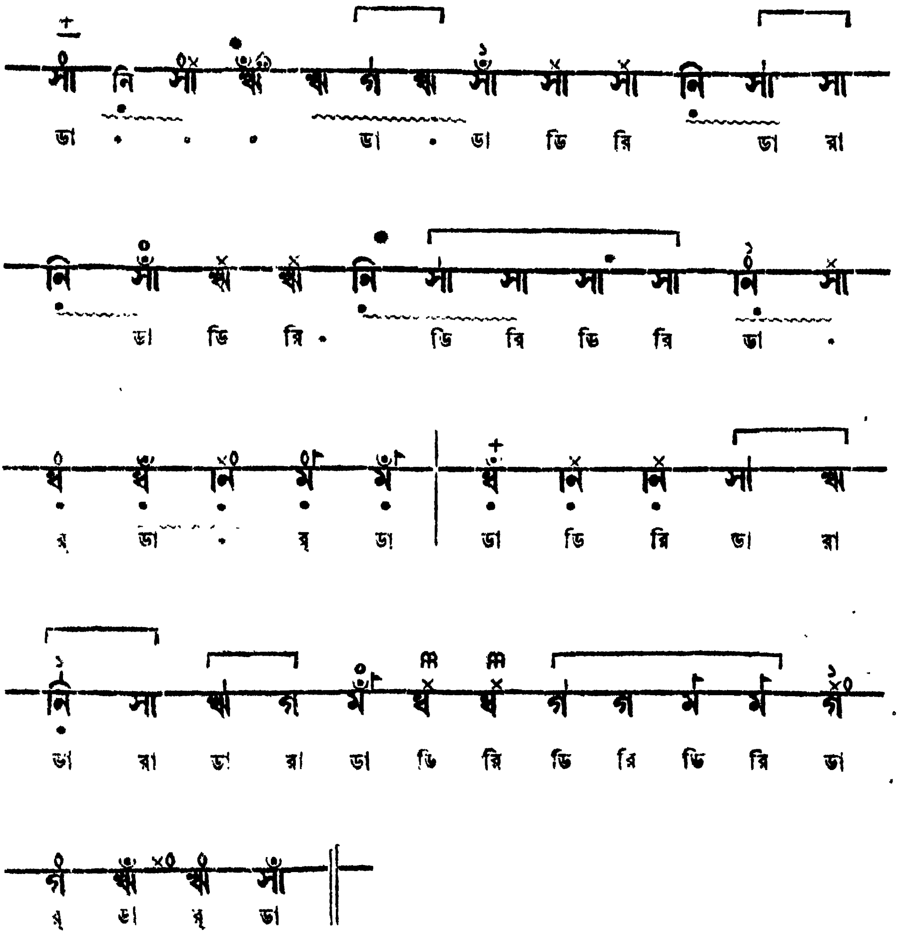
(১৩৬)

ইমন-পূরিয়া—খাড়ব*

মধ্যমান।

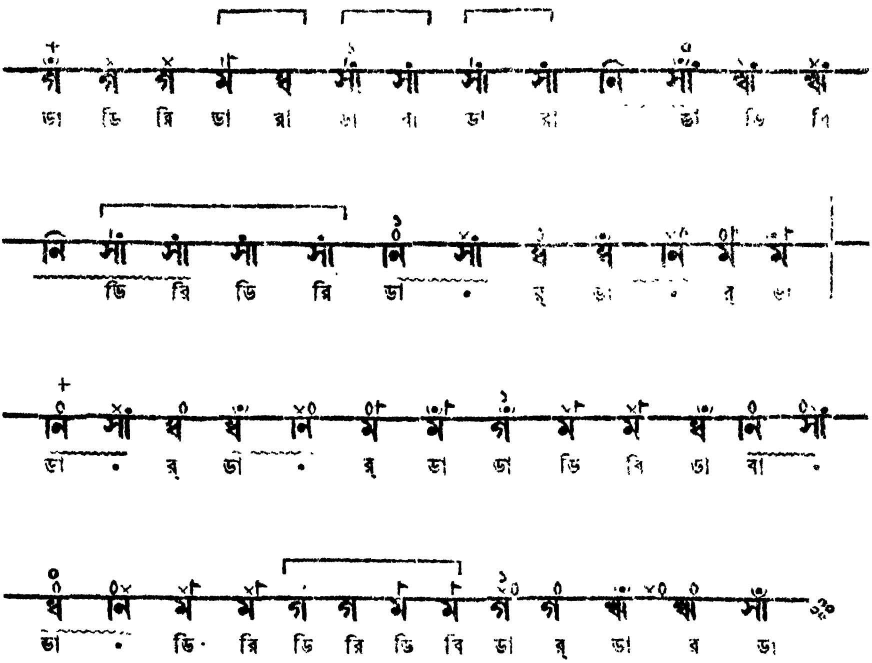
(ম)

আস্থায়ী।



* ইহার পঞ্চম বিবাদী।

অন্তরা।



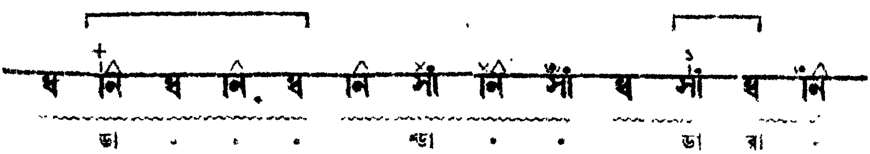
(১৩৭)

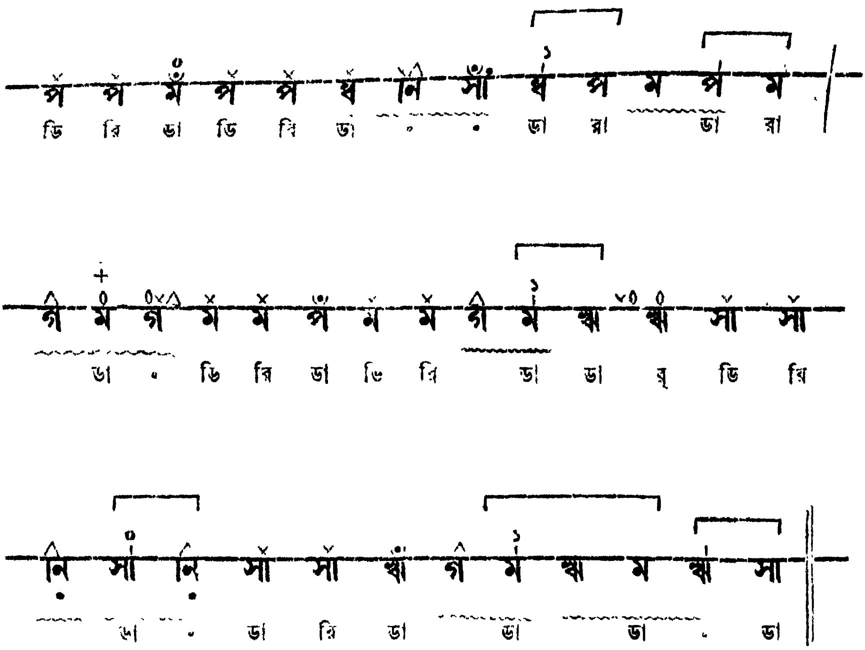
গৌড়—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

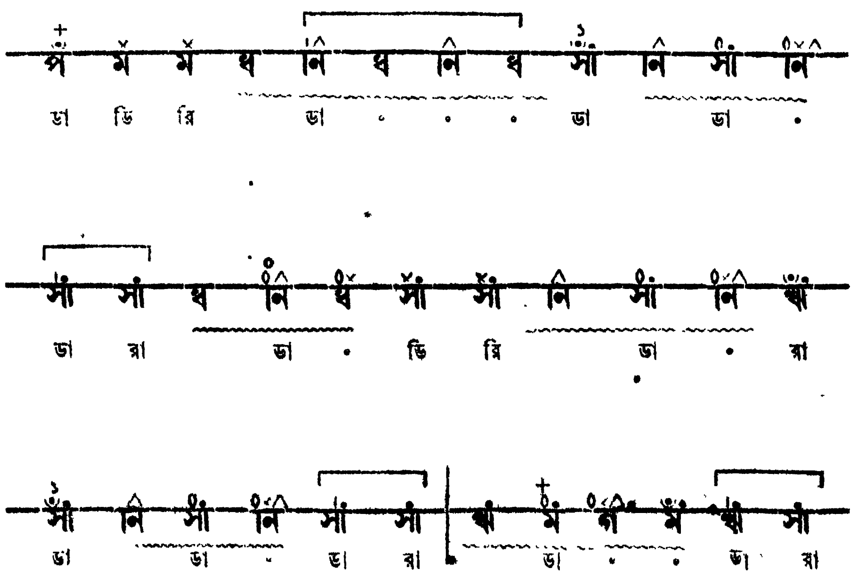
(গী—নি)

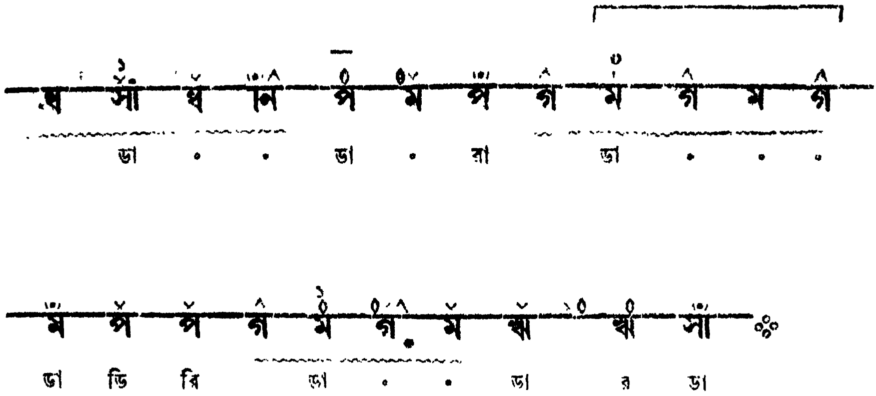
আস্থায়ী।





অন্তরা।



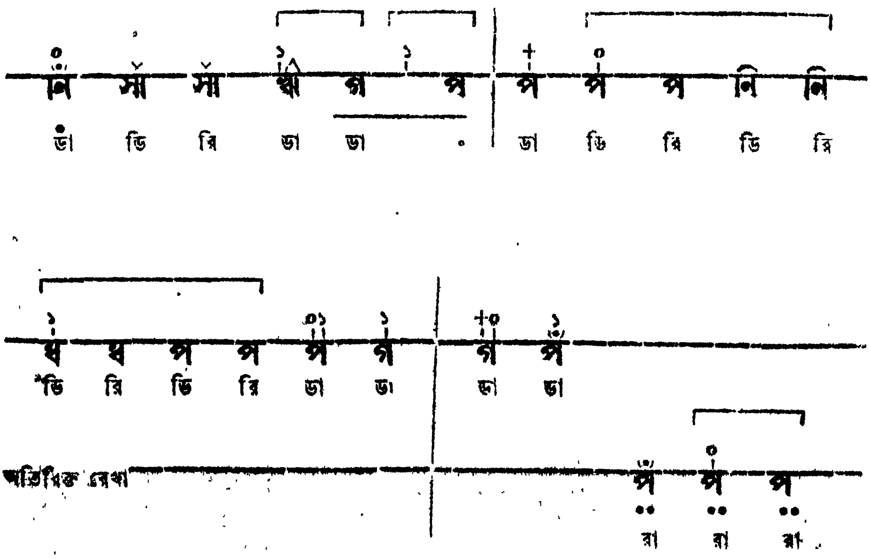


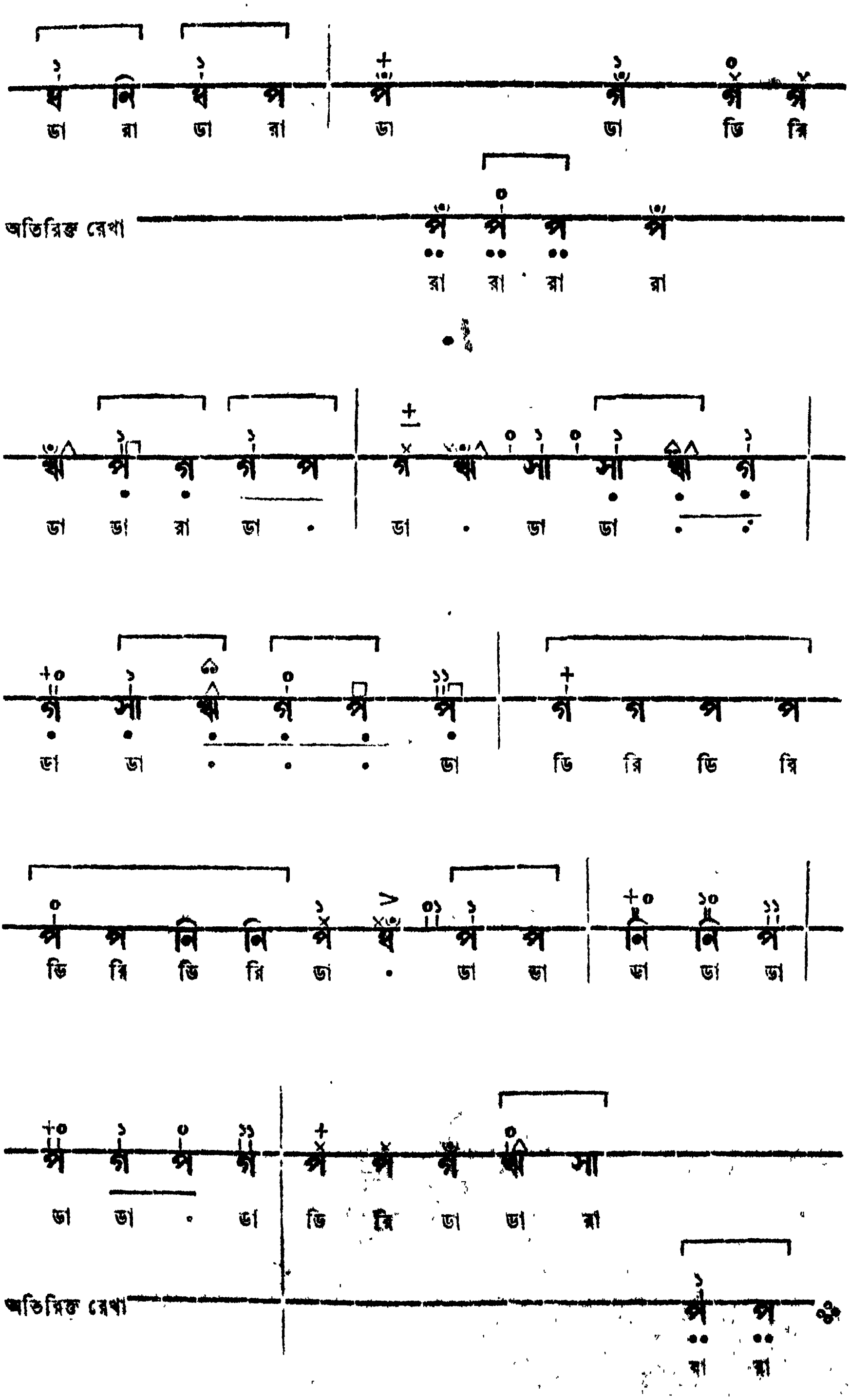
(১৩৮)

মালিগৌরা—সম্পূর্ণ।

চৌতাল।

(স্থা)




অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা

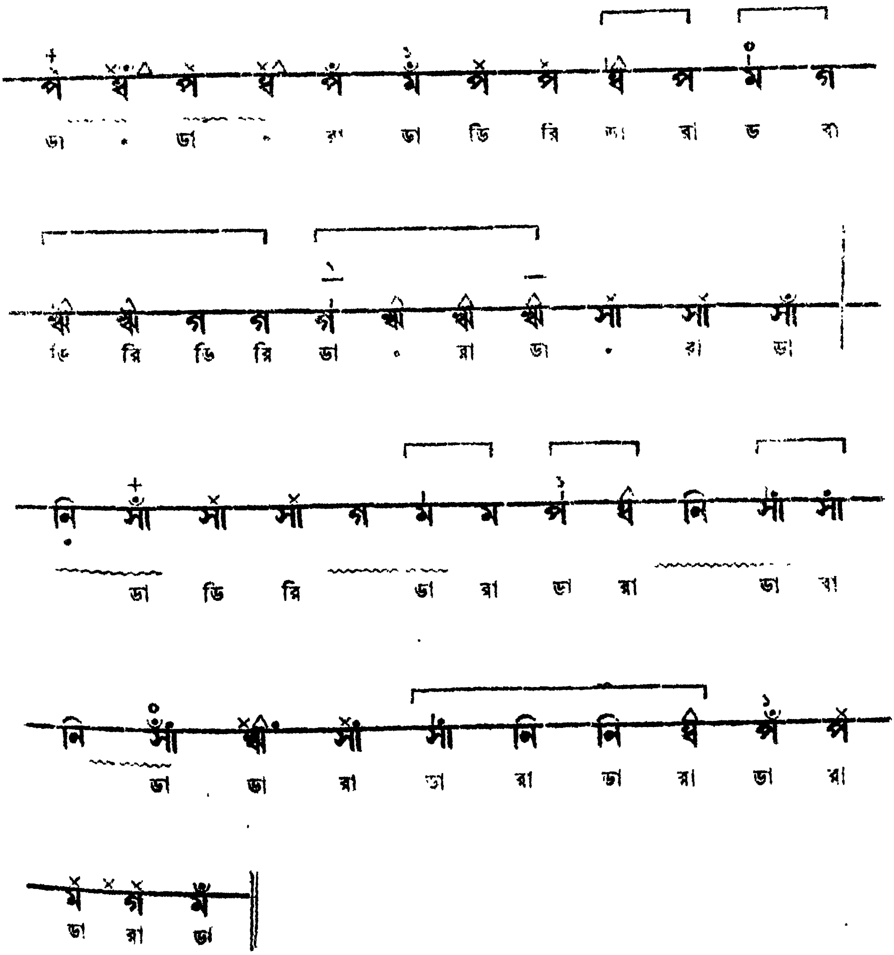
(১৩৯)

রামকেলী—সম্পূর্ণ।

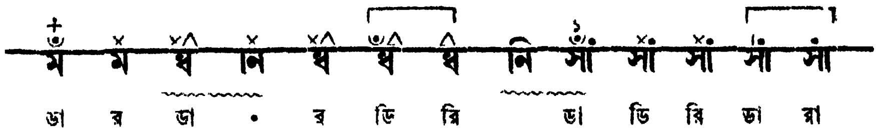
মধ্যমান।

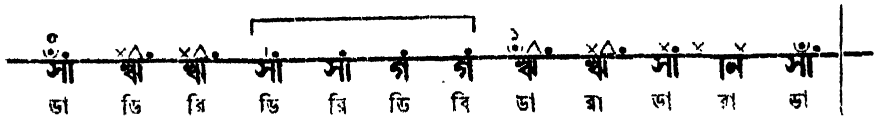
(ঋ ধ)

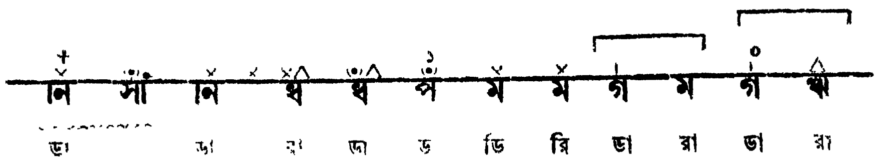
আস্থায়ী।

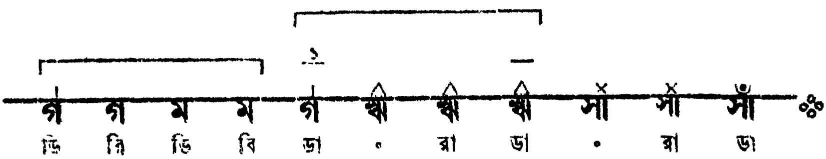


অন্তরা।









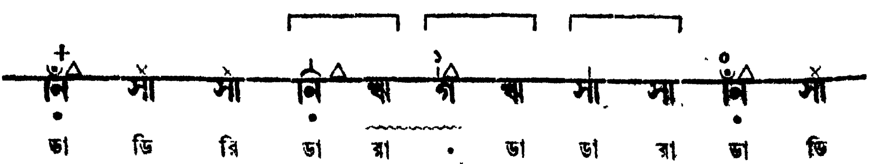
(১৪০)

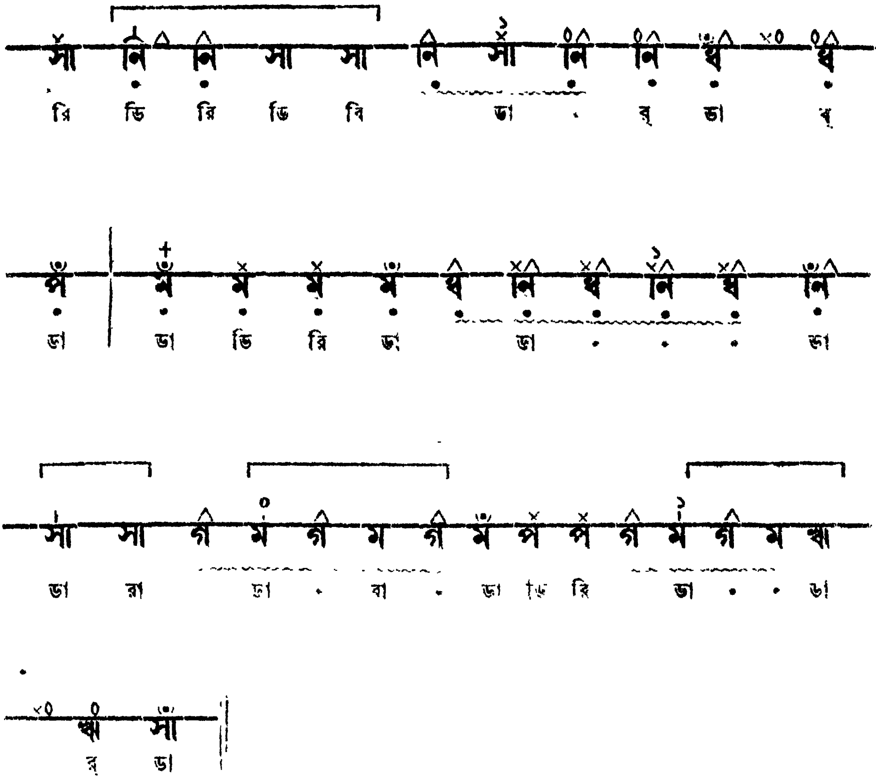
বাগীশ্বরী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

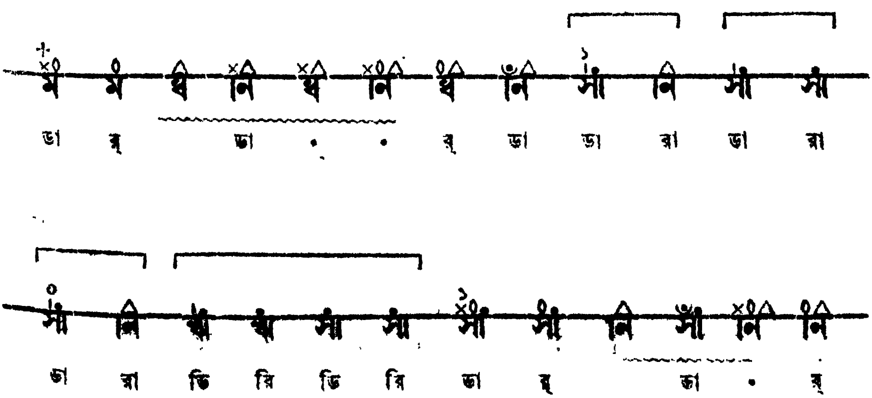
(গ ধ নি)

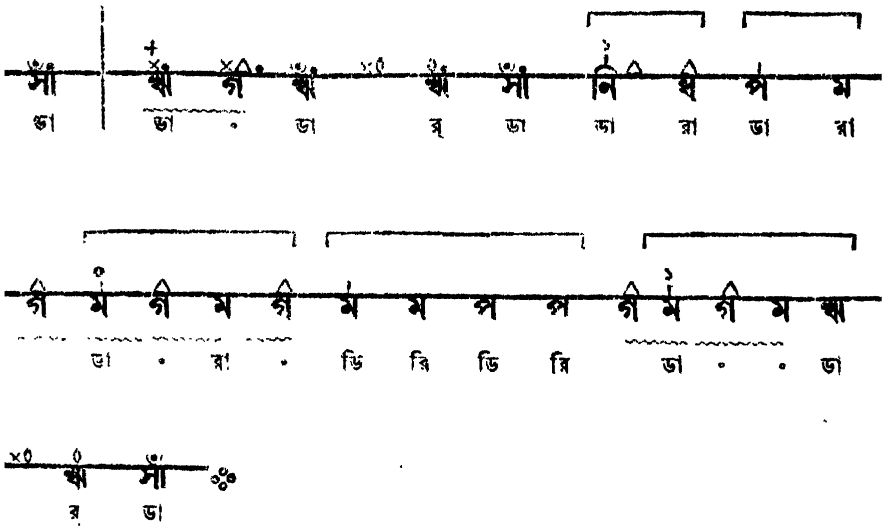
আস্থায়ী।





অন্তরা।





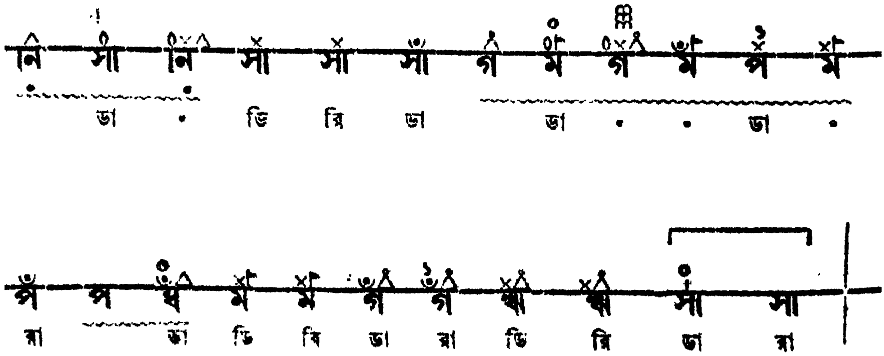
(১৪১)

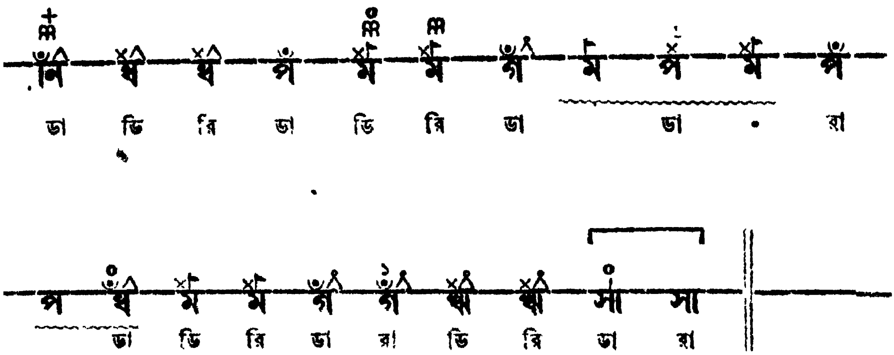
তোড়ী—সম্পূর্ণ।

ধামার।

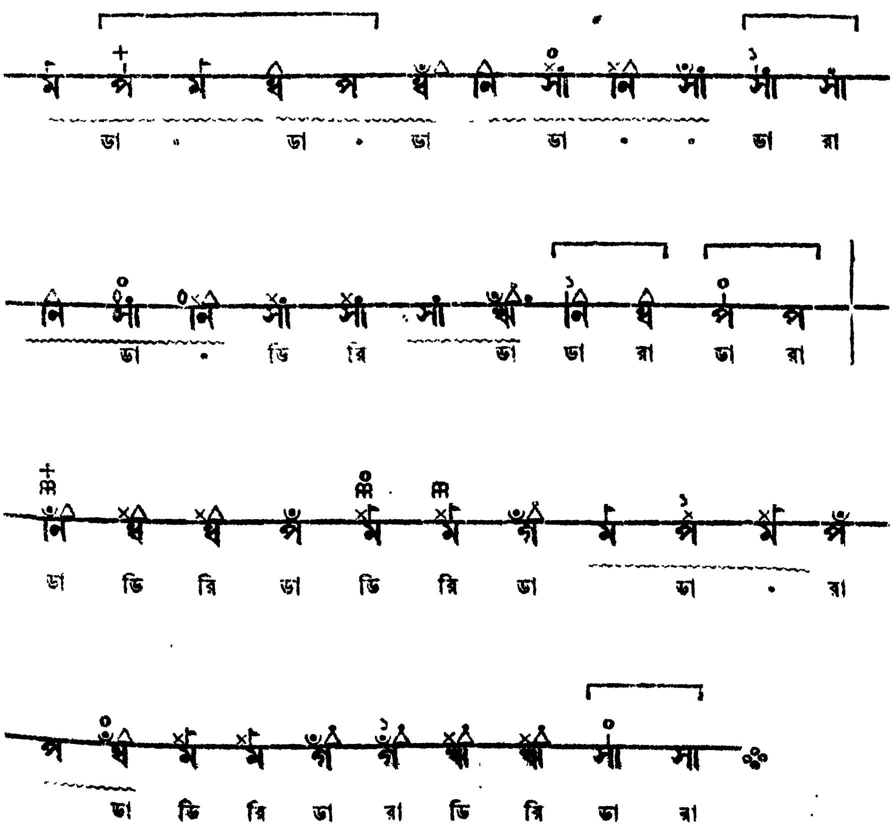
(ঋ গ ম ধ নি)

আস্থায়ী।




ডা ডি রি ডা ডি রি ডা ডা • রা
ডা ডি রি ডা রা ডি রি ডা রা

অন্তরা।

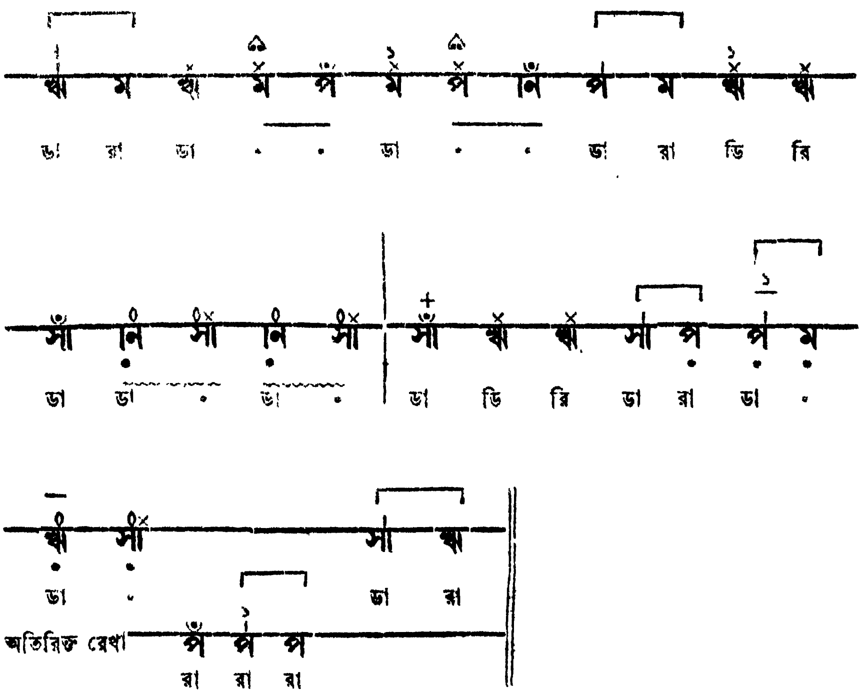

ডা • ডা • ডা ডা • • ডা রা
ডা • ডি রি ডা ডা রা ডা রা
ডা ডি রি ডা ডি রি ডা ডা • রা
ডা ডি রি ডা রা ডি রি ডা রা

(১৪২)

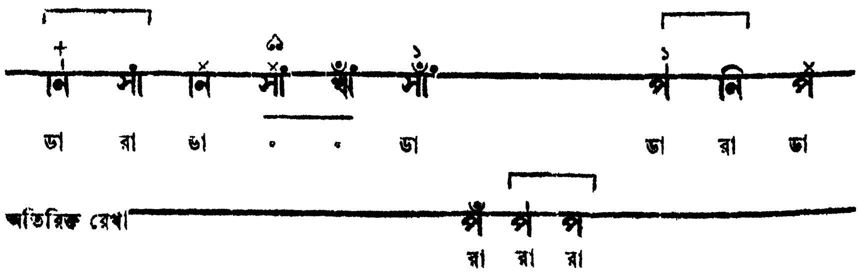
সারঙ্গ—ওড়ব।

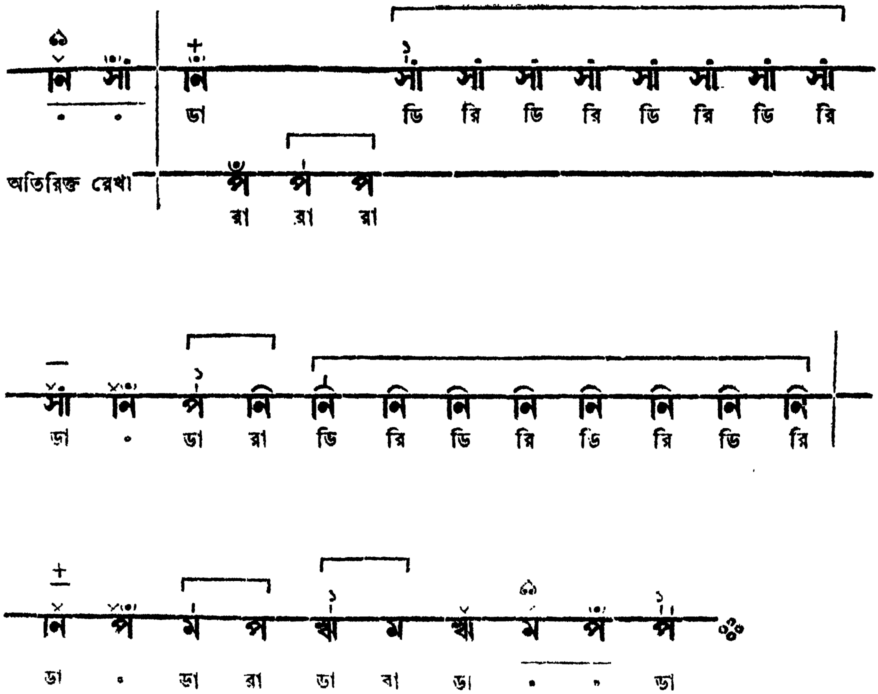
একতালা।

আস্থায়ী।



অন্তরা।





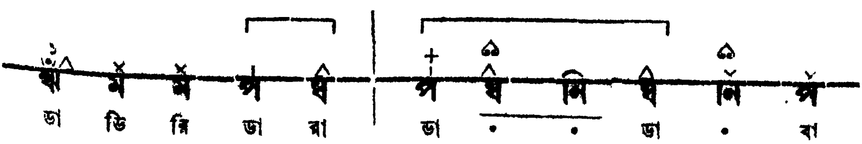
(১৪৩)

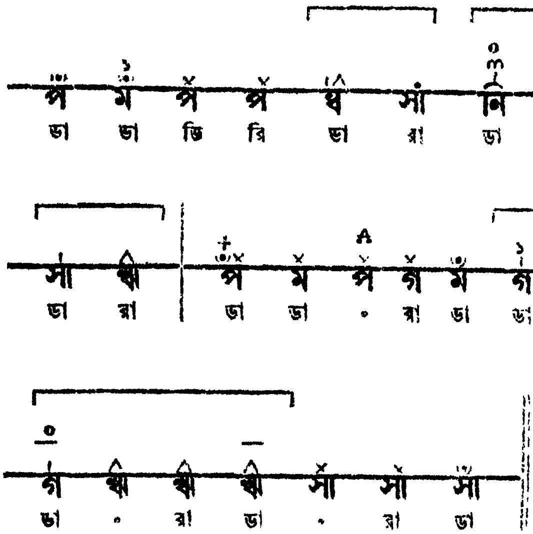
যোগিঞা—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(-ঋ-ধ-)

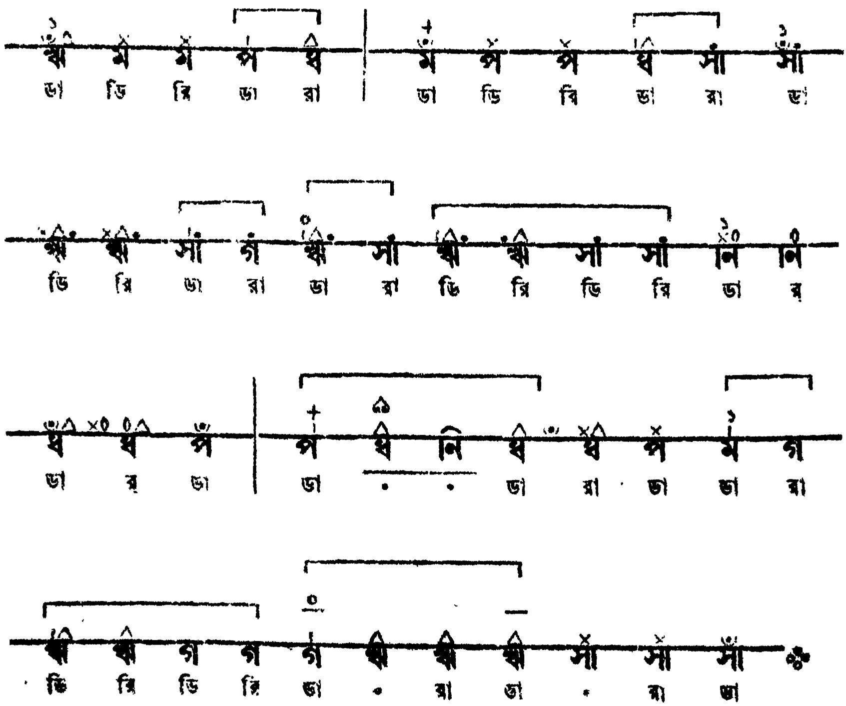
আস্থায়ী।





ডা ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা
ডা রা ডা ডা ০ রা ডা ডা রা ডা রা ডি রি
ডা ০ রা ডা ০ রা ডা

অন্তরা।



ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা
ডি রি ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি ডা র
ডা র ডা ডা ০ ০ ডা রা ডা ডা রা
ডি রি ডি রি ডা ০ রা ডা ০ রা ডা

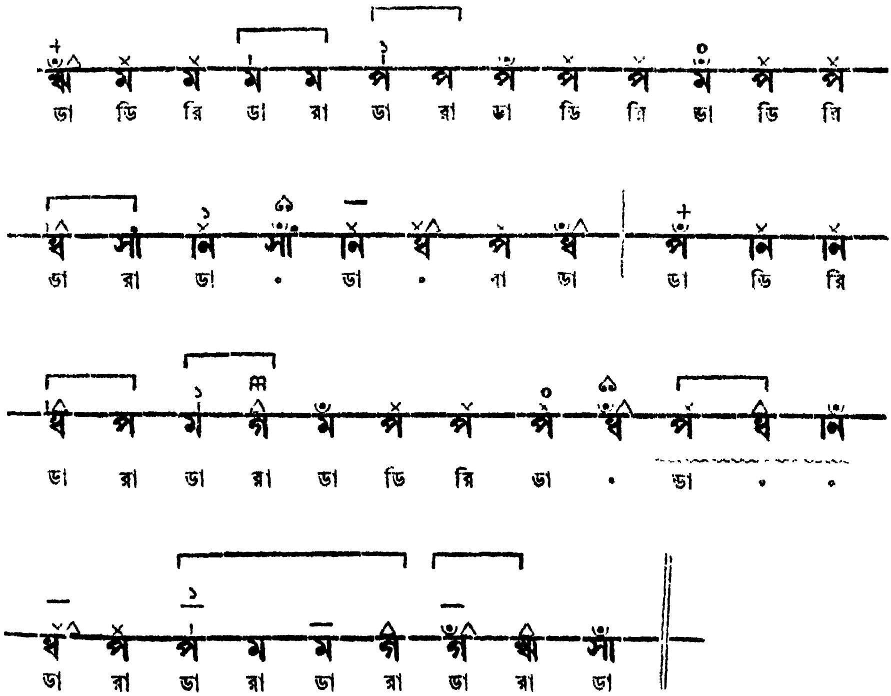
(১৪৪)

খট—সম্পূর্ণ।

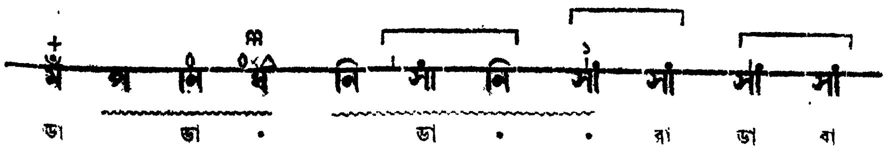
মধ্যমান।

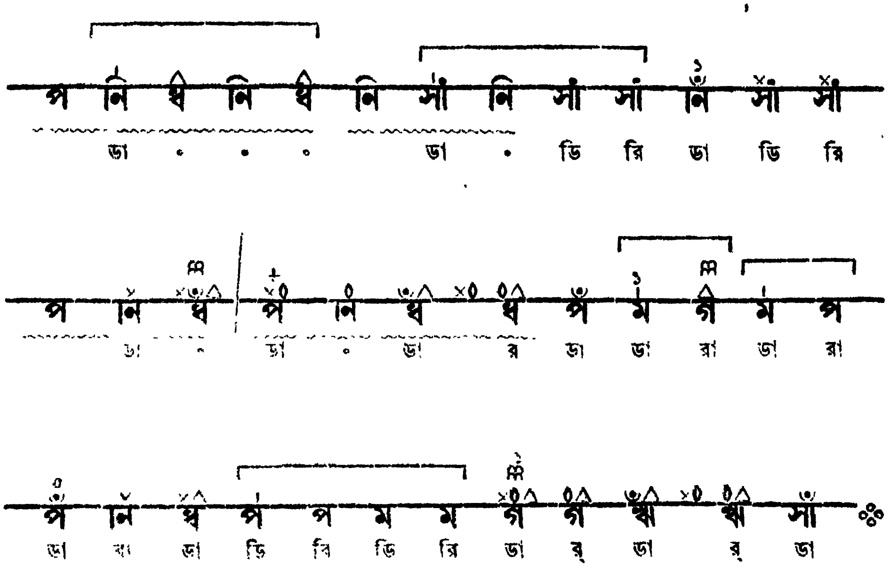
(ঋ গ ধ)

আস্থায়ী।



অন্তরা।





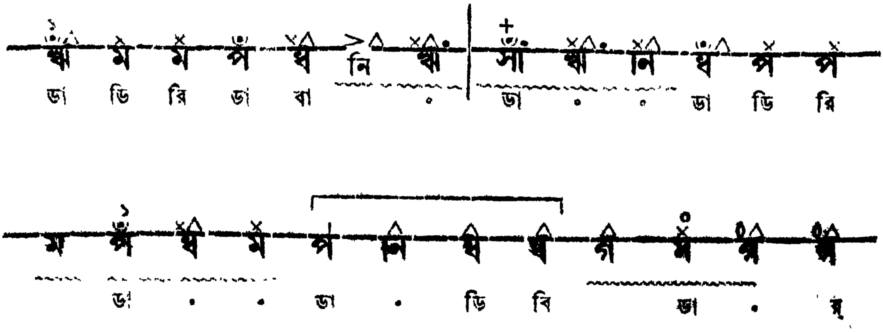
(১৪৫)

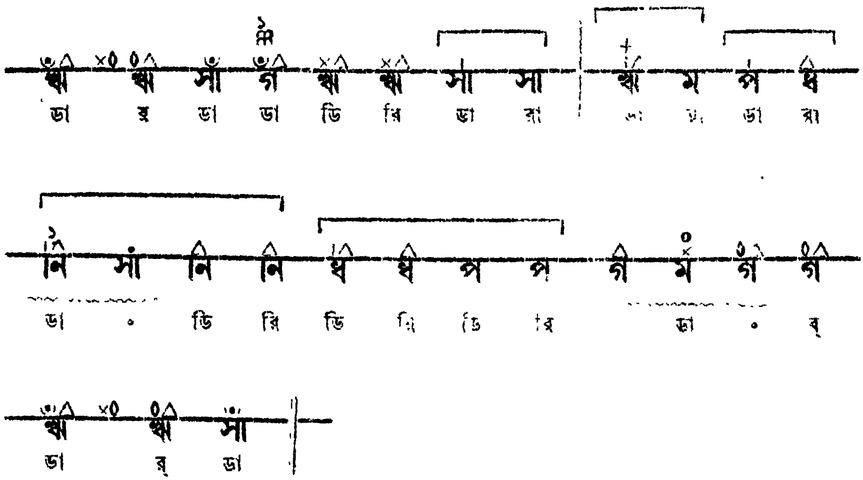
আসাবরী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

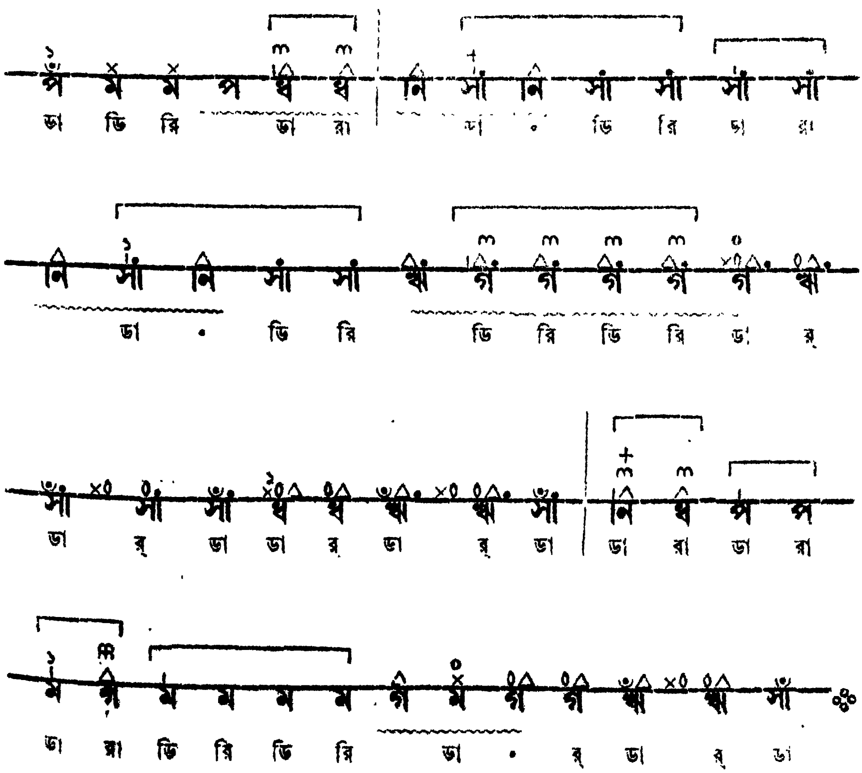
(ঋ গ ধ নি)

আস্থায়ী।





অন্তরা।

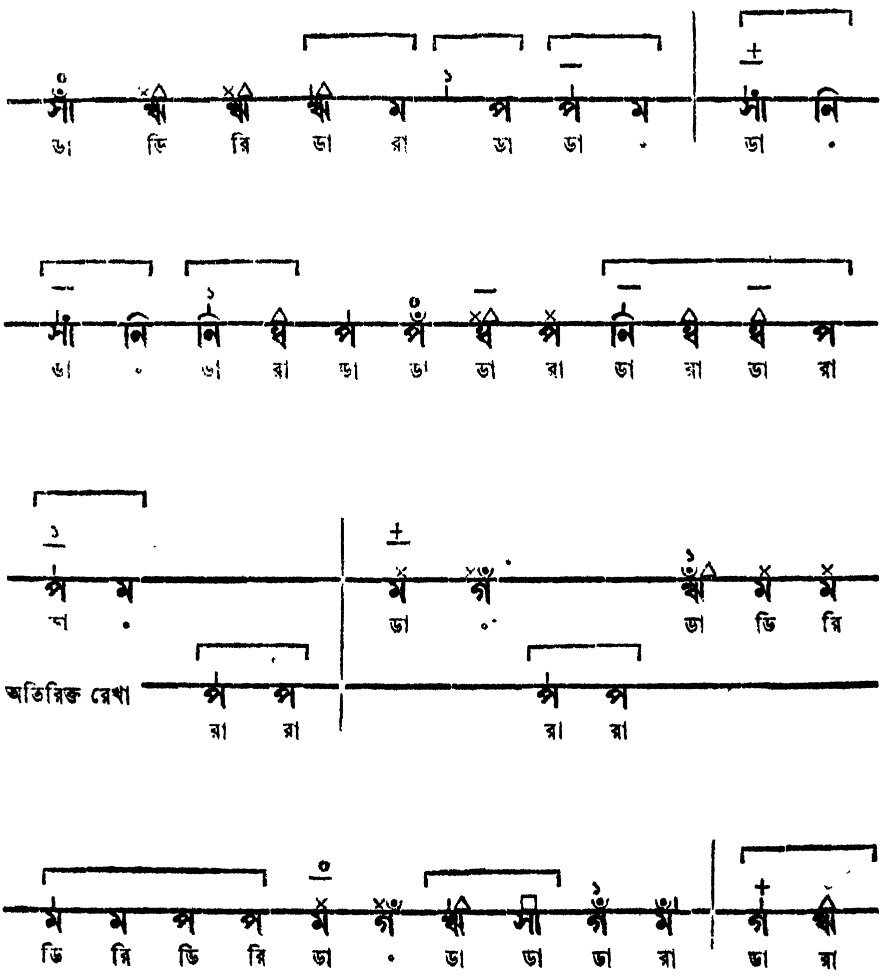


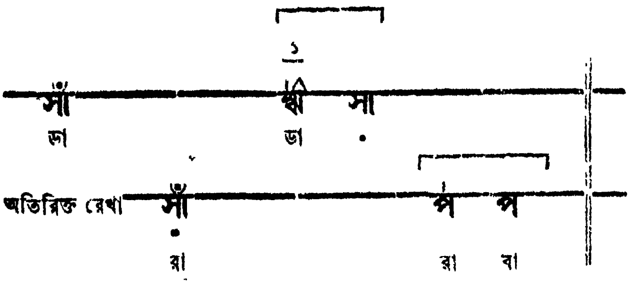
(১৪৬)

যোগিঞা—সম্পূর্ণ

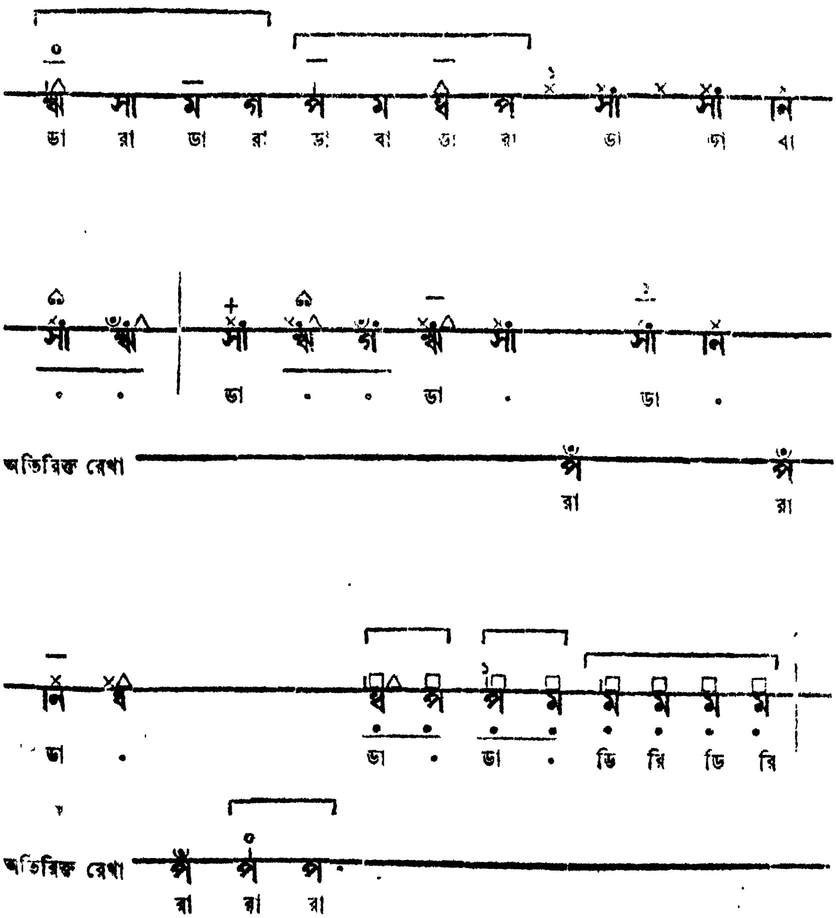
মধ্যমান।

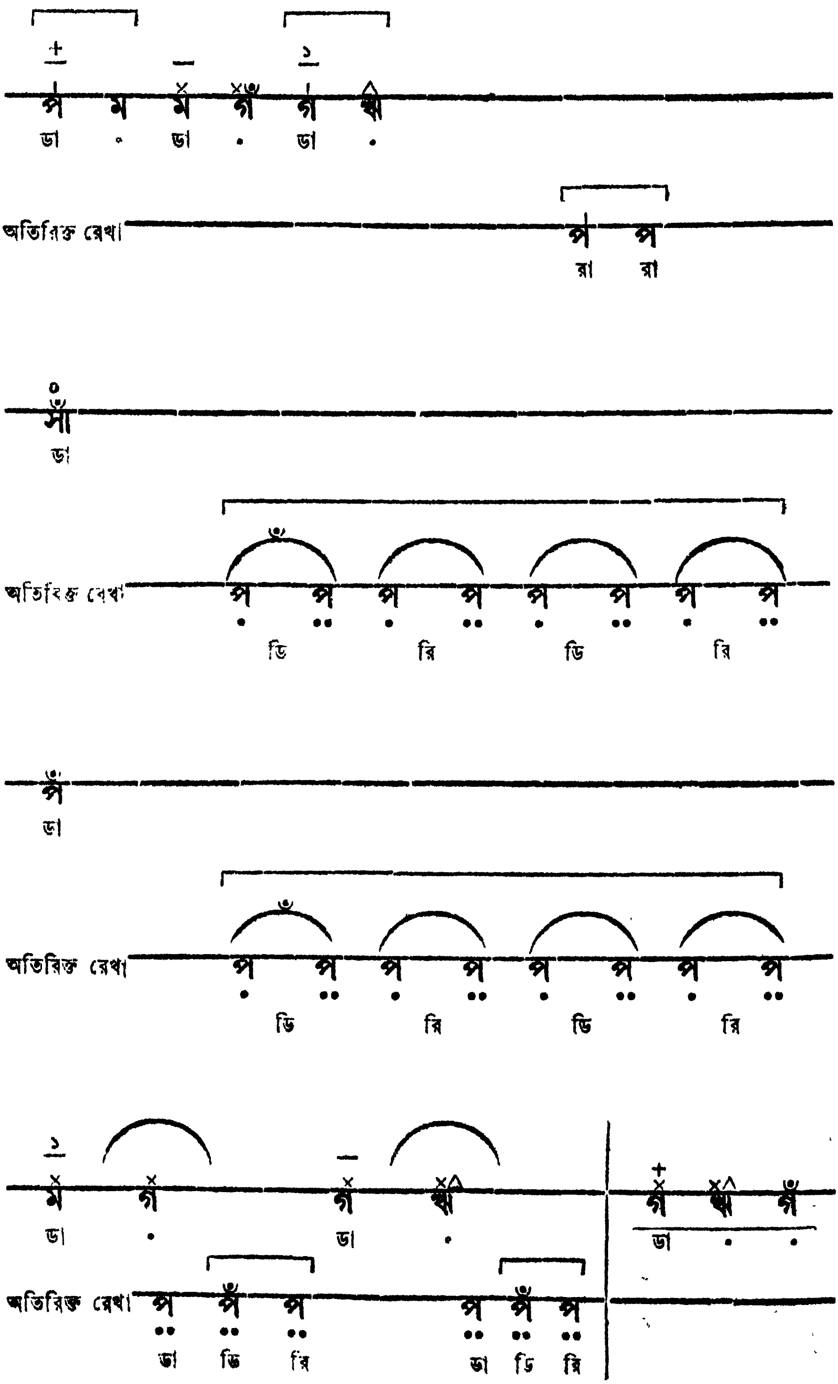
আস্থায়ী।



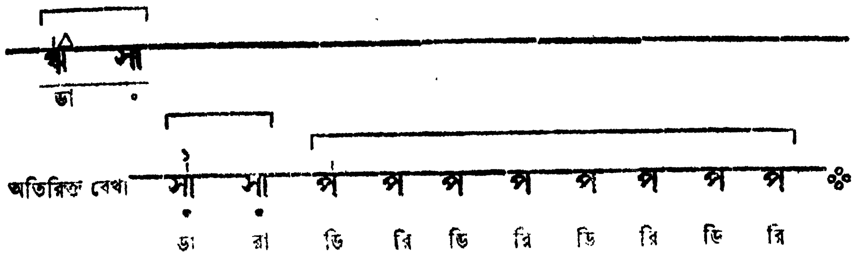


অন্তরা।





ডা ॰ ডা • ডা •
অতিরিক্ত রেখা
রা রা
ডা
অতিরিক্ত রেখা
ডি রি ডি রি
ডা
অতিরিক্ত রেখা
ডি রি ডি রি
ডা • ডা • ডা • •
অতিরিক্ত রেখা
ডা ডি রি ডা ডি রি



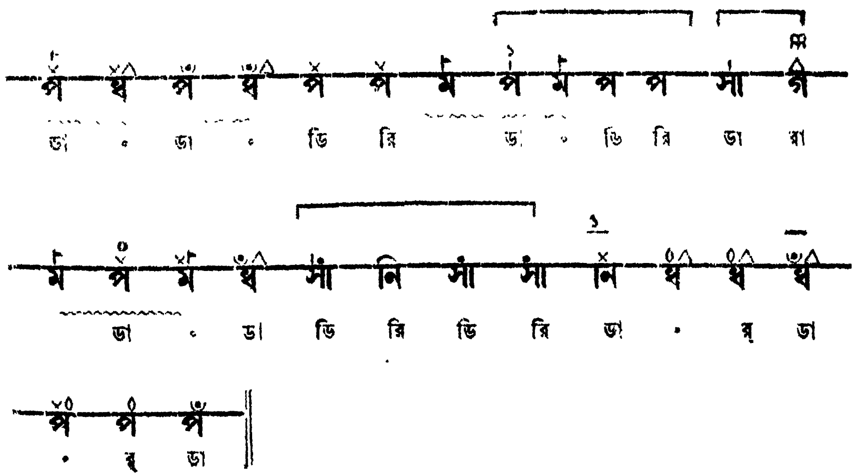
(১৪৭)

গুজ্জরী—সম্পূর্ণ।

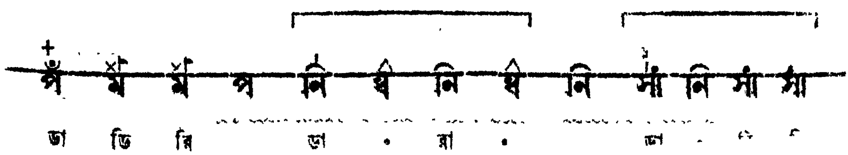
মধ্যমান।

(ঋ গ ম ধ)

আস্থায়ী।



অন্তরা।



সাঁ সাঁ নি সাঁ নি গঁ ঋঁ ঋঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ
ডা রা ডা ০ ডা ডি রি ডি রি ডা র্

নি সাঁ নি নি সাঁ | ধ প প সাঁ নি নি সাঁ
ডা ০ র্ ডা | ডা ০ র্ ডা ০ র্ ডা

নি ধ প প প ম প ধ ধ ম ম
ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি

গঁ গঁ ঋঁ ঋঁ সাঁ ঃ
ডা র্ ডা র্ ডা

(১৪৮)

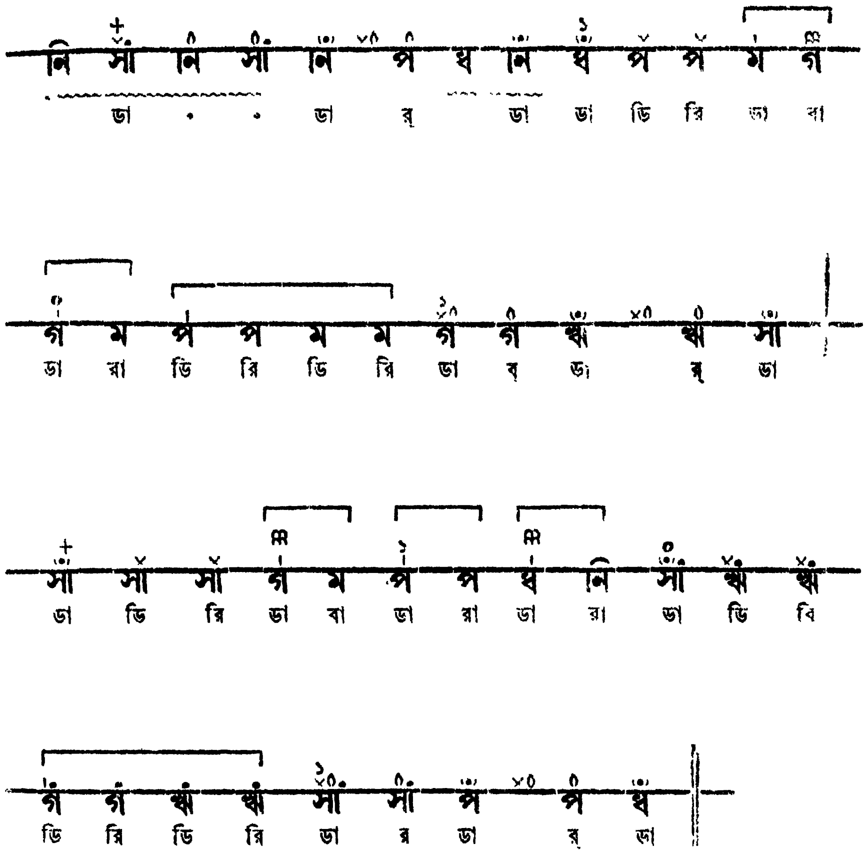
আলাহিয়া—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

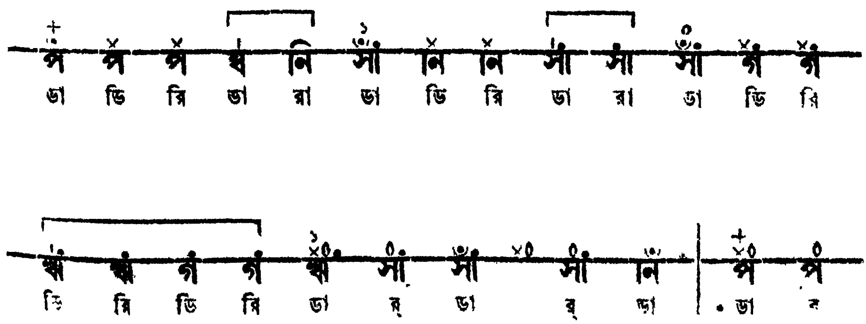
আস্থায়ী।

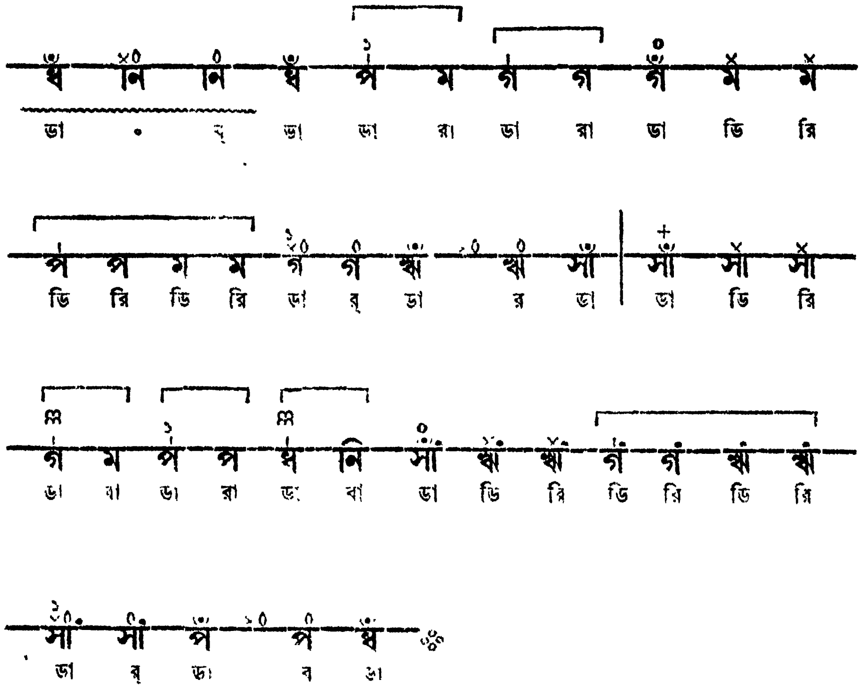
নি সাঁ নি সাঁ নি নি নি পঁ প প ধ নি
ডা ০ ০ ডা র্ ডা ডা ডি রি ডা রা

সাঁ ঋঁ গঁ ঋঁ সাঁ সাঁ নি সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ |
ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি


ডা . . ডা র্ ডা ডা ডি রি ডা রা
ডা রা ডি রি ডি রি ডা র্ ডা র্ ডা
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডি রি
ডি রি ডি রি ডা র ডা র্ ডা

অন্তরা।


ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি
ডি রি ডি রি ডা র্ ডা র্ ডা . ডা র

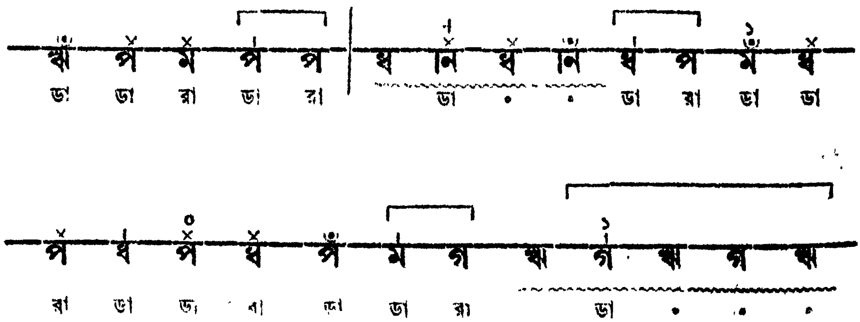


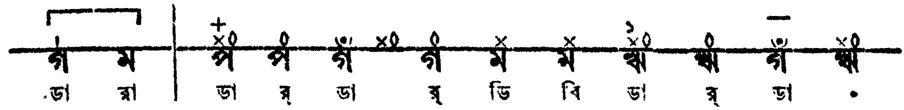
(১৪৯)

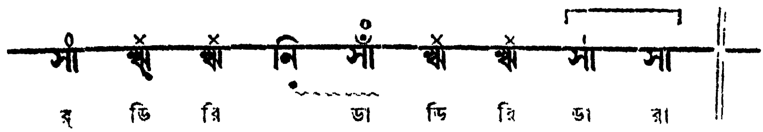
সর্‌ফর্‌দা—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

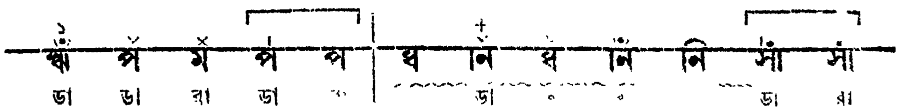
আস্থায়ী।

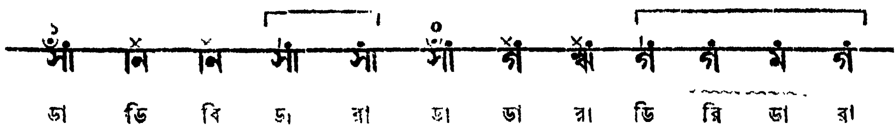


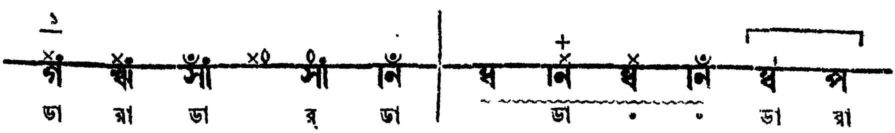


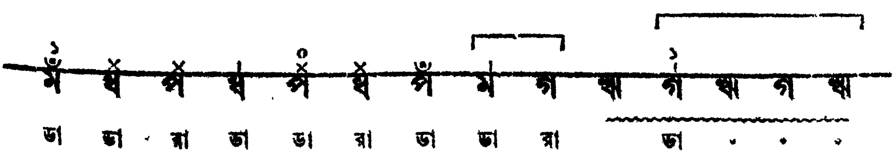


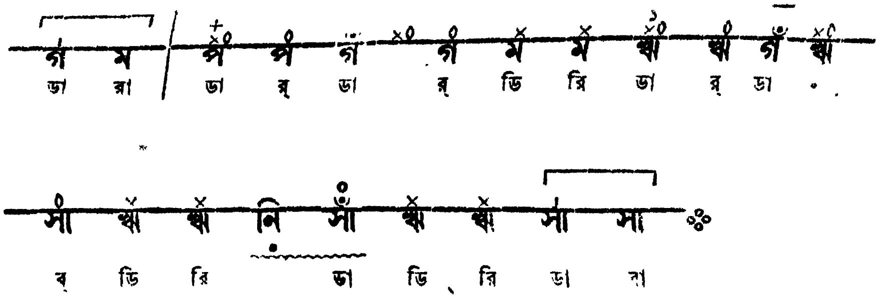
অন্তরা।









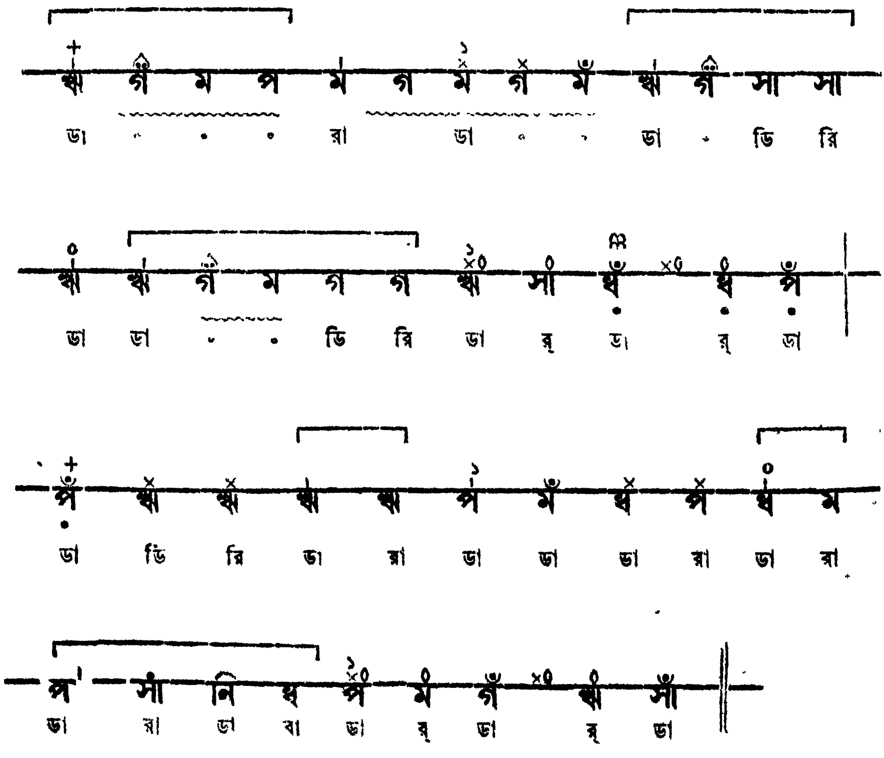


(১৫০)

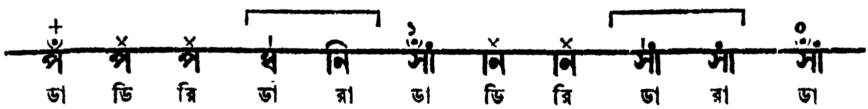
কোকভ—সম্পূর্ণ।

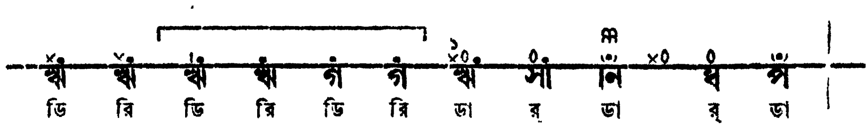
মধ্যমান।

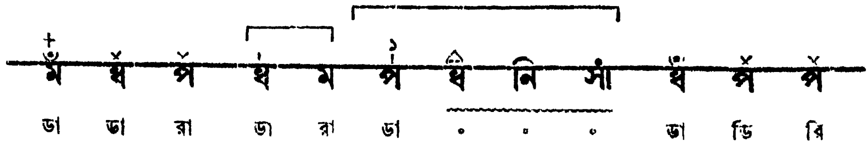
আস্থায়ী।

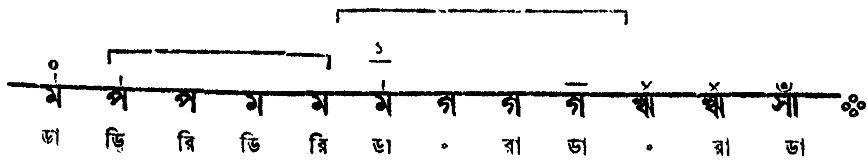


অন্তরা।







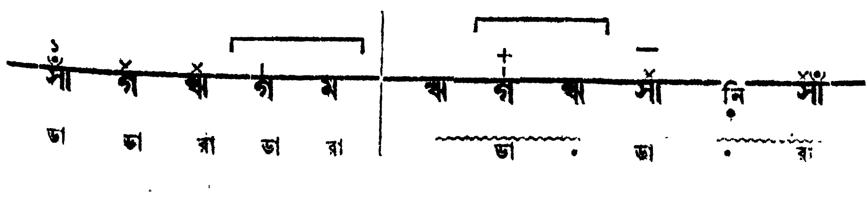


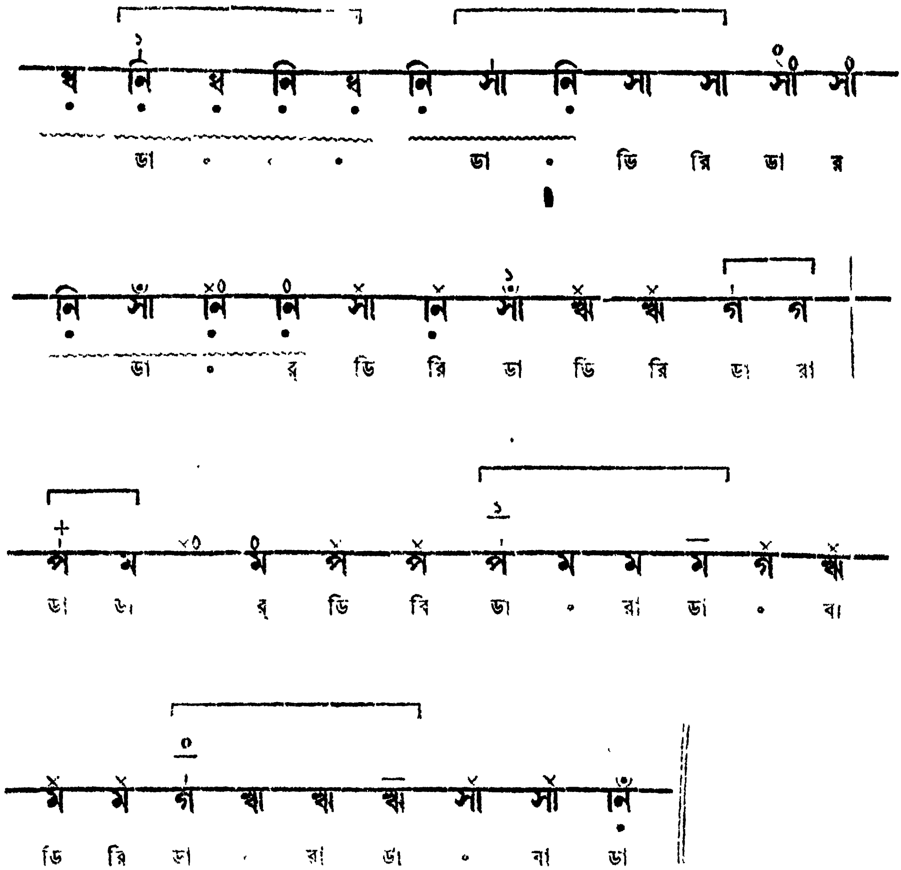
(১৫১)

দেওগিরী—সম্পূর্ণ।

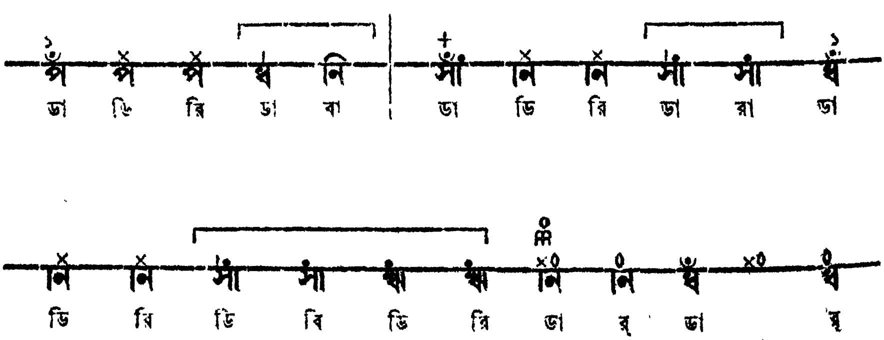
মধ্যমান।

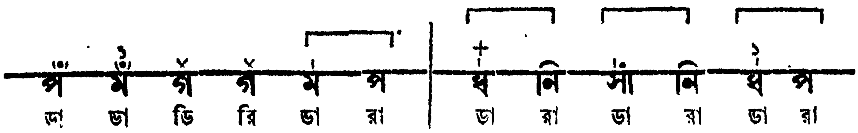
আস্থায়ী।

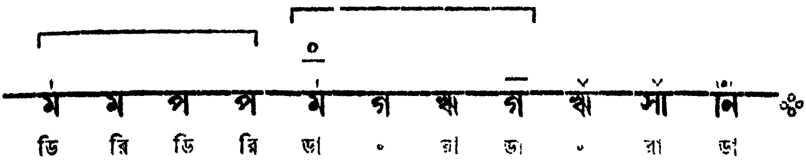




অন্তরা।





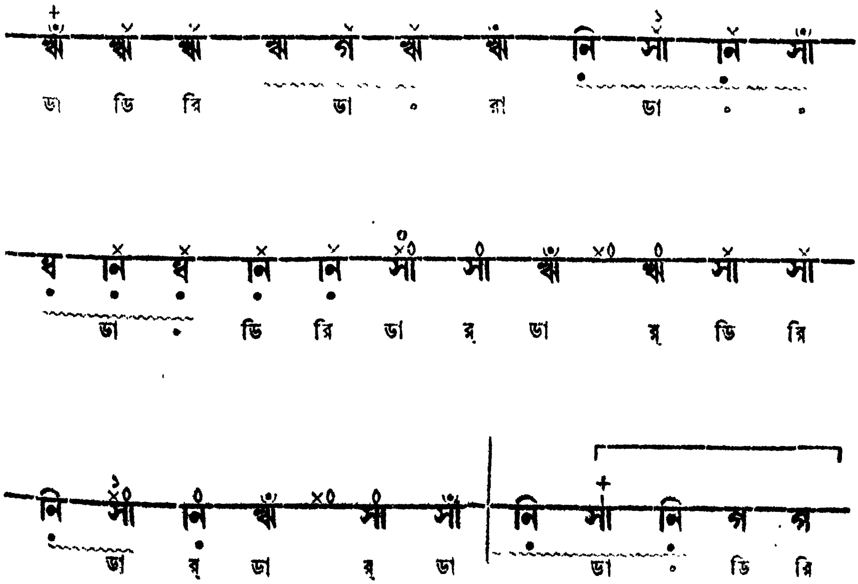


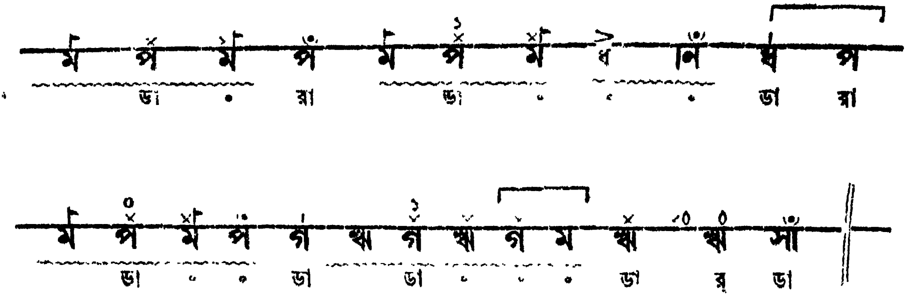
(১৫২)

বেলাবলী—সম্পূর্ণ।

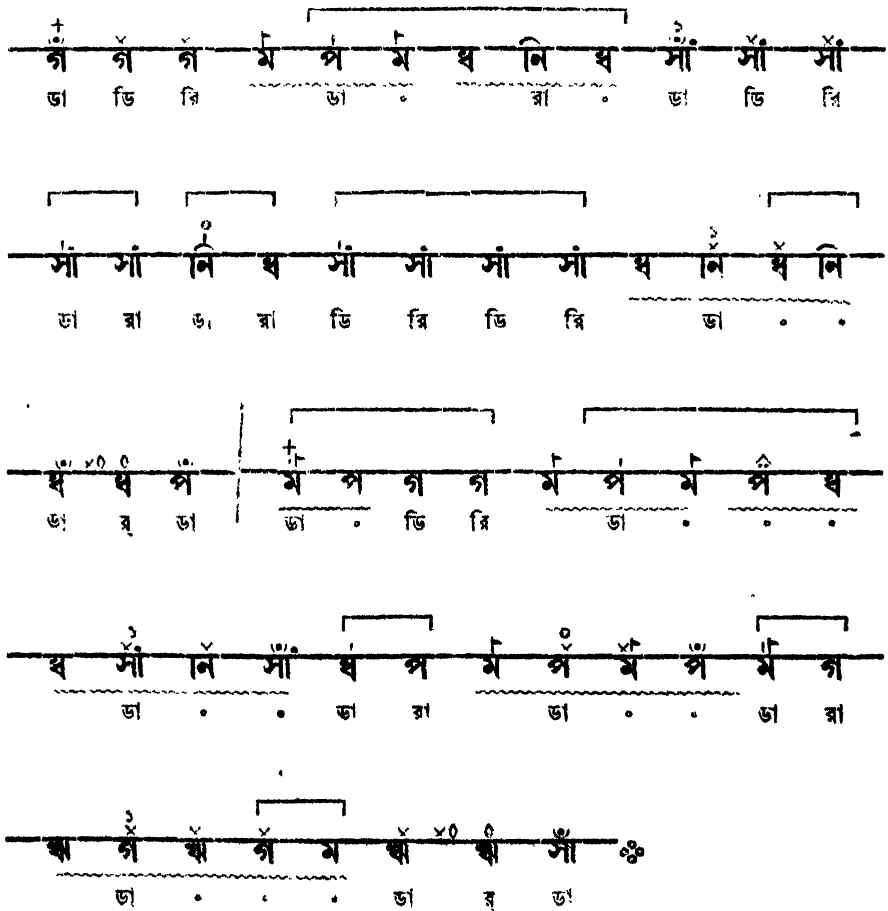
মধ্যমান।

আস্থায়ী।





অন্তরা।

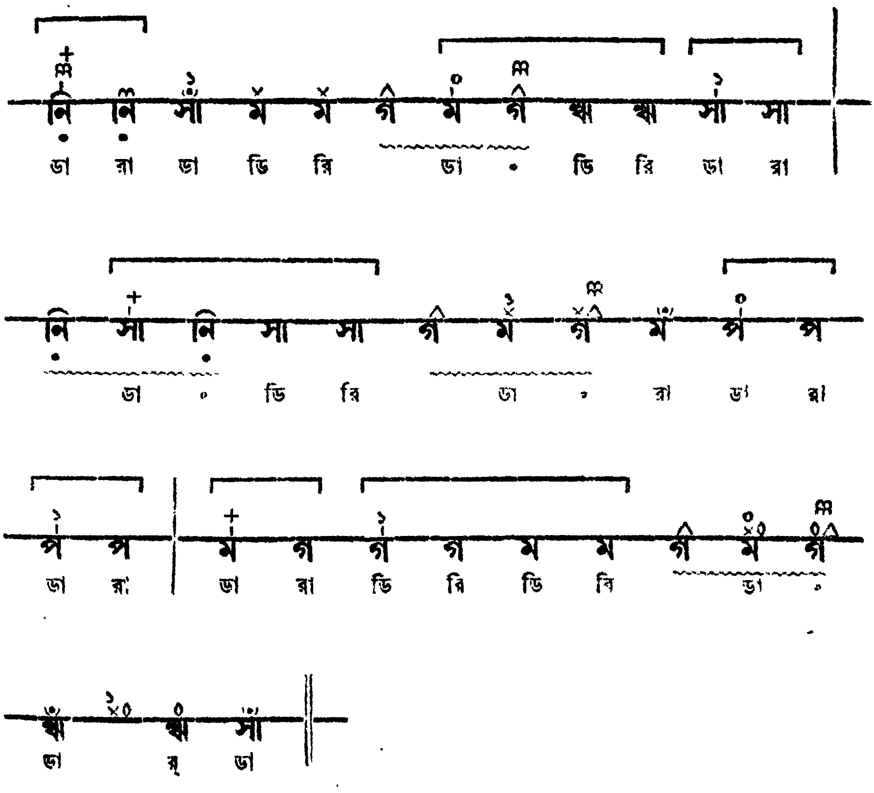


(১৫৩)

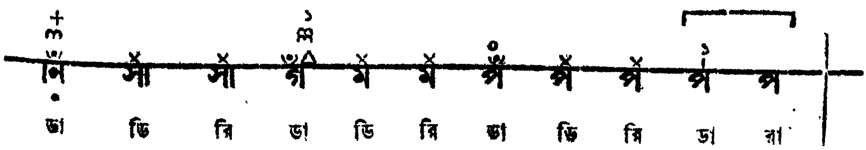
বারঞা—সম্পূর্ণ।

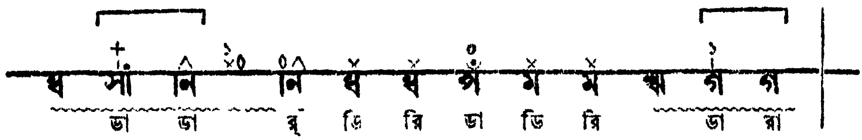
দ্রুত-ত্রিতালী।

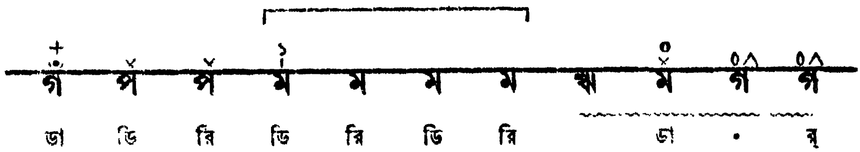
আস্থায়ী।

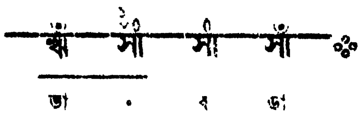


অন্তরা।









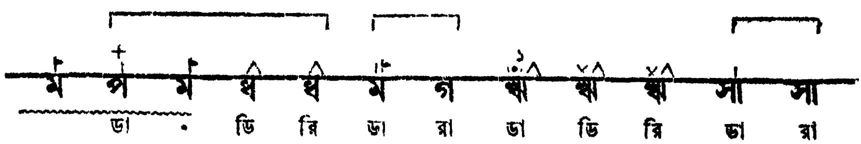
(১৫৪)

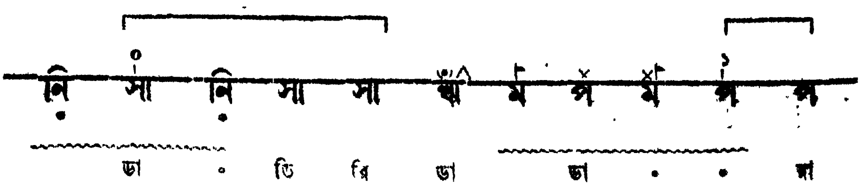
ধানশ্রী—সম্পূর্ণ।

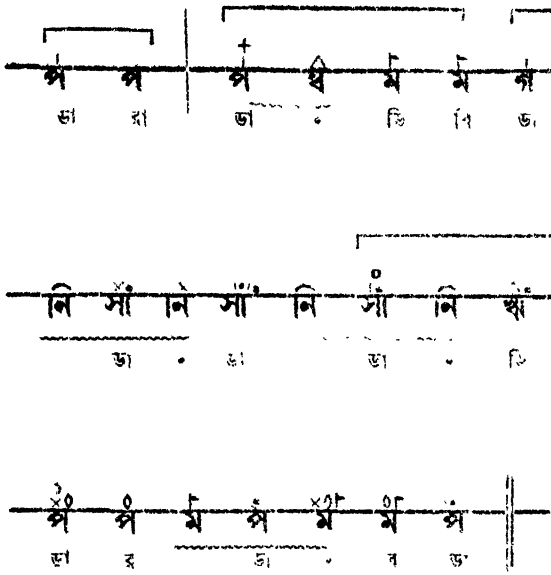
মধ্যমান।

(ঋ ম ধ)

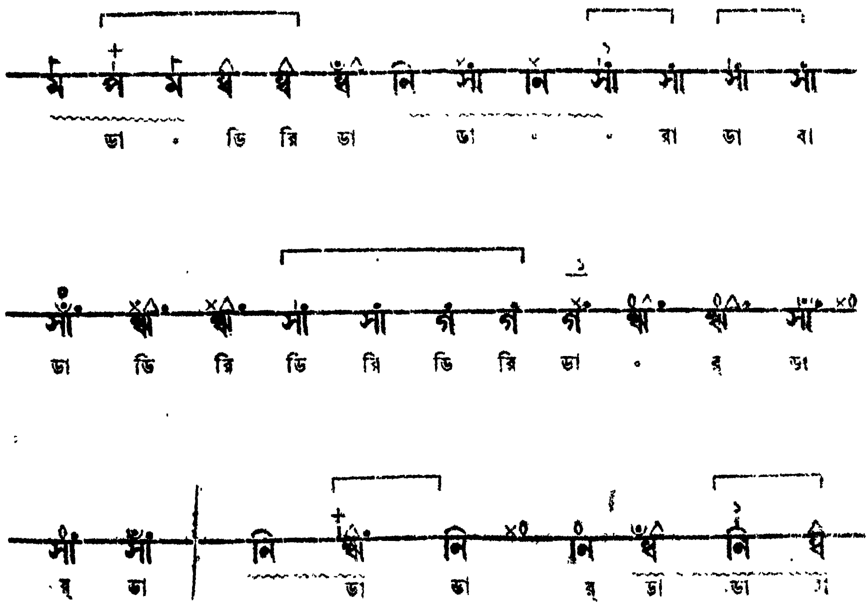
আস্থায়ী

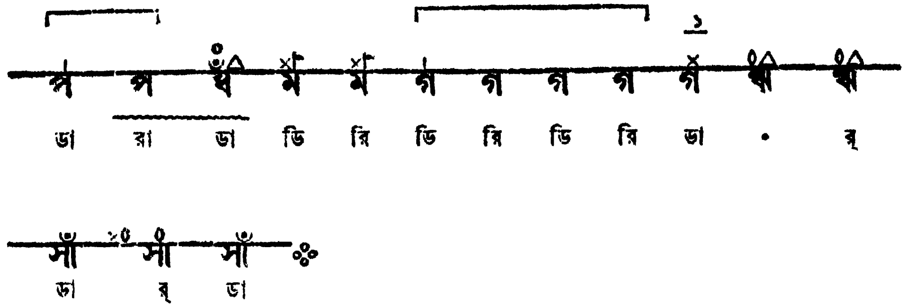






অন্তরা।





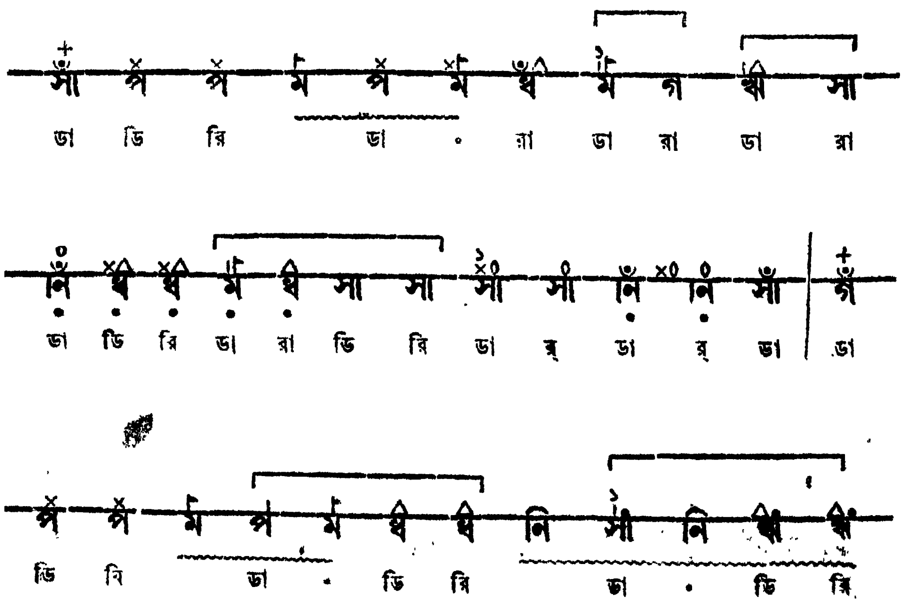
(১৫৫)

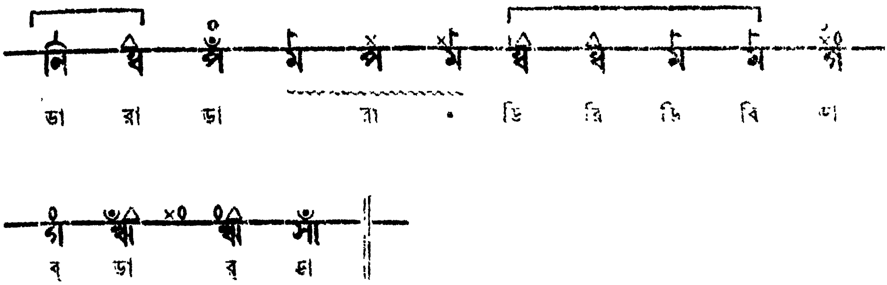
পুরিয়া-ধানশ্রী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

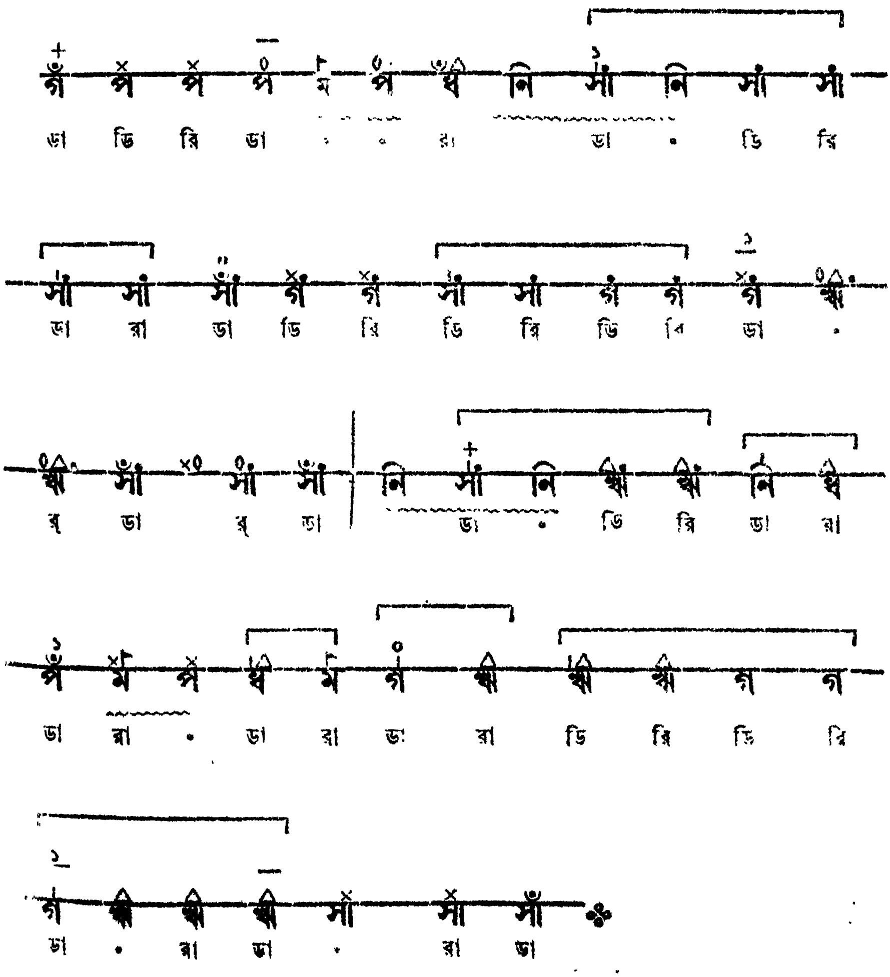
(ঋ ম ধ)

আস্থায়ী।





অন্তরা।



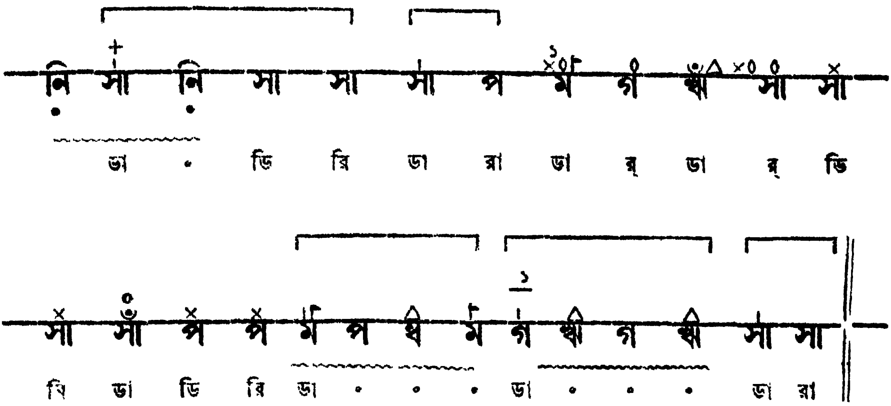
(১৫৬)

বরাড়ী—সম্পূর্ণ।

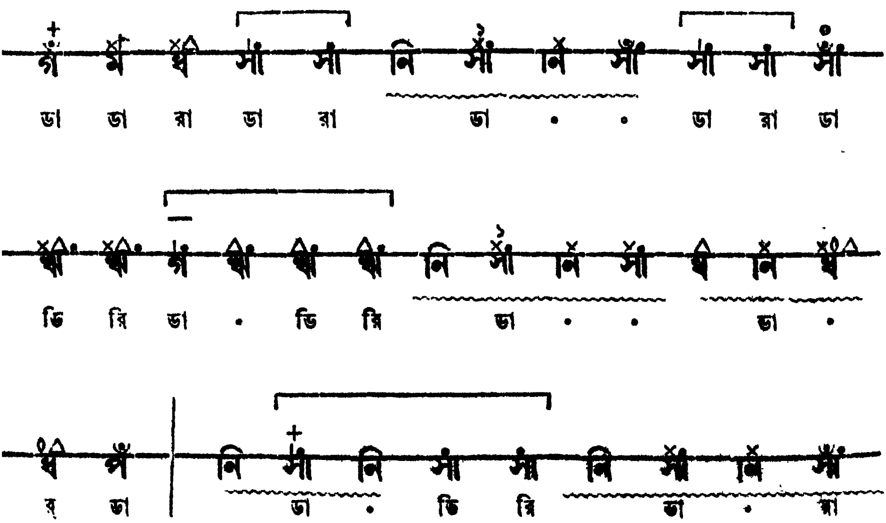
মধ্যমান।

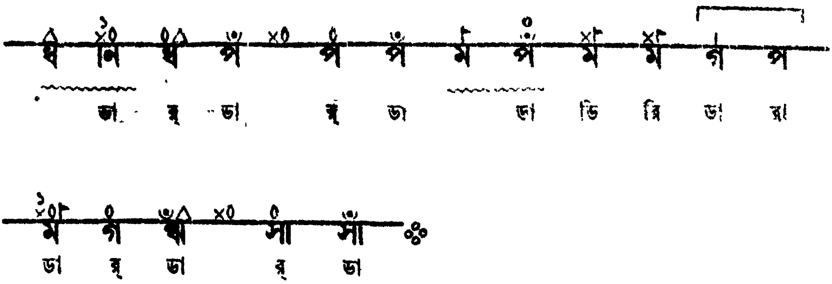
(ঋ ম ধ)

আস্থায়ী।



অন্তরা।





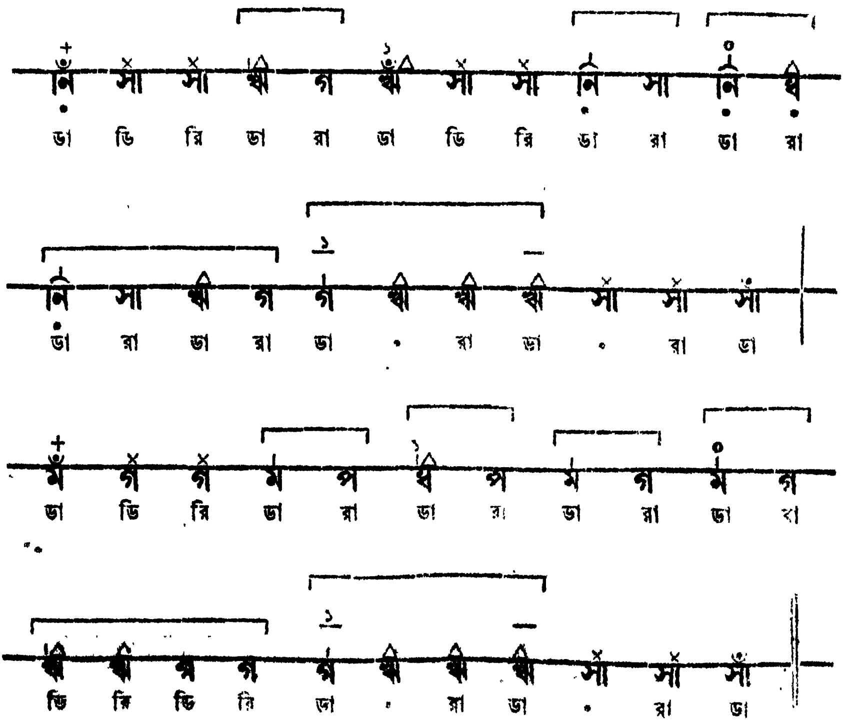
(১৫৭)

চিত্রাগৌরী—সম্পূর্ণ।

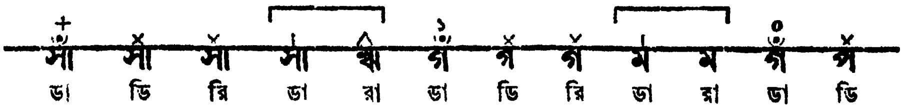
মধ্যমান।

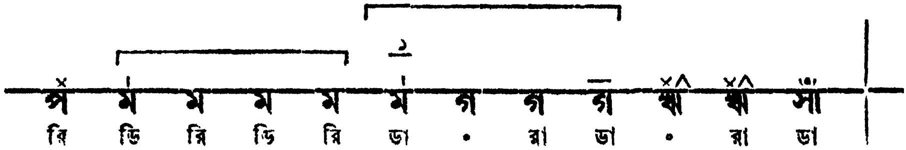
(ঋ ধ)

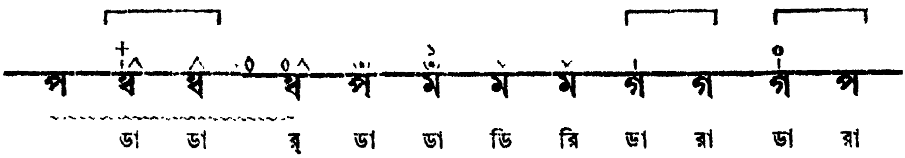
আস্থায়ী।

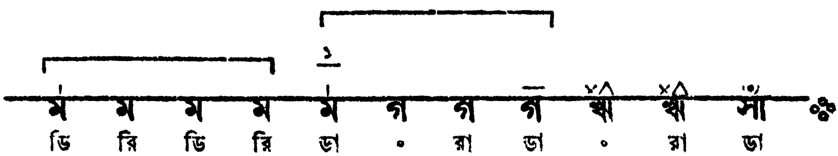


অন্তরা।





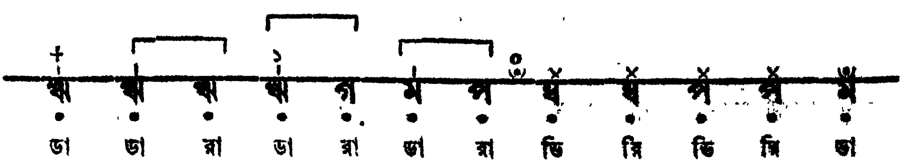


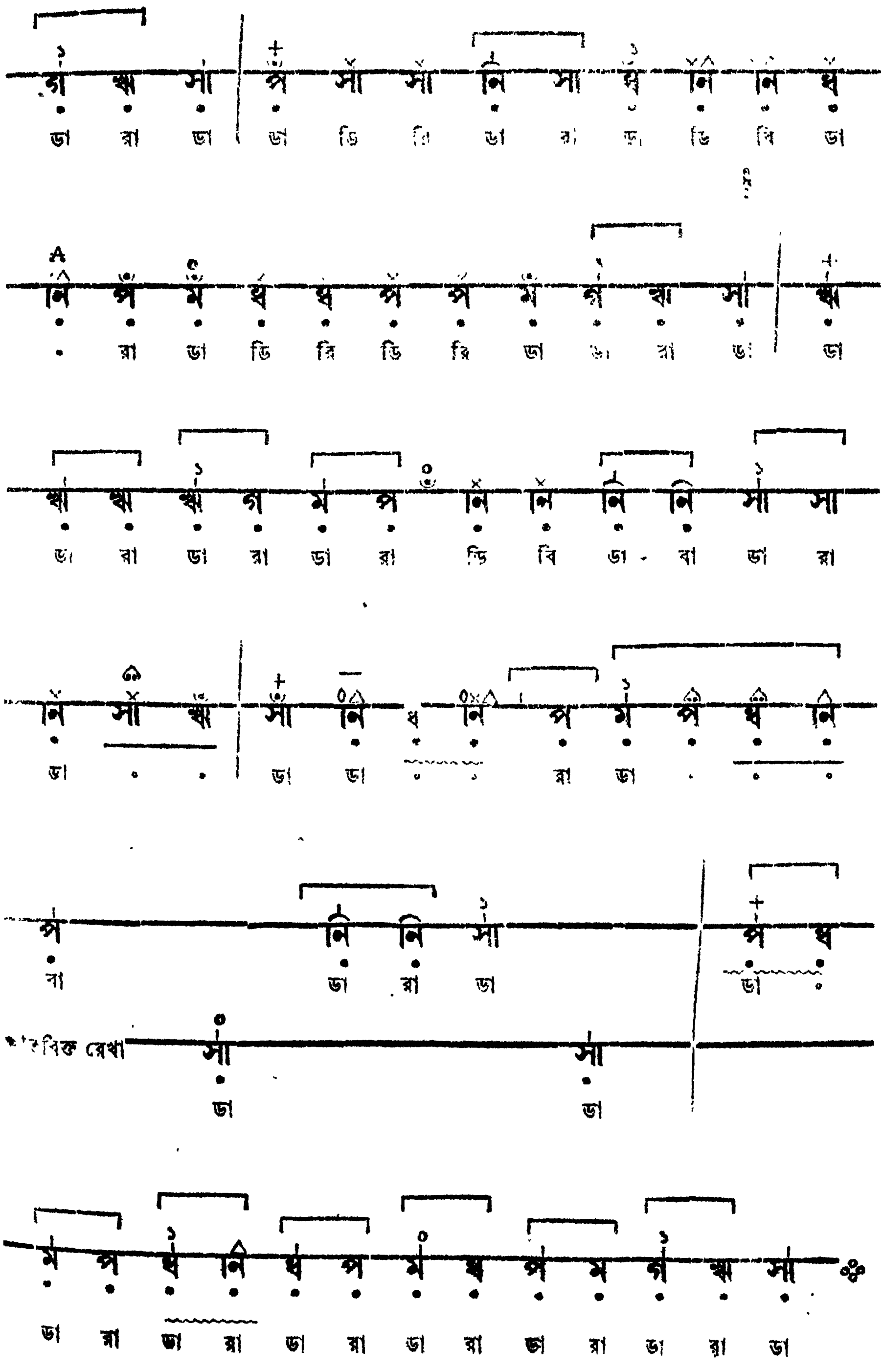


(১৫৮)

দেশ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

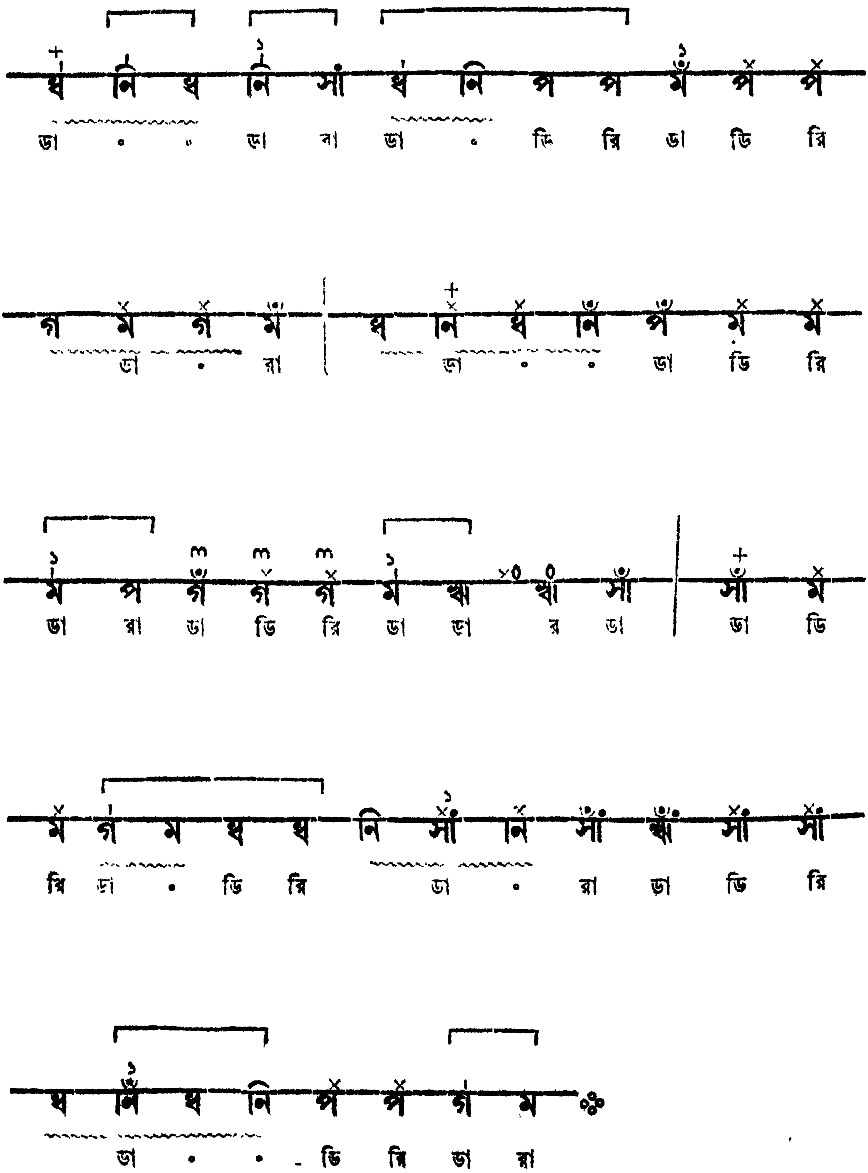




(১৫৯)

শ্যাম—সম্পূর্ণ।

একতালা।

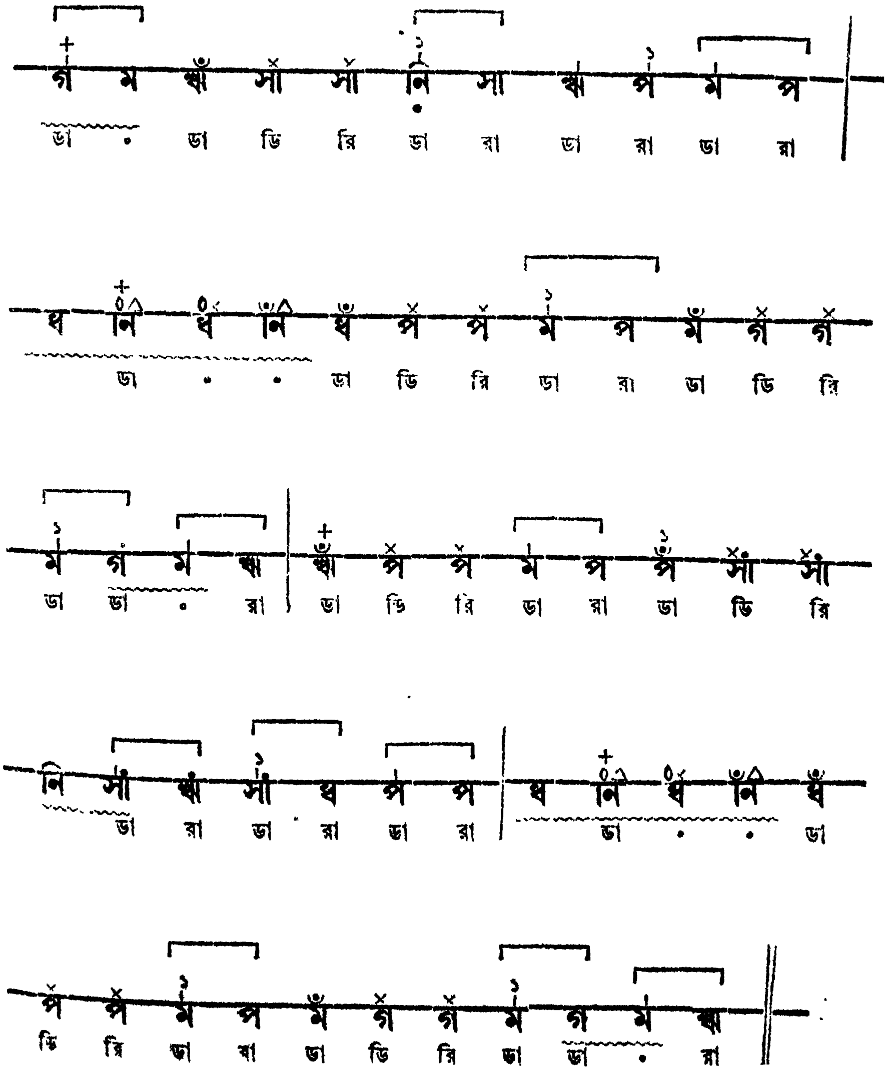


(১৬০)

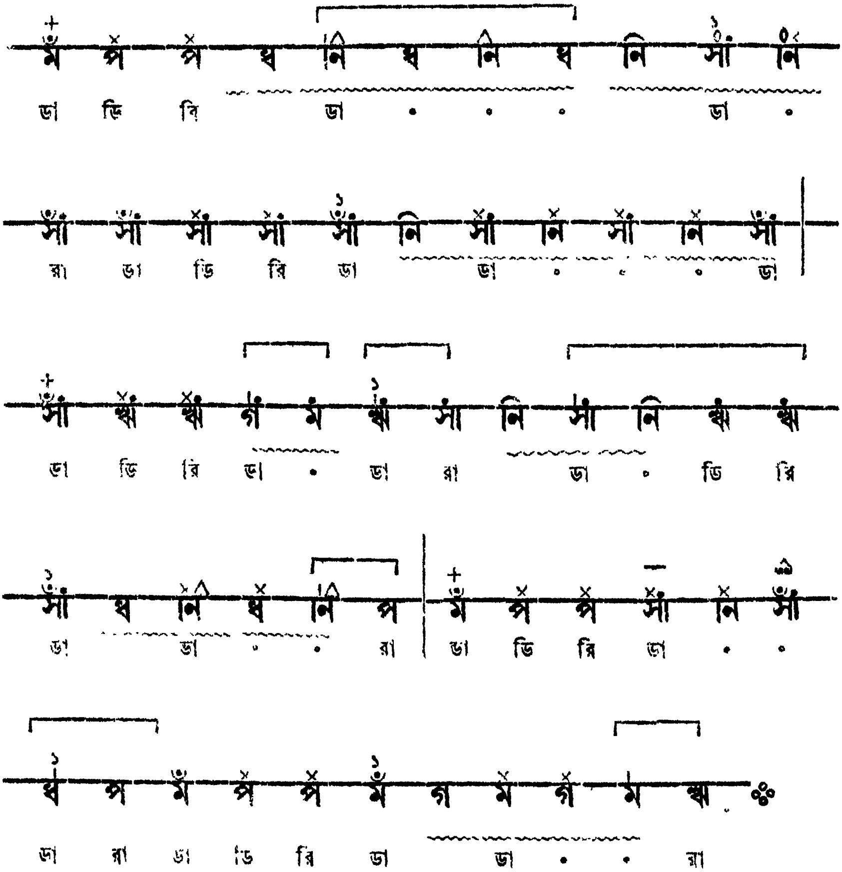
কামোদ—সম্পূর্ণ।

একতালা।

আস্থায়ী।



অন্তরা।



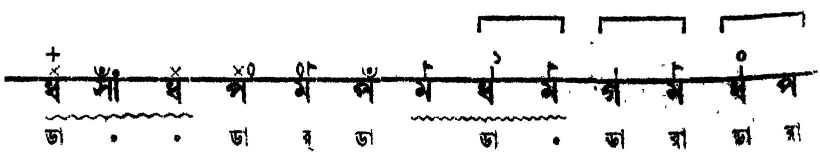
(১৬১)

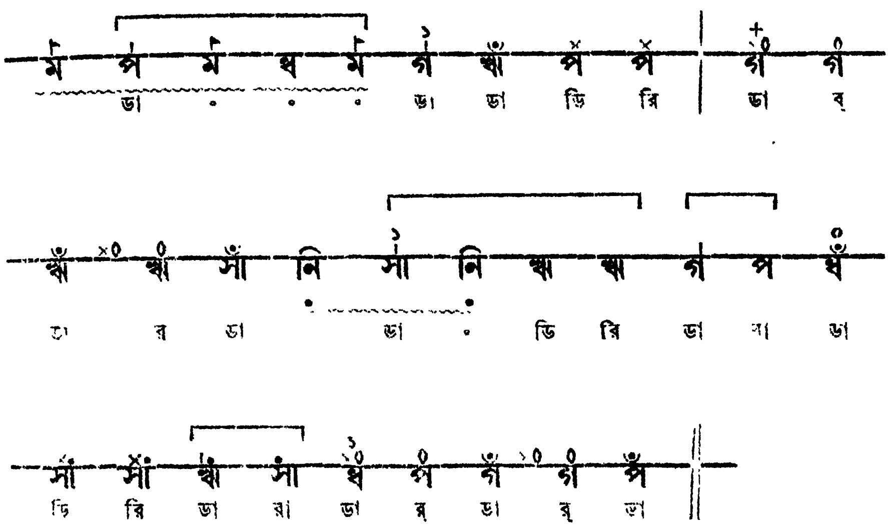
কল্যাণ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

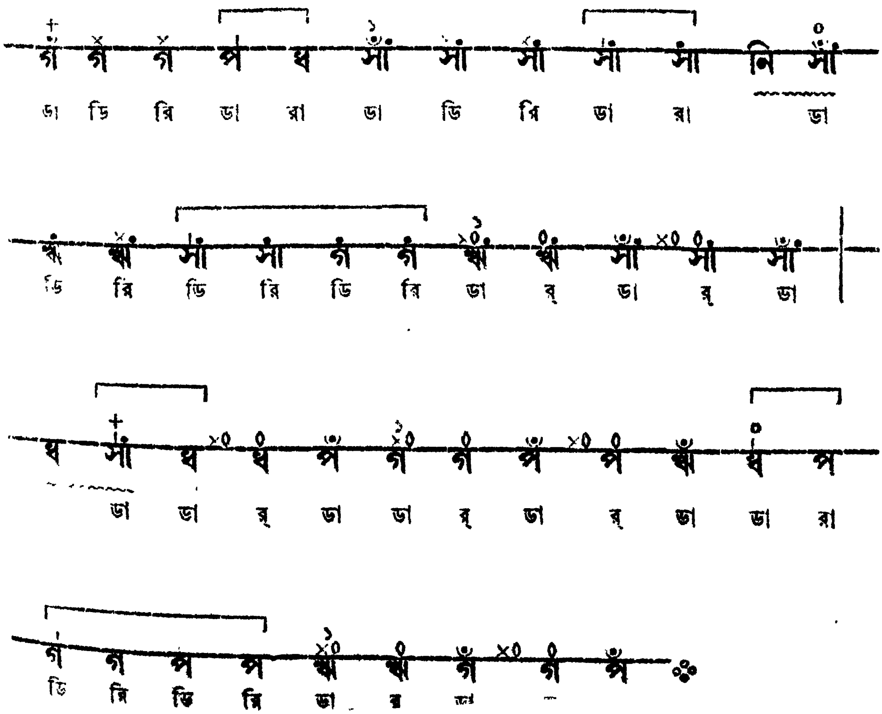
(ম)

আস্থায়ী।





অন্তরা।



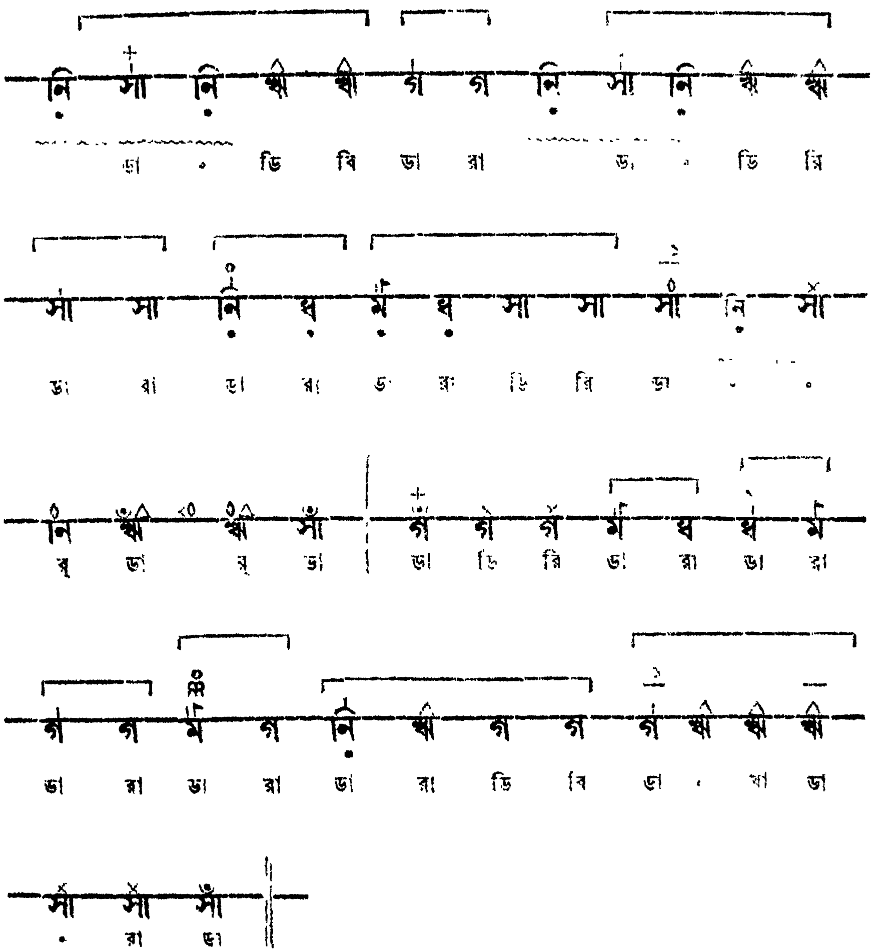
(১৬২)

পুরিয়া—খাড়ব*।

মধ্যমান।

(ঋীম)

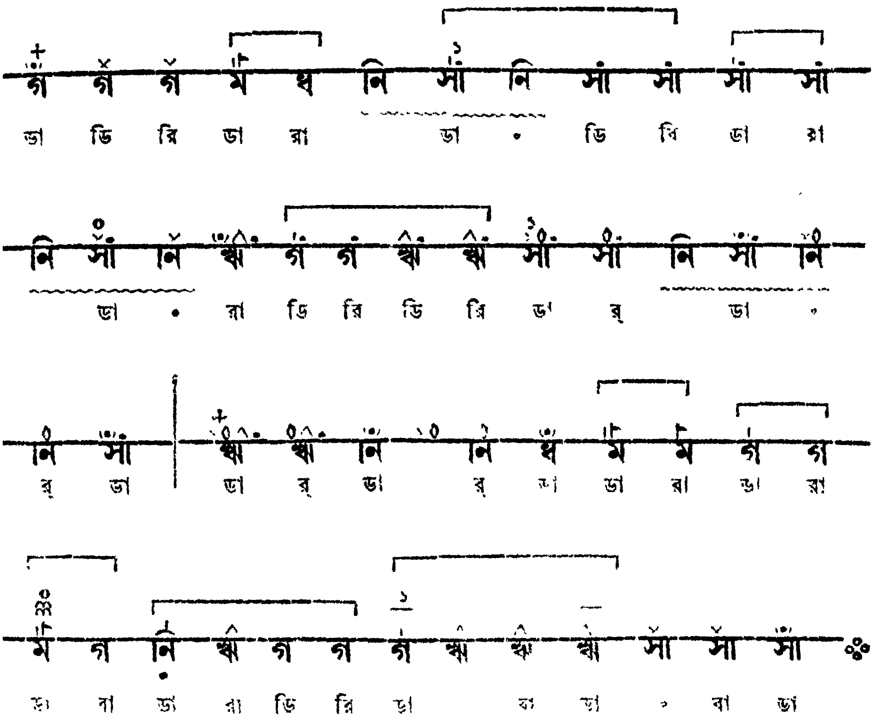
আস্থায়ী।



---

* ইহার পঞ্চম বিবাদী।

অন্তরা।



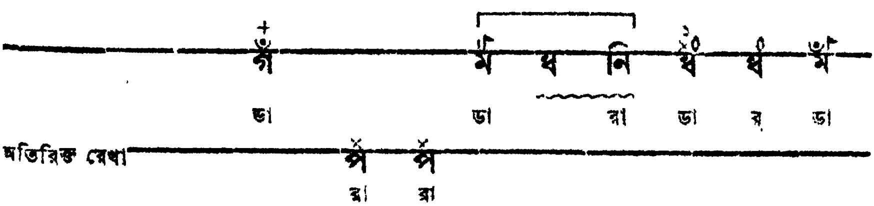
(১৬৩)

ভঁয়েৎ—খাড়ব*।

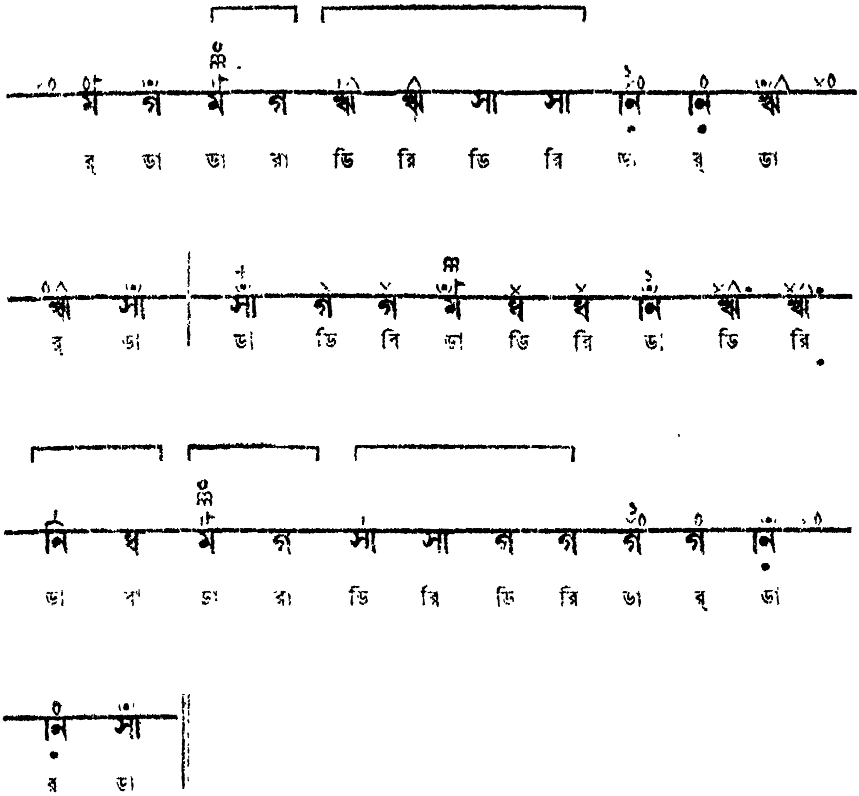
মধ্যমান।

(ঋা মঁ)

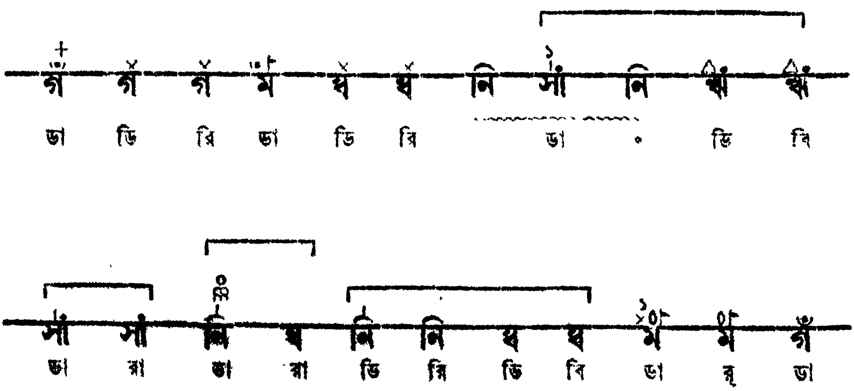
আস্থায়ী।

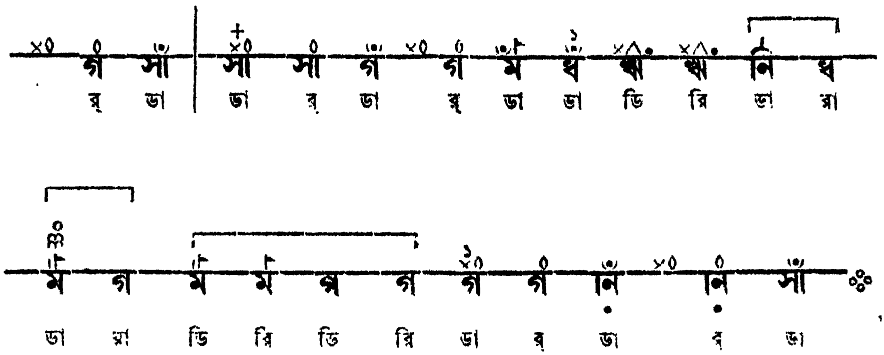


* ইহার পঞ্চম বিবাদী।



অন্তরা।

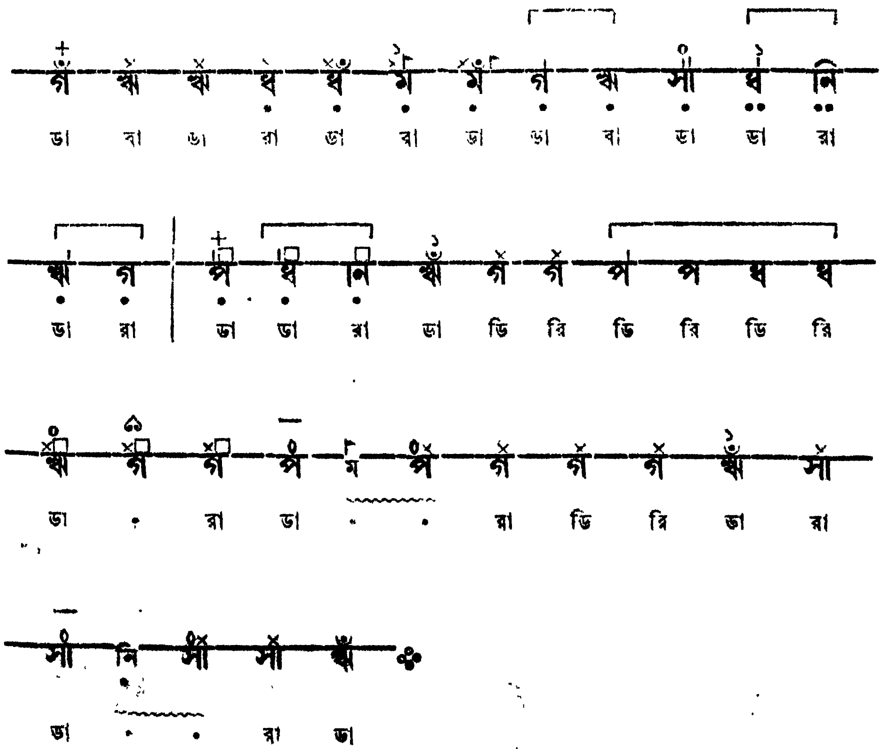




(১৬৪)

ইমন্‌-ভূপালী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

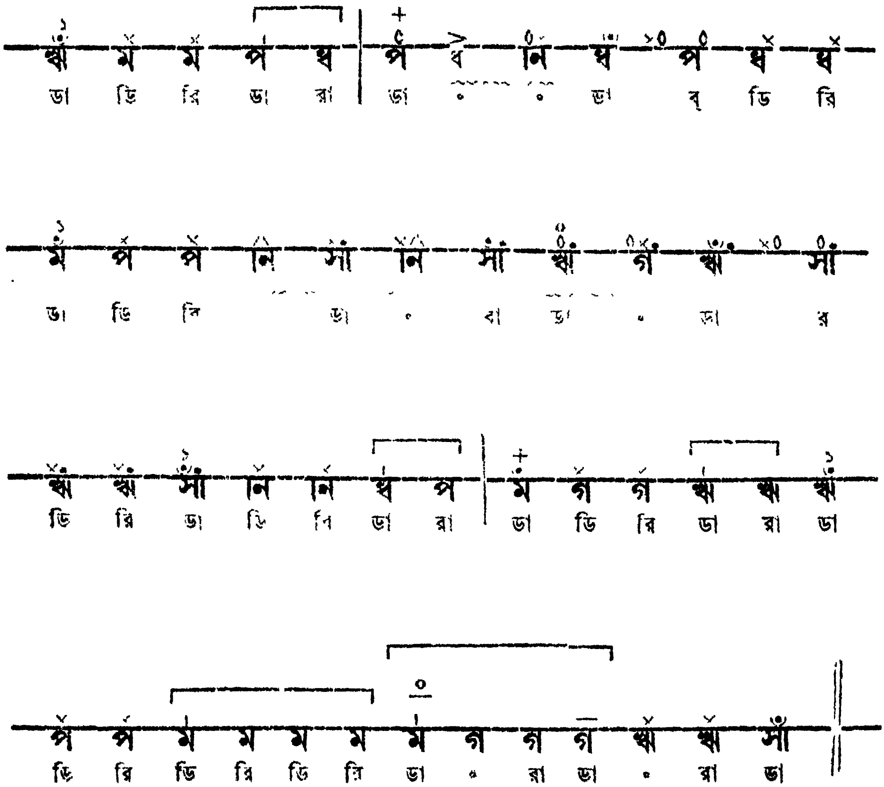


(১৬৫)

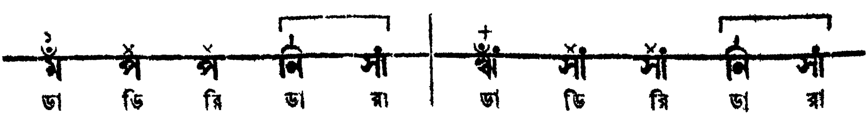
দেশ—সম্পূর্ণ।

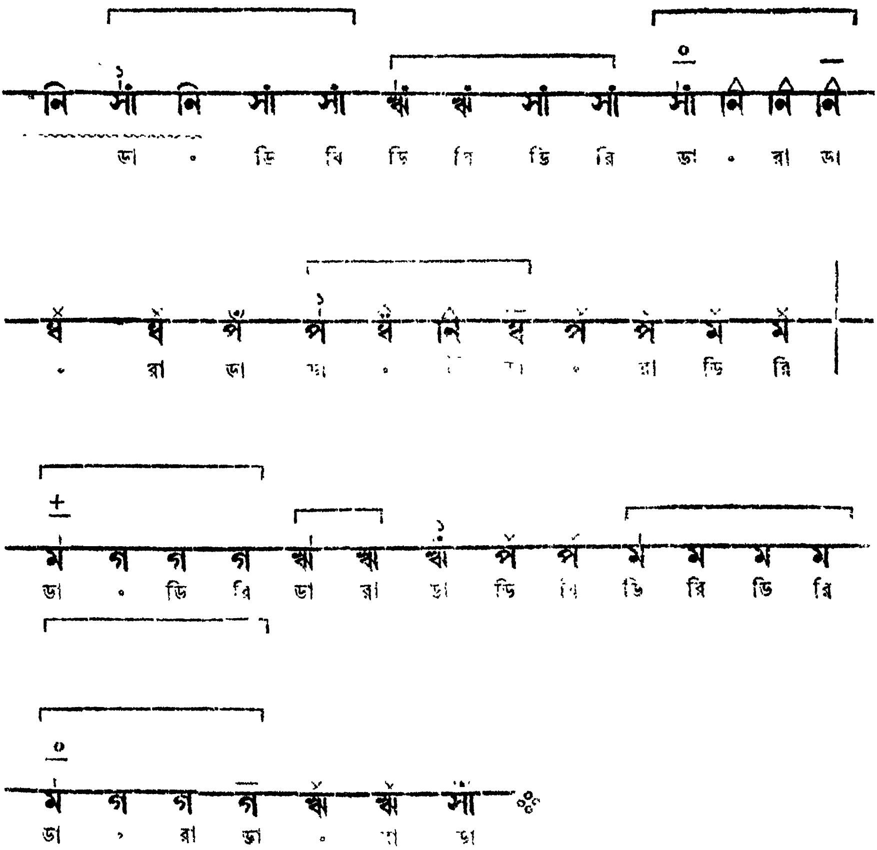
মধ্যমান।

আস্থায়ী।



অন্তরা।

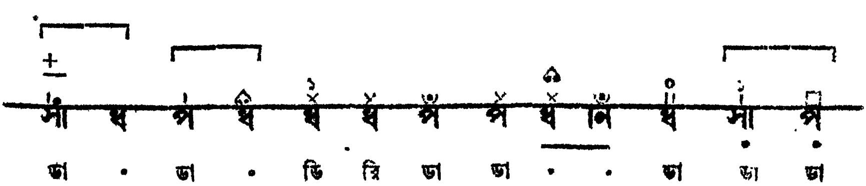


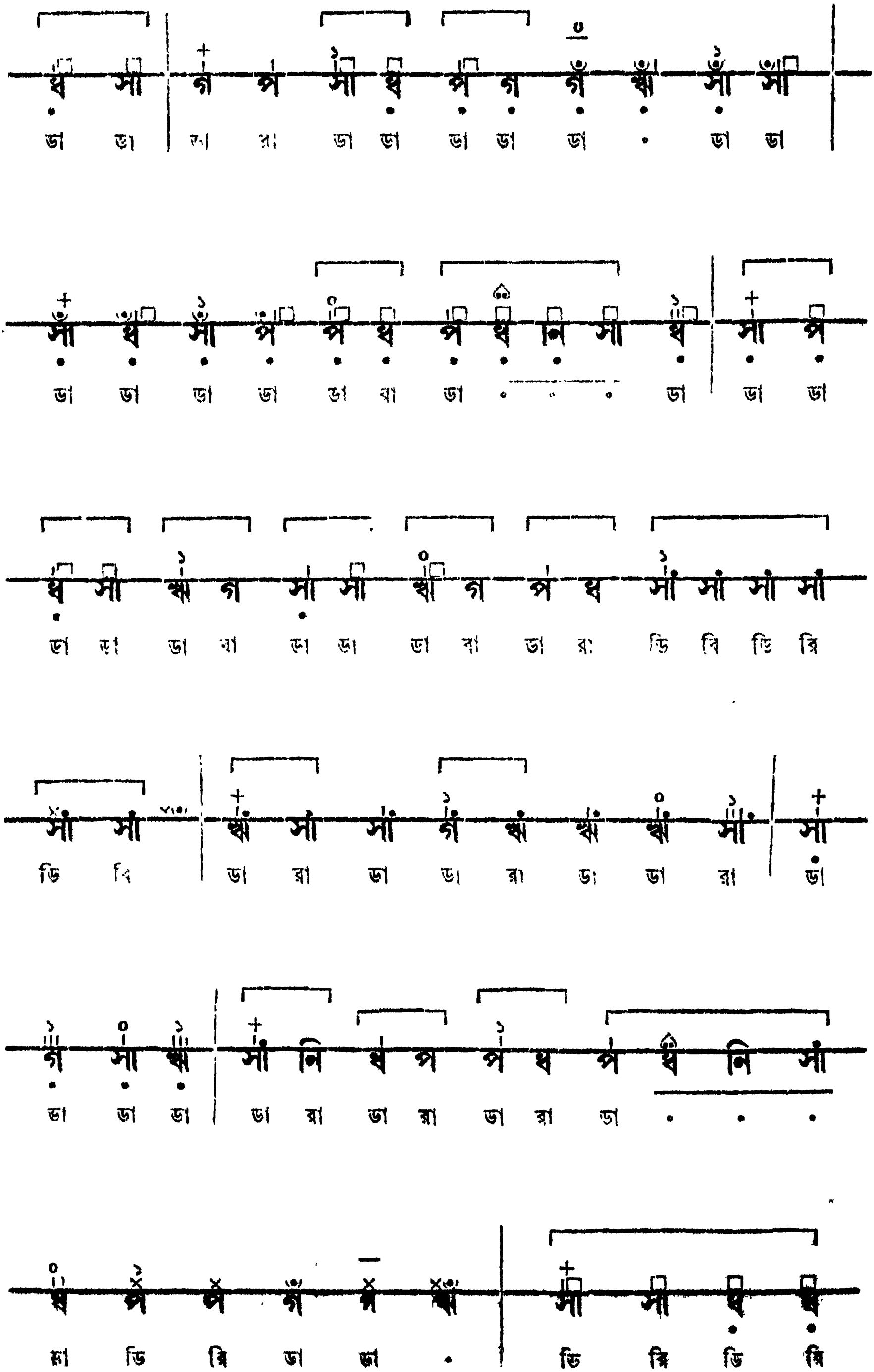


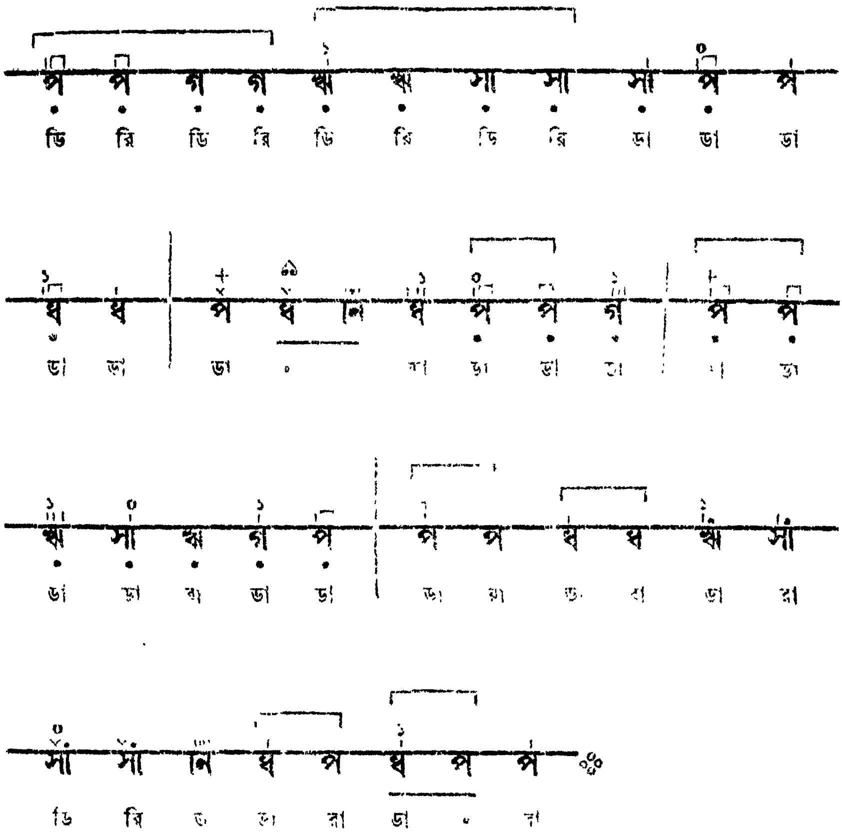
(১৬৬)

বিভাস—খাড়ব।

মধ্যমান।



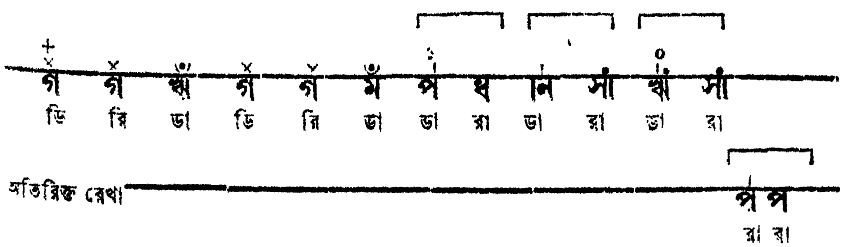


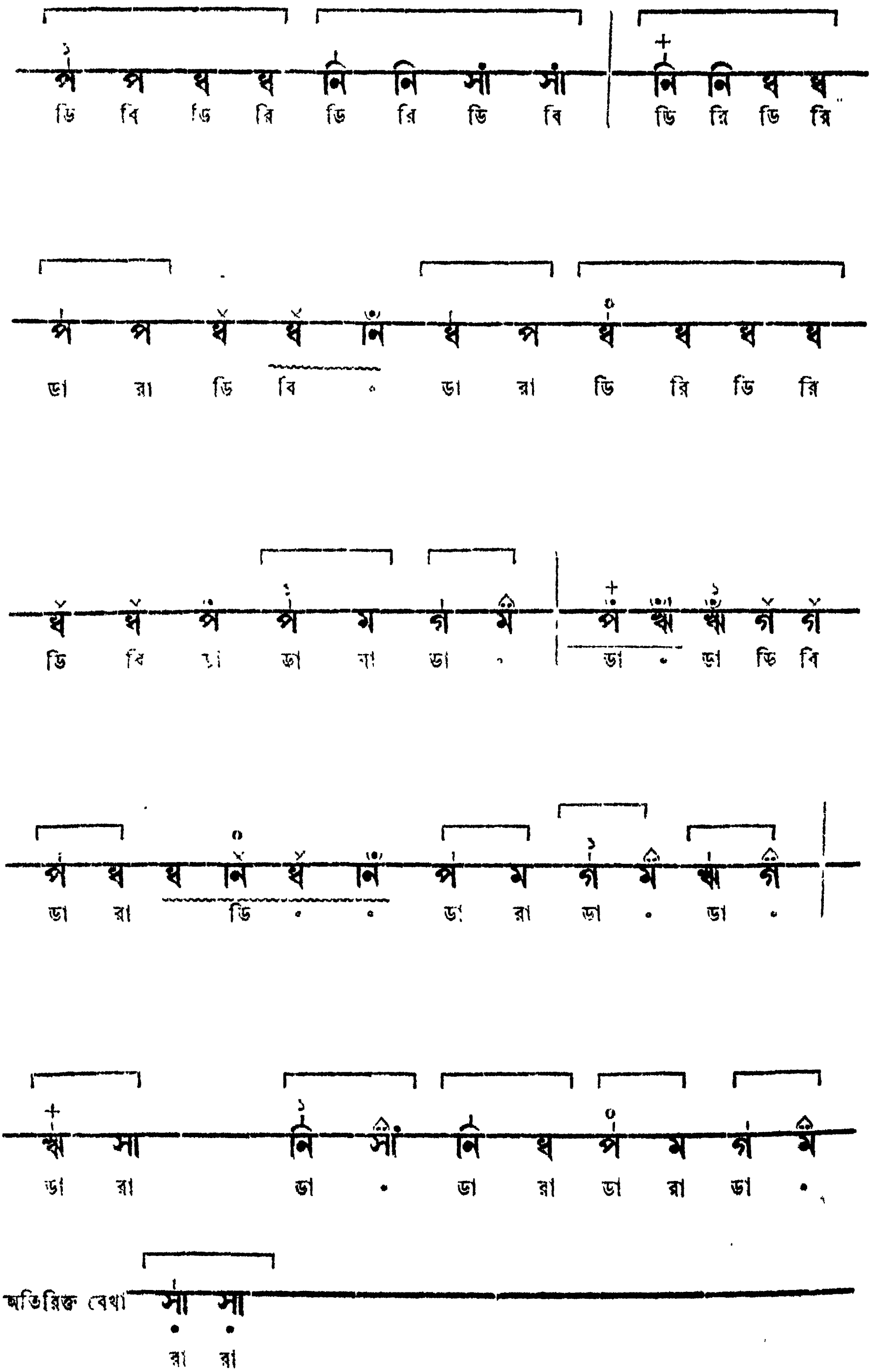


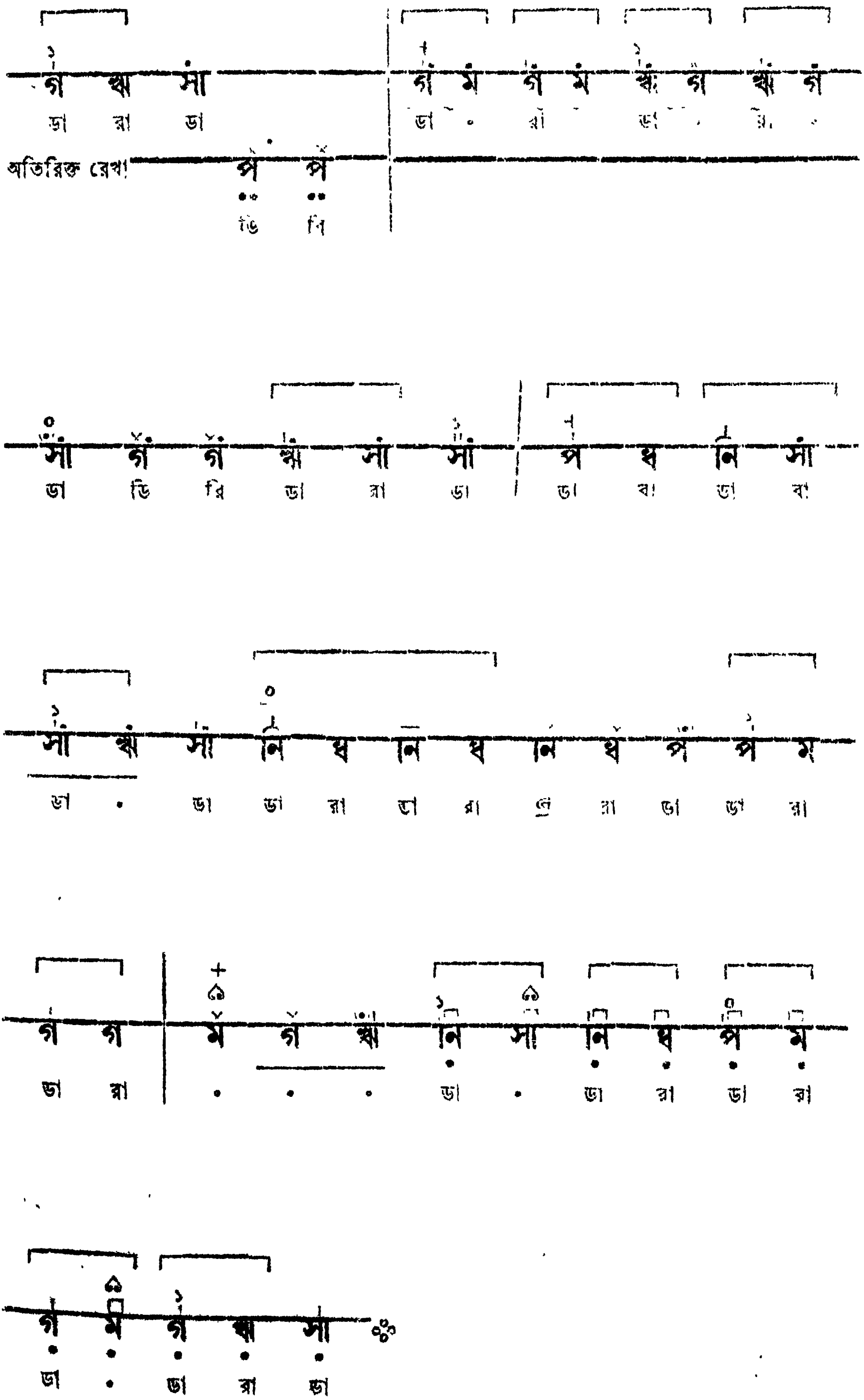
(১৬৭)

আলাহিয়া—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।




প প ধ ধ নি নি সাঁ সাঁ নি নি ধ ধ
ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি
প প ধ ধ নি ধ প ধ ধ ধ ধ
ডা রা ডি রি ডা রা ডি রি ডি রি
ধ ধ প প ম গ ম প ঋ ঋ গ গ
ডি রি ডা ডা রা ডা ডা ডা ডি রি
প ধ ধ নি ধ নি প ম গ ম ঋ গ
ডা রা ডি ডা রা ডা ডা
ঋ সা নি সা নি ধ প ম গ ম
ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা
অতিরিক্ত রেখা সা সা
রা রা

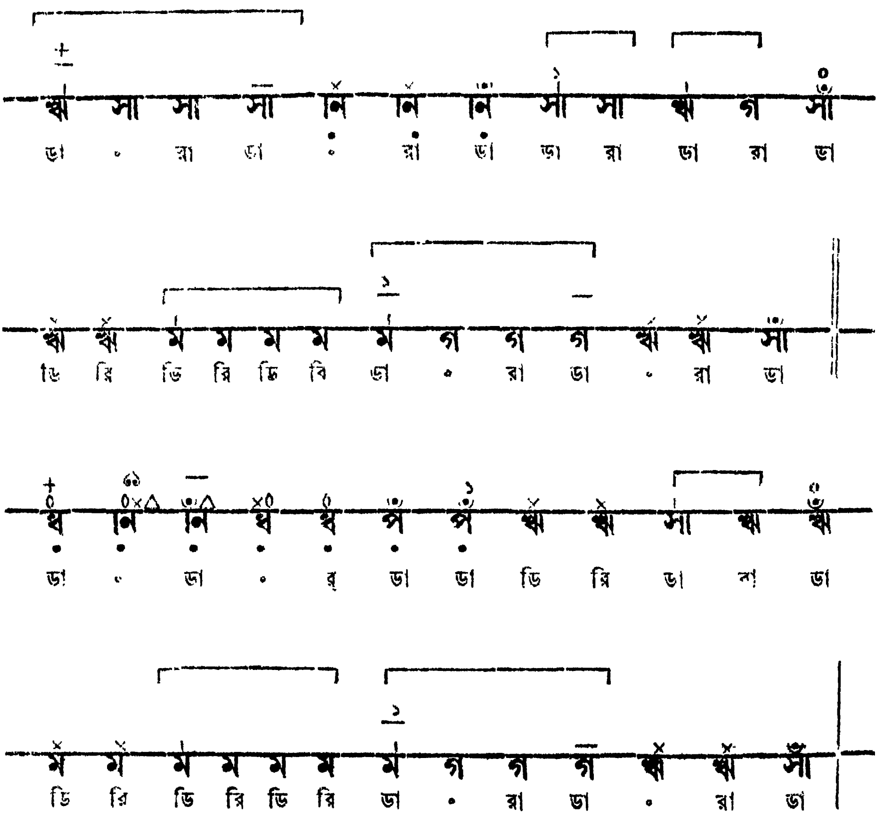

অতিরিক্ত রেখা

(১৬৮)

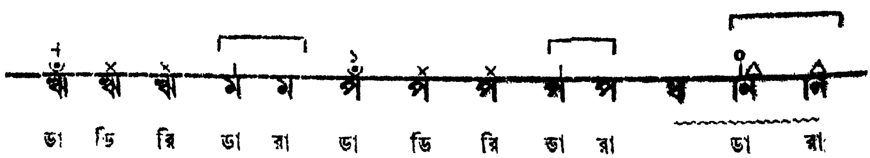
পাহাড়ী—সম্পূর্ণ।

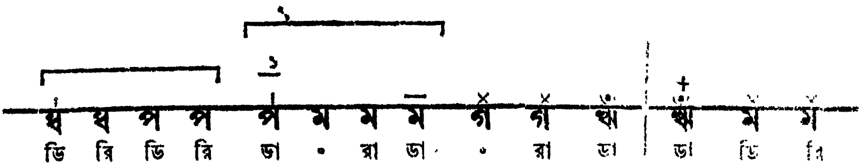
মধ্যমান।

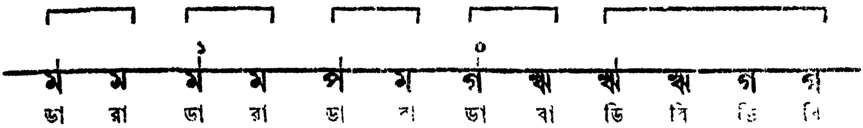
আস্থায়ী।

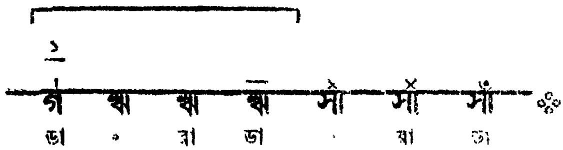


অন্তরা।







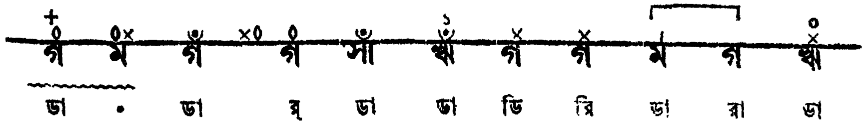


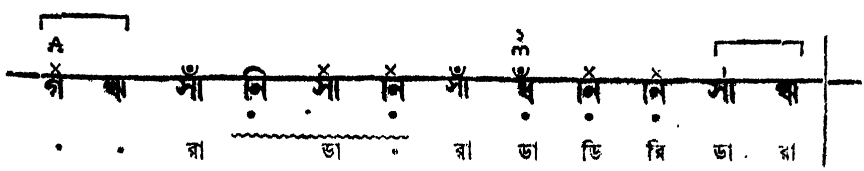
(১৬৯)

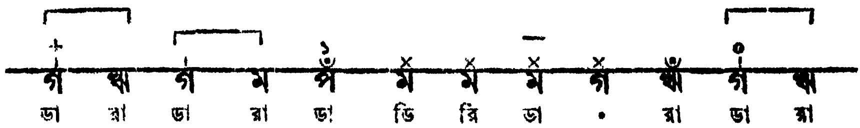
লুম—সম্পূর্ণ।

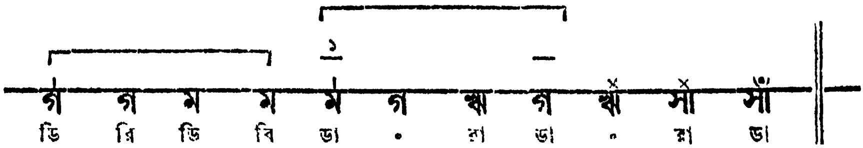
মধ্যমান।

আস্থায়ী।

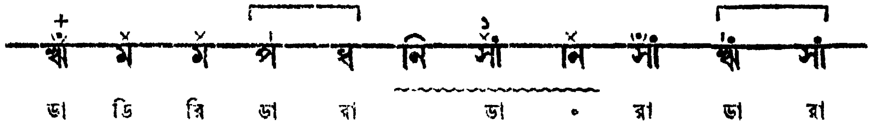


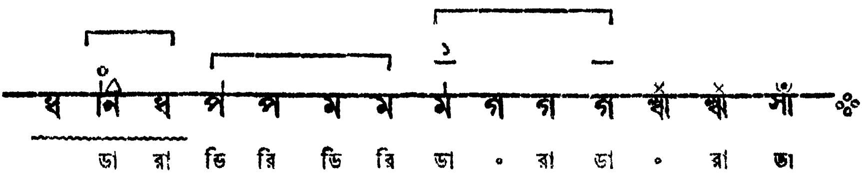






অন্তরা।



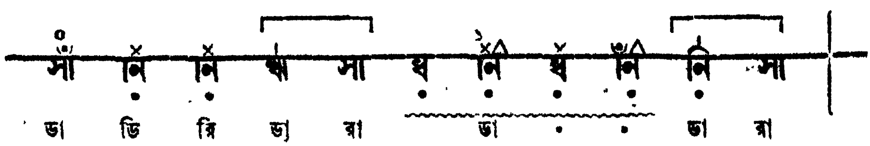


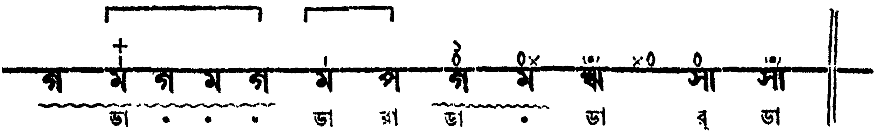
(১৭০)

গারা—সম্পূর্ণ।

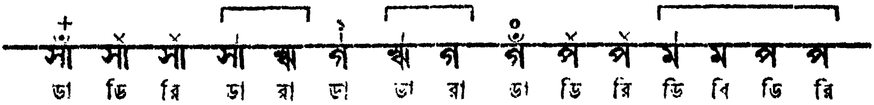
মধ্যমান।

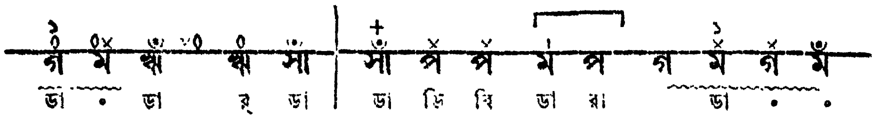
আস্থায়ী।

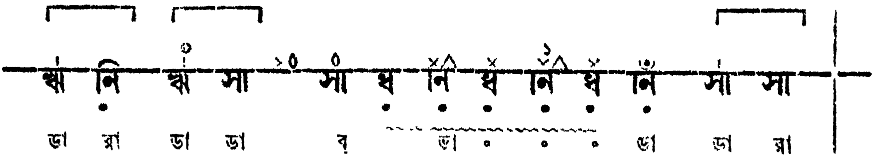


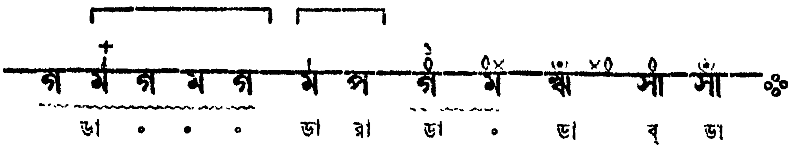


অন্তরা।







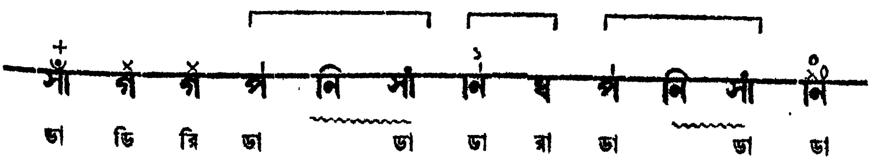


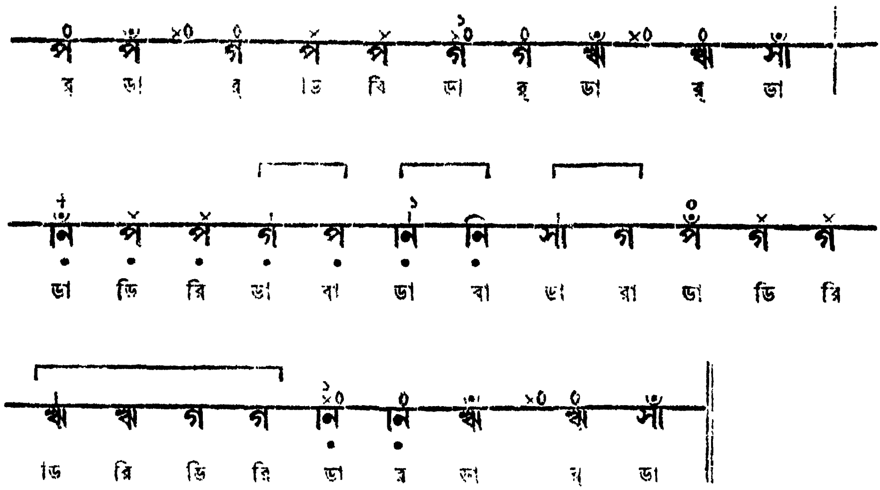
(১৭১)

শঙ্করা—সম্পূর্ণ।

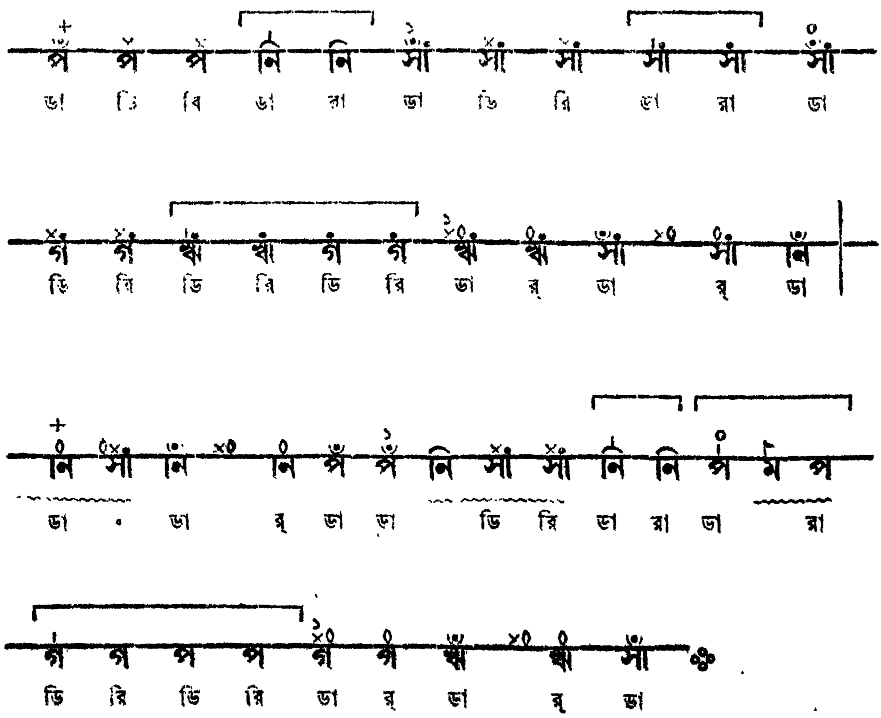
মধ্যমান।

আস্থায়ী।





অন্তরা।

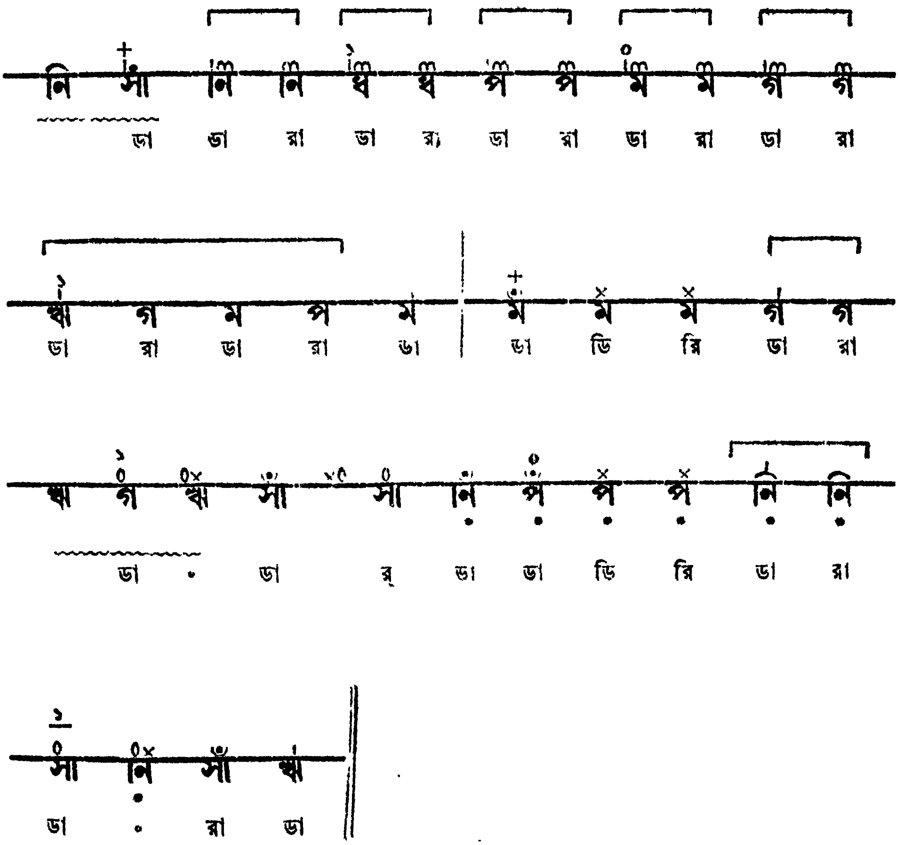


(১৭২)

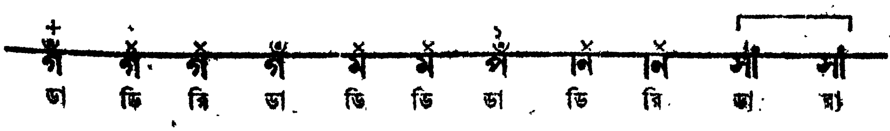
শঙ্করাভরণ—সম্পূর্ণ।

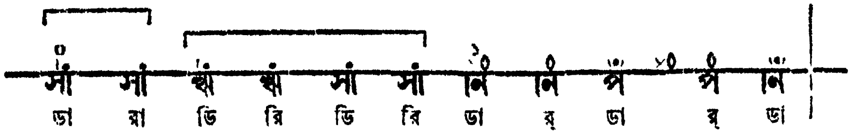
মধ্যমান।

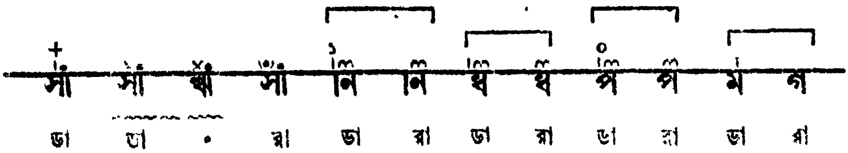
আস্থায়ী।

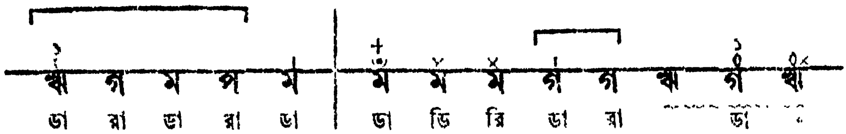


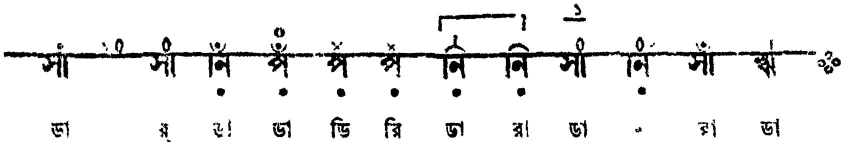
অন্তরা।











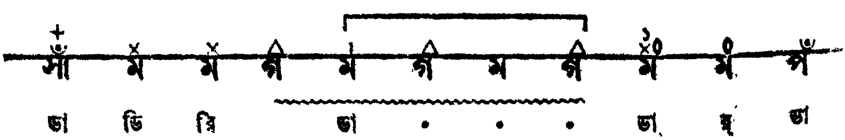
(১৭৩)

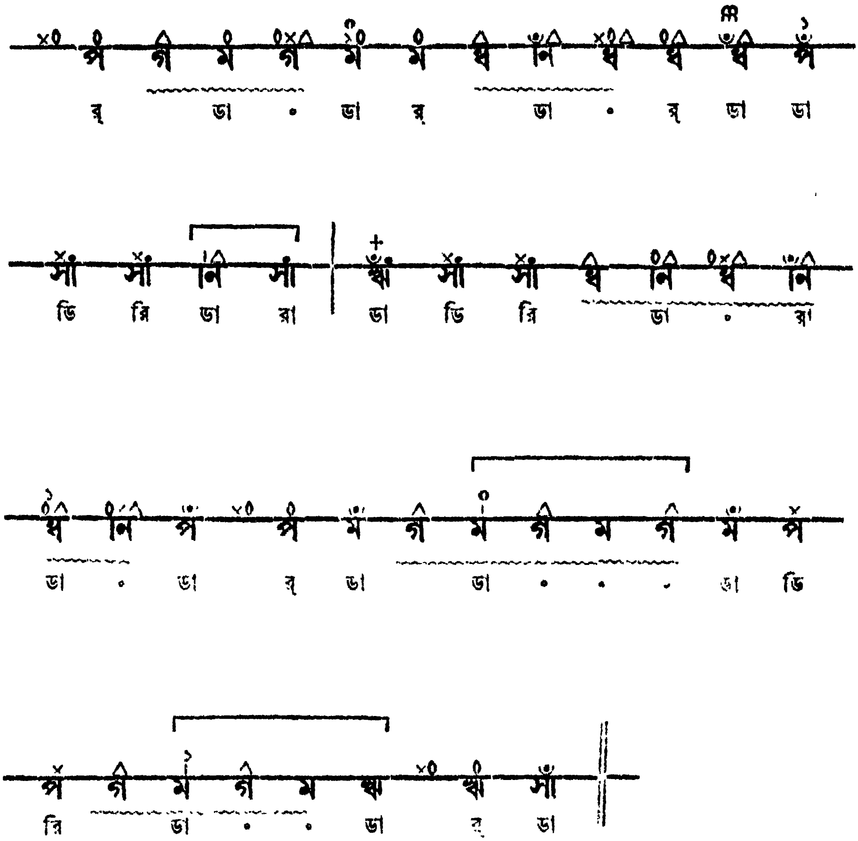
বাহার—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

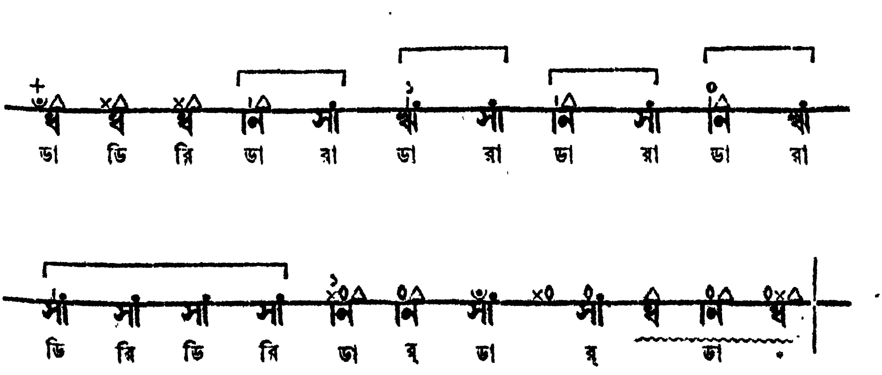
(গ ধ নি)

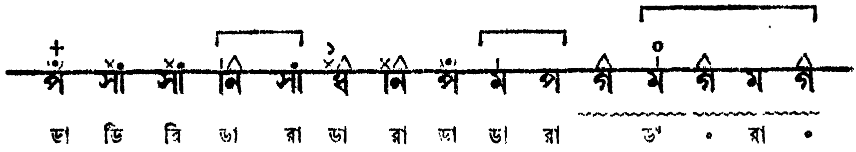
আস্থায়ী।

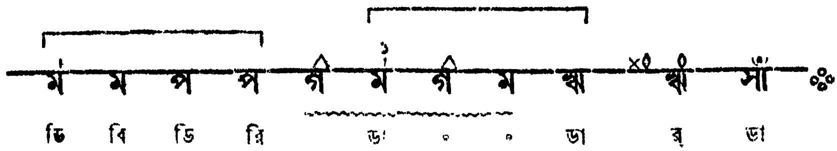



প গ ম গ ম ম ধ নি ধ ধ ধ প
র্ ডা • ডা র্ ডা • র্ ডা ডা
সা সা নি সা ঋ সা সা ধ নি ধ নি
ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা • রা
ধ নি প প ম গ ম গ ম গ ম প
ডা • ডা র্ ডা ডা • • • ডা ডি
প গ ম গ ম ঋ ঋ সা
রি ডা • • ডা র্ ডা

অন্তরা।


ধ ধ ধ নি সা ঋ সা নি সা নি ঋ
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা
সা সা সা সা নি নি সা সা ধ নি ধ
ডি রি ডি রি ডা র্ ডা র্ ডা •





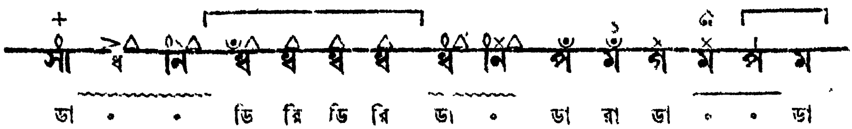
(১৭৪)

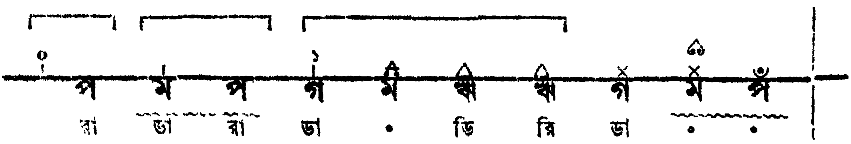
ভৈরব—সম্পূর্ণ।

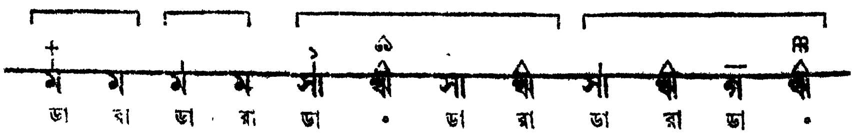
মধ্যমান।

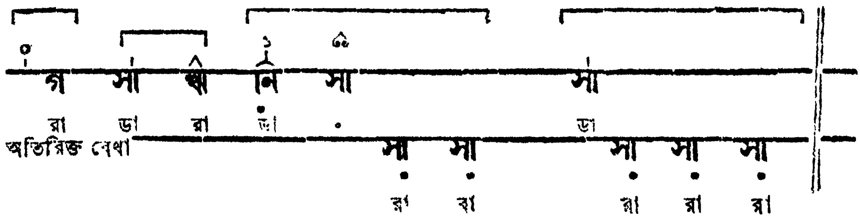
(ঋ ধ)

আস্থায়ী।

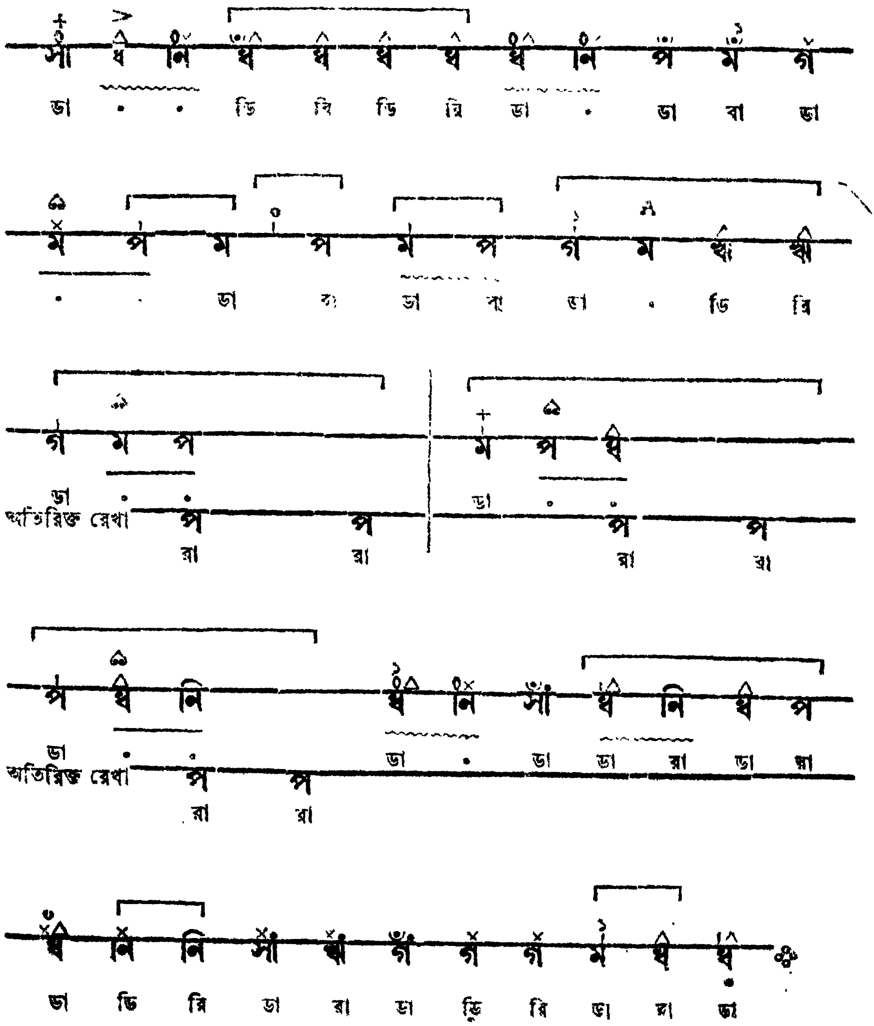








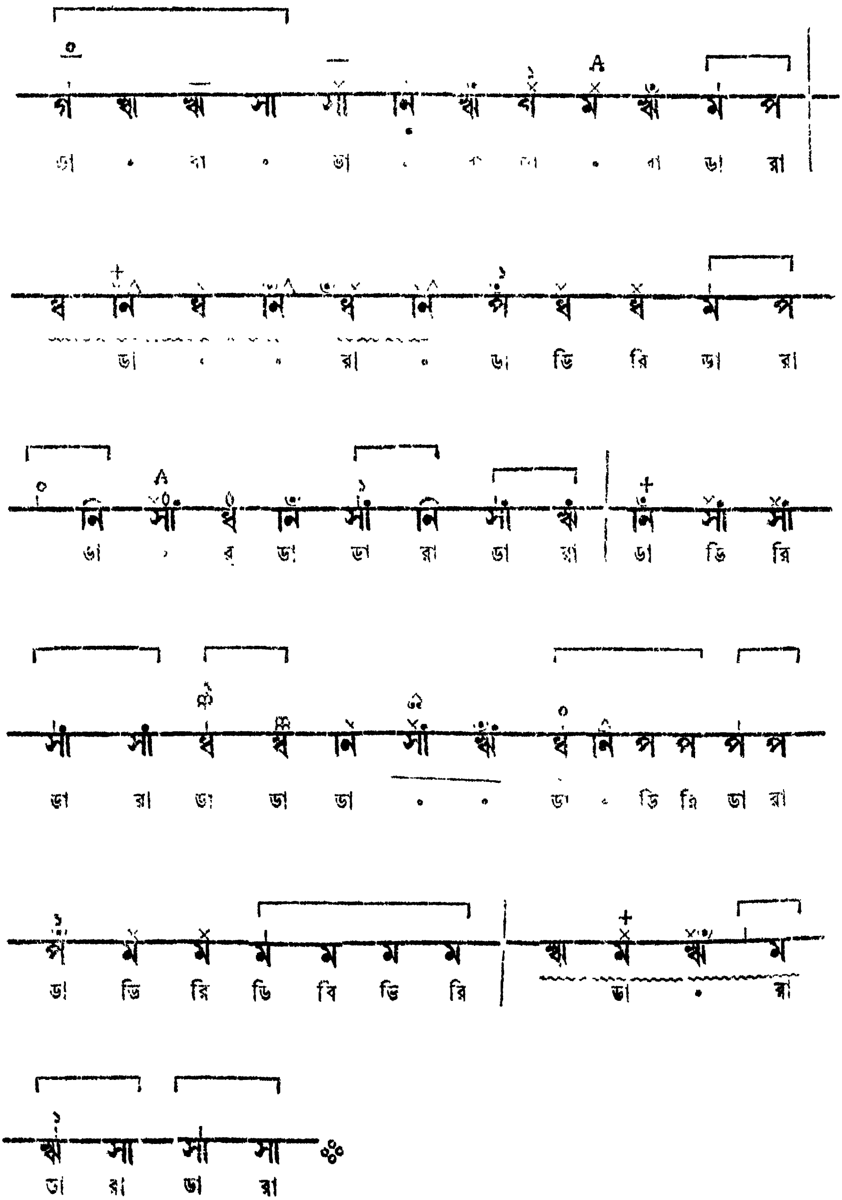
অন্তরা।



(১৭৫)

দেশ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।



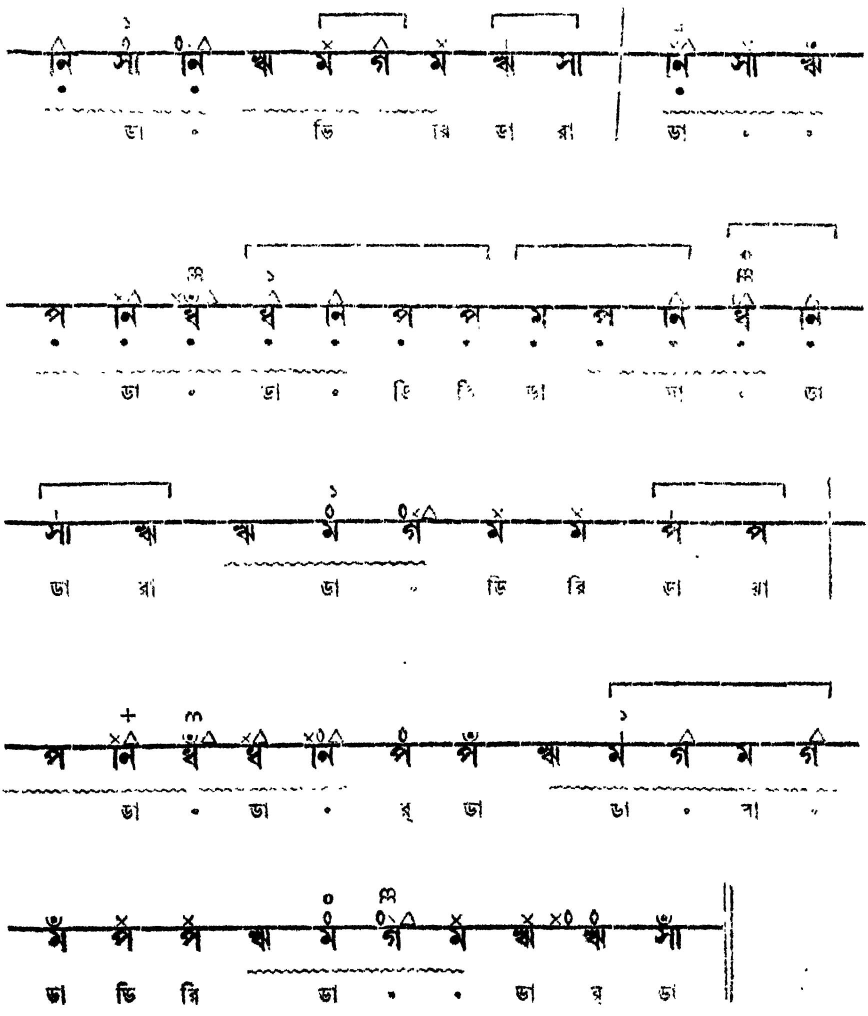
(১৭৬)

কানড়া—সম্পূর্ণ।

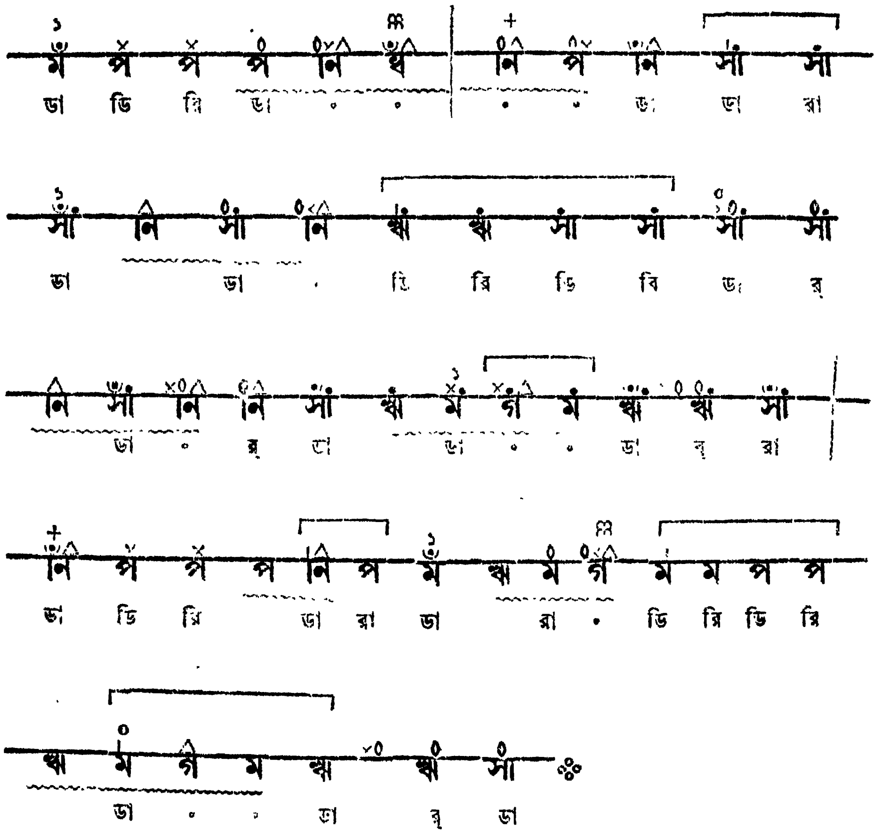
মধ্যমান।

(গ ধ নি)

আস্থায়ী।



অন্তরা।



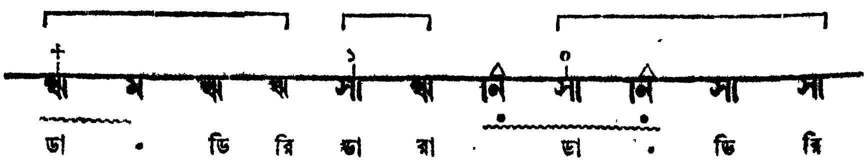
(১৭৭)

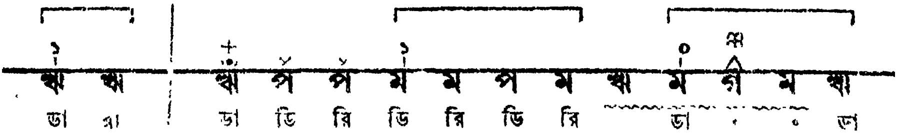
সাহানা—সম্পূর্ণ।

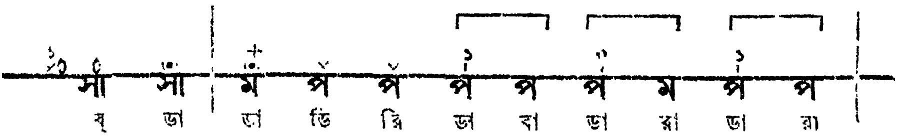
কাওয়ালী।

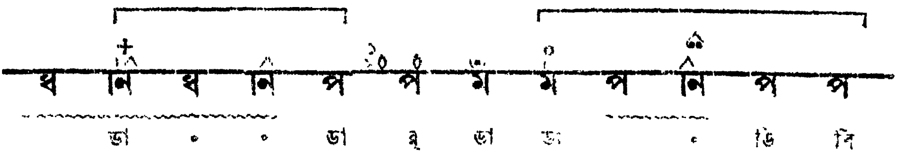
(গ নি)

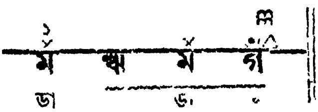
আস্থায়ী।



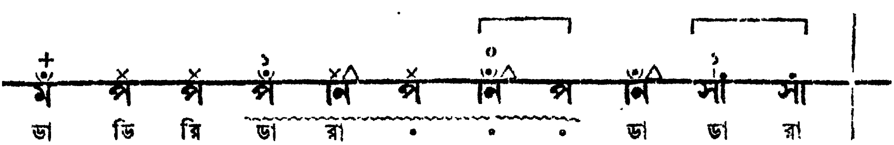


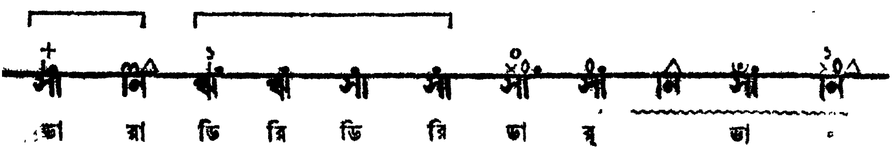


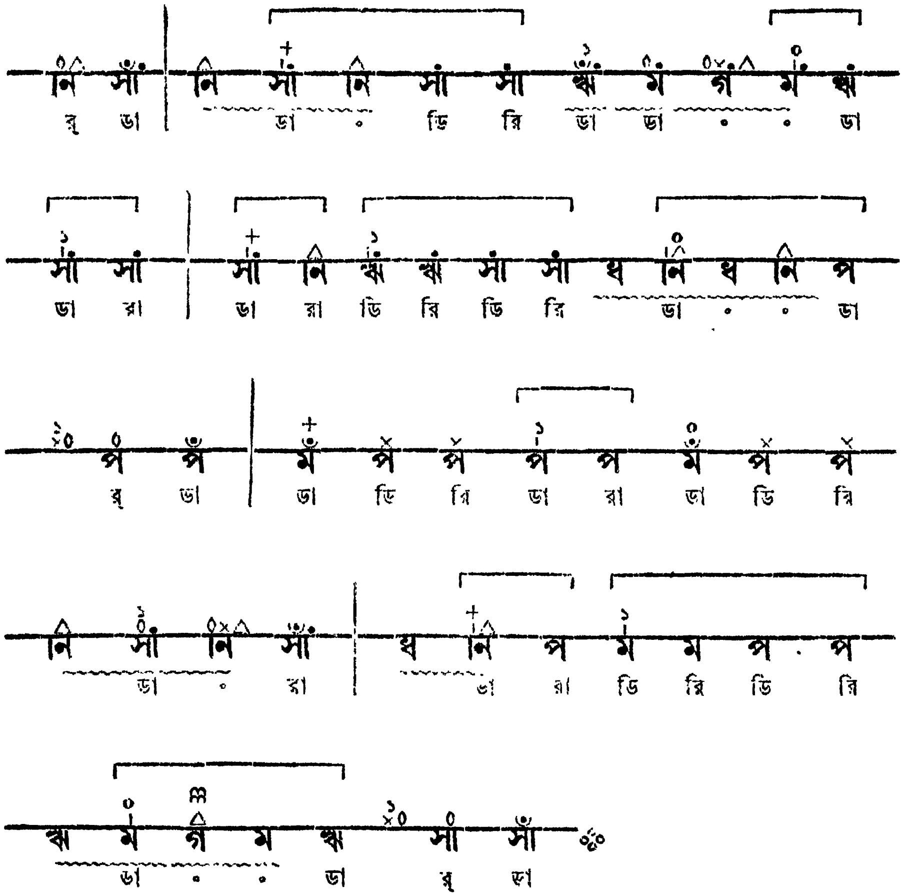




অন্তরা।







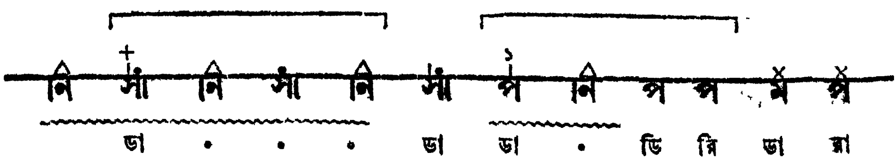
(১৭৮)

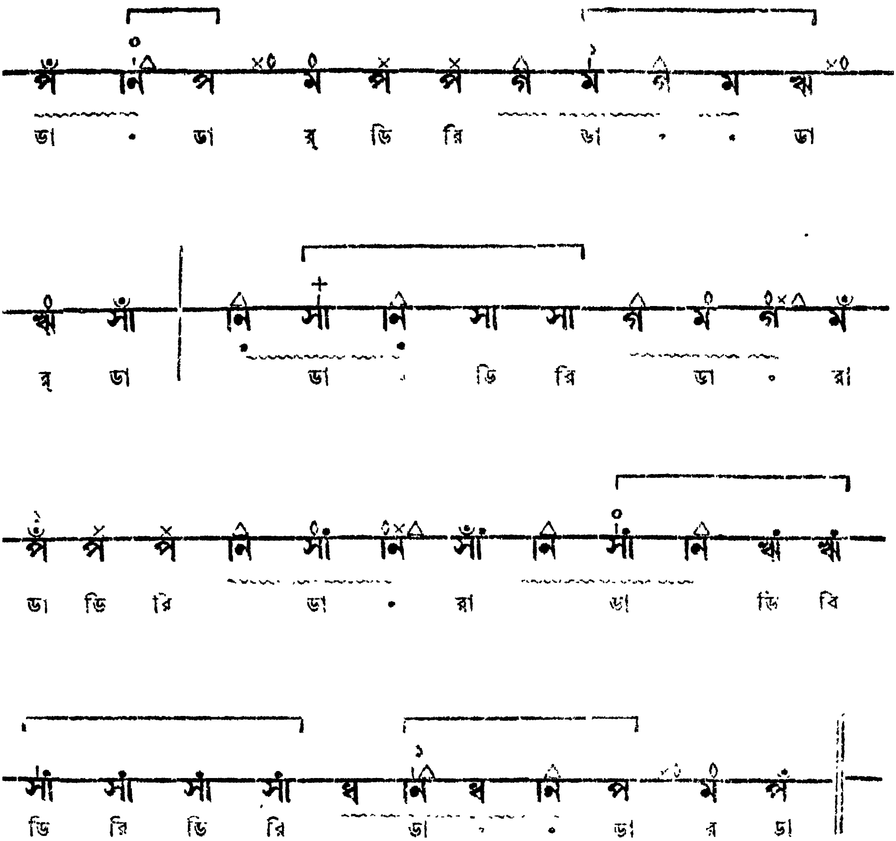
আড়ানা—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

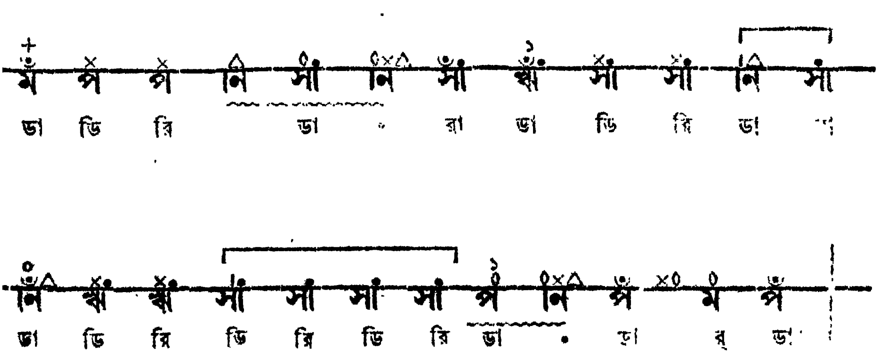
(গীত)

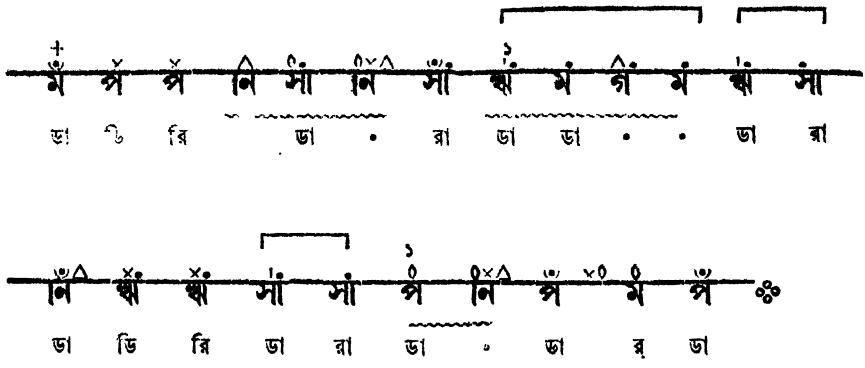
আস্থায়ী।





অন্তরা।





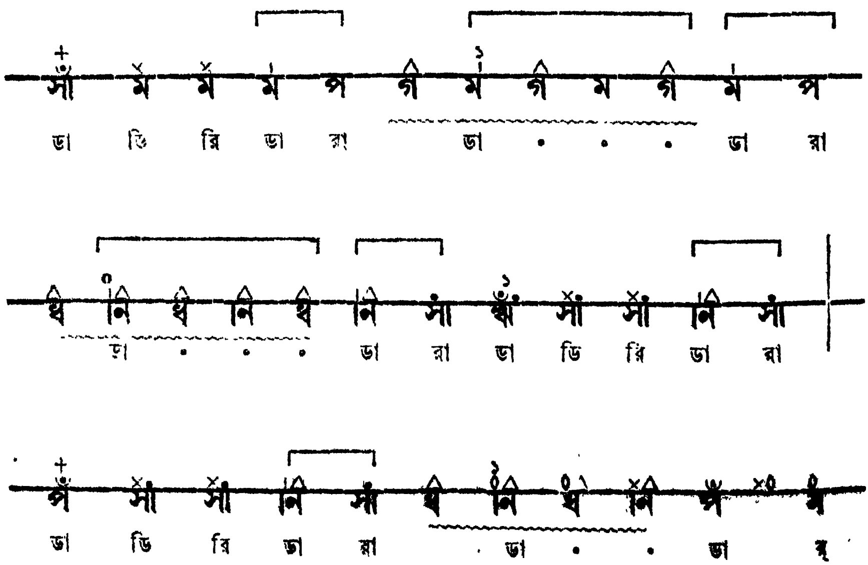
(১৭৯)

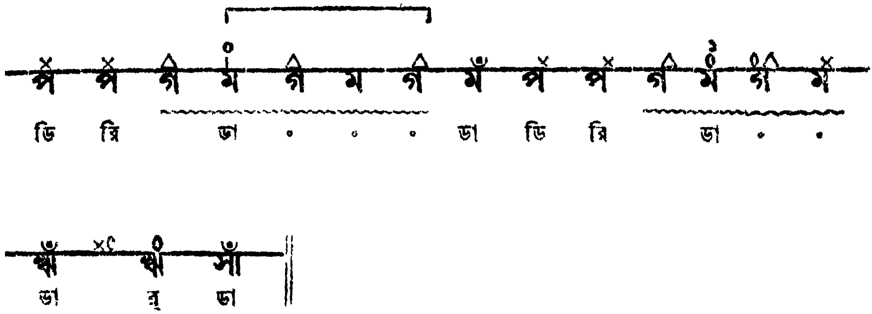
বাহার—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

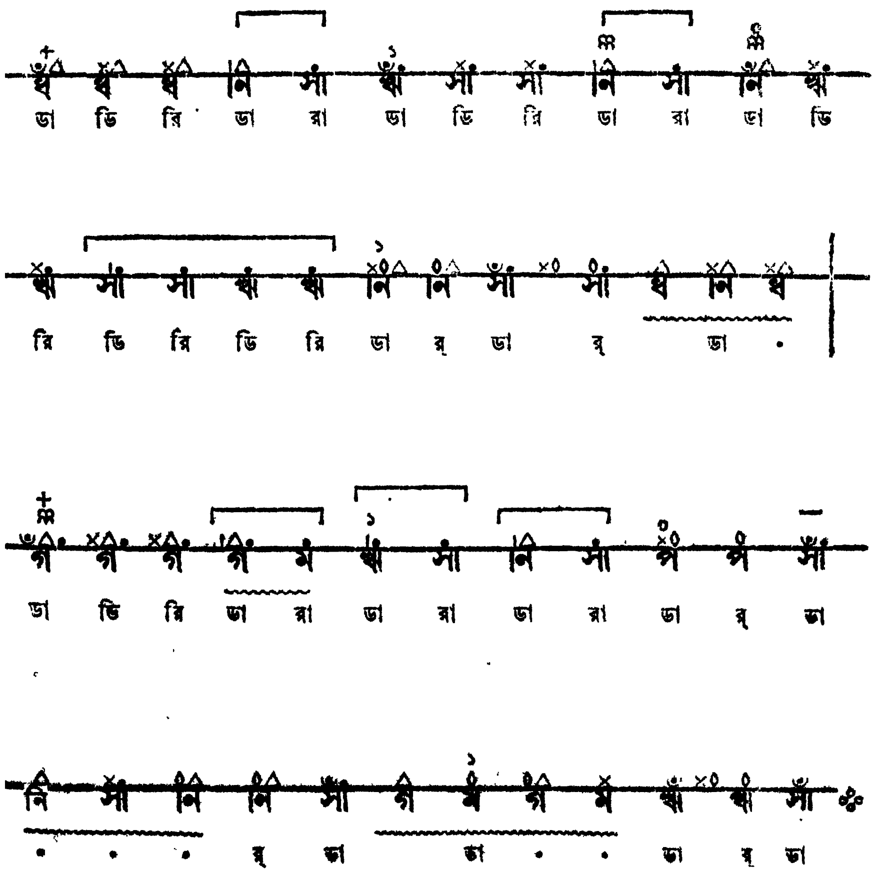
(গ ধ নি)

আস্থায়ী।




ডি রি ডা ডা ডি রি ডা
ডা র্ ডা

অন্তরা।

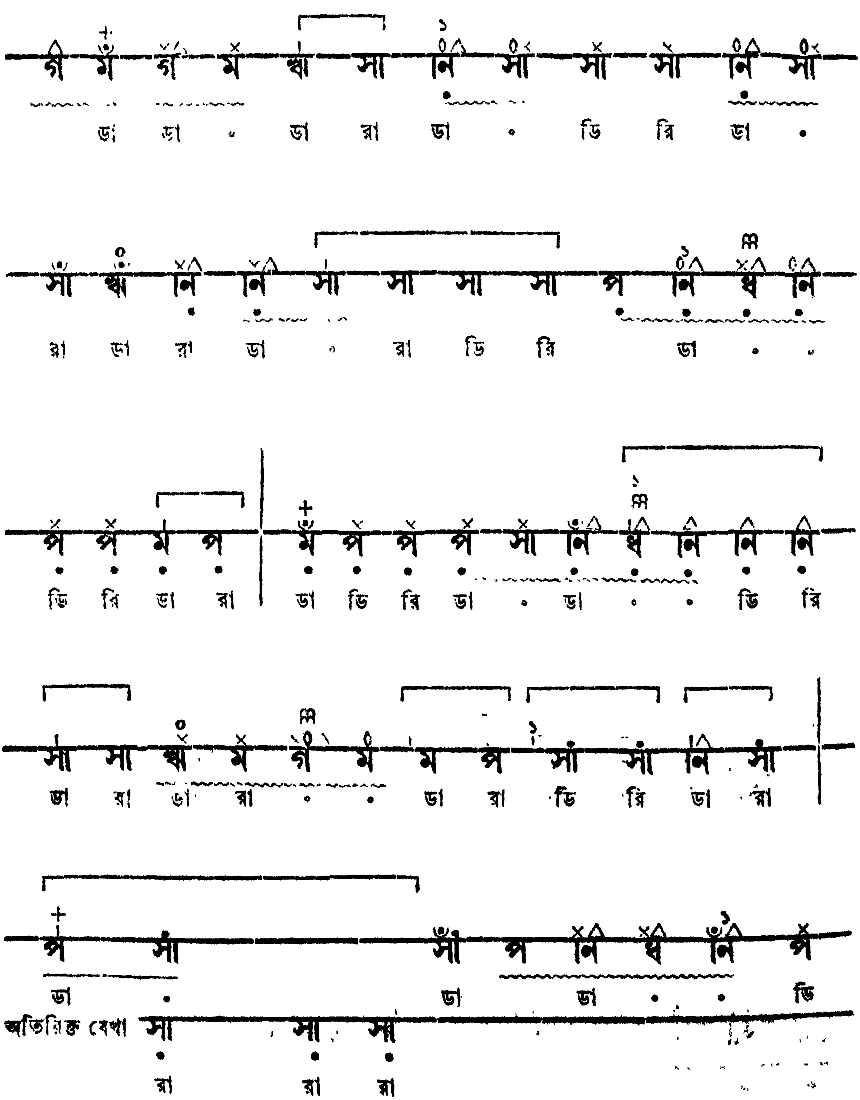

ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা ডি
রি ডি রি ডি রি ডা র্ ডা র্ ডা
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা র্ ডা
র্ ডা ডা ডা র্ ডা

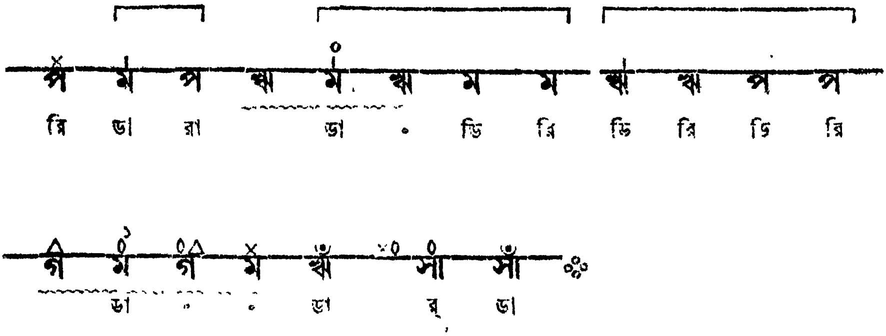
(১৮০)

কানড়া—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(গী ধী নি)

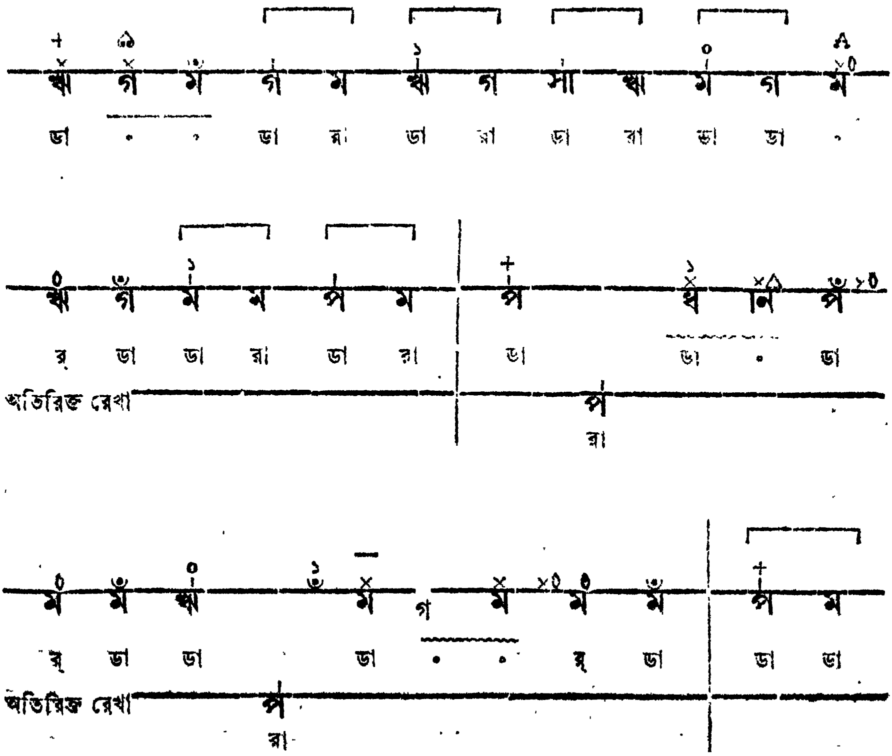


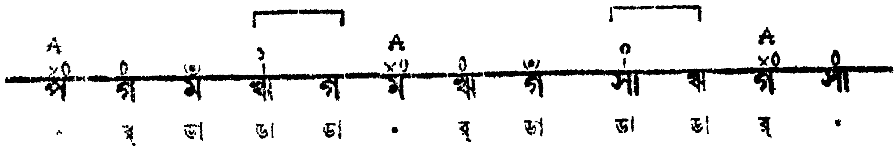


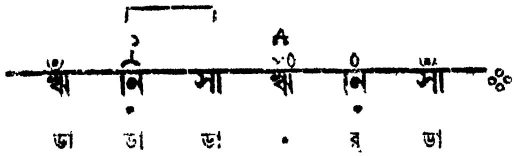
(১৮১)

লুম—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।





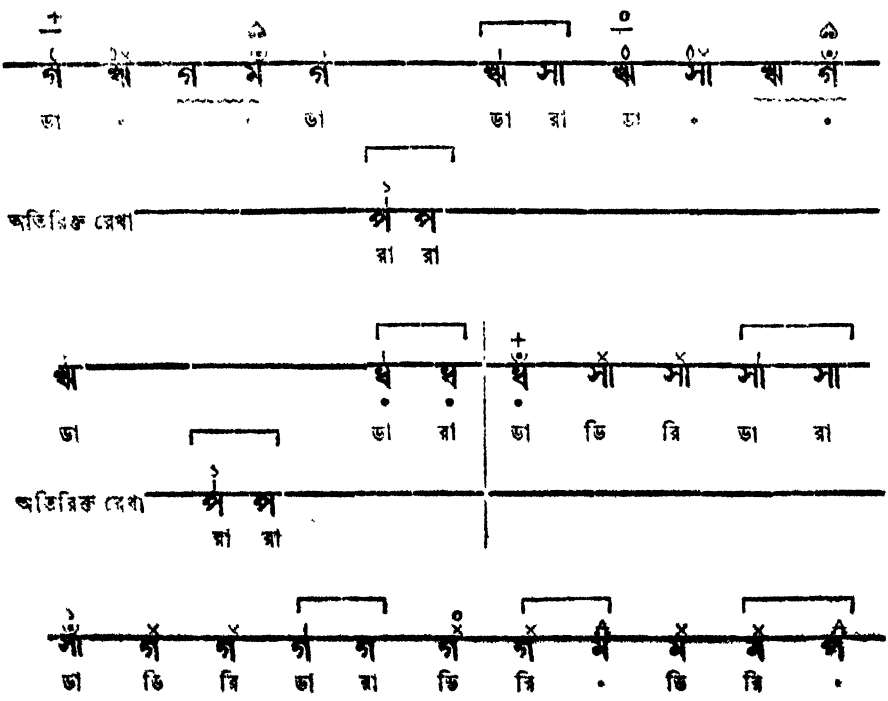


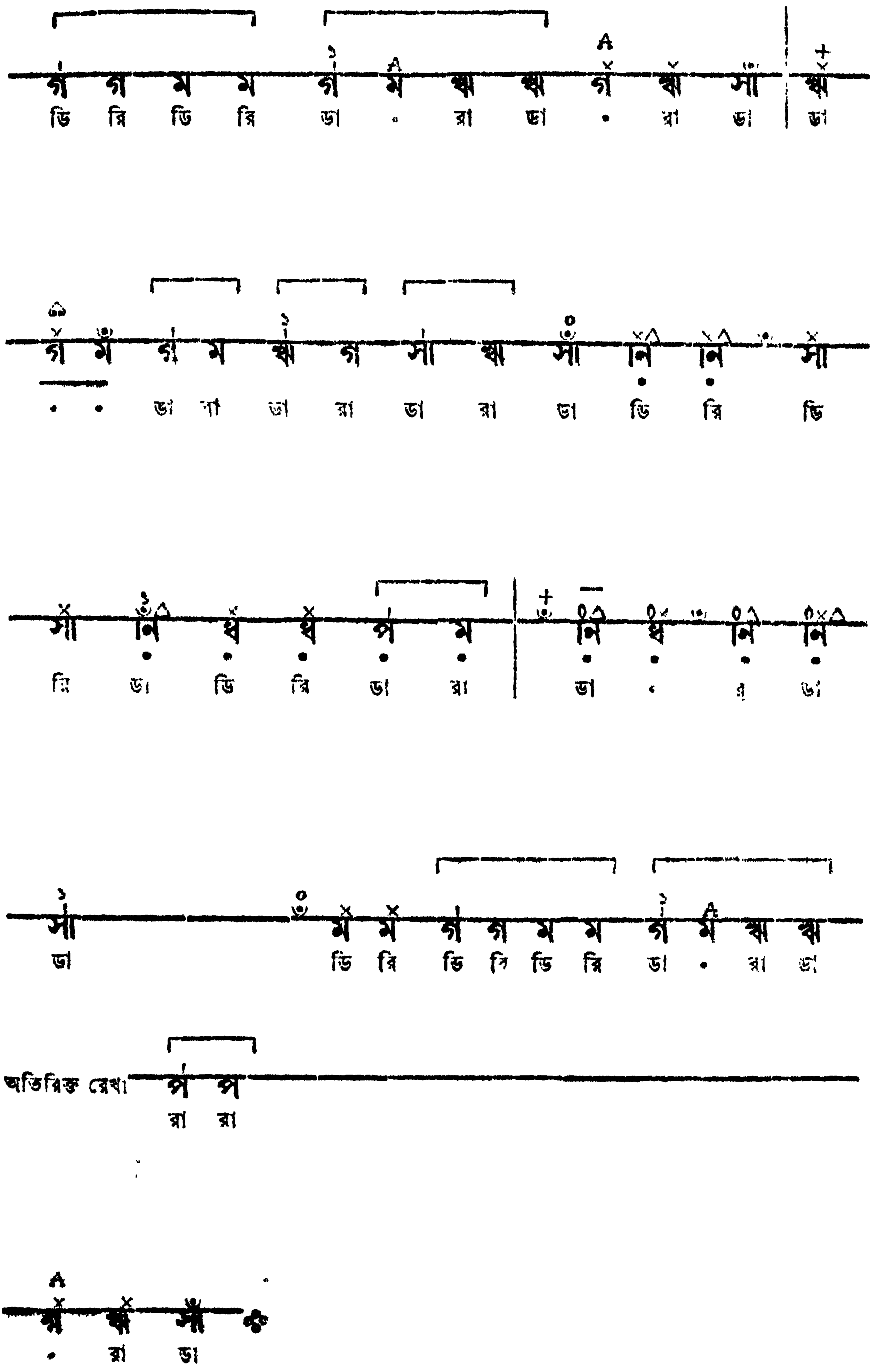
(১৮২)

ঝিঁঝিট—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(-নি-)




অতিরিক্ত রেখা

(১৮৩)

বেহাগ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

আস্থায়ী।

সাঁ প প প প গ ম প ম | গ ম গ গ
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা | ডা ০ ডি রি

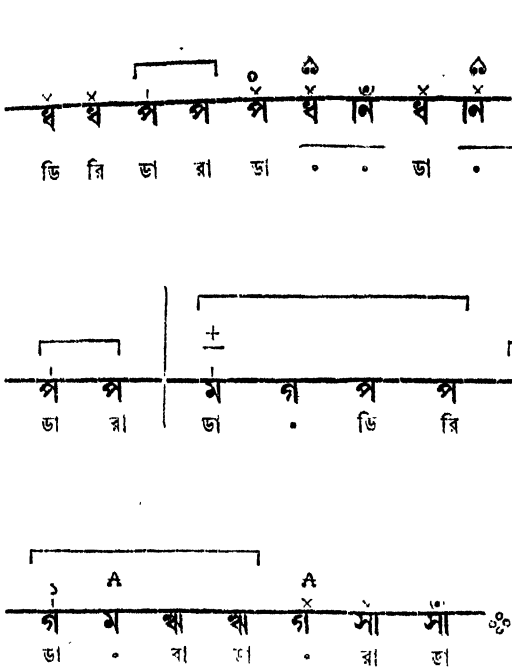
গ গ সা ঋ সা সা সা নি সা ঋ সা
ডা রা রা ০ ডি রি ডা ০ রা ডা ডা

নি নি নি সা সা গ গ | ঋ সা সা
০ র ডা ০ রা ডা রা | ডা ডা ডা

অতিরিক্ত বোল ——— প প প ||
রা রা রা ||

অন্তরা।

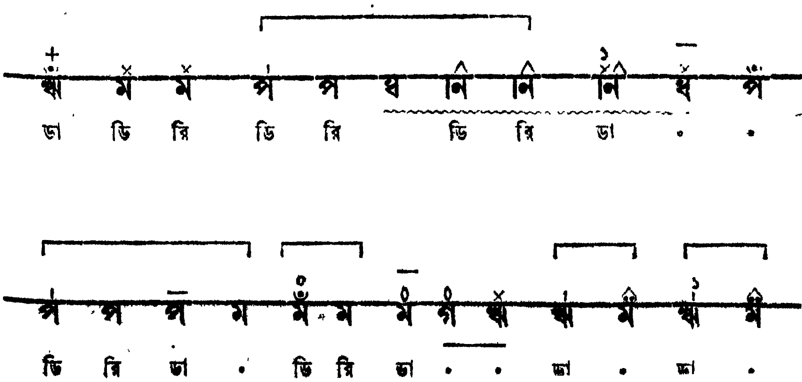
সা ম গ গ ম প প নি নি | সাঁ সাঁ নিঁ
ডা ডা ০ র ডা ডা রা ডা রা | ডা রা ডা

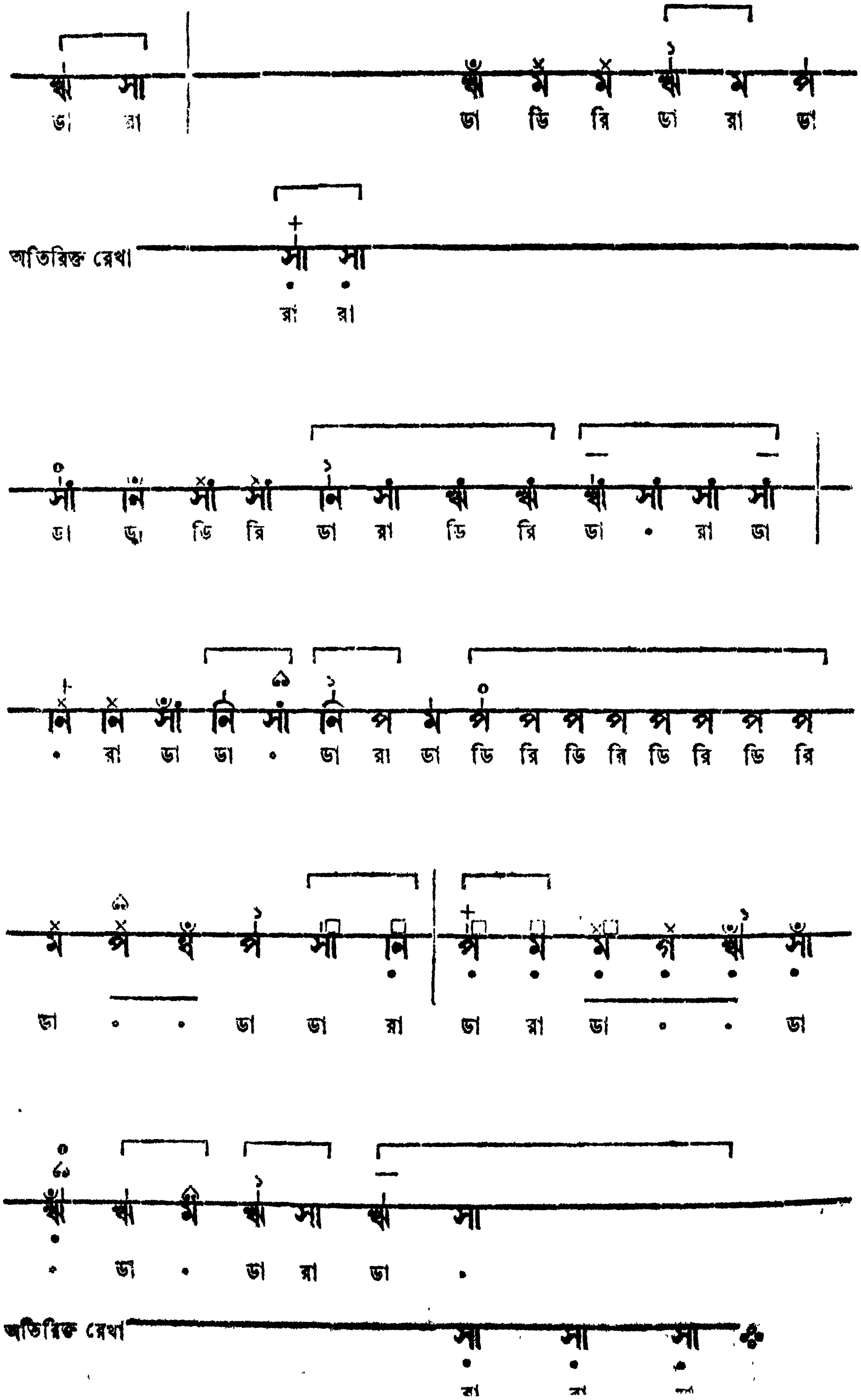


(১৮৪)

সুরট—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।




অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা

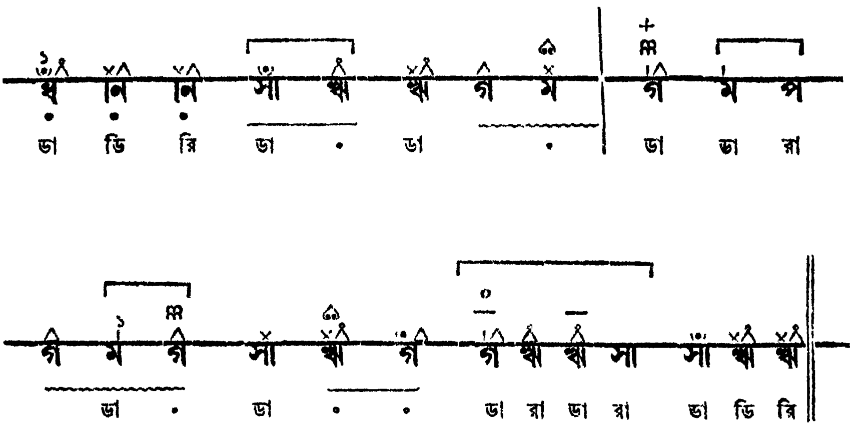
(১৮৫)

ভৈরবী—সম্পূর্ণ।

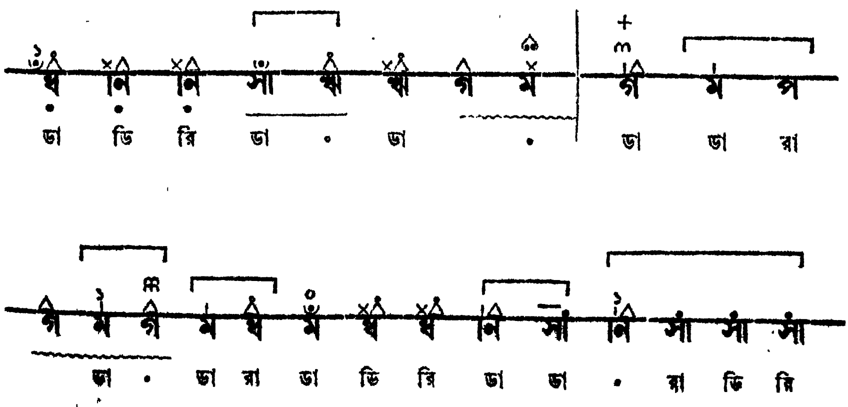
মধ্যমান।

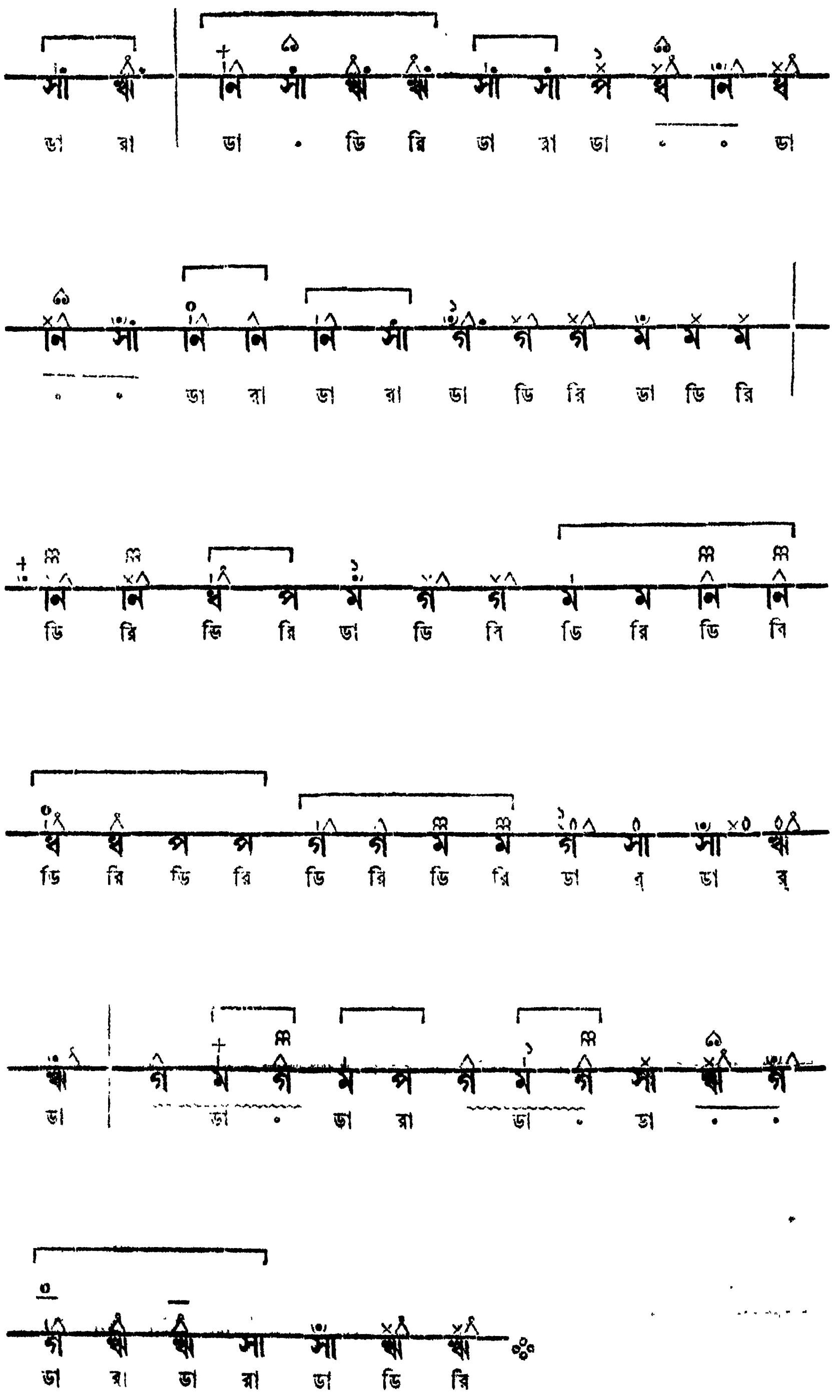
(ঋ গ ধ নি)

আস্থায়ী।



অন্তরা।

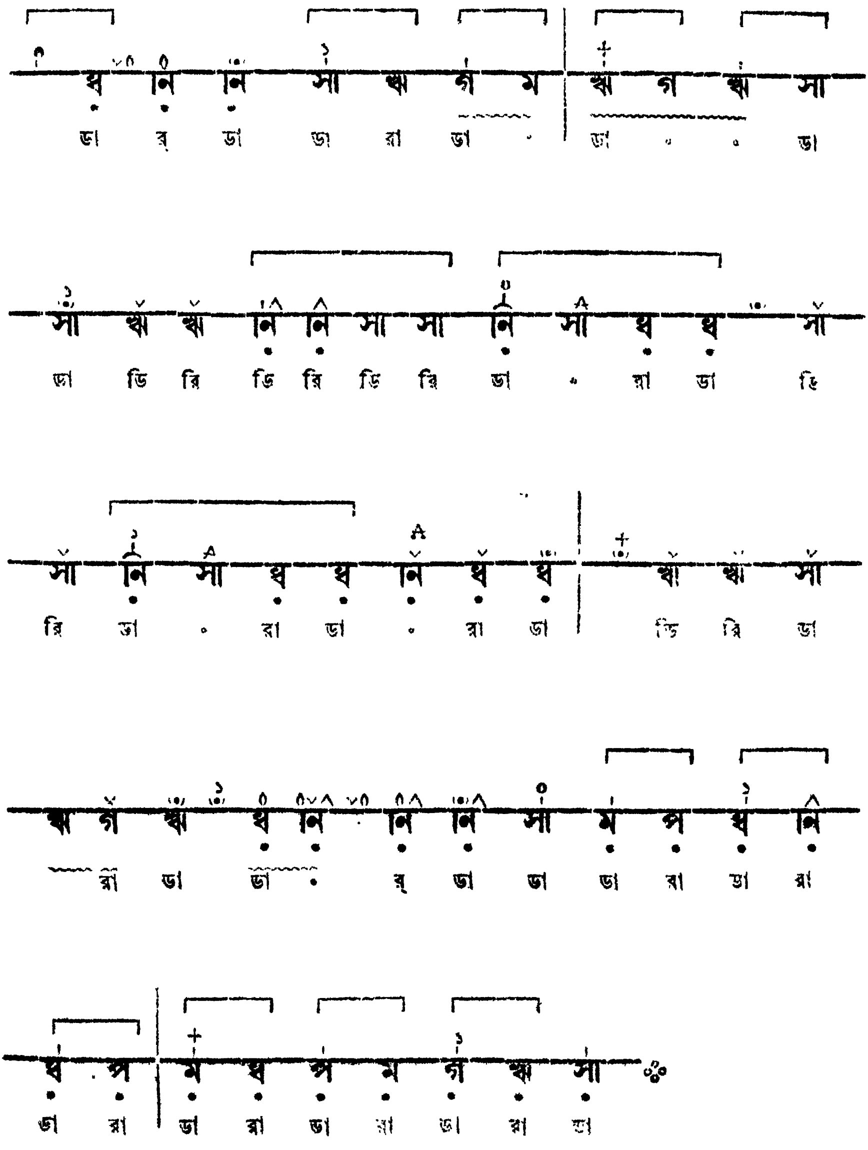



ডা রা ডা ॰ ডি রি ডা রা ডা ॰ ॰ ডা
॰ ॰ ডা রা ডা রা ডা ডি রি ডা ডি রি
ডি রি ডি রি ডা ডি রি ডি রি ডি রি
ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডা র্ ডা র্
ডা ডা ॰ ডা রা ডা ॰ ডা ॰ ॰
ডা রা ডা রা ডা ডি রি

(১৮৬)

গারা—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

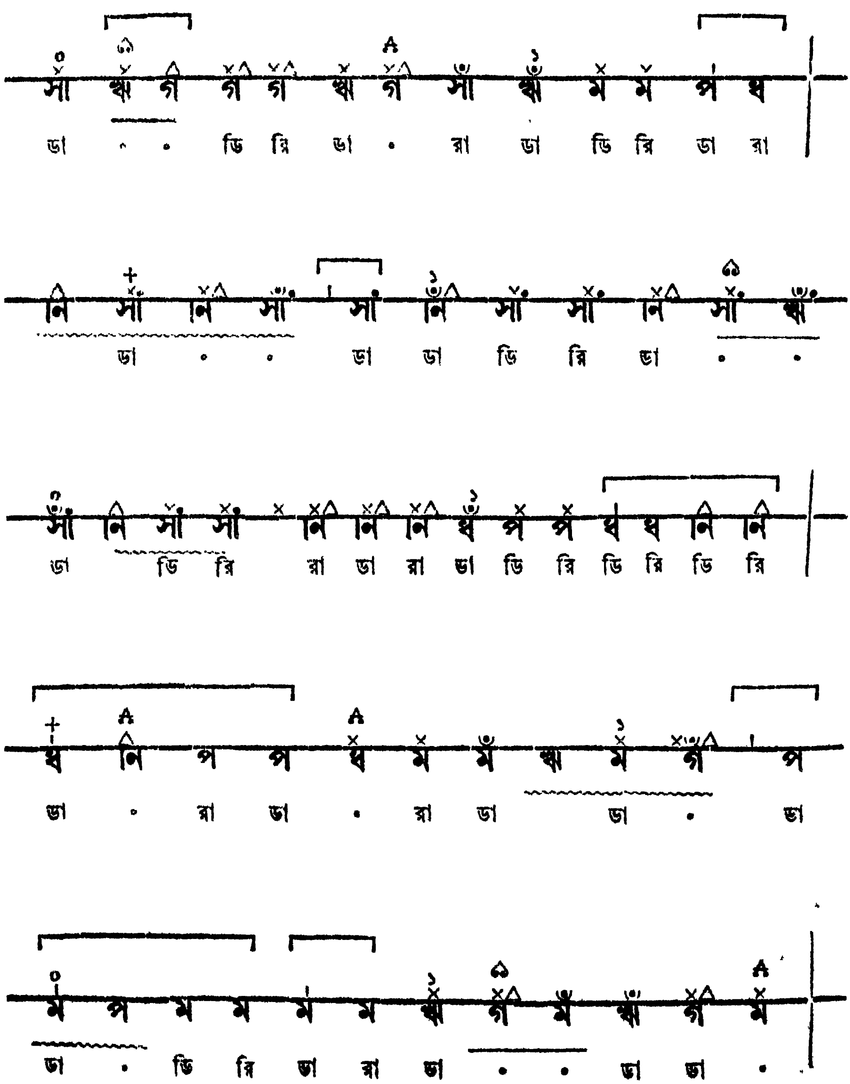


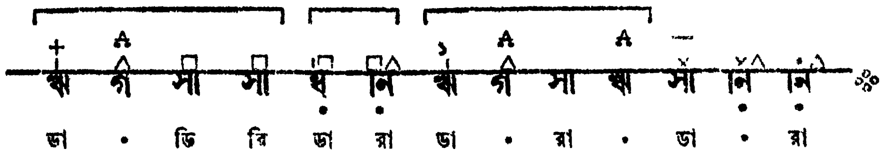
(১৮৭)

সিন্ধুড়া—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(গ্‌ নি)





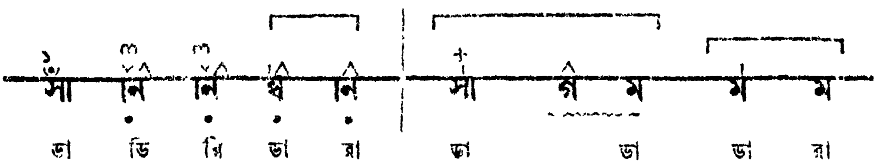
(১৮৮)

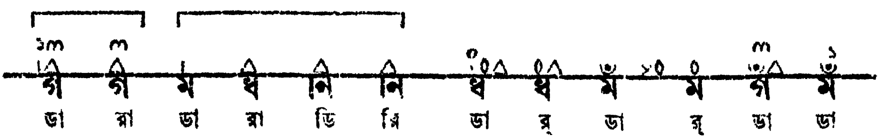
মালকোশ—ওড়ব।

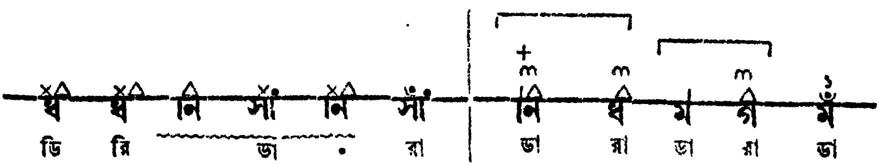
মধ্যমান।

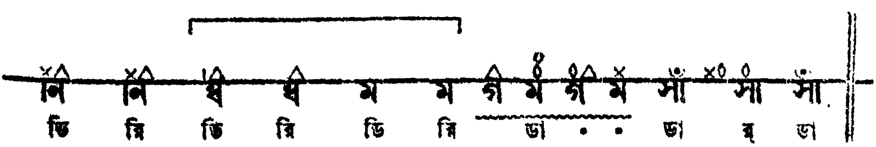
(গ ধ নি)

আস্থায়ী।

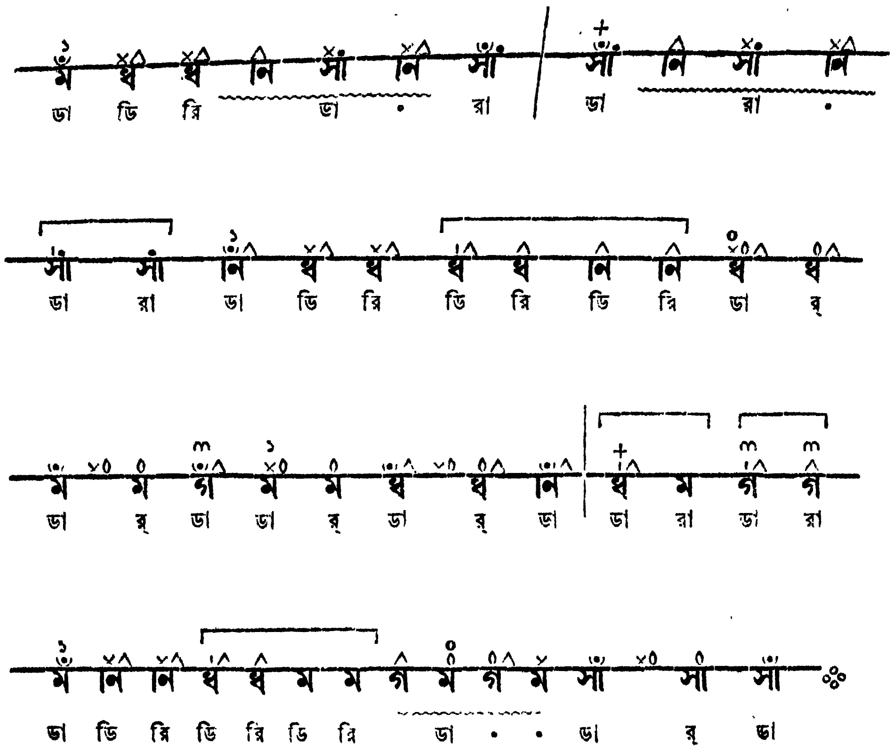








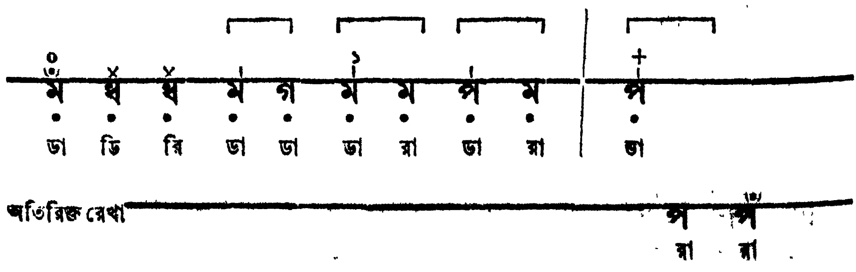
অন্তরা।

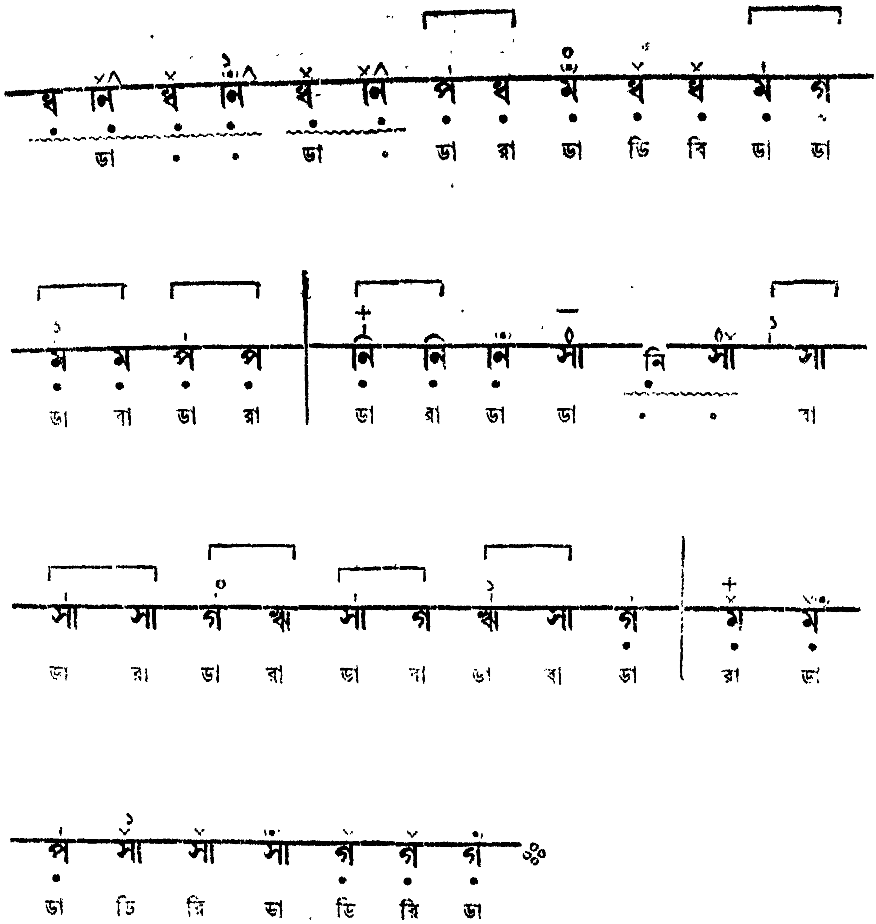


(১৮৭)

খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

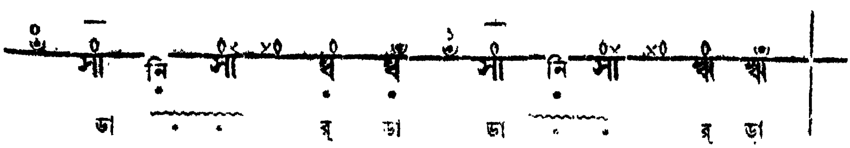


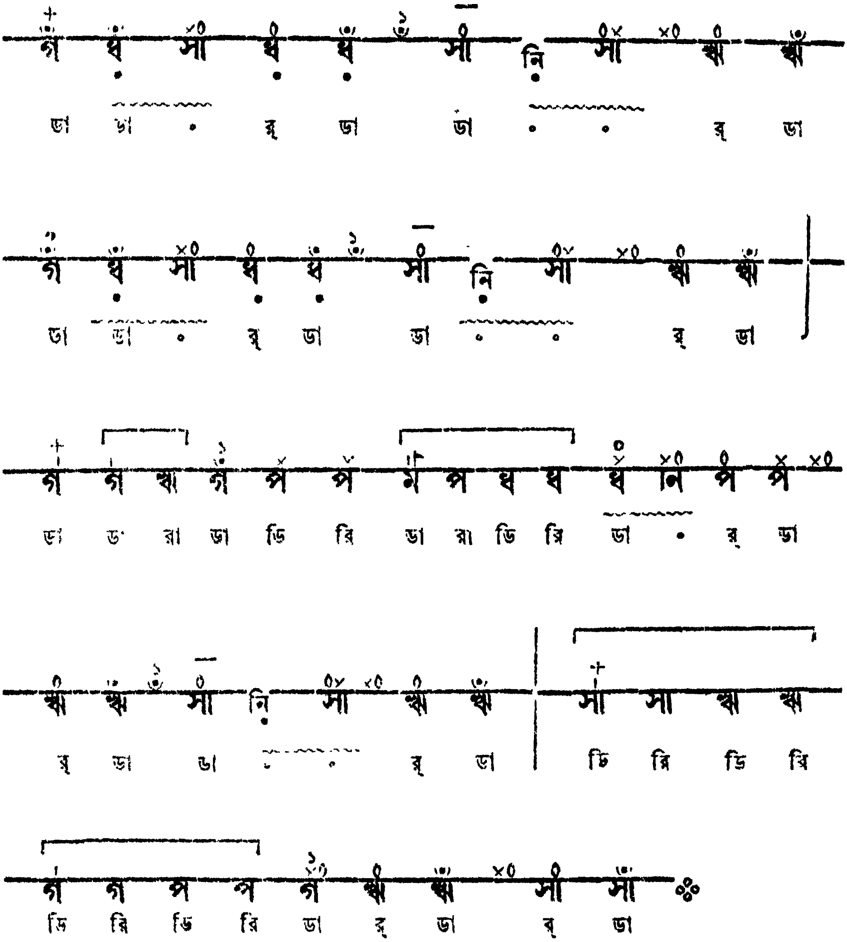


(১৯০)

ভূপালী—খাড়ব।

মধ্যমান।

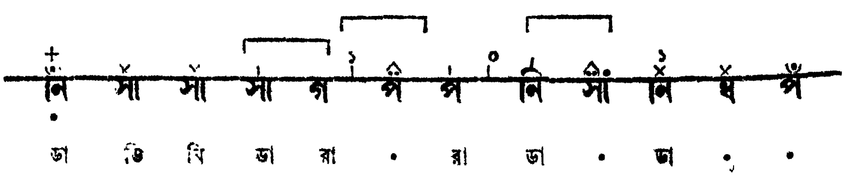


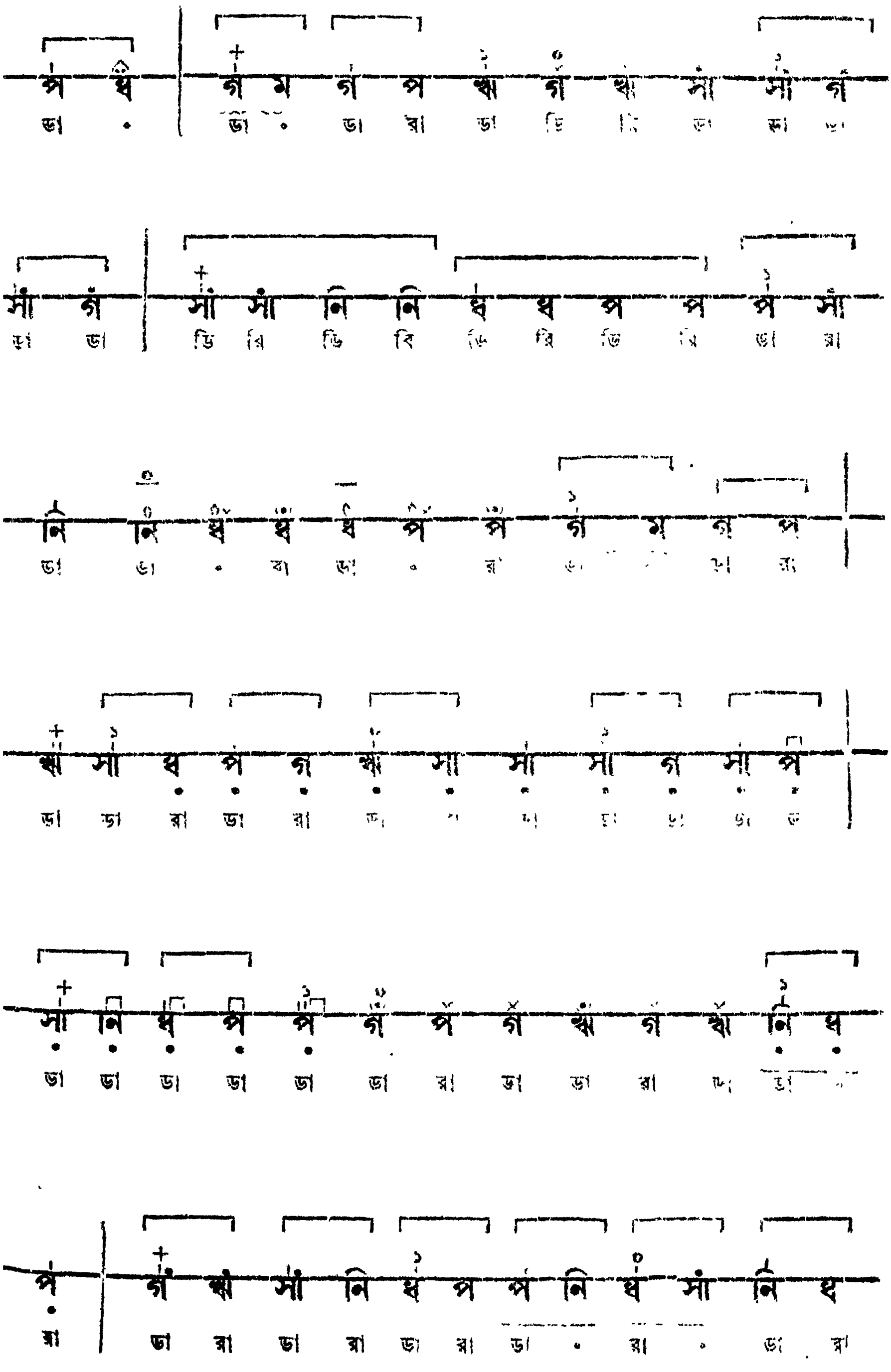


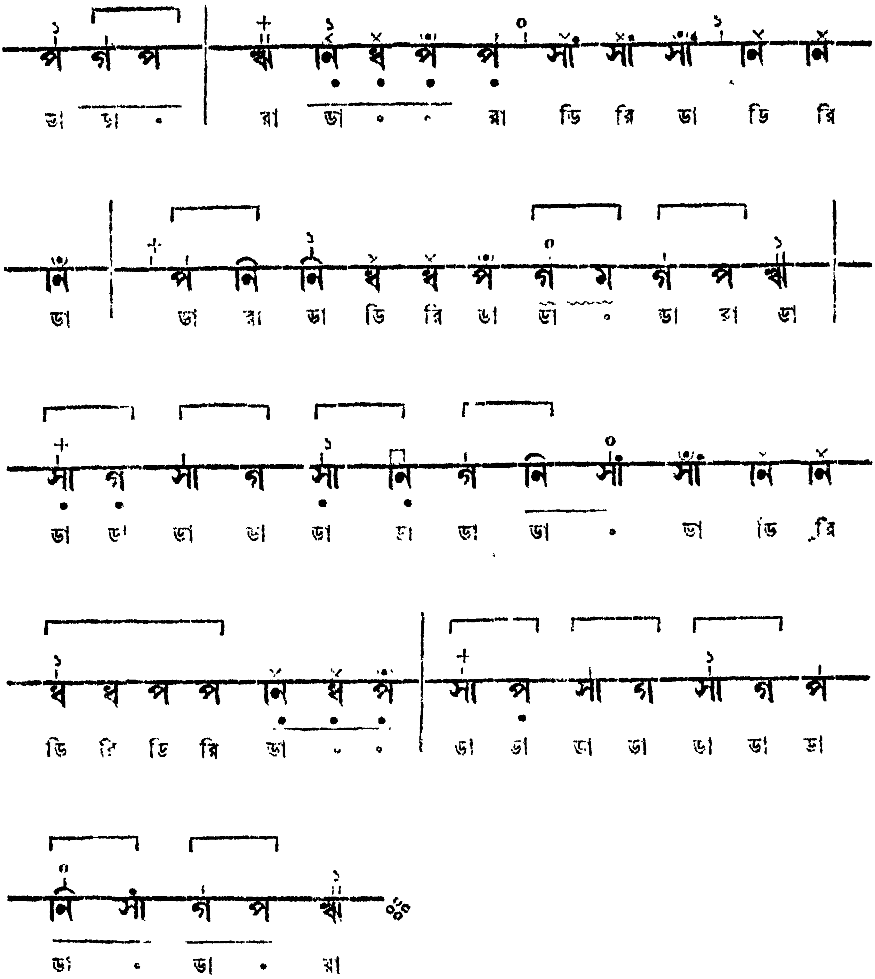
(১৯১)

কর্ণাট—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।



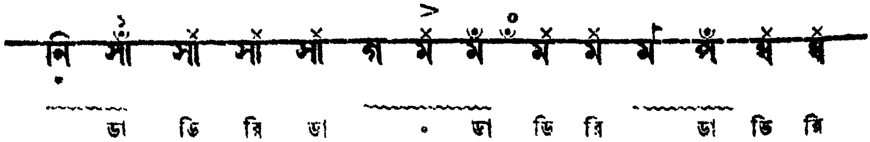


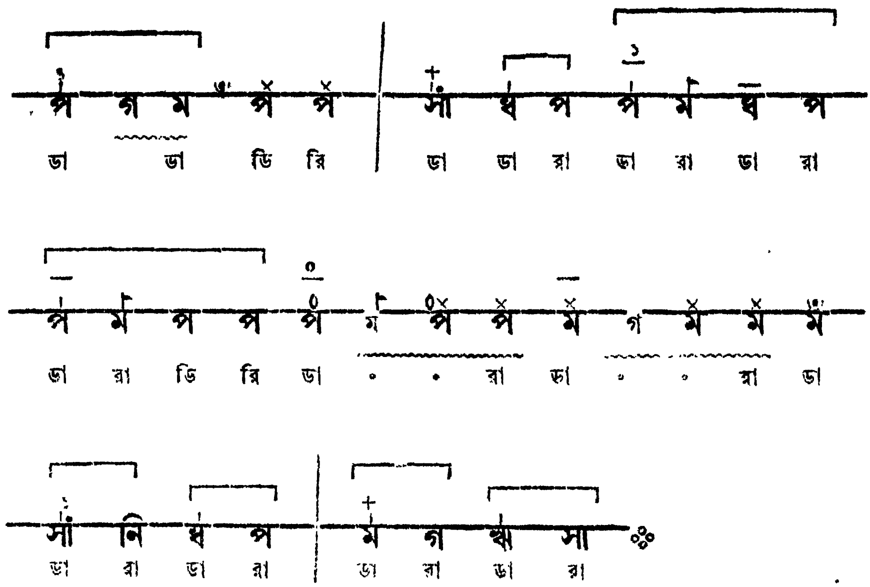


(১৯২)

কেদারা—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।





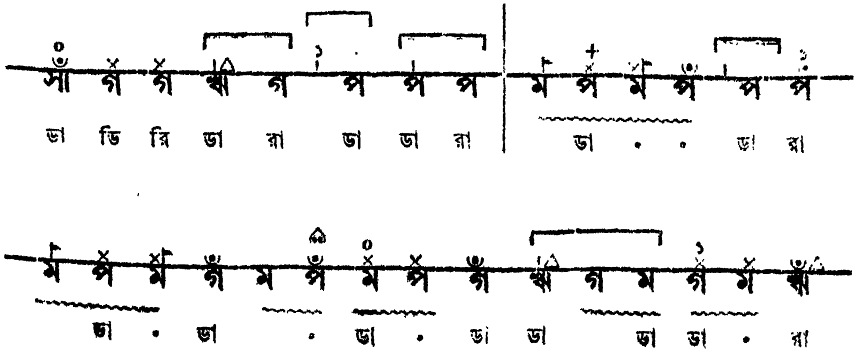
(১৯৩)

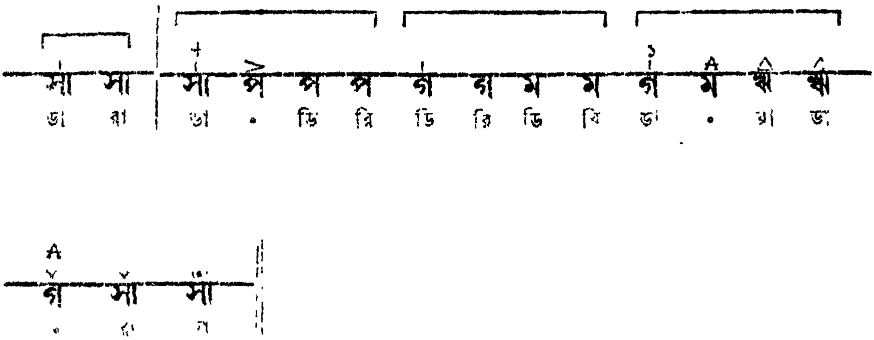
পূরবী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

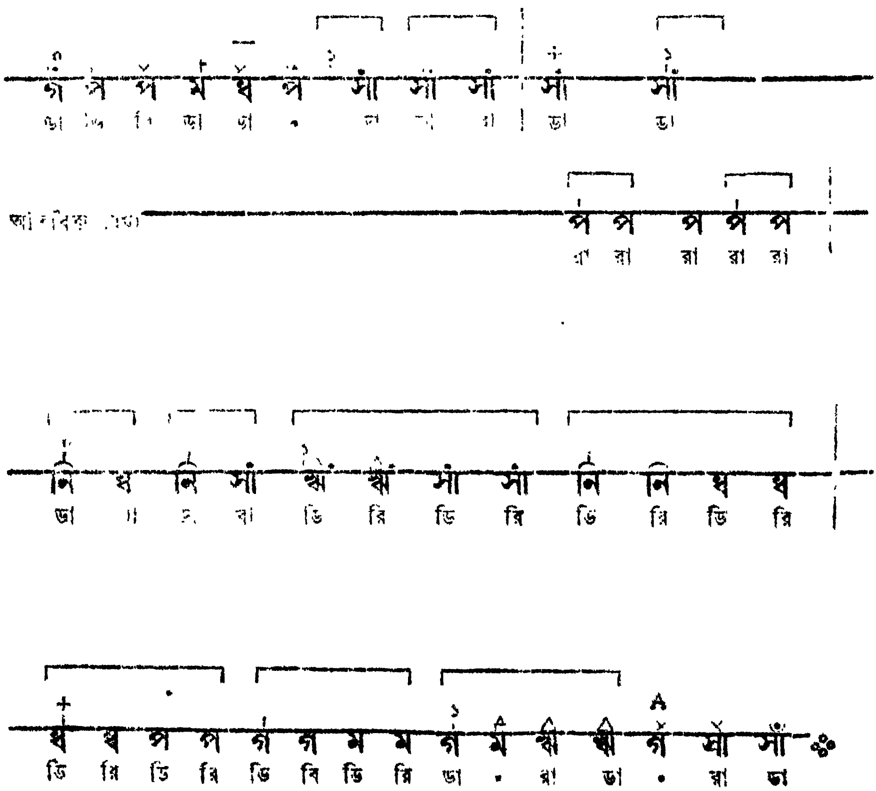
(—ঋ—)

আস্থায়ী।





অন্তরা।

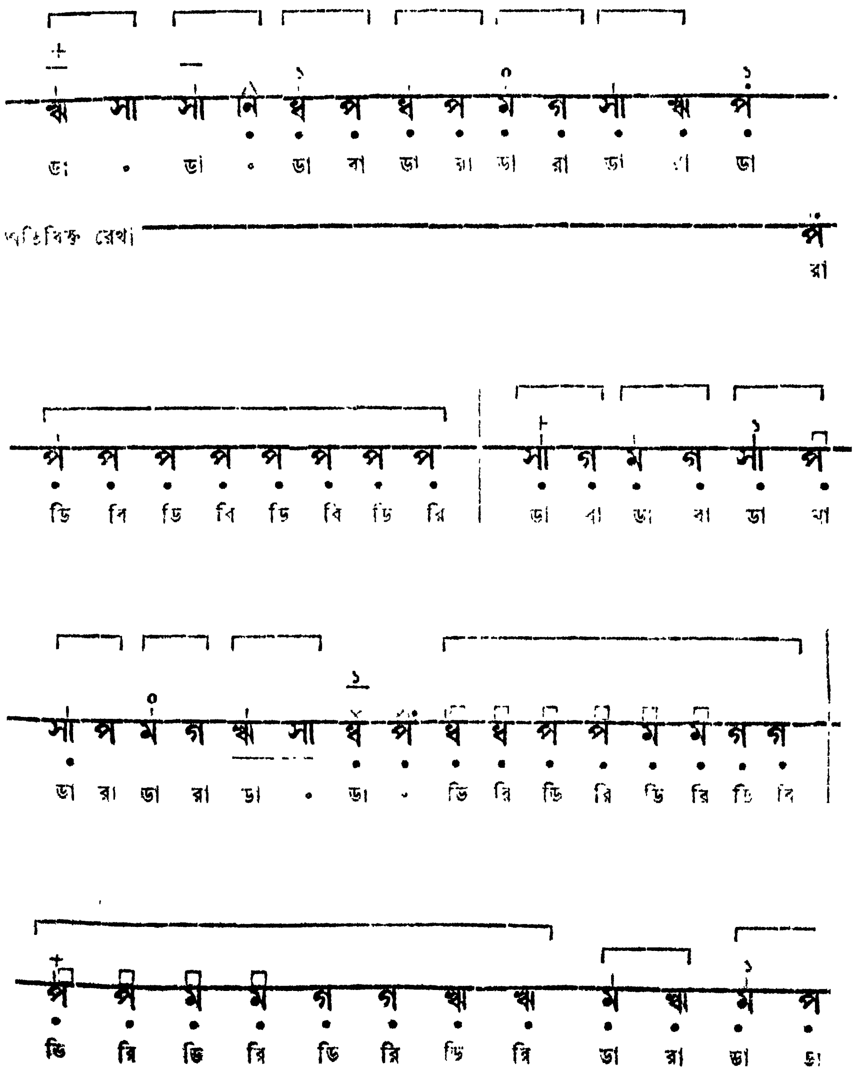


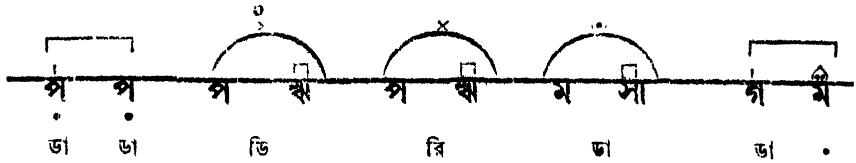
(১৯৪)

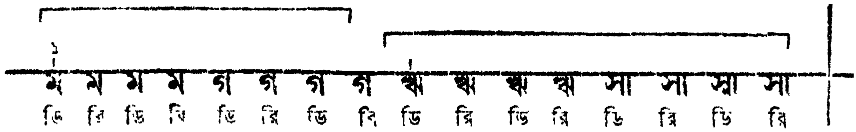
ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—সম্পূর্ণ।

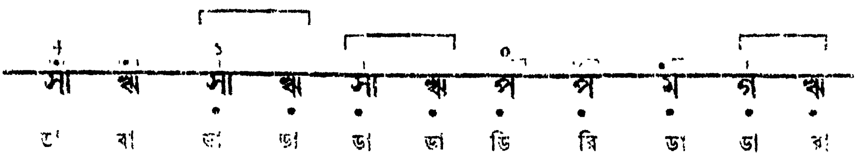
মধ্যমান।

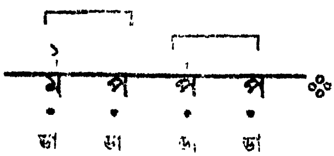
(নি)











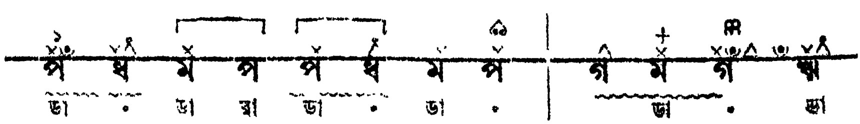
(১৯৫)

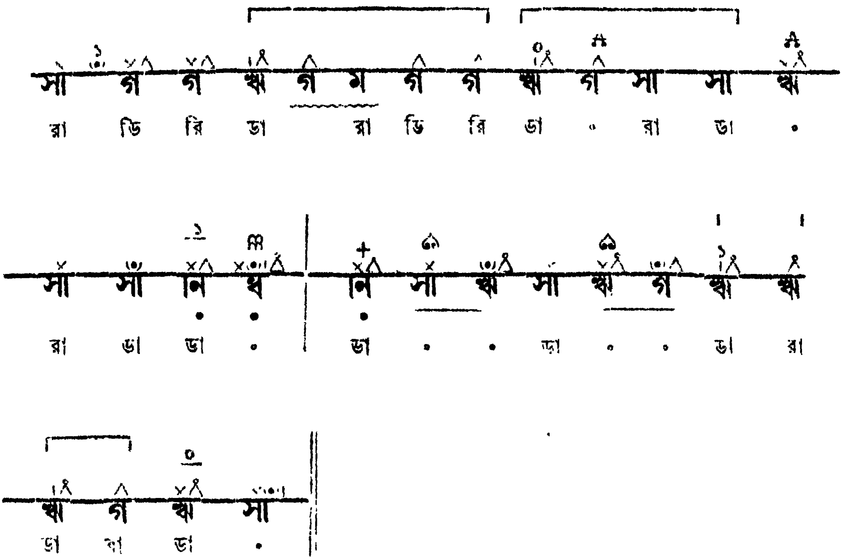
ভৈরবী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

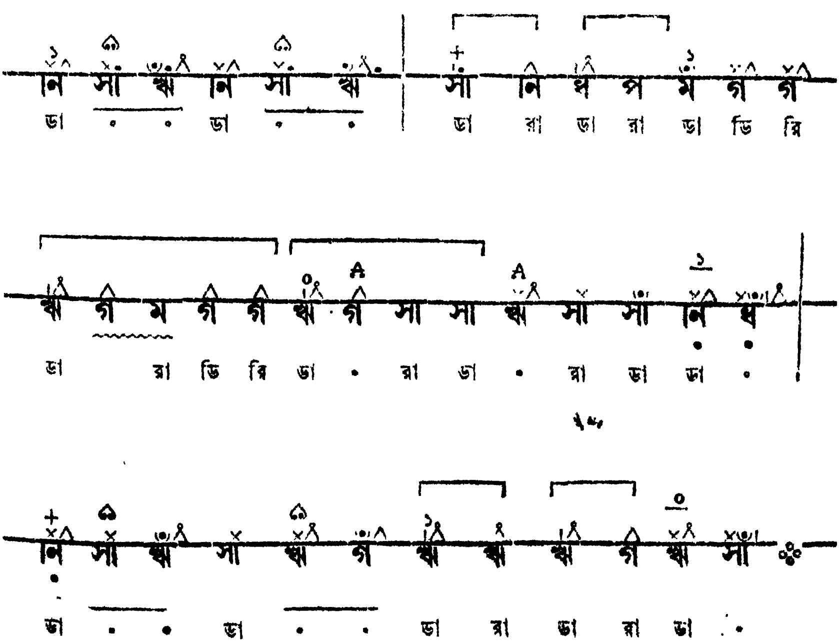
(ঋ গ ধ নি)

আস্থায়ী।





অন্তরা।

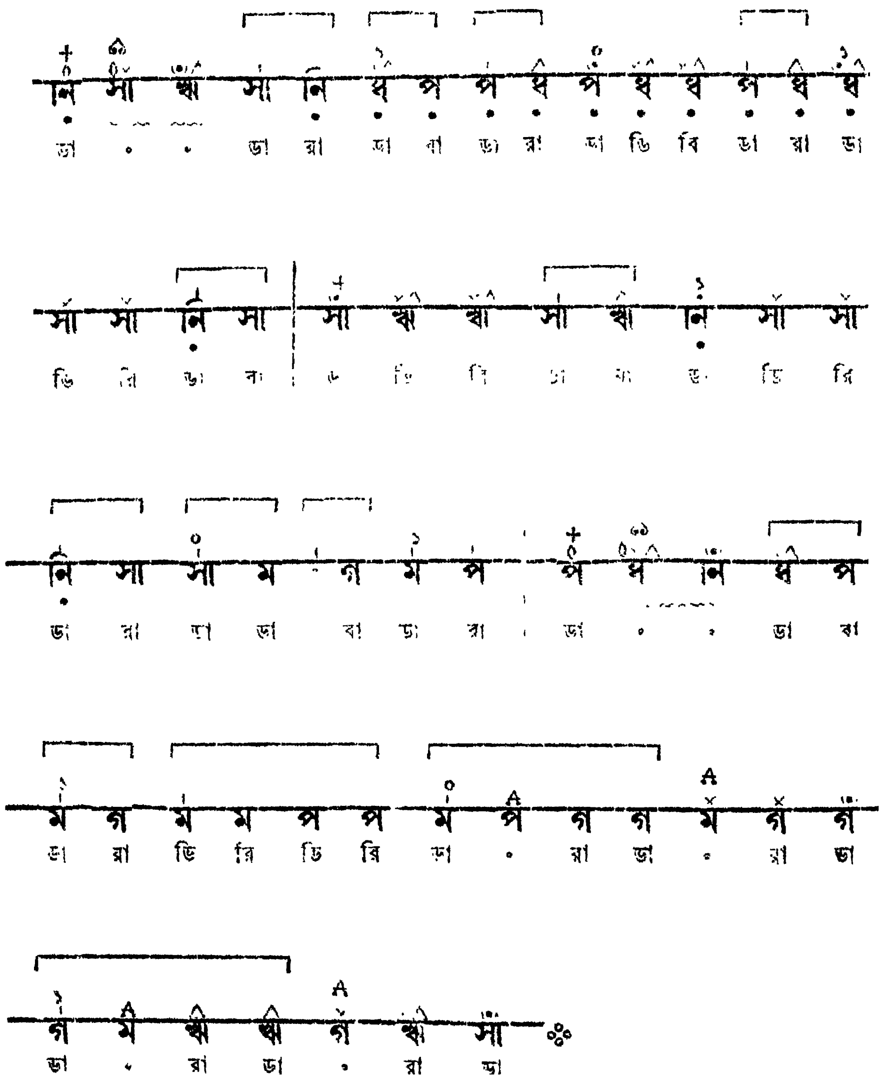


(১৯৬)

ভৈরব—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

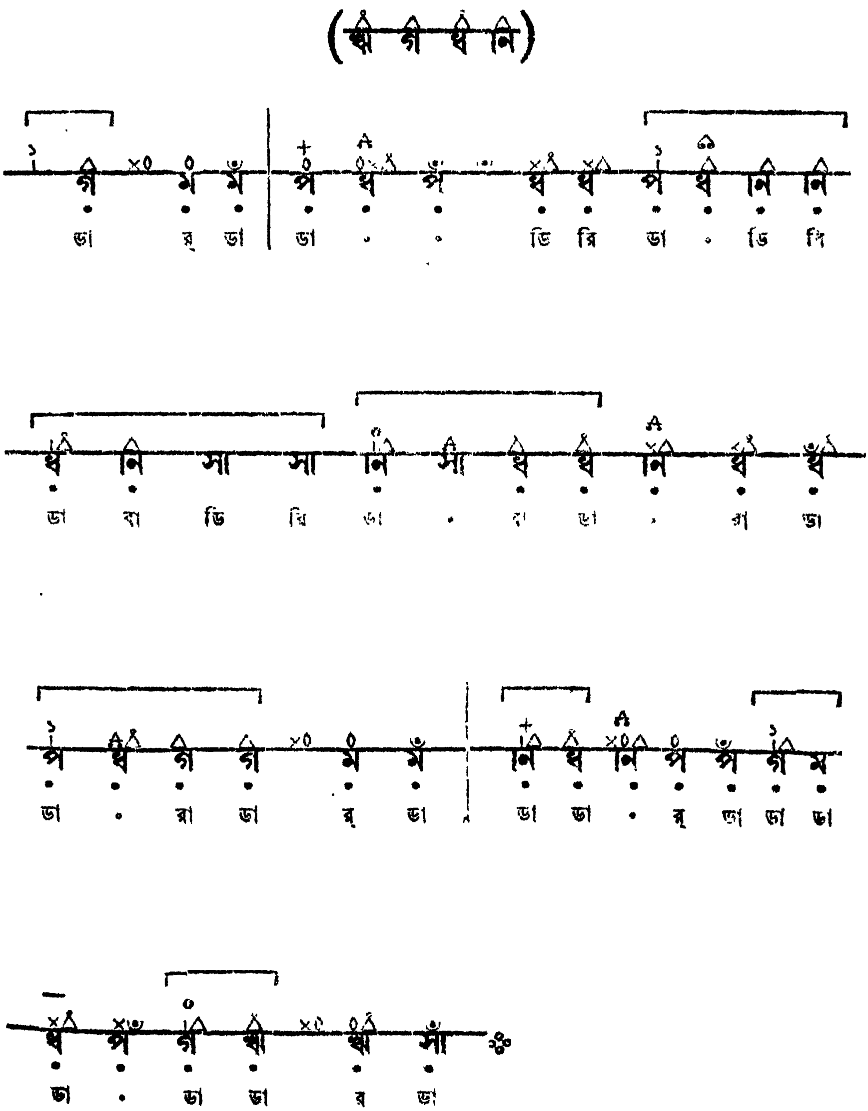
(ঋ ধ)



(১৯৭)

ভৈরবী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।



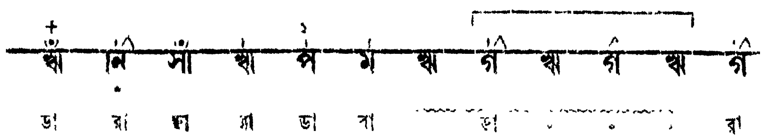
(১৯৮)

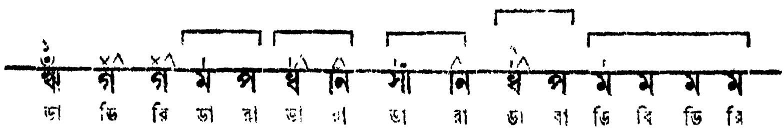
বাগেশ্বরী—সম্পূর্ণ।

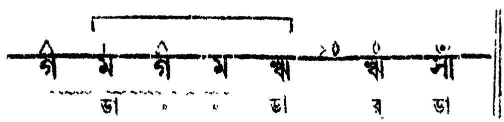
পঞ্চম-সওয়ারী।

(গ ধ নি)

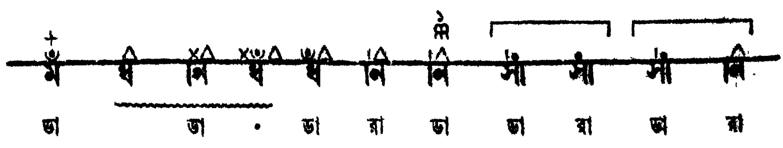
আস্থায়ী।

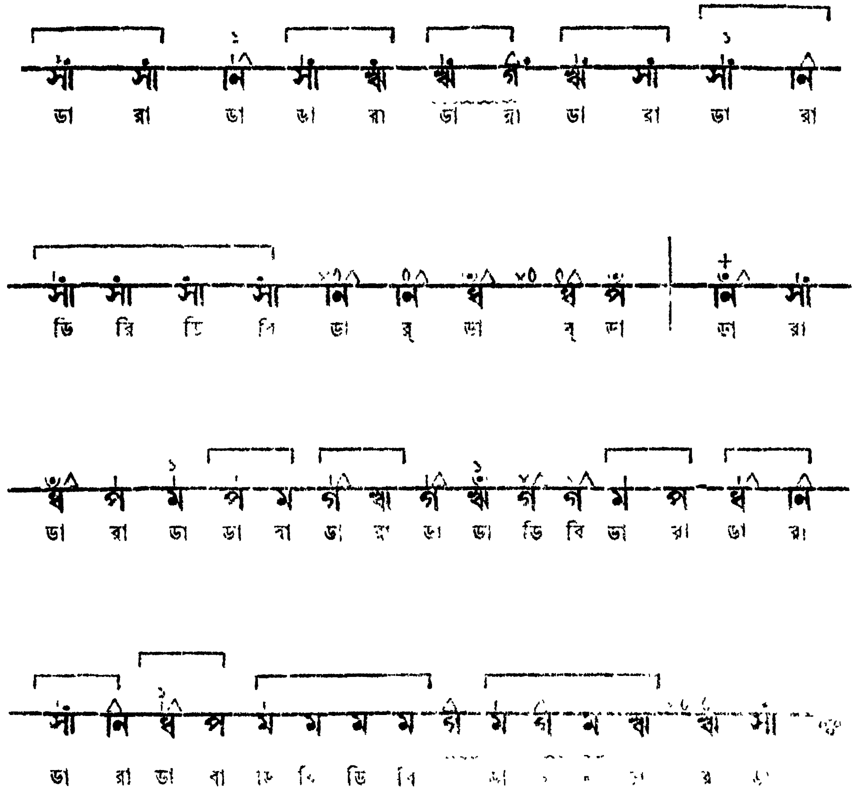






অন্তরা।



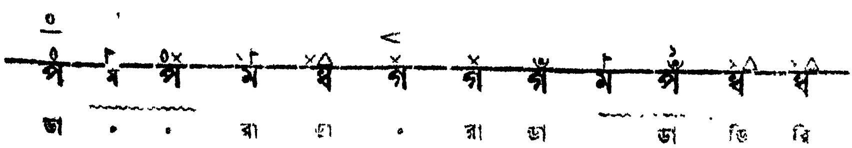


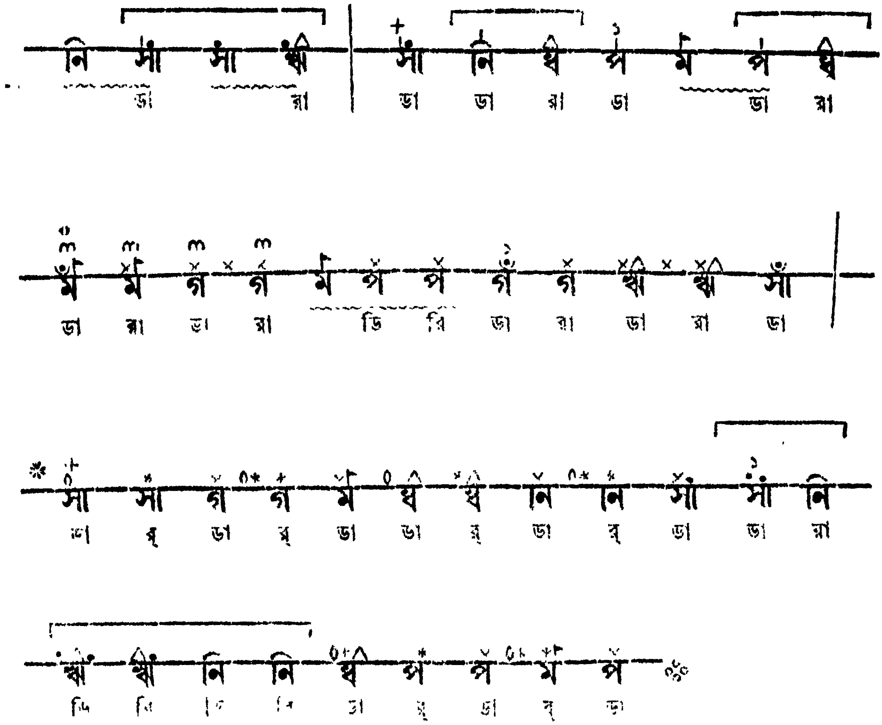
(১৯৯)

ত্রিবণী—সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ঋ ম ধ)





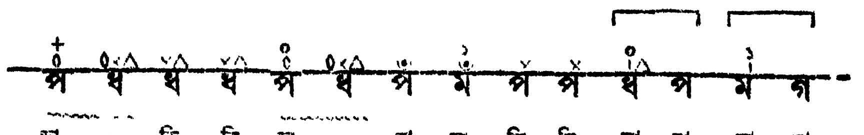
(২০০)

রামকেলী—সম্পূর্ণ।

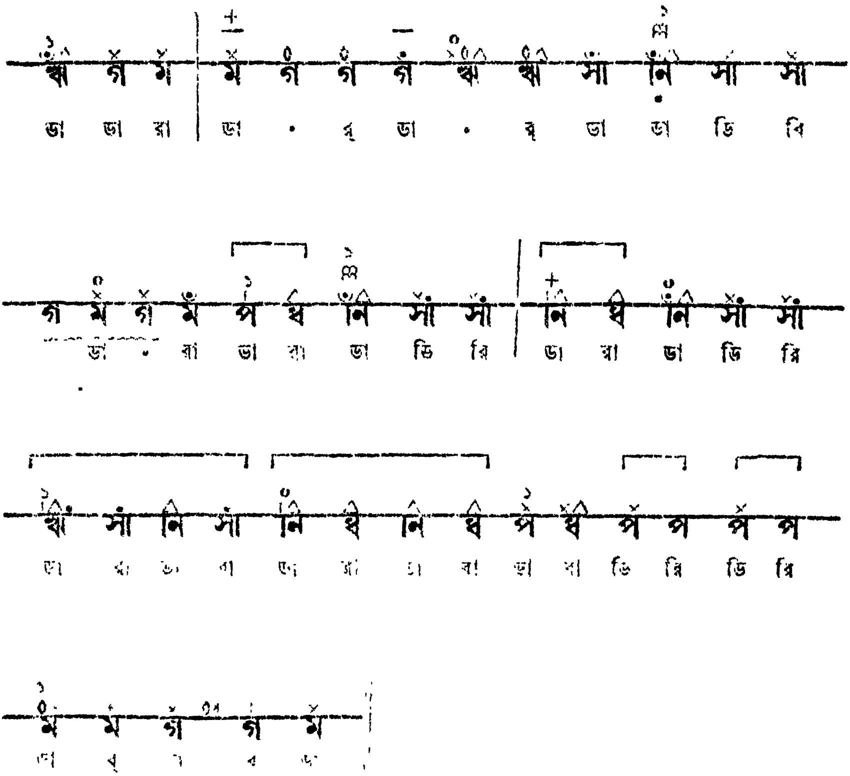
চৌতাল।

(ঋ ধ নি)

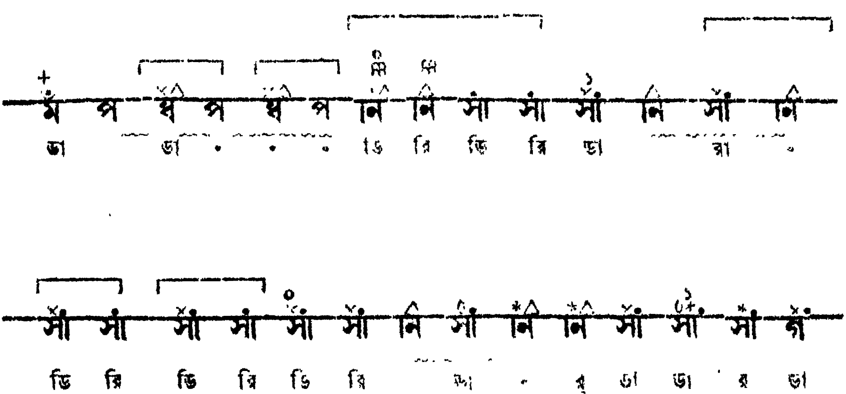
আস্থায়ী।

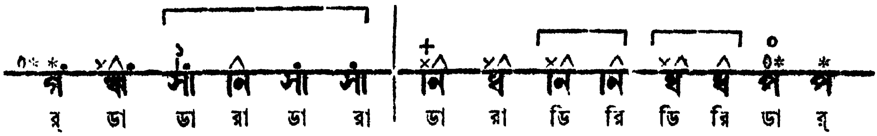


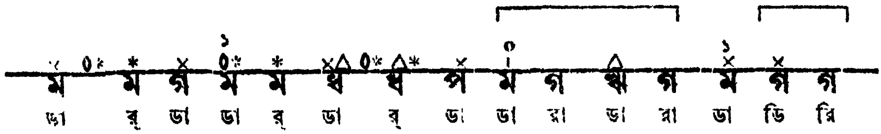
* এই স্থলে ১½ মাত্রা প্রয়োজন জন্য, তদজ্ঞাপক (*) এইরূপ তারকা চিহ্ন ব্যবহার করা গেল।

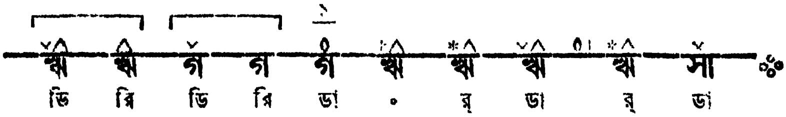


অন্তরা।





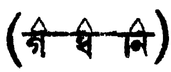




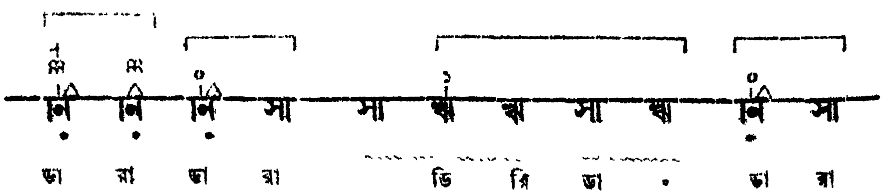
(২০১)

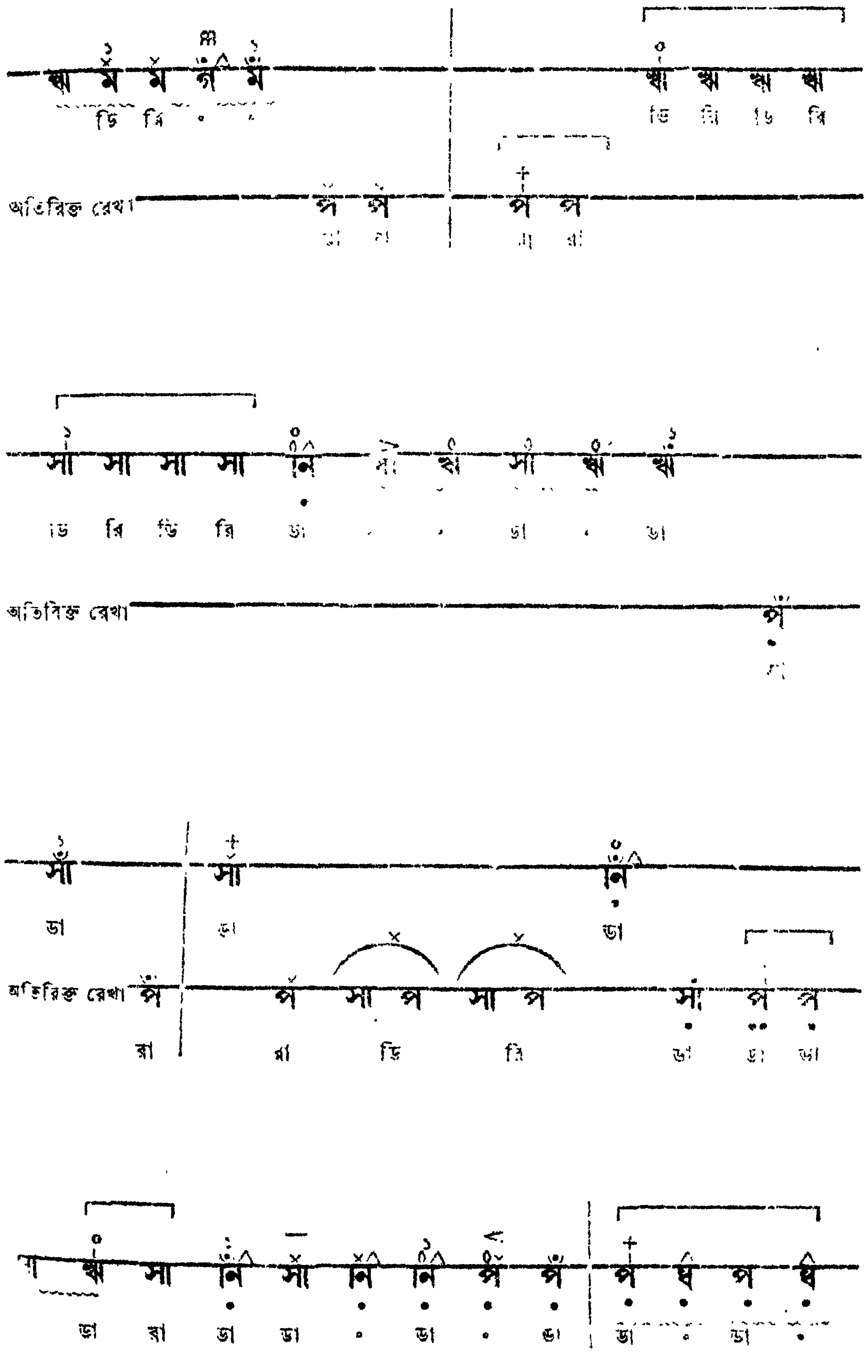
প্রস্তারিকা।

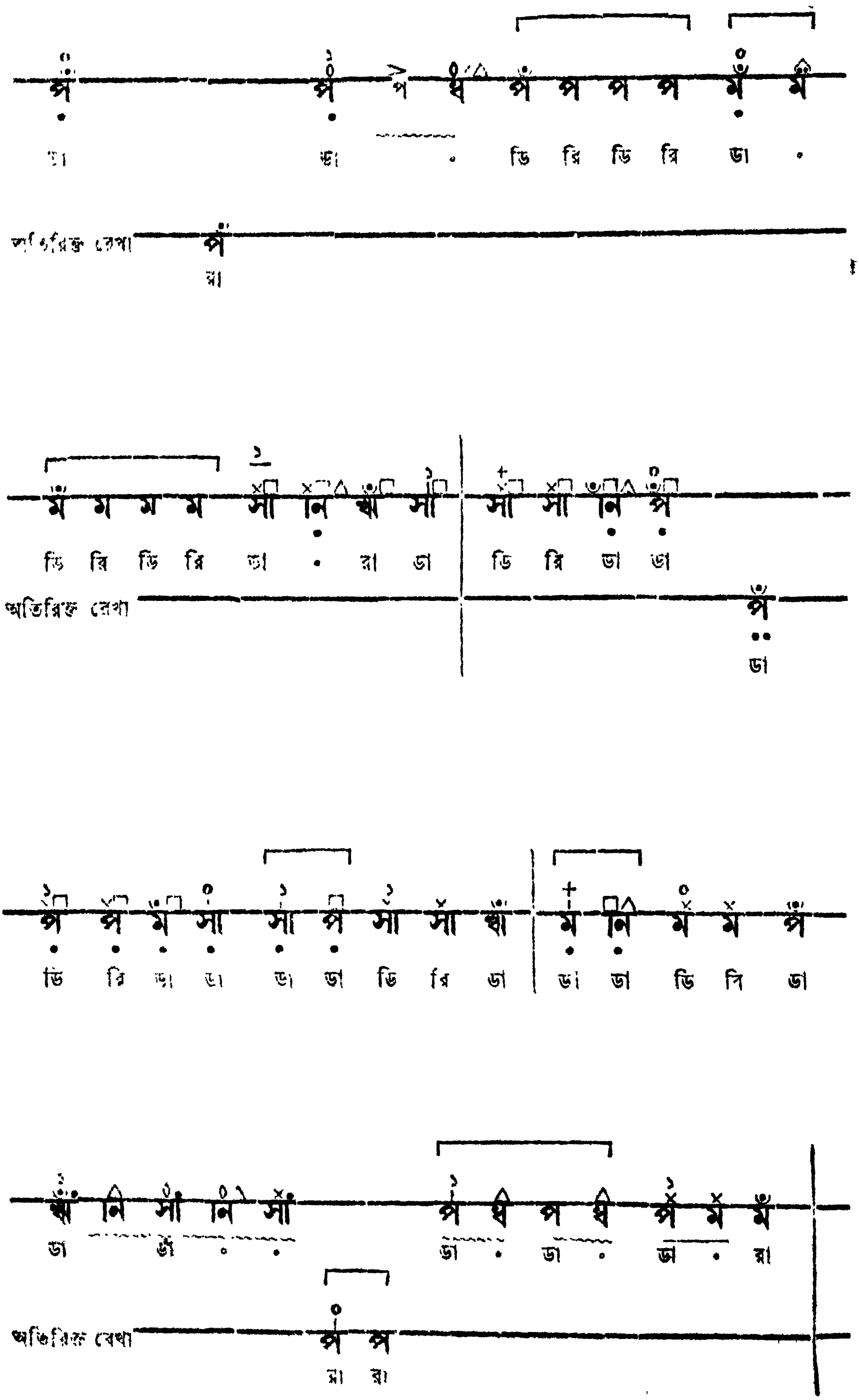
কানড়া—সম্পূর্ণ।

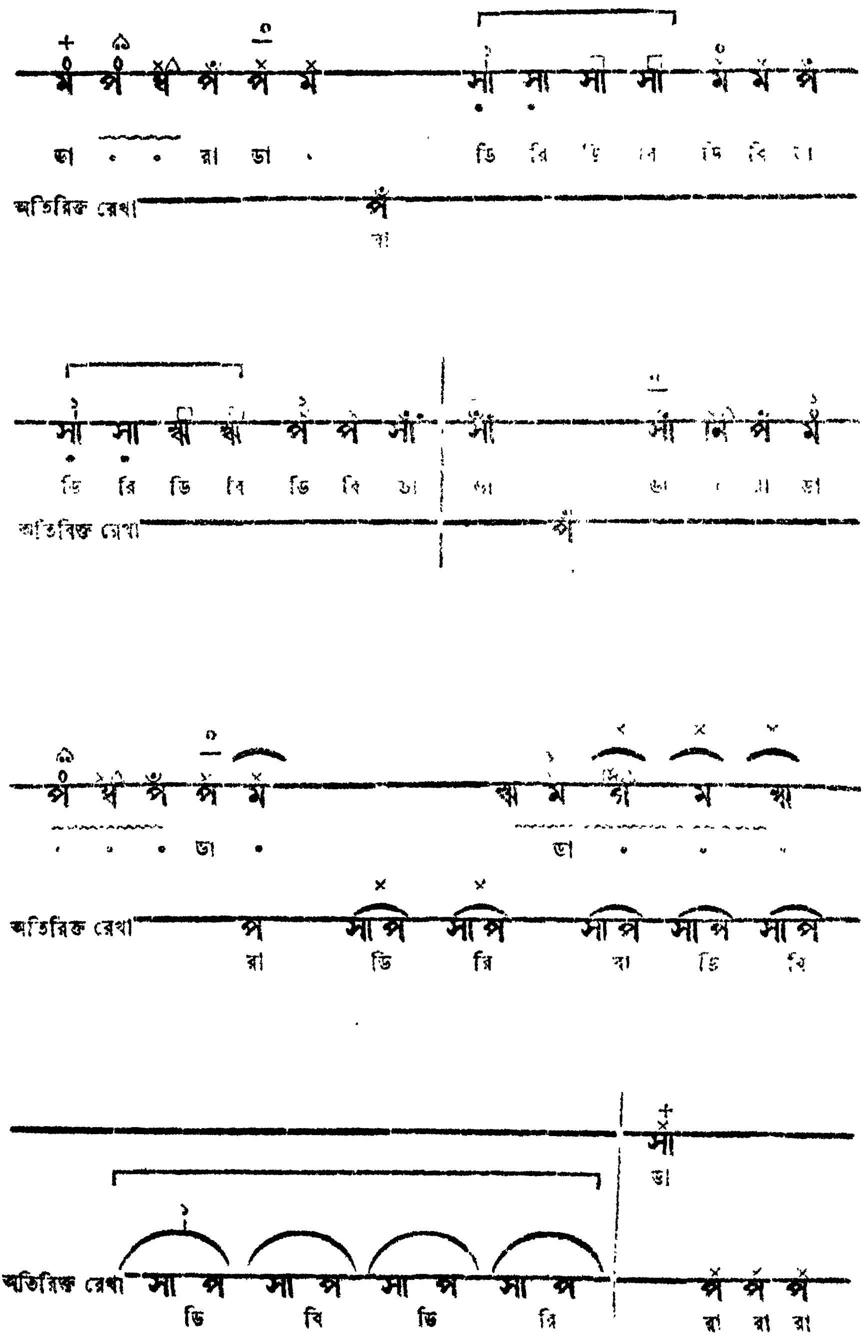


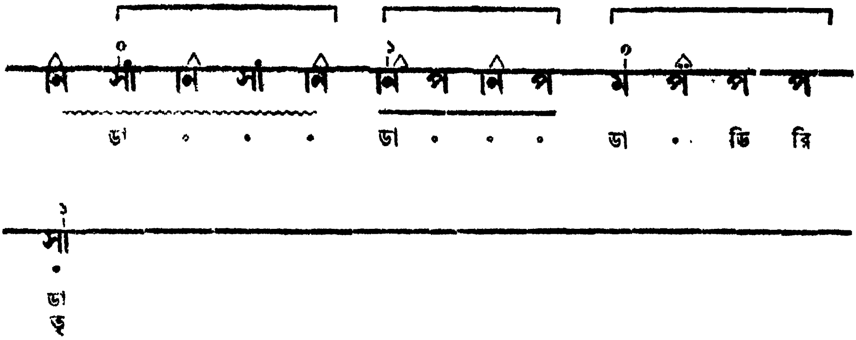
চৌতাল।

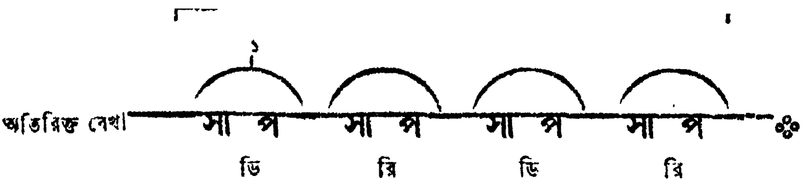



অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা


অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা


অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা
অতিরিক্ত রেখা
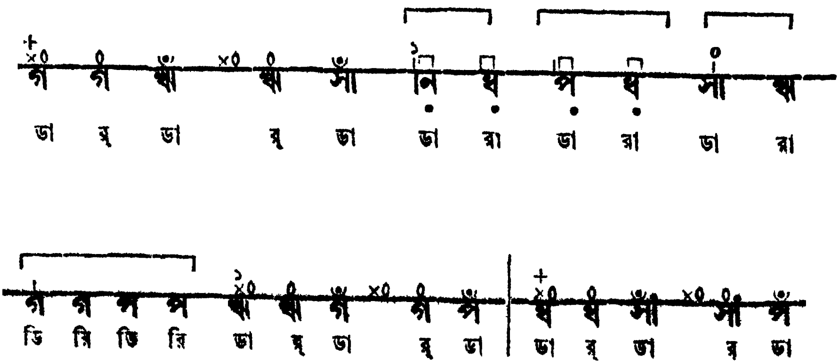




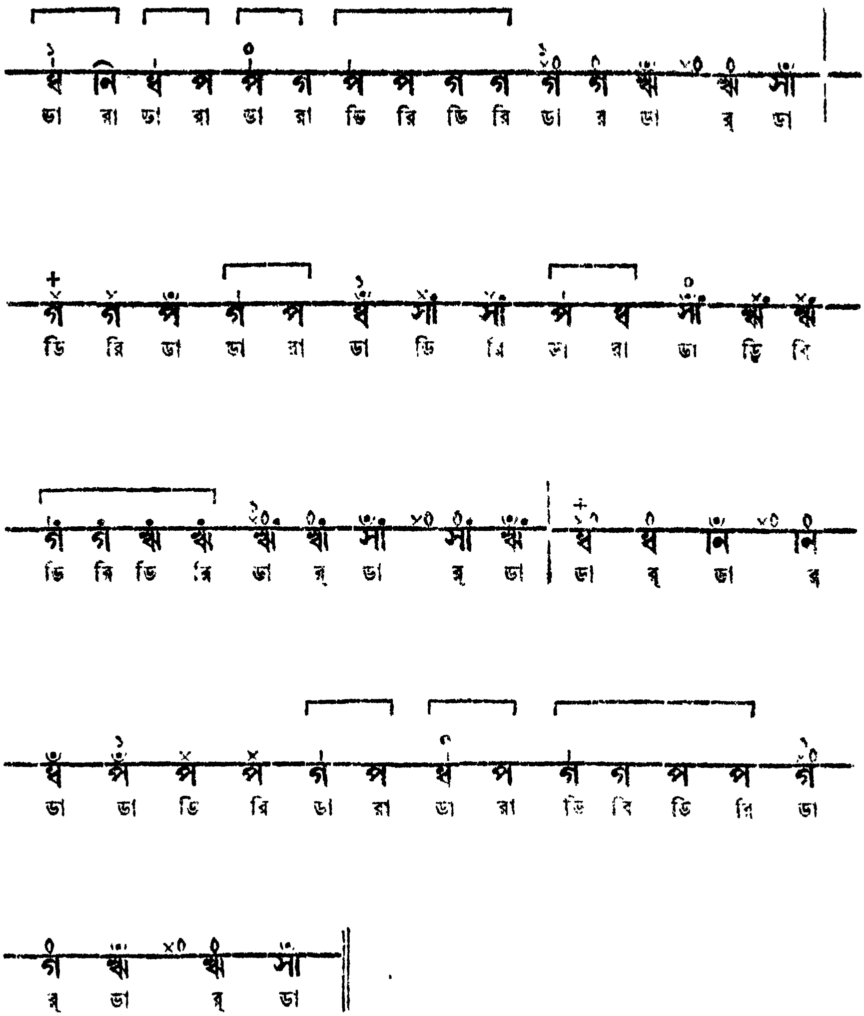
(২০২)

প্রস্তারিকা।

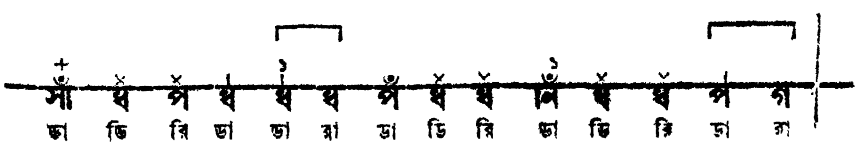
বিভাস—খাড়ব।

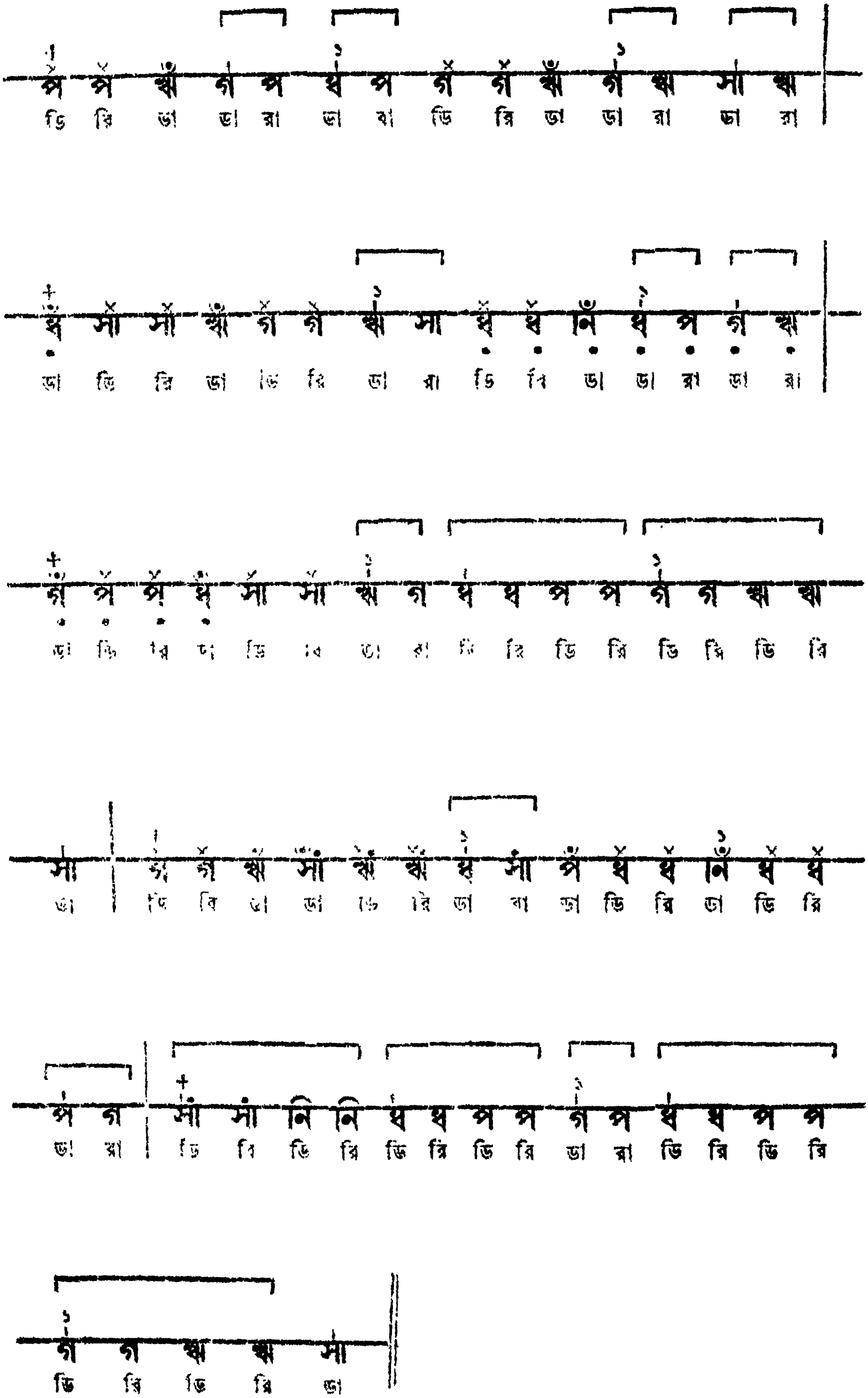
মধ্যমান।



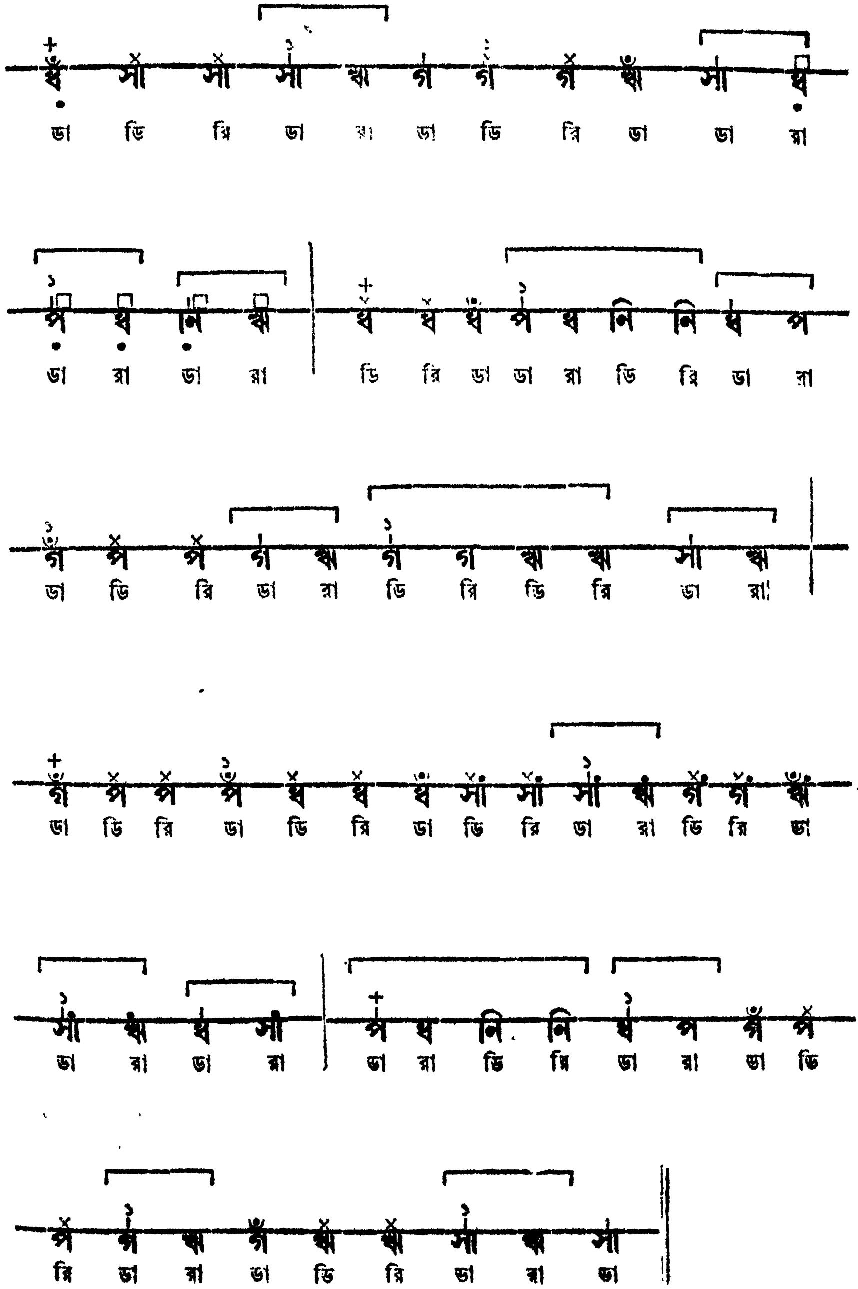


একতালা।

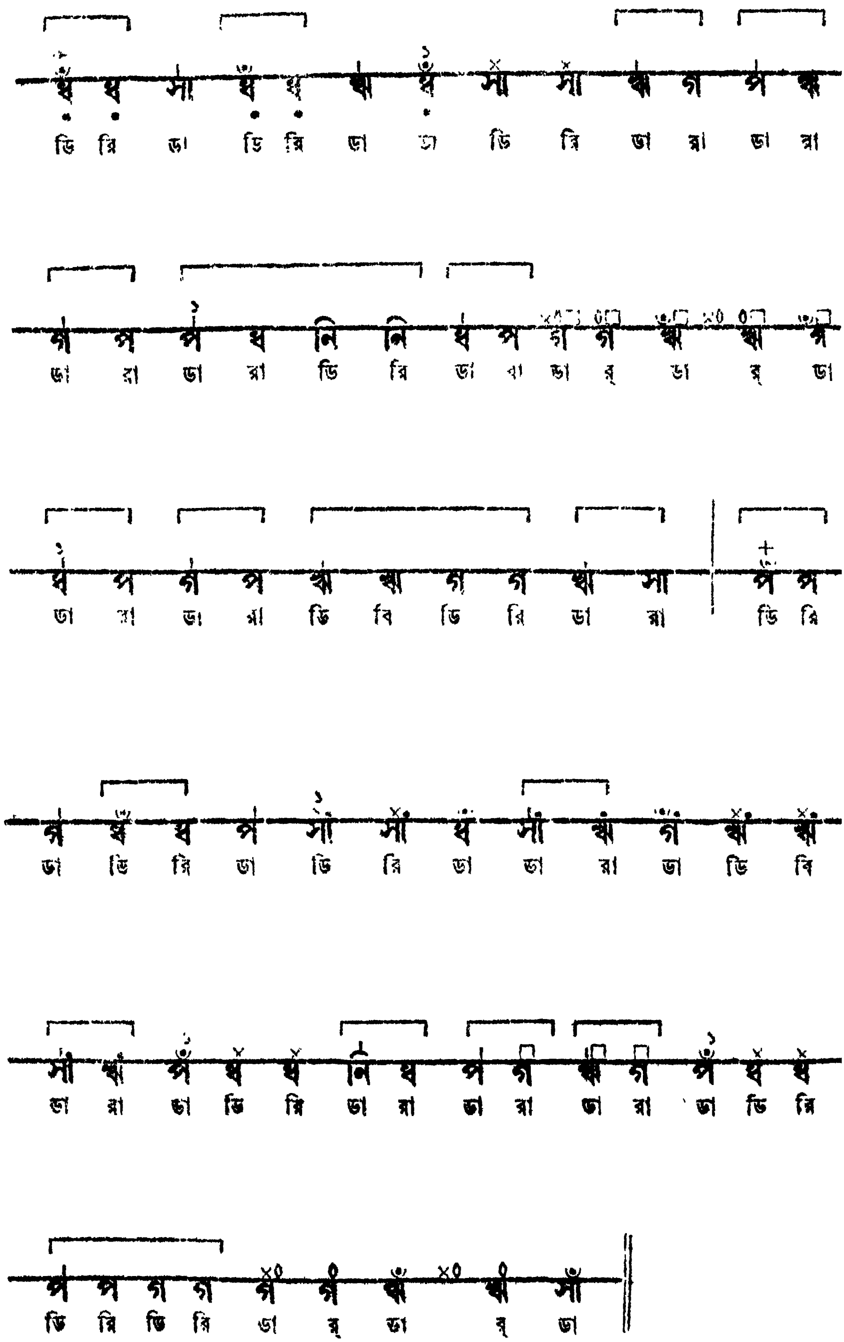




আড়া-চৌতাল।


ধ স স স ঋ গ গ গ ঋ স ধ
ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা ডা রা
প ধ নি ঋ ধ ধ ধ প ধ নি নি ধ প
ডা রা ডা রা ডি রি ডা ডা রা ডি রি ডা রা
গ প প গ ঋ গ গ ঋ ঋ স ঋ
ডা ডি রি ডা রা ডি রি ডি রি ডা রা
গ প প প ধ ধ ধ স স স ঋ গ গ ঋ
ডা ডি রি ডা ডি রি ডা ডি রি ডা রা ডি রি ডা
স ঋ ধ স প ধ নি নি ধ প গ প
ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি ডা রা ডা ডি
প গ ঋ গ ঋ ঋ স ঋ স
রি ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা

পঞ্চম-সওয়ারী।



সুরফাক্তা।

ধ সা ধ সা ঋ গ প ধ | প ধ সাঁ সাঁ প ধ
ডা • ডা রা ডা রা ডা | ডা • ডা রা ডা রা

প গ প | গ ঋ সা সা ঋ গ প প ধ |
ডা ডা রা | ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা |

নি ধ প ধ সাঁ ঋঁ গঁ ঋঁ সাঁ | প ধ সাঁ প ধ
ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা | ডা রা ডা ডা রা

নি ধ প ধ | প গ প গ ঋ সা ||
ডা রা ডা রা | ডা রা ডা রা ডা রা ||

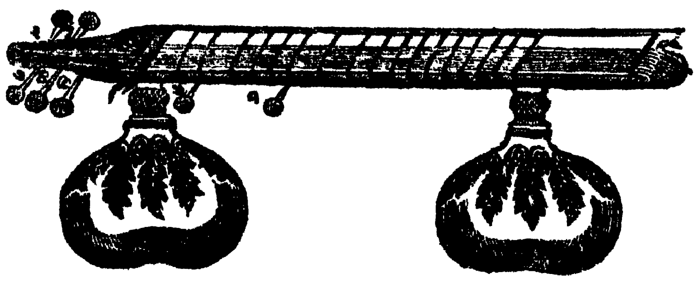
ঝাঁপতাল।

ধ প প গ প প ঋ ঋ গ | প ধ সাঁ প ধ নি
ডা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা | ডা রা ডা রা ডা ডা

	১			+		১			০	১		
নি	ধ	প	|	গ	গ	ঋ	ঋ	সা	প	ধ	সা	সা
রা	ডা	রা	|	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা।

+	১			০		১	
প	ধ	প	প	গ	গ	ঋ	সা ॰॰॰
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।



Printed at the New Bengal Press, 38, Shampooker street—Calcutta.

নির্ঘণ্ট।

গতের সূচীপত্র ।

উপসংহার।

এই যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা প্রস্তুত হইল। ইহার আলোক অবলম্বন করিয়া শিক্ষার্থিবর্গ এতৎ ক্ষেত্রের আলি স্বরূপ স্বরলিপি গুলিতে বিচরণ করুন, আমি এমত প্রত্যাশা করি, এবং তদুদ্দেশেই ইহা প্রণয়ন করিয়াছি; আমি যাঁহার কৃপা-আশ্রয়ে এই দুরূহ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছি, অর্য্যমাস্বরূপ আমার সেই সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সম্মুখে এই "যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা" নীরাজন-দীপিকা-স্বরূপ কল্পনা করিলাম। পরন্তু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এই যন্ত্রক্ষেত্র-বিচরণকালে ভ্রমসংশোধনাদি দ্বারা মধ্যে মধ্যে পাদস্খলন হইতে আমাকে সর্ব্বতোভাবে সতর্ক করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে এই সময় ধন্যবাদ দিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিলাম ইতি।

কলিকাতা।
২৫এ আশ্বিন (মহাষ্টমী) ১২৭৯ সাল।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।
পাথুরিয়াঘাটা।

অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৪০	১৬	নি	১ নি
৫২	৬	১ র্সা	১ র্সা
ঐ	১৬	নি ধ	১ নি ধ
৫৩	৫	ধ ×৩	ধ ×৩
ঐ	৭	ধা গা	১ ধা গা
ঐ	৯	ম ধ ধ	০ ম ধ ধ
৫৫	১৩	নি সা সা সা ডি রি ডি রি	নি সা সা সা ডা রা ডি রি
৫৭	৪	র্সা	৪ র্সা

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৬৫	১৭	নি সা নি ডা ডি রি	নি সা নি ডা ডা রা
৬৯	৭	সা ×০	সা ×০
৭৬	১৩	ঋ ×০	ঋ ×০
৮১	১১	গ ×০	গ ×০
৮২	৮	সা ঋ গ গ ডি রি ডি রি	সা ঋ গ গ ডা রা ডি রি
৯৫	৫	গ	গ
৯৭	১১	সা সা সা সা	সা সা সা সা
১০০	১২	ঋ গ	ঋ গ
১১৪	৮	গ গ	গ গ
১২৩	১৪	ধ ধ	ধ ধ
১৩৪	১৮	নিধু	শিবু

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১৪৯	১৬	ঋ গ ঋ গ	ঋ গ ঋ গ
১৫৭	৩	"শ্লথ ত্রিতালীর" নিম্নে "আস্থায়ী" বসিবে।	
১৮৬	৪	প গ ডি রি	প গ ডা রা
ঐ	৬	গ ঋ ডি রি	গ ঋ ডা রা
১৯০	৭	ঋ ঋ • •	ঋ ঋ •
১৯৪	২	নি সা নি সা •• • •• • ভৃ ডা • • ভৃ	নি সা নি সা •• • •• • ভৃ ডা • •
২০১	১১	ঋ গ	ঋ গ
২০৫	১৯	Indisoluble.	Indissoluble.
২০৬	৫	প্লতের	প্লুতের
ঐ	৬	চন্দ্রবিন্দূ	চন্দ্রবিন্দু
২১৪	১০	উষ্টিক	উষ্ণিক
২৩৮	১	সা	সা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
২৪৭	৬	গ ম প প ডি রি ডি রি	গ ম প প ডা রা ডি রি
২৫১	৯	ঋ	ঋ
২৫৩	১০	ঋ	ঋ
২৫৭	১০	সা সা	সা সা
২৫৮	২	প ম গ ডি রি ডা	প ম গ ডা রা ডা
২৬২	৫	সা নি	সা নি
২৬৯	১২	নি সা নি সা ড় ড় ড় ড় ডা ০ ০	নি সা নি সা ড় ডা ০ ০
২৮৮	১১	ম গ ডি রি	ম গ ডা রা
ঐ	১৫	ঐ	ঐ
২৯২	১৩	মঁ	মঁ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
২৯২	১৪	নি র্সা র্নি র্সা তু তু তু তু	নি র্সা র্নি র্সা তু ডা ০ ০
৩০২	১১	র্প	র্প
৩০৪	৮	র্সা র্গ র্ঋ ডা ডি রি	র্সা র্গ র্ঋ ডা ডা রা
৩১২	৪	র্প র্ম র্প ডা ০ ০	র্প র্ম র্প ডি ডি
ঐ	১০	র্গ	র্গ
৩২৮	১	প নি ধ নি ধ	প নি ধ নি ধ
৩৩৬	১৩	র্ঋ	র্ঋ
৩৩৮	১৫	প র্সা নি ধ	প র্সা নি ধ
৩৪০	৪	র্সা র্নি ডি রি	র্সা র্নি ডা রা
৩৬২	১	র্গ র্ঋ	র্গ র্ঋ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৩৬৩	৮	র্নি ড	র্নি ডা
৩৬৪	৩	র্ধ ডি	১ র্ধ ডি
ঐ	৫	+ প ঋ	+ গ ঋ
৩৬৬	দ্বিতীয় স্তবকে ডবল "বার" না, হইয়া চতুর্থ স্তবকে হইবে।		
৩৯৯	৯	১ প	১ প
৪০০	৯	১ ঋ	১ ঋ
৪১০	৫	+ 0 সা	+ 0* সা
৪১১	১২	১ 0* সা	১ 0* সা

২২ পৃষ্ঠায় "ডা র্ ডা র্ ডা" বোল সাধনের মাত্রা যেরূপ দেওয়া আছে, সেরূপ না হইয়া "×0 ডা 0 র্ ৩ ডা ×0 0 র্ ৩ ডা" এইরূপ সর্ব্বত্র হইবে।

SANGIT RATNAKAR,

OR

THE ART AND SCIENCE OF HINDU MUSIC.

BY

NAVINA CHANDRA DATTA,

Compiler of "Khagola Bibaran" and "Khetra Byabahar."

সংগীত রত্নাকর।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

"গানাৎ পরতরং নহি।"

"একং সংগীতবিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্।"

CALCUTTA:

PRINTED AT THE SUCHARU PRESS, FOR THE PROPRIETOR, BY LALLCHAND BISWAS.

NO. 336, CHITPORE ROAD, GARANHATTA.

1872.

প্রথমবারের ভূমিকা।

এতদ্দেশীয়-বিবিধ-বিদ্যা-বিনাশক ধূমকেতু দুর্জ্জয় যবন জাতি ও ওস্তাদ্‌দিগের কুহক-কুজ্‌ঝটিকা-জালে আমাদিগের প্রাচীন সঙ্গীত বিদ্যাচলটী ঘোর আচ্ছন্ন থাকাপ্রযুক্ত তাহার পাদদেশ পর্য্যন্ত এতকাল শিক্ষার্থিদিগের বুদ্ধির দুরারোহপ্রায় রহিয়াছিল। কিছুদিন হইল আমাদিগের সঙ্গীতাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় তদারোহণজন্য "সঙ্গীত-সার" সোপান প্রস্তুত করেন, তাহাতে সাধারণের সঙ্গীত-বিদ্যা-গিরি-শৃঙ্গে উঠিবার আর বাধা নাই। ঐ সোপান অবলম্বনে অনেকে এক্ষণে তদধিত্যকা পর্য্যন্তও সুখগম্য বোধ করিতেছেন, সেই সঙ্গীত-সার সোপান সুখে অবলোকিত হউক, এতদভিপ্রায়ে সঙ্গীত-বিদ্যা-বিদ্যোতক সুবিখ্যাত বিদ্যানুরাগী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর মহোদয় সম্প্রতি আবার এই "যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা" প্রস্তুত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সেতার যন্ত্রের অবয়ববিষয়ক বিবরণ, তাহার পূর্ব্বতন সংজ্ঞা, তাহার প্রতিকৃতি, ধারণনিয়ম, ষড়্‌জাদি সপ্তস্বর, তাহাদিগের লিখনপ্রণালী, কোন্ অঙ্গুলীতে কিপ্রকার রীতিতে আঘাত করিলে কিরূপ "বোল" ব্যক্ত হয়, তাহার নিয়ম, স্পর্শ, কৃন্তন, গমক, "আশ" ও মূর্চ্ছনা ইত্যাদিযোগে অনুলোম-বিলোম-সহকারে নানাবিধ সাধনপ্রণালী ও তদুপযোগী নানাবিধ গত যথানিয়মে বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে, মন্থর-গতি, মণ্ডুক-গতি ইত্যাদি যে কয়েকটী গতি সঙ্গীতে সর্ব্বদা ব্যবহার হয়, তাহাদিগের নিয়ম, তালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

লঙ্কার, সংযোগালঙ্কার ও ছন্দোহলঙ্কারাদির নিয়ম যথারীতিতে ন্থে লিখিতে ত্রুটি হয় নাই, গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিবিধ প্রাচীন ংগ্রহপূর্ব্বক রাজা বাহাদুর এই "যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা" দেদীপ্যমান দীপিকাবাহকতা আমাকেই দিয়াছেন, আমি ইহা মুদ্রিত ও ত করিলাম। এক্ষণে রাজা বাহাদুরের হাতযশ ও আমার কতদূর সফল হইয়া উঠে বলিতে পারি না ইতি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশক।

দ্বিতীয়বারের ভূমিকা।

যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা প্রথমবারে যে পঞ্চ শত খণ্ড মুদ্রিত হয়, তাহা অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অধুনা সঙ্গীত শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা, শিক্ষার্থিদিগের আন্তরিক ব্যগ্রতা দর্শনে বিশেষতঃ কতিপয় সঙ্গীতানুরাগী বন্ধুর অনুরোধে ইহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের দেশে লিখন দৃষ্টে সঙ্গীত শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত না থাকাতে সহজে লোকের বোধগম্য করিবার জন্য ইহার প্রথম মুদ্রাঙ্কন সময়ে সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ ধাতুর (সপ্তস্বরের) উদারা, মুদারা ও তারা এই গ্রামত্রয়ভেদজ্ঞাপনার্থ তিনটী সরল রেখা এবং মাত্রাকাল সূক্ষ্মরূপে বিভাগ না করিয়া স্থূল ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছিল। সম্প্রতি দেশের সে ভাব পরিবর্ত্তিত হওয়াতে (শিক্ষার্থিগণ লিখনদৃষ্টে সঙ্গীত শিক্ষার মর্ম্ম অবগত হওয়াতে) দ্বিতীয় সংস্করণে তিন রেখার পরিবর্ত্তে এক রেখা ও মাত্রাকালের সূক্ষ্মবিভাগ অবলম্বিত হইল।

ভ্রম, প্রমাদ, বিশেষতঃ বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের উত্তেজনায় ব্যস্ততানিবন্ধন প্রথম সংস্করণে যে যে স্থান অসংলগ্ন, অনাবশ্যক এবং অপরিপুষ্টাঙ্গ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকর্ত্তা সেই সকল স্থান সংলগ্ন, পরিত্যাগ ও পূর্ণাঙ্গ করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই, বলিতে পারি না কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থে ৯৪টী মাত্র গত ছিল. এবারে আরও ১০৮টী নূতন গত সংগ্রহ করিয়া দেওয়াতে গতের সংখ্যা ২০২ হইয়াছে, সুতরাং গ্রন্থের কলেবরও পূর্ব্বাপেক্ষা

অনেক বড় হইয়াছে। নূতন সংগৃহীত ১০৮টী গতের মধ্যে অধিকাংশ গতই গ্রন্থকার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, অপরাপর ব্যক্তি হইতে সংগৃহীত গত সমূহের রাগের বিশুদ্ধতা পক্ষে গ্রন্থকার দায়ী নহেন। সঙ্গীত কুতূহলীগণ প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিলে গ্রন্থকার সমুদায় শ্রম ও যত্ন সফল জ্ঞান করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামপ্রসন্ন শ্রুতিরত্ন মহাশয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ সময়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশক।

YANTRA KSHETRA DÌPIKÀ,

OR

A TREATISE ON THE "SETAR,"

CONTAINING

THE REQUISITE RULES FOR PERFORMING ON THE INSTRUMENT,

TOGETHER WITH

VARIOUS EXERCISES AND TWO HUNDRED AND TWO AIRS,

COMPOSED AND COMPILED,

BY

SOURINDRO MOHUN TAGORE, MUS. DOC.,

Knight Commander of the Order of Leopold of Belgium; Knight Commander of the First Class Order of Albert of Saxony; Chevalier of the Imperial Order of Medjidie of Turkey; Sangita Nayaka and Sangita Sagara of Nepaul; Founder and President of the Bengal Music School; Fellow of the University of Calcutta; Member of the Royal Asiatic Society, and Fellow of the Royal Society of Literature, Great Britain and Ireland; Honorary Member of the Royal Academy of Music, Stockholm, Sweden; Officier d'Académie, Paris; Associate Member of the Royal Academy of Sciences, Letters and Fine Arts, of Belgium; Corresponding Member of the Royal Musical Society of Amsterdam; Foreign Member of the Royal Philological and Ethnographical Institution of Netherlands India at the Hague; Corresponding Member of the Royal University of Genera; Socio Onorario of the Royal Academy of St. Cecilia, Rome; Socio Onorario Societa Dilusca[illegible] Italiana; Accademico Corrispondente of the Academy of the Royal Musical Institute of Florence; Socio Corrispondente of the Royal Academy of Raffaello, Urbino, Italy; Socio Benemerito of the Royal University of Parma; Socio Onorario of the Philharmonic Society of Bologna; Honorary Member of the Archæological Society of Athens, Greece; Socio Onorario of Royal Academy of Palermo, Sicily; Patron of the Athenæum of the Royal University of Sassari, Sardinia; Member of the Imperial Academy of Ossaca, Japan,

&c. &c. &c.

PUBLISHED BY

KALLY PROSONNO BANERJEA,

PROFESSOR, BENGAL MUSIC SCHOOL.

SECOND EDITION.

Calcutta:

J. N. VIDYARATNA, 38, SHAMPOOKER STREET.

1879.

PRINTED

BY J N VIDYARATNA, AT THE NEW BENGAL PRESS,

[illegible], SHAMPOOKER STREET,

CALCUTTA.

যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা

সেতার-শিক্ষা-বিধায়ক-গ্রন্থ।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তার
নাইট্ কমাণ্ডার অব্ দি অর্ডার অব্ লিওপোলড, অব্ বেলজিয়ম; নাইট্ কমাণ্ডার অব্ দি ফার্ষ্ট ক্লাস
অর্ডার অব্ আল্বার্ট অব্ সাক্সনি; সিভেলিয়ার অব্ দি ইম্পিরিয়েল অর্ডার অব মেড্জেডি
অব্ টার্কি, নেপালের সঙ্গীতনায়ক ও সঙ্গীতসাগর; বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতি-
ষ্ঠাতা ও সভাপতি; কলিকাতা ইউনিভারসিটির ফেলো, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র
লণ্ডের রএল আসিয়াটিক সোসাইটির মেম্বর এবং সাহিত্য রএল সোসাইটির
ফেলো; সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলমের সঙ্গীত বিদ্যা রএল সোসাইটির
অনরেরি মেম্বর; ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে একাডেমির অফি-
সার; বেলজিয়মের বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্পের রএল একাডেমির
এসোসিএট মেম্বর; আমষ্টারডম নগরে সঙ্গীত বিদ্যার রএল
সোসাইটির করেস্পণ্ডিং মেম্বর; নিদরলেণ্ডস্থ
হেগনগরীয় রয়েল ইন্ষ্টিটিউট ও
এথ্নগ্রাফিকাল ভারতীয় ইন্ষ্টিটিউসনের ফরেন্ মেম্বর; ভেনিস নগরস্থ শিল্প বিদ্যালয়ের করেস্পণ্ডিং
মেম্বর; রোমের সেণ্টসিসিলিয়াস্থ রএল একাডেমির সোসিও অনরেরিও; ইটালির সোসাইটা
ডিটাস কালিকার সোসিও অনরেরিও, ফ্লরেন্সের রএল মিউজিকেল ইন্ষ্টিটিউটো একাডেমিক
একাডেমিকো করস্পণ্ডেণ্টি; উদিনোস্থ ব্যারনো একাডেমির করেস্পণ্ডিং মেম্বর;
পারমার রএল বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিও বেনিমেরিটো; বোলোগ্নার ফিল-
হারমণিক সোসাইটির সোসিও অনরেরিও; গ্রীসের এথেন্স নগরে
আরচিওলজিকেল সোসাইটির মেম্বর; সিসিলি দ্বীপস্থ পালারমোর
রএল একাডেমির সোসিও অনরেরিও; সার্ডিনিয়া দ্বীপস্থ
সেসেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রন; জাপানের ওনা-
কার ইম্পিরিএল একাডেমির মেম্বর;
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি
কর্ত্তৃক প্রণীত।

বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে
মুদ্রিত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।